শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত

গুরুসদয় দত্ত আই. সি. এস.

এবং

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক

ডক্টর নির্মলেন্দু ভৌমিক এম. এ., ডি. ফিল.

সম্পাদিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত : সংগ্রহ

॥ প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন ॥

। ১ ।

নয়ান ফিরাও, রূপ দেখি— বা'[১] দয়াল বন্ধু,
নয়ান ফিরাও, রূপ দেখি ॥

আর এপারে সেপারে নদী—
না জানি সাঁতার।
হস্তে ধরি' করো পার
আমি অধম গুণাগার[২] ॥

আর এপারে সে পারে নদী—
উথুলিছে ঢেউ।
কাকুতি-মিনতি করি
সঙ্গে নেয় কেউ ॥

অধীন এক্রামে বলে,
মম রাজা ওরে :
খেওয়া ঘাট চিনিয়া কারয়ো পার—
আমার ঠাকুর জগন্নাথ ॥

---

১ হে ২ পাপী

। ২ ।

আচম্বিতে[১] ডুবল তরী, দয়াল হরি,
তরাও যদি নিজ গুণে—
আর আমার কেও[২] নাই তুমি বিনে ॥

সাধের একখান তরী ছিল
অযতনে বিনাশিল।
বান্ধ তার সব ছুইটে গেল[৩] —
জল চুয়ায় রাত্র-দিনে ॥

জিনিস কিনলাম ষোল্ল আনা
বেপার[৪] করিতাম দুনা।
সেও জিনিসের ভাও[৫] জানি না—
আসল লইয়া পড়িল টানাটানি ॥

। ৩ ।

কাকুতি-মিনতি করি' ডাকি যে তোমারে—
দয়াল বন্ধু, দয়া নি করিবায় মোরে[৬] ॥

দিনে-রাইতে আছি তোমার দয়ার কাঙাল অইয়া[৭] —
এই দয়া করো মোরে, বাঁচাও দেখা দিয়া ॥

হাছন রাজার মনের আশা— থাকত[৮] চরণতলে—
ছাড়ব না, ছাড়ব না তোমায়, কোলে তুলি' লইলে ॥

---

১ হঠাৎ ২ কেহ ৩ তাহার সব বন্ধন ছুটিয়া গেল ৪ লাভ ৫ বাজার দর
৬ আমাকে কি দয়া করিবে ৭ হইয়া ৮ থাকিবে

॥ বড়ো চৌতাল ॥

। ৪ ।

এসে দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ বেশে
ওহে রাধার নাথ ;
ওরে কিশোরী লইয়া বামে—
আরে দাঁড়াও হৃদয়-মূলে ॥

ওরে যুগল-কিশোর রূপ—
রূপ হেরিব নয়নে ;
ওরে, ওহে রাধার নাথ হে,
ওহে রাধার নাথ,
ওরে যুগল-কিশোর রূপ
রূপ হেরিব নয়নে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৫ ।

হরি, সুখে রাখো কিংবা দুখে রাখো—
আমার তাতে মনে কিন্তু ভয় নাই ॥

ওহে কাঙাল করে রাখো—
কিংবা দাও রাজত্ব,
থাকে যেন তোমার চরণে দাসত্ব।
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
দিবানিশি আমি থাকি যেন মত্ত—
রসনাতে তব গুণগান ॥

ওহে প্রজ্বলিত হুতাশনে থাকি—
তবু যেন ওই নাম হৃদয়েতে রাখি ;
দিবানিশি আমার ঝুরে দুটি আঁখি—
তোমা ভিন্ন আমার কেহ নাই ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৬ ।

মুখে হরেকৃষ্ণ বলো একবার—
এমন বিপদ-ভঞ্জন হরির নাম
ভুলো না মন আমার ॥

আসিলে শমন, করিবে বন্ধন
আপনার বলে টেনে নিবে ।
ভাই-বন্ধু যারা—পলাইবে তারা,
কেহ নাই কাছে রবে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৭ ।

বল্ রে বল্, হরি বল্—বদন ভইরে[১] ।
ভাইরে, যাবে ক্ষুধা,
নাম-সুধা পান করো রে—
প্রাণ ভইরে ॥

---

১ ভরিয়া

ভবে ভয় না র'বে—
হরির নামের গৌরবে ;
ভাইরে, অনায়াসে যাবে চইলে[১]
ওই ভবার্ণবে।
পারের মূল্য চায়না রে ভাই,
বিনামূল্যে হরি পার করে ॥

'হরি' বল্ রে আরে পাষাণ মন—
একবার 'হরি-হরি' বল্‌রে ;
পাষাণ মন রে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৮ ।

দয়াময় হরি, 'দয়াময়' ব'লে
ডাকরে ও মন-রসনা :
যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে—
দূরে যাবে ভব-যন্ত্রণা ॥

অসার মহিমা দূরে পরিহরি'
দিবানিশি মুখে বলো 'হরি-হরি'।
নামে ভক্তি, নামে মুক্তি—
নামে পূরে মন-বাসনা ॥

---

১ চলিয়া

আরে দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে
গণার দিন তো যায় রে চ'লে।
দিন থাকিতে দীননাথকে
ডাক্‌রে ও মন-রসনা ॥

অজ্ঞান মন,
কেন ভুলে রইলায়[১] রে।
দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে
গণার দিন তো যায় রে চ'লে ॥

। ৯ ।

হরির নাম লও মন রে,
ওই নাম এমন মধুর মিঠা।
এমন মধুর মিঠা বা' নাম
এমন মধুর মিঠা ॥

নাম তরুয়া বটে জন্ম—
এক গাছে তিন কোঠা।
পঞ্চডালে নয় মণ ধরে
বিংশতি ফুল ফোটা ॥

আর রসিক এবার মর্ম জানে
অরসিকের লেখা।
স্বরূপচান্দে কয়—
ধর্মজ্ঞানী—ভক্তি পথে কাঁটা ॥

---

১ রহিলে

। ১০ ।

হরির নাম বিনে গতি নাই রে—
প্রেমস্বরে ডাইকো[১] মন, তাঁরে ;
ডাইকো মন তাঁরে, ডাইকো মন তাঁরে—
বইসে[২] ডাইকো মন, তাঁরে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে রাই-কিশোরী।
ওরে, তুলসী পাতায় লেইখে[৩] নাম—
নেক্তির উজন করে[৪] রে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে প্রহ্লাদ ভক্তে।
ওরে, অগ্নিকুণ্ডে পইড়ে[৫] প্রহ্লাদ—
'হরি হরি' বলে রে ॥

আর হরির নামের যে মহিমা
জানে নিতাই চান্দে।
ওরে নিতাইর আতের[৬] প্রেম-ডোরি
যে দিগ ফিরাও, ফিরে রে ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ১১ ।

হরি, দিন তো গেল, সাঞ্জা[৭] হল—
পার করো আমারে।
তুমি পারের কর্তা জেনে বার্তা
ডাকি হে তোমারে ॥

---

১ ডাকিয়ো ২ বসিয়া ৩ লিখিয়া ৪ নিক্তিতে ওজন করে ৫ পড়িয়া ৬ হাতের ৭ সন্ধ্যা

আমি আগে আইসে[১]
হরি, রইলাম বইসে[২] ;
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
সে যে শেষে আইসে আগে গেল—
আমি রইলাম বসে ॥

হাতে কড়ি আছে যার
হরি তারে করো পার ;
হরি হে, ওহে দয়াময় হরি,
কড়ি আছে যার—তারে করো পার—
আমার নাই সে কড়ি, দীন ভিখারী
দেখ ঝোলা ঝাইড়ে[৩] ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ১২ ।

মধুর হরির নামের তুল্য ধন
কি জগতে আছে—
ওই নাম জপে হরি-ত্রিপুরারি
শমনকে জয় কইরাছে[৪] ॥

ভাইরে, হরির নাম সত্য—
ওই নাম পরম পদার্থ ;
'হরি' হইতে 'হরিনামে' অধিক মাহাত্ম্য।
ওই নাম সত্যভামা ব্রত কইরে[৫]
নামের তত্ত্ব জাইনাছে[৬] ॥

---

১ আসিয়া ২ বসিয়া ৩ ঝাড়িয়া ৪ করিয়াছে ৫ করিয়া ৬ জানিয়াছে

নামের প্রমাণ দেখ না—
হরি-ভক্ত সুধন্বা ;
তপ্ত তৈলে বইসে[১] করে হরি সাধনা।
ও তার মুণ্ড হইল শমনজয়ী
শিবের গলে রইয়াছে ॥

ভাইরে, এ ভব-সংসার—
মিছা আইসা-যাওয়া সার ;
ভেবে দেখ্‌রে অবোধ মন,
গতি নাইরে আর।
অতি যতন কইরে পরম রতন
দয়াল নিতাই আইনাছে[২] ॥

॥ লোভা ॥

। ১৩ ।

হরি-নামের মালা
নিতাই দিল আমার গলে :
হরির নাম মন্ত্র নিব—
স্নান ক'রে আজ গঙ্গাজলে ॥

জাহ্নবীর মৃত্তিকায়—
হরি-নাম লেখব গায়।
সাধুর পদধূলি মাথে
মাখব গায় কতুহলে ॥

---

১ বসিয়া ২ আনিয়াছে

॥ মালসী কীর্তন ॥

। ১৪ ।

শুনো গো মা অন্নপূর্ণা,
এ বাসনা মনে করি—
যেন কাশীতে প্রাণ পরিহরি ॥

কাশী বলে যাত্রা কইরে[১] —
কেও যদি যায় পথে মইরে[২] :
শমন তারে ছুঁইতে[৩] নারে
রক্ষা করেন ত্রিশূল-ধারী ॥

বরং খাবো ভিক্ষা ক'রে—
কাশী-বাসীর দ্বারে দ্বারে :
যদি যাই কাশীতে মরি
পুনর্জন্ম আর না ধরি ॥

চিকনের ওই মিনতি—
শুনো গো মা ভগবতি :
অন্তিম কালে যুগল চরণ
দিয়ো গো মা বিশ্বেশ্বরি ॥

॥ মালসী কীর্তন ॥

। ১৫ ।

মন, কেন তুই ভাবিস মিছে—
যার মা আনন্দময়ী
নিরানন্দ তার কি আছে ॥

---

১ করিয়া ২ মরিয়া ৩ ছুঁইতে

পাঁচ-পীরের পূজারী হইয়ে
পড়েছিস তুই বিষম প্যাঁচে।
কেবল 'আমি-আমার'—এ দুটো ছাড়্,
সকল দুঃখ যাব[১] ঘুচে॥

। ১৬ ।

মিছা দুনিয়াই দেখি ভাই রে, মিছা বাড়ী-ঘর।
দুই আঙ্খি মুজিয়া দেখি—
কেবল একাশর[২] রে॥

আর বড়ো বাড়ী, বড়ো ঘর,
বড়ো কইলাম আশা।
হয়রে, দুই আঙ্খি মুজিয়া দেখি—
মাটির তলে বাসা রে॥

আর ওউ যেন দেখ্‌রায়[৩] তিরি-পুত্র
কেবল আবের ছায়া[৪]।
হয়রে, দুই আঙ্খি মুজিয়া দেখি—
মিছা ভবের মায়া রে॥

আর ঘাটে আইয়া[৫] চকিদারে
লাগাম করইন নাও[৬]।
হয়রে, ঘন-ঘন রাও ছাড়ইন
জলদি করি' আও রে॥

আর কইন তো ফকির ফয়জুল্লা শা'য়
দরিয়ার পার বইয়া :
হয়রে, পারইতাম-পারইতাম করি'
দিন তো যায় মোর গইয়া[৭] রে॥

---

১ যাইবে ২ একাকী ৩ দেখিতেছ ৪ মেঘের ছায়া ৫ আসিয়া ৬ নৌকা ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হন ৭ চলিয়া

। ১৭ ।

পয়সা-শূন্য দেখি' লোকে ঘৃণা করে রে
হায়রে, আমার কর্মদোষে রে।
দারুণ পয়সায় কলঙ্কী কইল সংসারে॥

আর হাতে নাইরে পয়সা-কড়ি
কিসে কি করি—
পয়সা ছাড়া জী'তে মরা, প্রাণরাখা হয় ভারী।
ওরে, হায়রে টাকা, হায়রে পয়সা,
এ দুর্দশা কইলে মোরে রে॥

আর হায়রে টাকা, হায়রে পয়সা,
হায়রে জমিদারী—
কে হরিল, কোথায় নিল, পাইনা তালাস করি'।
দিন সুদিন—হইল কুদিন
কি করি আজলের[১] দোষে রে॥

আর পয়সা ঘোড়া, পয়সা জোড়া,[২]
পয়সা বাবুগিরি—
লোকসমাজে যাইতে নারি, কলঙ্ক হয় ভারী।
ওরে, আত্মীয়-স্বজন নিজ পরিজন—
কেও চাহে না সমাদরে রে॥

আর শেখ আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
লাঞ্ছিত সংসারে :
পয়সার আশায় ভালোবাসা বাসে পরস্পরে।
ওরে, আমোদ-প্রমোদ, মান-কুলমান
সকল পয়সার জোরে রে॥

১ ভাগ্যের ২ পোষাক

॥ মনঃশিক্ষা ॥

। ১৮ ।

মন-মাঝি ভাই,

হইয়াছ রে বেদিশা,[১] দেওয়ানা[২] ।

বেদারে[৩] চালাইছ নৌকা, দেখ না ॥

ভব-সাগরের নাইরে কূলাকূল ;

শরাব-খোরের মতো হইয়াছ বেভুল ।

ভালা কইলে মন্দ বুঝ—

ওউ নি[৪] তোর জাতের ধারা ॥

পাড়ি ধর্‌লাম অকুল সায়রে ;

ঠিক রাখিয়ো ভাই—

আলির কাঁটা[৫] পড়্‌বায়্‌রে হেইলে[৬] ।

চাকে[৭] ডুবাইব নৌকা, পাতালে কর্‌ব খেলা ॥

তোমার গোপাল বড়ো চোর ;

তির্‌জগতে[৮] দেখছি না সই—

এমন ধান্ধা-খুর ।

সর-ননী-মাখন খাওয়া, পিছ্‌ দুয়ারে সামাইয়া

---

১ দিশাহীন ২ পাগল ৩ নৌকার পথ ছাড়িয়া বিপথে, বে-ধারে ৪ এই কি
৫ নৌকার হাল ৬ হেলিয়া পড়িবে ৭ ঘূর্ণিচক্রে ৮ ত্রিজগতে

আছিল মোর নছিবের লেখা—
থালিত রইল বাড়া ভাত,
মুই রইলাম ফাক্কা।
গোপাল বলে, মোর কপালে
আছিল বন্দের ছাটা ॥

। ১৯ ।

মন, তোরে কেবা পার করে ;
কান্দিয়া বেয়াকুল হইলাম ভব-নদীর পারে আমি
অমায়া[১] সাগরে ॥

নাও আছে, কাণ্ডারী নাইরে
মাঝি নাইরে এই পারে।
ও মাঝি, তোর নাম জানি না—
ডাক দিমু কারে ॥

অসময়ে দিন কাটায়ে
কুসময়ে আইলাম নদীর ধারে।
ওই নদীতে আছে কুম্ভীর—
ধরিয়া খাইব[২] মোরে ॥

মস্তান[৩] ইদং শা'য় বলে—
ঠেকছি ভবের মায়ার জালে।
আশায় আশায় বইসে[৪] থাকি
ভব-নদীর পারে ॥

---

১ মায়াহীন ২ খাইবে ৩ পাগল, ভাবোন্মাদ ৪ বসিয়া

। ২০ ।

ওরে, মন-চাষা, তোর ক্ষেতে দেও রে চাষ।
ওয়রে, নিচিন্তে[১] বসিয়া রইলায়[২] —
ফিরিয়া ঘর না কইলায় তালাস[৩] ॥

আর সুদিন গেল, দুর্দিন আইল, রে পাষাণ মন,
আইল দারুণ আষাঢ় মাস রে।
হায়রে, কাম নদীতে ঢেউ উঠিয়া, রে পাষাণ মন,
আমার কইল সর্বনাশ রে ॥

আর তিন পা' জমি-জোত খাই, রে পাষাণ মন,
প্রেমের না লাগিল বাতাস।
হায়রে, আজি কেন তোর জমিনে, রে পাষাণ মন,
প্রেমাঙ্কুর পরকাশ ॥

আর বারে বারে কই তোরে, রে পাষাণ মন,
আমার কথা না কইলায় বিশ্বাস রে।
হয়রে, আজি কেনে তোর জমিনে, রে পাষাণ মন,
নিলামের নিকাশ রে ॥

---

১ নিশ্চিন্তে ২ বহিলে ৩ তল্লাস করিলে না

। ২১ ।

সনের খিরাজ[১] রইলে বাকী
উশুল[২] নাই তৌজি-চিঠায়[৩]।
দেখ মন, পড়িল বাকী জায় ॥

মনরে, জোতিয়া খাইলায়[৪] জমি বাড়ী
জমার করো কি উপায়।
এই যে দিন পলে ছিন[৫]
তোমার লাটের তারিখ গইয়া[৬] যায় ॥

মনরে, জমির জমা সনে-সনে
আদায় করনা চায়[৭]।
আরো দেখ—রাখতে হইল
ছাড়িলে না পারা যায় ॥

মনরে, জমিদারের জমিদারী
রাখিতে বিষম দায়।
জমা উশুল না হইলে
তাল্লুক লিলাম[৮] ডাকায় ॥

মনরে, অধীন ইরপানে কয়—
তোমার কি হইব উপায়।
জমিতে দাইখ্‌লা[৯] নাই মোর
জমা না হইল আদায় ॥

১ খাজনা ২ ওয়াশিল ৩ খাজনাব তালিকা, ফর্দ ৪ জোত করিয়া খাইলে ৫ তোমার সঙ্কটের দিন আসিয়া পড়িল ৬ চলিয়া ৭ কবিতে হইবে, কবা চাই ৮ নিলাম ৯ দখল, দাখিলা

। ২২ ।

অজ্ঞান মন রে, তুই রইছ ভুলিয়া,—
রইছ ভুলিয়া, রইছ ভুলিয়া ॥

আর লাভ করিতে আইলাম ভবে
মা'জনের[১] ধন লইয়া।
এগো, লাভে-মূলে সব খোয়াইলাম
কামিনীর সঙ্গ পাইয়া—
যার লাগিয়া ॥

আর অমূল্যি মাণিক আইলায়[২]
সঙ্গেতে লইয়া।
এগো, বেভুলে হারাইলায়[৩] তারে
সংসারে মজিয়া—
যার লাগিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
নদীর কূলে বইয়া।
এগো, যে ভাইয়ে জানিছে হিসাব
যাইবে পার হইয়া—
যার লাগিয়া ॥

। ২৩ ।

মিছা ধান্দাবাজী—এ সংসার—
মন রে, ভরসা করো কার ॥

১ মহাজনের ২ আসিলে ৩ হারাইলে

মন রে, মইলে নিবায় কি[১] —
মাটির কলসী, আষ্ট গণ্ডা কড়ি রে ;
নিবায় ভাঙা এক চাটি[২] রে—
ভাঙা চাটি হইব[৩] প্রাণের সার ॥

মন রে, ভাই-বন্ধু-জন
কেওই নায়[৪] আপন ;
মরলে করে এই পরামিশ[৫], বাঁটিয়া নিত[৬] ধন—
বাঁটিয়া নিত,—টানিয়া করত ঘরের বার ॥

মনরে, নিয়া নদীর পার
করিবা সংহার।
কোথায় গেলা ভাই বন্দু, কোথায় পরিবার—
শরত[৭] মইলে টানিয়া করব[৮] ঘরের বার ॥

। ২৪ ।

পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথাও যাও, রে সোনার ময়না,
ও ময়না, পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও ॥

আইব[৯] রে হুজুরী পে'দা,[১০] নিব[১১] রে বান্ধিয়া।
তিরি-পুত্র-ভাই-বেরাদর উঠিবা[১২] কান্দিয়া ॥

এই ভবের জিন্দেগী[১৩] যেমন পৌষ মাসের খুয়া[১৪]।
পড়িয়া রইব[১৫] খালি পিঞ্জরা, উড়িয়া যাইব[১৬] সুয়া ॥

---

১ মরিলে লইবে কি ২ চাটাই ৩ হইবে ৪ কেহই নয় ৫ পরামর্শ ৬ লইবে
৭ শরৎ—পদকর্ত্তা (?) ৮ করিবে ৯ আসিবে ১০ হুজুরের পেয়াদা ১১ লইবে
১২ উঠিবেন ১৩ জীবন ১৪ কুয়াসা ১৫ রহিবে ১৬ যাইবে

জীবন ভরিয়া কান্দ্‌লাম পরার কান্দন।
একবার না কান্দিলাম থাকিতে জীবন॥

নাকিছ[১] ইবপানে বলে,—নদীয়ার কূলে বইয়া[২]।
বেবথা জীবন গাওয়াইলাম—চোরের ছলা বইয়া[৩]॥

। ২৫ ।

তোমার মরণ-কথা স্মরণ হইল না, হাছন রাজা,—
মরণ-কথা স্মরণ হইল না॥

আর মাটির বান্ধা[৪] দালান-কুঠি—
প্রেমের বান্ধা হিয়া।
তুমি যে মরিয়া যাইবায়[৫] —
মোরে কারে দিয়া॥

আর মাটির বান্ধা দালান-কুঠি
রইবে রে পড়িয়া।
এই দম[৬] ছুটিয়া গেলে—
মাটির তলে বাসা॥

আর তিরি-পুত্র-ভাই-বেরাদর
রইবা রে দুনিয়া।
এই দম ছুটিয়া গেলে—
সঙ্গে না যাইবা[৭]॥

১ নিকৃষ্ট, অধম ২ বসিয়া ৩ বোঝা বহিয়া ৪ মাটি দিয়া বাঁধানো, বানানো ৫ যাইবে
৬ প্রাণ ৭ যাইবেন

। ২৬ ।

মইলে কেও[১] সঙ্গে যাবে নারে—
রইল তোর সাধের দোকানদারী ;
এই না মুখে খেয়েছ কতো মুণ্ডা[২]-মিছরি-চিনি।
তোমার সেই মুখে আজ জ্বেলে দিবে
জ্বলন্ত আগুনি ॥

এই না মাথায় বেঁধেছ কতো
শালের পাগুড়ি।
সেই মাথা আজ শ্মশান-ঘাটে
করবে গড়াগড়ি রে ॥

কেও কাটে ঝাড়ের বাঁশ
কেও পাকৃকায় দড়ি।
চারি জনে কাঁধে করি'
বলবে 'হরি হরি' রে ॥

। ২৭ ।

কে তোর আপন, রে মনা,
কে তোমারি পর ;
মইলে সমন্দ নাই[৩],—ঘরের বহির কর।
মনা, তুই বহিয়া যা রে ॥

মনা নি রে ভাই,
ভরা কলসীর জল কলসীয়ে শুকায়।
মায়ে বলে, ওয়রে পুত যমে লইয়া যায় ॥

১ মরিলে কেহ ২ মণ্ডা ৩ মরিলে সম্বন্ধ নাই

মনা নি রে ভাই,
আড়িয়ে কান্দে, পড়িয়ে কান্দে,[১] —
কান্দে সোদের ভাই ;
আজল বেলওয়ায় কান্দইন,[২] আরাইলাম[৩] গোঁসাই ॥

মনা নি রে ভাই,
বাদশায় বাদশাই করইন—
সামনে খাড়া উজির ;
রইয়া রইয়া কর বিচার—নছিবের[৪] খাতির ॥

মনা নি রে ভাই,
কইন তো ফকির ইরপান আলী—
বুঝলাম দুনিয়ার ভাও[৫] ;
নিরাই দেখি'[৬] ধরিয়ো পাড়ি—সমদুর হইতায় পার[৭] ॥

। ২৮ ।

পাষাণ মন রে, তোর কে আছে,—
ভাব কইরা দেখ্[৮] ।
দেহার মাঝে ভাব কইরা দেখ্ ॥

আর ভাই তো আপ্না নয় রে
একই সিন্দুর[৯] কায়া[১০] ।
এগো, পরার নারী ঘরে আইন্‌লে[১১]—
ছাইড়লাম ভাইয়ের মায়া রে ॥

---

১ পাড়া-পড়শীর লোক কাঁদে ২ প্রিয়তমা পত্নী কাঁদেন ৩ হারাইলাম ৪ নসিবের, ভাগ্যের ৫ গতিক ৬ নিস্তব্ধ দেখিয়া (নৌকা চালনা করিয়ো) ৭ সমুদ্র পার হইতে পারিবে ৮ ভাবনা করিয়া দেখ ৯ (?) ১০ দেহ ১১ আনিলে, আনিয়া

আর স্ত্রী তো আপ্‌না নয়,
পুরুষের কামাই খায়।
ওরে, কটু মুখে কথা কইলে—
রাঁড়ী অইত[১] চায় রে॥

ঘরের কোণের বাঁ' ঝাড়,[২]
সে তো গুণের ভাই।
ওরে, জী'তে[৩] লাগে ঘরের কাজে—
মইলে[৪] সঙ্গে যায় রে॥

। ২৯ ।

গুরু ভজ রে, দিন যায়,
বসিয়াছ মন কারি আশায়॥

মনরে, আপনার আতে[৫] ইচ্ছা করি'
বেড়ি দিলাম দুইয়ো পায়।
এগো, মাকড়ের আউসে[৬] পেঁচ লাগাইয়া
ঠেকিয়াছে মন আউলা[৭] সুতায়॥

মনরে, পুত্র যে জন হয় রে সুজন
ধন্যি গায় মাতা-পিতায়।
ওরে, শরীল ঝ'রে আসলে[৮]
ডাক দিয়া যমরে বিলায়॥

---

১ বিধবা হইতে ২ বাঁশ ঝাড় ৩ জীবন কালে ৪ মরিলে ৫ হাতে ৬ মাকড়সার জালে ৭ এলো ৮ শরীর ঝরিয়া আসিলে

মনরে, শ্রীনাথ বলে,
আন্তিকালে[১] যাবে তোরা মথুরায়।
ওরে, আমার দিন তো যায়রে শোকে
পরার দিনের ভাবনায় ॥

। ৩০ ।

পাইয়া কুমতির সঙ্গ
মন-মাতঙ্গ সদায়[২] ঘুরে।
সদায় থাকে রাগের ঘোরে—
মন-মাতঙ্গ সদায় ঘোরে ॥

রসিক যারা চইলে[৩] গেল—
আমায় সঙ্গে নিল না রে ॥

। ৩১ ।

শুন মন, তোমারে বলি—
পড়ো গি'[৪] গৌরার ইস্কুলে।
হেলায়-হেলায় দিন গওয়াইলে[৫]
কষ্ট পাবে শেষকালে ॥

আজি রাত্রি পাবে কষ্ট,
লেখা যদি করো নষ্ট।
চিনলে না রে ও পাষাণ-মন,
বুঝলে না রে ও পাষাণ-মন,
মূর্খ বলি' দিবে গালি ॥

১ শেষ দিনে ২ সর্ব্বদাই ৩ চলিয়া ৪ গিয়া ৫ কাটাইলে

ছাত্র ছিল রূপ-সনাতন
সে জানে লেখারি উজন[১]।
একূল-ওকূল সেকূল গেল,
ভবের আশা কয়দিন র'ল,
শুন মন, তোমারে বলি ॥

ভেবে চন্দ্রদাসে বলে—
মানব-জনম গেল বিফলে।
একূল-ওকূল দুকূল গেল,
মুখে রাধা-কৃষ্ণ বলো,
শুন মন, তোমারে বলি ॥

। ৩২ ।

ওবে, আর কেহই নাইরে শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে;
আর শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে, শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে
শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ বিনে ॥

আর বাপ তো আপনা না হয়
কেবল জন্মদাতা।
ওয়রে[২], গুরুতো আপনা হয় রে
কয় রে মর্মকথা রে ॥

আর ভাই তো আপনা না হয়
সম্পত্তির সাথী।
মইলে করইন পরামিশ[৩]
ধন নিতা বাঁটি'[৪] রে ॥

১ ওজন ২ ওরে ৩ মরিলে পরামর্শ করেন ৪ ধন বাঁটিয়া লইবেন

আর তিরি[১] তো আপনা না হয়
স্বামীর কামাই খায়।
ওরে, দুই-চাইর কথা টান কহিলে[২]
রাঁড়ী হইত[৩] চায় রে ॥

আর কোটিচান্দ বাউলে বলে—
শুনরে কালিয়া:
হয়রে, কামাই কইলে খাইবার আছইন[৪]
সঙ্গে যাইবার নাইরে ॥

। ৩৩

আল্লা, দবদ নাই নি তোর[৫] —
বানাইয়া ভাঙ্গিতায়[৬] পাবো নবীন বাসর ॥

আব মায়ের কোলেব যাদু, বা' আল্লা[৭],
নিলায়[৮] বে কাডিয়া।
অল্প বয়সের জোড আমার
নিলায় রে ভাঙ্গিয়া ॥

আর কেওবরে[৯] বানাও বা' আল্লা,
লাখের সদাগর।
মুই অধম রে মাগিয়া[১০] ফিরাও—
পরৃতি[১১] ঘরে ঘর ॥

---

১ স্ত্রী ২ কড়া কবিযা বলিলে ৩ বিধবা হইতে ৪ রোজগাব করিলে খাইবার আছেন ৫ তোর কি দবদ নাই ৬ ভাঙ্গিতে ৭ হে অ ল্লা ৮ লইলে ৯ কাহাকে ১০ ভিক্ষা করাইয়া ১১ প্রতি

আর কইন নি ফকির আব্দুল হুছন
দিলেতে ভাবিয়া—
না জানি কি হইব[১] আমার
কয়বরের ভিত্তর[২] ॥

। ৩৪ ।

মন, তোরে পাইলাম না রে
বানাইতে রতন।
আল্লা, আমারে ডুবাইতে চাও—
ডুবিমু দুইজন ॥

ভাসিয়া-ভাসিয়া ফিরি
সমদ্দুরের[৩] ফেনা।
কতো দিনে দয়ার নাথে
লওয়াইবা কিনারা ॥

অনিল[৪] জঙ্গলের মাঝে
বানাইয়াছি ঘর।
আমার ভাই নাই, বান্ধব নাই—
কে লইত খবর ॥

মুশরিকে-মুগরিবে[৫] বা' আল্লা
সামাইল জনম।
তার মাঝে প্রবেশিলা—
হুব[৬] আর লোভ ॥

---

১ হইবে ২ কবরের ভিতরে ৩ সমুদ্রের ৪ নিবিড় ৫ পূর্বে-পশ্চিমে ৬ প্রেম

হবে কইল বন্দী মোরে—
লোভে কইল তল।
কাতর হইয়া কইন—
অনাথ আবজল ॥

। ৩৫ ।

বুঝাই কতো শতবারে, বুঝ্ মানো না কেনে-
রে ও ভুলা মন, পাইছে নি শয়তানে ॥

আর হইয়াছ শয়তানের ঘোড়া—
বসিয়াছে গর্দানে।
এগো, মারিলে গুরুজের[১] কোড়া[২]
দৌড়াও রাত্রদিনে ॥

আর আশার গাছে ভাঙা ডালে
বাসা বান্ধলায়[৩] কেনে।
এগো, লিলুয়া বাতাসে[৪] কোন্ দিন
ঘিরাইব জমিনে[৫] ॥

আর খাইয়াছ বেহুঁশের গুলি
ধনে আর যৌবনে।
এগো, কিসের তোমার সান-মান[৬]
বেরথা দুই-চাইর দিনে ॥

আর প্রেম-হারা কথা সয় না—
কান্দে ইয়াছিনে :
এগো, আল্লা-রছুল, মাও-ফতেমা
হাছন আর হুছনে ॥

১ গুরুজীর (?), গদা (?) ২ চাবুক ৩ বাঁধিলে ৪ মলয় বাতাসে ৫ মাটিতে ফেলিবে
৬ মান-অপমান

। ৩৬ ।

এই কলিতে মিছা কথা
লাগছে কেবল গণ্ডগোল, আবোল্‌-তাবোল্‌।
লাগছে না তোরে প্রেমের বাজার,—
দোকান তোল্‌॥

বানিয়া হইতায়[১] চাও যদি রে মন,
নেক্তি ধরা[২] জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ওরে তামা-কাঁসা বর্ত[৩] জানো না
সোনা করি' রাঙের মূল॥

গোয়ালা হইতে চাও যদি রে মন,
দুধ বেচা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার, দই-ননী তায় জানো না রে
খাও রে কেবল মাঠা-ঘোল॥

আর নাইয়া হইতায় চাও যদি রে মন,
হাইল ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার দাঁড় বসাইতায়[৪] জানো না রে
গুণ লইয়া আকুল॥

বেপারেতে যাও যদি রে মন,
পাল্লা ধরা জানো না রে—
পাইছ না তার কল।
ও তার উজন-নিজন[৫] ঠিক জানো না
কয় আব্দুল বেয়াকুল॥

১ হইতে ২ নিক্তিধরা ৩ (?) ৪ বসাইতে ৫ ওজন ইত্যাদি।

। ৩৭ ।

ও মন সুজনা,
  চিরদিন আর ভবে র'বে না।
    কালিব[১] ছাড়ি' যাইতে হইলে
      ওই রঙ্গে দিন যাবে না॥

বাদশা' ছিল সিকন্দর—
  চান্দ-সূরযের লইল খবর।
    সে-ও তো মরিয়া গেল,
      সঙ্গে কিছু নিল না॥

রুস্তম ছিল জোরওয়ার[২] —
  তার সমান কেউ ছিল না আর।
    সে-ও তো চলিয়া গেল,
      এক মিলট[৩] আর টিকল না॥

মনসুর হল্লাজ ফকির ছিল—
  সে ওই জলে ভাসিয়া গেল।
    সে ওই জলে ভাসিয়া গেল,
      'আইমুল হক[৪] ' নাম ছুড়্‌ল[৫] না॥

। ৩৮ ।

দিনে দিনে দিন ফুরাইল, ভেবে দেখ মন—
  কুপক্ষ ত্যজিয়া করো সুপথে গমন॥

---

১ কলূব, আত্মার বাসস্থান ২ শক্তিশালী ৩ মিনিট ৪ 'আনাল হক' : আমি-ই ভগবান ৫ ছাড়িল

হেসে-খেলে দিনে দিনে
কাটাও দিন অকারণে।
যাইতে হবে নে কি
তান[১] না রইবে আইলে শমন ॥

প্রাণ-পাখী উড়ে যাবে—
শুধু খাঁচা পড়ে রবে।
কবরেতে শওয়াইবে
একা সেথা রবে তখন ॥

সেই ঘর যে অন্ধকার
সঙ্গী না হইবে কার।
বিপদে পড়িবে তখন—
ফিরিস্তা[২] আইলে দুইজন ॥

তারা তখন জিজ্ঞাসিবে—
রব[৩] কেবা বলতে হবে।
তা না হলে সাজা দিবে
বিপদে করবে রোদন ॥

। ৩৯ ।

রাইতে হইল রে, ও মনার[৪] ,
রাইত হইল রে আন্ধি।
একেলা কয়বরের মাঝে
আমার নেকীর[৫] লাগি' কান্দি ॥

---

১ তাঁহার ২ দেবদূত ৩ স্রষ্টা ৪ মন ৫ পুণ্যের

মুগ্‌রিবেরি ওক্তে[১] মনা রে
নাইরে কোনো কাম।
নিরলে বসিয়া লইয়ো—
আমার ছায়ব[২] আল্লাজীর নাম॥

আর দুই প'র রাত্রি যাইতে
ওয়রে মনা, মইওতের[৩] চিন্‌;—
বুকে করে ধড়ফড়—
আমার হুঁশ নিবা গি' কাড়ি'॥

তিন প'র রাত্রি যাইতে আমার
মইওতের খবর।
আমি তো পড়িয়া রইলাম—
শয়তানের চর॥

চারি প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আসিলা তাজ্জুদ[৪]।
সকল মুমিনে পড়ইন নমাজ
আমি ঘুমেতে মজুদ[৫]॥

পাঁচ প'র রাত্রি যাইতে রে
ওয়রে মনা, আসিলা ফজর[৬]।
সকল মুমিনে পড়ইন নমাজ—
আমি ঘুমেতে কাতর॥

রাত্রি গেল, বেলা হইল,
আফতাবে[৭] কইলা ভর।
আমি তো পড়িয়া রইলাম—
শয়তানের চর॥

১ সান্ধ্য উপাসনার সময়ে ২ সাহেব ৩ মৃত্যুর ৪ শেষ রাত্রির উপাসনা ৫ ঘুমে আচ্ছন্ন ৬ প্রাতঃকালীন উপাসনা ৭ সূর্যে

অধম তজিরে কইন,
আল্লাজীর দরগায়[১] :
কৃপা করি' দয়ার নাথ
তরাইবা আমায় ॥

। ৪০ ।

ও স্মরণ রাখিয়ো রে, পাগেলার মন,—
গোর আন্ধিহারা।
গোরে পাসরিয়া আমি
জীবন থাকিতে মরা ॥

গোরে একাশর[২] রবে,
ফিরিস্তা[৩] হাজির হবে রে।
ওরে, লোহার গুরুজ[৪] হাতে লিয়া—
ছওয়াল পুছিবা[৫] তারা ॥

জুয়াব[৬] না দিলে তাতে
গুরুজ মারিবা মাথে রে।
ওরে, সেই চোটে সওইরগজ[৭] জমিনের নীচে
যাবে গাড়া ॥

ফুঁ দিয়া তুলিব পরে—
ছওয়াল পুছিবা তোরে রে।
ওরে, জুয়াব না দিলে পরে
মারিবেক সেই ধারা ॥

১ নিকটে ২ একাকী ৩ দেবদূত, স্বর্গদূত ৪ গুর্জ, গদা ৫ সওয়াল বা প্রশ্নজিজ্ঞাসা করিবেন ৬ জবাব ৭ সওয়া গজ

অধীন ইরপানে কয়,
আমার গোর না স্মরণ হয় রে।
ওরে, নবীজীর সফাত[১] বিনে
আর কিছু নাই চারা[২] ॥

। ৪১ ।

হুকুমে আইছ[৩] রে বন্দা, তলবে তালাস—
হায়াতে-মউতে[৪] করে একই ঘরে বাস ॥

দমের উপর বাড়ীঘর—
দম ছাড়িলে সবই পর ;
কে লইবে কার খবর, কবরে নিবাস ॥

জরু-লড়কা[৫]-জমিদারী—
পাইয়া হইলাম বেহুঁশারি[৬] ;
মজা লইলাম[৭] দিন দুই-চারি—গলে লিয়ে ফাঁস ॥

কেরামিন কাতিবিন[৮] কান্ধে
হর-রুজের হিসাব বান্ধে[৯] ;
মন, তুমি ঠেকিছ ফান্দে—দেখিনা খালাস[১০] ॥

। ৪২ ।

রে দুনিয়াই সব ধান্ধা—
না বুঝিয়ে রইলাম আমি ভবের মায়ায় বান্ধা॥

---

১ সুপারিশ ২ গতি ৩ আসিয়াছ ৪ জন্মমৃত্যুতে ৫ স্ত্রী-পুত্র ৬ বেহুঁশ হইলে ৭ লইলে ৮ যে স্বর্গদূত ভালোমন্দ কাজের হিসাব রাখেন ৯ প্রতিদিনের হিসাব রাখে ১০ মুক্তির পথ দেখি না

মনরে, টেকা-পয়সা, জমিদারী—
বানাইছ টিনের ছওয়ারী[১]।
আইজ মরিবে, কাইল মরিবে—কবরের বাসিন্দা ॥

মনরে, ভাই-বন্ধু-তিরি-পুত্র—
কেও তো কেওরের[২] সঙ্গে যায় না।
ও তোমার রঙ্গের তিরি সঙ্গে যায় না
—যার প্রেমেতে বান্ধা

মনরে, মাইজ ভাণ্ডারে বলছে কথা—
ও তুই মরিয়া গেলে কবরেতে
লাগবে গলে ফান্দা[৩] ॥

। ৪৩।

মস্তান[৪] ইদং শা'য় বলে—
আল্লা, তামাম হইব[৫] এই জমিন, ও মুমিন,
পুলসিরাত[৬] পার হইবার দিন ॥

এখান[৭] পুল বসাইছে দেখ—দুজখের উপর
লাম্বা তিশ হাজার বচ্ছর ;
তিশ হাজার বছরের মাঝে—

আল্লা, যে দিন হইব একদিন, ও মুমিন,
পুলসিরাত পার হইবার দিন ॥

১ 'টিনের ঘর' অর্থে ২ কাহারও ৩ ফাঁসি ৪ ভাবোন্মাদ ৫ শেষ, নষ্ট হইবে
৬ স্বর্গে যাইবার সাঁকো ৭ একখানি

ইরার বর্ণ চাকু হা রে, কেশের বর্ণ ধার
এলাহি[১] কেমনে হইতাম পার ;
ও সব নেকী[২] যাইব পার হইয়া—
বদীর[৩] না রহিব চিন্, ও মুমিন,
পুলসিরাত পার হইবার দিন ॥

। ৪৪ ।

ও আমি সদায় থাকি রিপুর মাঝে—
মন ভালো নায়,[৪] বল্‌মু কারে ॥

ইমান[৫] থাক্‌লে আল্লা মিলে—
কাম করিলে পয়সা মিলে।
এগো, যা কিছু কামাইলাম ধন—
সব খোয়াইলাম ঘাটের কূলে ॥

ভালো মানুষের আত[৬] ধোওয়াইলে
একদিন কাম আয়[৭] নিদান কালে।
এগো, কমিন্দর লগে দুস্তি কইলে[৮] —
মুখ পোড়া যায় বিনা'গুইনে[৯] ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,—
প্রেম ক'রো না ছাইলার সনে।
এগো, ছাইলার আতে কলা দিলে
মাও বলিয়া আসব কোলে ॥

---
১ প্রভু ২ পুণ্যবান ৩ পাপীর ৪ নয় ৫ বিশ্বাস ৬ হাত ৭ কাজ হয়, আসে
৮ অসতের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিলে ৯ বিনা আগুনে

। ৪৫ ।

মন ও, ভুলিলায়[১] রে—
সাধন-ভজন মন কারে দিলায় রে ॥

আর আত্তী[২] সাজে, ঘোড়া সাজে,—
মনরে, আরো সাজে লাঠি।
আমার সাধুরে খেদাইয়া নিলা
শীতালঙ্গের[৩] মাটি ॥

আর কেও[৪] বলে—মারো, মারো, সাধুরে
কেও বলো—ধরো।
ভাওয়ালী ফালাইয়া[৫] আমার সাধুয়ে
খাইলা লড়[৬] ॥

আর ডাইল দিলাম, চাউল দিলাম, সাধুরে
আরো দিলাম ঘি।
আমার সাধুর খেদমতে[৭] দিলাম
বদল ছায়বের ঝি ॥

আর কেও গনে[৮] টাকা-কড়ি, সাধুরে
কেও গনে পাই।
রাতারাতি করিয়া আমার
সাধুরে সমঝাই ॥

আর অধম পাগলে বলইন—
মনরে, হইয়া নৈরাশ :
তিরি-পুত্রুর গোলাম অইয়া[৯]
কাটলাম ঘোড়ার ঘাস ॥

১ ভুলিলে ২ হাতী ৩ শীতালঙ্গ ফকির ৪ কেহ ৫ ভাওয়ালী নৌকা ফেলিয়া ৬ দৌড় দিল ৭ আরামের জন্য ৮ গণনা করে ৯ হইয়া

॥ ইসলামী ও সুফী ভক্তি-সঙ্গীত ॥

। ৪৬ ।

ওবা'[১] মাবুদ[২] আল্লাজী,
আমারে ভাসাইলায় আল্লায় ভব-সিন্ধুর নীর ॥

ভবসিন্ধুর চাকে[৩] পড়ি' ঘুরিঘুরি' ফিরি—
উঠিবার সাধ্য নাই, কেমনেতে উঠি ॥

কান্দিয়া মিনতি করে—
হাছন রাজা দাসা[৪]
পার করিয়ে চরণতলে
মোরে দেও বাসা ॥

। ৪৭ ।

দাঁড়াইয়াছি নদীতীরে হইয়া অস্থির :
ভরসা মোর আছে চিতে—আল্লা-নবীজীর।
ঠাকুর, পার করবায় নি—
পয়সা-কড়ি নাই, গফুর-রহিম[৫] খেওয়ানি ॥

---

১ ওহে ২ উপাস্য, আল্লার এক নাম, স্রষ্টা ৩ চক্রে ৪ দাস (ছন্দের অনুরোধে 'দাসা')
৫ ক্ষমাশীল ও দয়ালু

যতো ধন আছিল আমার
  সব হইল চুরি ।
    কেমনে হইতাম পার—
      এই তাইসে[১] মরি ॥

খেওয়ানির মুখ দেখিয়া
  মনে অইল[২] আশা ।
    পার করিয়া দিব মোরে—
      হইয়াছে ভরসা ॥

কান্দিয়া মিনতি করে
  হাছন রাজা দাসা ঃ
    পার করিয়া চরণতলে—
      মোরে দেও বাসা ॥

। ৪৮ ।

ও ভাই, নাম জপ'রে গুরুরি[৩] ছাড়িয়া
  ওই ভবের বাজারে আইলাম—
    কিসের লাগিয়া ॥

আর মায়াজালে বন্দী হইয়া
  রহিলাম ভুলিয়া ।
    বাপ-ভাই-তিরি-পুত্র
      কেও না যাইবা সঙ্গে ॥

১ ত্রাসে, চিন্তায় ২ হইল ৩ গর্ব

আর সরকাতের[১] মইওতের[২] কালে
ঘটিব নিদান[৩]।
ওরে, শয়তান আসিয়া ভাই
লুটিব ইমান[৪] ॥

আর কলিমার[৫] মাঝে আছে ভাই রে
নমাজ আসল।
এক কলিমার মাঝে
নব্বই হাজার কল ॥

আর ছাবাল[৬] আকবর আলীয়ে বলে-
করি কি উপায় :
না জানি কি অইব[৭] ওরে
কয়বরের ভিতর ॥

।৪৯।

আখেরী জমানার[৮] নবী
রছুল-পেগাম্বর।
আরশের[৯] মাঝারে তোমার
তিন শ' ষাইট মিম্বর[১০] ॥

আশিক[১১] হইয়া খোদা
মোহাম্মদ করিলা পয়দা[১২]।
মহব্বতের[১৩] সাথে রাখো
কন্দিলের[১৪] ভিতর ॥

১ সকরাত (আরবী), মৃত্যু যন্ত্রণার ২ মৃত্যুর, মৃত দেহের ৩ বিপদ ৪ ধর্ম বিশ্বাস ৫ পবিত্র বাক্যের ৬ আধ্যাত্মিক জগতে কবি 'শিশু'—এই কথা বলা হইতেছে ৭ হইবে ৮ শেষ কালের ৯ ভগবানের আসনের ১০ বেদী। শ্রীহট্টকে তিন শ ষাট আউলিয়ার দেশ বলা হয় ১১ প্রেমিক ১২ সৃষ্টি ১৩ ভালোবাসার ১৪ আলোর

আখেরী জমানার নবী
হাসরের দিলা[১] খুবী[২]।
নবীজীর কলিমা পড়ো
দিলে রাখো ডর ॥

ছাবাল আকবর আলী বলে—
জনম গইয়া গেল বিফলে।
না জানি কি করিব আল্লায়
কয়বরে হাসর ॥

। ৫০ ।

কারণের জন্যে কাজ করিলা জগতে—
ও তান[৩] কুদরতের ভেদ[৪] কে পারে বুঝিতে ॥

প্রেমেরি কারণ প্রভু-নিরঞ্জন—
আহাদের[৫] মধ্যে কইলা মিমের[৬] মিলন।
এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা মিমের বরকতে[৭] ॥

বেহেস্তের কারণ দুজখ[৮] সৃজন—
দুঃখ না পাইলে সুখ ঝুঝিবায় কেমন।
ওরে, বেহেস্তে পাইলা মান দুজখের গুণেতে

রাত্রির কারণ সম্মান পাইলা দিনে—
রাত্রি না হইলে দিন কেবা তারে জানে।
ওরে, আলোয় পাইলা মান আন্ধারি খাইতে[৯] ॥

---

১ হৃদয়বান ২ সৌন্দর্য ৩ তাঁহার, প্রভুর ৪ মহিমার (রহস্য) ভেদ ৫ একমেবাদ্বিতীয়ম যে ভগবান ৬ আরবী বর্ণমালার ২৪ সংখ্যক বর্ণ, 'আহাদে'র সঙ্গে 'মিম' যোগ করিলে 'আহমদ' হয়—ইহা হজরত মোহাম্মদের অন্য নাম ৭ ঈশ্বরের আশীর্বাদে ৮ নরক ৯ বিনাশ করিতে

বিবাদীর কারণ হাকিম ভাবে মনে—
বিবাদী না হইলে হাকিম কেবা তারে গণে।
ওরে, হাকিমে পাইলা মান বিবাদীর গুণেতে॥

ইয়াছিনে বলে—লজ্জা ভাবি' মনে—
পরকাশ[১] করিতে নারি আদম-খাতিরে[২]।
ওরে, ছোটা মুখে বড়ো কথা বলিতাম[৩] কেমনে

।৫১।

দয়া ধরো মুই অধমরে, দয়াল বন্ধু,
দয়া ধরো মুই অধমরে॥

দয়াল বলিয়া নাম সংসারে যে কয়—
এমন দয়াল তুমি মোর মনে লয়[৪]॥

আর দয়া করি' ইব্রাহিম রে
বাঁচাইলে আগ[৫] থাকিয়া।
বাঁচাইলে বাঁচাইলে আগুইন
গুলজার[৬] করিয়া[৭]॥

ইনুছ নবী বাঁচাইলে
মাছের পেট থাকিয়া[৮]।

---

১ প্রকাশ ২ মানুষ হইবার জন্য ৩ বলিব ৪ মনে হয় ৫ আগুন ৬ পুষ্পোদ্যান ৭ ইব্রাহিম ছিলেন আজর-এর পুত্র। আজর ছিলেন মূর্তিশিল্পী। ইব্রাহিম মূর্তিবাদী পিতা আজর-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিলে বাদশাহ নামরূদ তাহাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। আল্লার কুদরতে সেই আগুন ফুল হইয়া যায়। ইব্রাহিমই কাবা-র প্রতিষ্ঠাতা ৮ ইউনুস (ইনুছ) 'নবী' ছিলেন। একদা জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তিনি একটি বিরাট মাছের উদরস্থ হন। আল্লাই তখন তাঁহাকে বাঁচাইয়া ছিলেন

কূয়া হইতে ইছুফ নবী
লইলে উঠাইয়া[১] ॥

হাছন রাজায় ভিক্ষা চায়—
ভিক্ষা দাও মোরে :
এই ভিক্ষা চাই ঠাকুর
দেখিতাম তোমারে।

। ৫২ ।

খোদা মিলে প্রেমিক হইলে, রে মন,
খোদা মিলে প্রেমিক হইলে ।।

আর যদি খোদা ধরতে চাও—
তার সনে পিরিতি বাড়াও।
হয়রে, মিলিব[২] মিলিব খোদা
প্রেমে তার মজিলে ॥

আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা
তছবি জপিলে[৩]।
হয় রে, মিল্‌বে না, মিলবে না খোদা—
মাথা কুটি' মইলে[৪] ॥

---

১ ইউসুফ (ইছুক) ইয়াকুবের পুত্র। তিনি দেখিতে অসাধারণ সুন্দর ছিলেন—এই জন্ত পিতা ইয়াকুব তাঁহাকে অত্যধিক ভালোবাসিতেন। কিন্তু, ইউসুফের বৈমাত্রের ভ্রাতারা ইহা সহিতে পারিতেন না। একদা ইঁহারা ষড়যন্ত্র করিয়া ইউসুফকে একটি কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেন। দৈবক্রমে একদল বণিক সেই কূপে জলের জন্ত আসিয়া ইউসুফকে দেখিতে পায় এবং উদ্ধার করিয়া ইজিপ্টে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করে ২ মিলিবে ৩ মালা জপিলে ৪ মাথা কুটিয়া মরিলে

আর মিলবে না রে প্রাণের খোদা
নমাজ-রোজা কইলে।
হয়রে, মিলবে না, মিলবে না খোদা—
হাছন রাজায় বইলে[১] ॥

। ৫৩ ।

জাহিরা[২] রে, জাহিরা মানুষ ছবি
গুপ্তে নিরঞ্জন—
খোদা তুই গোপনে গোপন ॥

আহাসে আহাদ মিলে[৩] —
হজরতে রছুল[৪] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
রছুলে ফাতিমা[৫] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
হজরতে হাছন[৬] মিলে ॥

আহাসে আহাদ মিলে—
হজরতে হুছন[৬] মিলে ॥

১ বলে ২ ধর্মের যে পথ পরিচিত, ব্যক্ত, আচার অনুষ্ঠান-জাত, শরীয়তের অনুগামী ৩ ঈশ্বরের পূর্ণ অবতার মোহাম্মদের অপর নাম 'আহামদ'। আলেফ, হে, মীম ও দাল—এই চারটি আরবী অক্ষর দিয়া 'আহামদ' শব্দ লিখিত হয়। ইহার মধ্য হইতে 'ম' বা 'মীম' বাদ দিলে থাকে 'আহাদ—অর্থাৎ একমেবাদ্বিতীয় ঈশ্বর। 'আহা সে আহাদ মিলে'—ইহার অর্থ হইল, 'আহামদ' হইতে 'মীম'-কে বাদ দিলে ঈশ্বরকে পাওয়া যাইবে; কেননা ঈশ্বর মোহাম্মদের মধ্যেই বিরাজমান, 'মীম' আসিয়া অন্তরাল সৃষ্টি করিয়াছে মাত্র ৪ রসুল, ভগবানের দূত। তিনি মানুষেরই মধ্যে লীলা করিতেছেন ৫ মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান এবং হোসেন—এই পাঁচজনের একজন। মোহাম্মদের কন্যা ৬ হাসান ও হুসেন ফতেমার পুত্র এবং রসুলের দৌহিত্র

। ৫৪ ।

কোরান মানো, আল্লা চিন,'
শয়তানের প্রেম কইরো না।
মরণ হাসর ত'রে যাবে
শমনের ভয় র'বে না॥

যখন মহরুম[১] আরশ[২] গেল
গায়বী[৩] এক আওয়াজ হইল :
হুকুম রদের[৪] লেখা পাইল—
আরশেতে রব্বানা[৫]॥

তারপরে ভাই আদম হইল :
সেজ্‌দা[৬] করতে হুকুম দিল।
সব ফিরিস্তা[৭] সেজ্‌দা করল
মহরুম খালি করল না॥

আল্লাতালা বল্‌ছিল কথা
শুন্‌ রে মহরুম, মানো রে কথা :
হুকুম মানো, সেজ্‌দা করো
যাইতে দিব বেস্তখানা॥

সব ফিরিস্তার মাষ্টার ছিল
সে কি আলিম[৮] কম ছিল?
হিংসা কইরে[৯] সব হারাইল
হুকুম রদে বেস্তখানা॥

১ ইনি স্বর্গদূতদের শিক্ষক ছিলেন, আদেশ না মানার জন্যে অভিশপ্ত হইয়া শয়তান আখ্যা প্রাপ্ত হন ও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন ২ ভগবানের আসন ৩ অদৃশ্য ৪ অমান্যের ৫ আমাদের প্রতিপালক প্রভু উপাস্য, ঈশ্বর ৬ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ৭ দেবদূত ৮ জ্ঞান ৯ করিয়া

জমির আলী বল্‌ছে কথা,
ডাক্‌লে কি আর যায় রে বেরৃথা[১]।
ডাকার মতো ডাকতে পারলে
যাইতে দিব বেস্তখানা ॥

। ৫৫ ।

আমি নমাজ পড়তাম[২] কোন্‌ দিগে চাইয়া—
ওবা'[৩] মছলমান মিঞা,
নমাজ পড়তাম কোন্‌ দিগে চাইয়া ॥

আর আল্লাজীর বানায়া[৪] ঘর আপনারি তন[৫] —
এই তন ছাড়িয়া নমাজ
পড়ো কি কারণ।
যেই দিকে ফিরিয়া চাই—সেই দিগে প্রাণ-প্রিয়া ॥

আর ইব্রাহিম খলিলের[৬] ঘর মক্কার দিকে থইয়া—
কোন্‌ দিগে পড়িতাম নমাজ
দেও না বাতাইয়া ॥

হাছন রাজায় বলে, রে মন, পাগেলা থইয়া—
কোন্‌ দিগে পড়িতাম নমাজ
চাও না বিচারিয়া ॥

---

১ বৃথা ২ পড়িব ৩ ওগো, হে ৪ বানাইয়া ৫ আপনারি তনু ৬ ইব্রাহিম খলিলউল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের বন্ধু, ইনিই কাবা-র প্রতিষ্ঠাতা। ইসলাম ধর্মে বলা হইয়াছে—পশ্চিমাস্য হইয়া নমাজ পড়িতে। কিন্তু, যেখানে কাবা রহিয়াছে, সেখানে দিক ভেদ নাই,—যে দিক খুশি সে দিকেই নমাজ পড়া যায়.

। ৫৬ ।

দুই রেকাত[১] নমাজ পড়ি'
হজ করো গি'[২] মক্কার ঘর।
হাসর তরাইয়া লইবা রছুল-পেগাম্বর[৩] ॥

পয়লাকু[৪] পড়িয়ো ফজর[৫],
দুছ্‌রা[৬] পড়িয়ো জোহর[৭],—
আছর[৮] দিয়া দিলে রাখিয়ো ডর[৯] ॥

মুগ্‌রিবেরি[১০] নমাজ পড়ি'
আল্লাকে ছজিদা করি'[১১]—
পড়ো নমাজ এশা,[১২] যতো মুমিনগণ ॥

যে জানে গো কইল্‌মা শাহাদত[১৩]—
লাইলাহা ইল্লেল্লাহ[১৪] দম কইল্‌মা শাদত—
আয়মুল্লাহ কয়—পড়ো গো সমাজ
জা'গা পাইবায় বেস্তের ঘর[১৫] ॥

। ৫৭ ।

দমে-দমে[১৬] ডাকি, বান্দা, কোন্‌ দিন হইবে মরণ।
কোন্‌ দিন পাইবায়[১৭] রে মন,—তারে ॥

১ নমাজের একটি বিভাগ ২ গিয়া ৩ পয়গম্বর, বার্তাবহ ৪ প্রথমতঃ ৫ প্রাতঃকালীন উপাসনা ৬ দ্বিতীয়তঃ ৭ দ্বিপ্রাহরিক উপাসনা ৮ বিকালবেলার উপাসনা ৯ মনে ভয় রাখিয়ো ১০ সান্ধ্য উপাসনা ১১ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ১২ রাত্রির উপাসনা ১৩ চারটি কলমার একটি সাক্ষ্য বাক্য ১৪ ঈশ্বর নাই, ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরের নাস্তিত্ব হইতে অস্তিত্বের বিশ্বাস করা হইয়াছে। মানব আত্মা ঈশ্বরেরই লীলা ১৫ বেহেস্তে জায়গা পাইবে ১৬ প্রতি নিশ্বাসে ১৭ পাইবে

ভাবে কলিমা সার, ভাবে একিন[১] হবে যার
সে ভি হবে মছলমান।
ও তার দিন্-দারীতে[২] অবে[৩] ভারী হ'—
চউক মুজিলে দুইনা আন্ধা॥

সব রে ইসাব[৪] কইরে, দুইনা[৫] রব[৬] দুইনার পথে ;
ছোটো-বড়ো সব যাবে, কেও না রবে।
ওরে হাসরের বাজারে, বান্দা হ'—
তোমার ইনছাফ[৭] হবে কোন্ গো বারে॥

যদি তুমি মইরে গো যাও,
আখেরের[৮] বাজার গো পাও ;

কি জওয়াব দিবায়[৯] গো আমায়।
মরে দুজখের[১০] আগুনে জ্বলবায় হ'—
নবীর কইলমা পাবে গো সাথে॥

দীন ভবানন্দে বলইন,
দুনিয়ার মায়া সবে ছাড়ো—

জঙ্গলবাসী হও রে মন, আল্লার কারণ রে।
তেগি পাবায়[১১] নিস্তার তুমি হ'—
হাসরের ময়দানের বারে॥

---

১ আস্থা ২ ধর্মেকর্মে ৩ হইবে ৪ হিসাব ৫ দুনিয়া ৬ রহিবে ৭ বিচার
৮ পরকালের ৯ জবাব দিবে ১০ নরকের ১১ তাহা হইলে পাইবে

। ৫৮ ।

শুন মনরে মছলমান,
কই রে হ'[১] মন, তোর কোরানে—
ইমান[২] কাদির[৩] গণি[৪] হবে,
তার পানে মন ভুইলা রবে হে।
আখের দুনিয়া[৫] হবে পার কি ধন তোর সঙ্গে

সবি বলো মছলমানি
কোন্ নিশানি বলো তুমি ;
আগে পড়ি কইলমা রছুল—
পাছে যৈবন দান করি।
কই রে শুন, আরে মুমিন-আল্লা-নবী, শুনি ॥

নমাজ পড়ো, রোজা রাখো—
শরার[৬] কাজী নাম হব।
ওরে, মইলে তোমার সঙ্গে যাব,
দম ডুবিলে[৭] কেও না হবে ॥

দীন ভবানন্দে বলইন,[৮]
মা-বাপ ছাড়ি' আইলাম ভবে ঃ
ওরে, না পাইলাম তোর আল্লা-নবী
আমার কর্ম-দোইষে[৯] ॥

---

১ হে ২ ধর্মবিশ্বাস ৩ পারগ, শক্তিমান ৪ ধনী ৫ পরকাল ৬ দৈনন্দিন জীবনযাত্রা প্রণালীর বিধান, বাহ্যিক আচার নিয়মাদি ৭ নিশ্বাস ত্যাগ করিলে ৮ বলেন ৯ কর্মদোষে

। ৫৯ ।

খোদ খোদা, আল্লা-রাধা[১],
হুস্ত্ মোহাম্মদ—
অজুদে[২] মউজুদ[৩] সাঁই,[৪] দমে কিয়ামত[৫] ॥

কোরানে কয়—নমাজ-রোজা
বে'স্তে[৬] যাইবার রাস্তা সোজা।
হজরতে কয়—নাম পূজ', করো এবাদত[৭] ॥

লা শরিকে[৮] লামা পূজা
হাসর মে হয় গো ওফা[৯]।
হজরত কয়—আপ্নে পূজ', করো এবাদত

মনোমোহন কয় পেরেশান[১০]—
পূজে হিন্দু, মুসলমান
তরিকত[১১] মঞ্জিল[১২] কইরে আপনে হজরত

। ৬০ ।

পড়ো আমান তুবিল্লা[১৩],
আল্হাম্দু[১৪] বিচারি'[১৫] দেখ—
দুনু[১৬]জা'ন[১৭]লিল্লা[১৮]॥

---

১ আমি স্বয়ং আল্লা, রাধা ২ অস্তিত্ব ৩ অস্তিত্ব আছে যাহার ৪ স্বামী, গুরু, প্রভু ৫ শেষ বিচারের দিন ৬ বেহেস্তে, স্বর্গে ৭ উপাসনা, আরাধনা ৮ যাঁহার কোনো অংশীদার নাই, অর্থাৎ ঈশ্বর ৯ বিশ্বাস, একনিষ্ঠতা ১০ শ্রান্ত, ব্যতিব্যস্ত ১১ বাহ্য-আচার অনুষ্ঠানকে প্রাধান্য না দিয়া প্রেম ও আন্তর অনুভূতির যে সাধনমার্গ ১২ গন্তব্যস্থল ১৩ বিশ্বাসবাক্য, 'আমি বিশ্বাস করি, ভগবান্ আছেন' ১৪ কোরানের প্রথম 'সুরা' বা পরিচ্ছেদ ১৫ খুঁজিয়া ১৬ উভয় ১৭ জাহান বা লোক ১৮ ভগবানের জন্য

আর লুলা-লেংড়া, আতুর-আন্ধা—
তারে করো হেলা।
লাম্বা-লাম্বা পাউগড়ি[1] দেখি'
তানে[2] দেও লিল্লা ॥

আর জুম্মার দিনে[3] মুমিনে
ছাফ[4] কাপড় পরিয়া—
নমাজের নামে নাই দেখা
সিন্নি খাইতে গেলা ॥

আর ছাবাল আলীয়ে বলইন—
দিলে না রাখিয়ো হেলা।
কিয়ামতের দিন[5] মুমিন
পার হইবায় কিলা[6] ॥

। ৬১ ।

ও দিল্, তওবা[7] করহ—
শরিওতের[8] বাজার ভাঙি' যায়।
শরিওতের বাজার মাঝে
নবী ছায়বের[9] দোকান আছে—
এগো, চিনিয়া খরিদ করো ধন ॥

মছলমানের ঘর বানাইলে—
তুফান আনলে ডর কি আছে।
এগো, রোজা দিয়া দিমু ঘরের থুনি[10] ॥

---

১ পাগড়ি ২ তাঁহাকে ৩ শুক্রবারে ৪ পরিষ্কার ৫ শেষ বিচারের দিন ৬ কি প্রকারে পার হইবে ৭ অনুতপ্ত হওয়া, ক্ষমা চাওয়া, অনুশোচনা করা ৮ নমাজ-রোজা প্রভৃতি বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠান প্রতিপালন করিয়া ভগবানকে লাভ করিবার যে সাধনপন্থা, তাহাকে বলে 'শরিওত' ৯ সাহেবের ১০ খুঁটি

মছলমানের ঘর বানাইলে—
মেঘ আনলে কি ডর আছে।
এগো, নমাজ দিয়া দিমু ঘরের ছানি[১] ॥

মছলমানের 'আল্লা-আল্লা'—
ইন্দুয়ে[২] বলে 'হরি-হরি'।
এগো, যে ঘেলা[৩] পাইয়া আইছে হ' ॥

। ৬২ ।

শরিওতের দলিল মতে[৪] বুঝা যায় গওয়ারী[৫] —
কেনে চোরা করো চুরি।
ওজু[৬]-গোছল-নমাজ-রোজা
ছাড়িয়া কি ফকিরি ॥

আর ছিয়া[৭]-ছিতা[৭] মজুত আছে
শামী[৭] . আলমগিরি[৭] ;
কোরান-মতে বন্দেগী করিলা জোনাবারি[৮]।
উঠ্‌ব মায়া, ছাড়ব দয়া
দেখাব হুর নূরী[৯] ॥

আর আউয়ালে মোহাম্মদীয়া[১০]
কিমিয়া শাদত[১০],
তছ্‌বি আহ্‌মদী[১০] নাম ছিতারা মারফত[১০]—
চাইর কিতাবের হুজরা মতে[১১]
চাহনা বিচারি' ॥

---

১ ছাউনি ২ হিন্দু ৩ যে প্রকার ৪ নিদর্শন বা অনুশাসন অনুযায়ী ৫ সাক্ষ্য (?)
৬ নমাজ অথবা ধর্মগ্রন্থাদি পড়িবার পূর্বে হস্ত-পদাদি প্রক্ষালন করাকে 'ওজু' করা বলে
৭ 'শরা'-র (ধর্ম-বিধানের) অন্তর্ভুক্ত পুস্তক সমূহ ৮ 'জোনাবে আলা', এখানে হজরত মোহাম্মদের পরিবর্তে ব্যবহৃত ৯ জ্যোতির্ময়ী অপ্সরী ১০ 'শরা'-র অন্তর্ভুক্ত পুস্তক সমূহ
১১ বিধান, মীমাংসা অনুযায়ী (?)

আর হজরত আলীর মশকিল কুশা[১]
মারফতের[২] দরজা ;
শরিওতে জাহিরা[৩] না নমাজ কইলা কজা[৪] ।
হজরত আলীর জোনাব ছাড়া
কে পাবে ফকিরি ॥

মহম্মদ মস্তফা নবী
পাক[৫] জোনাব সার ;
একুল সেকুল আশা শফাত[৬] দিদার[৭] ।
কইন তো ছাবাল আকবর আলী—
কে লইত উধারি'[৮] ॥

। ৬৩ ।

কি ধন সাজিলায়[৯] ভাই নিদানের লাগিয়া[১০]—
বা' মুমিনগণ,
ভাই, তুমি ভজ' নিরঞ্জন ॥

আর শুন ভাই-বেরাদর, ও ভাইরে,
বানাও তুমি রইবার ঘর রে ।
হায়রে, কি দিয়া বানাইতায়[১১] ঘর—
কইয়া যাই তার খবর ॥

১ বিপদনাশী ২ বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান না মানিয়া ভগবানকে লাভ করিবার সাধন পন্থাকে 'মারিফত' বলে ৩ প্রকাশ্যে ৪ ত্যাগ, বিস্মৃত হওয়া ৫ পবিত্র ৬ সুপারিশ ৭ দর্শন ৮ লইবে উদ্ধার করিয়া, বলা হইয়াছে, মোহাম্মদ সমস্ত জ্ঞান এবং আলী সেই জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের দ্বার। সুফীরা আলীকে খুব প্রাধান্য দিয়াছেন ৯ সাজাইলে ১০ শেষ দিনের জন্যে ১১ বানাইবে

আর ইমান[১] দিয়া দিয়ো থুনি[২] , ও ভাইরে,
আমান[৩] দিয়া দিয়ো ছানি[৪] রে।
হায়রে, রোজা-নমাজ পড়ি' দিয়ো,
রোয়া[৫] আর খাপাসী[৬] ॥

আর শাদত কলিমা[৭] দিয়া ও ভাইরে,
টিক[৮] লাগাইয়ো গিয়া রে।
হায়রে, অবশ্যে ধিনেরই[৯] ঘর আমার—
রইবা খাড়া হইয়া ॥

আর অধম নাছিরে বলে, ও ভাই রে,
ইদ্‌রের[১০] মাঝে অগ্নি জ্বলে রে।
হায়রে, আসিবা ঝড়ির তুফান[১১]—
আমি যাইমু কার বাড়ী ॥

। ৬৪ ।

ছলাতু ছলামু[১২] মেরা, কইয়ো নবীজীর রওজায়[১৩]—
তোরা যদি যাওরে মদিনায় ॥

আবু বক্কর, উম্মর ও উছমান,
আলী, খোদেজায়—
ইমাম হাছন ও হুছন
আর বিবি ফাতিমায়[১৪] ॥

১ বিশ্বাস, কেবল মুসলমান বুঝাইতে ২ খুঁটি ৩ সঞ্চিত ধন, এখানে শান্তি ৪ ছাউনি ৫ আড়া ৬ বাখারী ৭ স্বীকৃতি বাক্য ৮ ঠেকা ৯ ধর্মের, ধ্যানের ১০ হৃদয়ের ১১ ঝড়-বৃষ্টি ১২ উপাসনা ও শান্তি, প্রণাম অভিনন্দন ১৩ কবরে ১৪ বক্কর, উম্মর, ওসমান ও আলী—কালানুক্রমিক ভাবে ইঁহারা প্রথম চারজন খলিফা, খাদিজা হইলেন ফতিমার মা, নবীর প্রথম স্ত্রী। ইমাম—উপাধি বিশেষ

আমীর আব্বাছ[১],
হজরত আবু হুরেরায়[২] —
বিবি উম্মে ছালেমা
কুলছুম[৩] আর বিবি ফাতিমায়[৪] ॥

যার ভাগ্যে আজলে[৫]
যে লিখিয়াছইন বিধারতায়—
অবশ্য খেঁচিয়া[৬] তারে
নিবা নবী মস্তফায় ॥

আমার নছিবে[৭] নাই
মদিনা যাইবার—
মায়া প্রাণে বান্ধা হইয়া
রইয়াছি বাঙ্গালায় ॥

অধীন আবজলে বলে,
কি করিতাম—হায় রে হায়—
পঙ্খ যদি দিত বন্ধু
উড়িয়া যাইতাম মদিনায় ॥

। ৬৫ ।

যে পড়ে পিরিতের ফান্দে, আশা নাই তার বাঁচিবার—
ভবে প্রেম-কলঙ্কিনী সার ॥

---

১ আব্বাস আলীর একজন পুত্র ২ আবু হুরেরা হইলেন নবীর একজন 'সাহাবী' অর্থাৎ সাথী ৩ সালেমা, কুলসুম—নবীদের স্ত্রী ৪ মোহাম্মদের কন্যা, আলীর স্ত্রী এবং হাসান-হোসেনের জননী ৫ দূর অতীত কালে ৬ টানিয়া ৭ ভাগ্যে, কপালে

মন রে, আগে আগে সোয়াগে সোয়াগে[১]
গলে দিলাম পিরিতের হার।
ও তোরা দেখ আসি'—লাগ্‌ছে ফাঁসি,
শক্তি নাই মোর ছাড়াইবার॥

মন রে, কুসঙ্গীয়ার[২] সঙ্গ লইয়া, ভবের হাট মোর
গেল গইয়া।
কার দোইষ[৩] দিমু—
আমার মন হইয়াছে দুরাচার॥

মন রে, অধীন ইরপান বলে, ভবের জালে হইছি
গিরিফদার[৪]।
ওরে, আখেরে[৫] ভরসা রাখি—
নবীজীর[৬] চরণ ধূলার॥

। ৬৬ ।

দারুণ ঋণের দায়—বল-বুদ্ধি সব হরিল;
সই গো, কাল ঋণেতে প্রাণি আকুল করিল॥

মনে বড়ো আশা ছিল সই
উদ্ধারিবা নিরঞ্জনে গো।
করিম রহিম[৭] নামে উদ্ধারিয়া নিবা ল',[৮] সই গো॥

আর কোরানে পরকাশ আছে—
ও সই ঋণ রাখিয়া যে মরিয়াছে গো
হাসরের বিচারের কালে[৯] খাড়া র'ব[১০] মহাজন, সই গো॥

১ সোহাগে ২ কুসঙ্গীর ৩ দোষ ৪ গ্রেপ্তার ৫ অন্তিমে ৬ গুরুর, হজরত মোহাম্মদের
৭ দয়ালু ৮ লো ৯ শেষ দিনের বিচারের কালে ১০ রহিবে

রোজগারের উছিলা[১] পাইলে—
ও সই, পাঞ্চদিগে[২] মন টানে গো।
ওরে, গেলে কাছে—কেও না পুছে
ওউ বুঝি নছিবে[৩] ল', সই গো ॥

অধীন আবজলে বলে—
ও সই, দেখিয়া আইলাম চিরকালে গো
ওরে ধনীয়ে ধনীরে পুছে, নিধনীর তকদিরে[৪] ল', সই গো

। ৬৭ ।

আমার আল্লা ধান্ধাখুর[৫] —
আদম রে[৬] মাণিক দেখাইয়া বিলাইর চখুত নূর[৭] ॥

আন্ধার কোঠাত থাকো বিলাই
নজর করো দূর।
হাজার টেকার[৮] মাণিক থইয়া[৯]
ধারিয়া খাও উন্দুর[১০] ॥

আল্লা রইছইন আলে[১১] রে ভাই,
রছুল রইছইন কলে।
যেইনামে তরিতায়[১২] তুমি
সেই নাম রইছে তলে ॥

আল্লারে তুকাইতায়[১৩] যদি
যাও তালিম-পুর—
আমার আল্লা ধান্ধাখুর ॥

---

১ অছিলা, উপলক্ষ, উপায় ২ বিভিন্ন দিকে ৩ এই বুঝি ভাগ্যলিপি ৪ ভাগ্যে
৫ ফাঁকিবাজ ধাঁধাবাজ ৬ মানুষকে ৭ বিড়ালের চোখের চোখের জ্যোতি ৮ টাকার
৯ থুইয়া ১০ ইঁদুর ১১ আড়ালে রহিয়াছেন ১২ তরিবে ১৩ খুঁজিবে

। ৬৮ ।

গুরুর বচন কইলমা[১] সাধন,
ভুইলো না রে মন।
সাধন করিলে পাইবায়
রূপের দরশন রে॥

আর 'লাইলাহা ইল্লেল্লাহ[২]'
নবীজীয়ে পড়িলা।
এগো, 'মোহাম্মদর্ রছুলুল্লা[৩]
পূর্বে বুঝাইলা রে॥

আর তরিকত মঞ্জিলে[৪] ভাইরে
জপে নাম কলিমা।
ওরে 'লাইলাহা ইল্লেল্লাহ'
নাই তার সীমা রে॥

আর হকিকত মঞ্জিলে[৫] বুলে
নাম আল্লার।
ওরে 'ইল্লেল্লা-ইল্লেল্লা' জপ'
এই নাম সার রে॥

আর মারিফত মঞ্জিলে[৬] বলে
এই নাম সার।
ওরে সেই নামে করিবে বেহার[৭]
ভবের বাজার রে॥

১ কলেমা, স্বীকৃতি বাক্য, ইসলামের চারিটি কলেমার প্রথম কলেমা ২ প্রথম কলেমা-র প্রথম অর্ধ: ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই ৩ প্রথম কলেমা-র দ্বিতীয় অর্ধ: মোহাম্মদ ঈশ্বর প্রেরিত ৪ ইসলাম শাস্ত্রানুযায়ী আচাব-অনুষ্ঠান মূলক সাধন-পন্থা ত্যাগ করিয়া প্রেম ও আন্তর অনুভূতি মূলক সাধন-পন্থা, ইহা গুরুবাদ মূলক ৫ ঈশ্বরের সত্তাকে আপনার মধ্যে অনুভব করিয়া আত্মসত্তার লয় ও ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা, আনন্দের মাধ্যমে ৬ ঈশ্বরের প্রকৃত মর্মের উপলব্ধির স্তর ৭ বিহার, ভ্রমণ

আর সয়াল জুড়িয়া[১] ভাই রে
আল্লা-আল্লা সার।
ওরে, হু আল্লাহু দমের সনে
করো না বেহার রে॥

আর ছিপতী[২] রহমতী[৩] জাতি
নাম যতো আল্লার।
এগো, লাম-আলিফ-মিমর[৪] মাঝে
মহিমা তোমার রে॥

আর এশ্‌কৃ[৫] মিলাইয়া যে
করিবে সাধন—
এগো, দেখিবে সেইজন
চান্দের দরশন রে॥

আর অধীন হক আলীয়ে বলইন[৬]
মুরশিদের ঠাঁই—
ভাব বিনে লাভ নাই
আল্লার দরশনে রে॥

। ৬৯ ।

তোর গৈরবে[৭] আমরা গৈরবিনী
গো ফতিমা মা[৮],
তোর গৈরবে আমরা গৈরবিনী॥

---

১ পৃথিবী ব্যাপী ২ গুণবিশিষ্ট ৩ দয়া বিশিষ্ট ৪ আরবী বর্ণমালার তিনটি বর্ণ আদি কলেমার পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে ৫ প্রেম ৬ বলেন ৭ গৌরবে ৮ মোহাম্মদের কন্যা

আর 'আউজ বিল্লা'[১] পড়িয়া দেখ
তামামি ওজুদ[২] ।
বিছমিল্লা[৩] পড়িয়া দেখ
সয়াল[৪] মজবুত ॥

আর নবীর বেটী—দুইনার[৫] খুঁটি—
ফতিমা-জননী ।
ছকৃরাতের আজাবের[৬] কালে
তরাই' লইবায় নি[৭] ॥

আর সকলে ডাকিলা মা মোর,
আলীয়ে[৮] ডাকলায় না ।
খাকী নূরী[৯] পির্‌থিমীয়ে
জা'গা দিলা না ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন
কদম রছুল বইয়া—
পারইতাম পারইতাম করি'
দিন তো গেল গইয়া ॥

---

১ আমি ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করি ২ সমস্তই দেহ, অস্তিত্ব ৩ ভগবানের নামে ৪ তরল ৫ দুনিয়ার ৬ মৃত্যু-যন্ত্রণার ৭ তরাইয়া লইবে কি ৮ ফতিমার স্বামী ৯ আলোকরূপা মাটি

বৈষ্ণব গীতাবলী

॥ গৌরাঙ্গের প্রতি ॥

॥ ঝুমুর—একতালা ॥

। ৭০ ।

একবার গৌর গৌর গৌর বইলে
ডাকরে রসনা ঃ
যারে ডাকলে অঙ্গ শীতল হবে—
দূরে যাবে ভব-যন্ত্রণা ॥

রবির সুতে বান্ধ্‌বে[১] রে যখন—
মন রে, কোথায় রবে ঘর-দরজা,
কোথায় রবে ধন ॥

যখন বন্ধু সবে বিদায় দিবে—
সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবে না ;
অজ্ঞান মন, মনরে আমার,
সঙ্গের সঙ্গী কেউ হবে না ॥

---

১ বাঁধিবে

। ৭১ ।

আমি নালিশ করি—ও গৌর চান্দ,
তোমারি কাছে।
জন্মাবধি অপরাধী—
আমার ঘুরছে শমন[১] পাছে পাছে ॥

অপরাধের নাই গো পারাপার ;
শ্রীগুরুর চরণে মতি না হইল আমার।
ইন্দ্রিয় রিপুরাধীন, মন রইল সেইদেশীর দেশে ॥

মন-বেপারী হইয়াছে কানাই ;
ব্রেজপতি[২] সাধুর কাছে যাইতে দিল নাই।
মায়ামদে বন্দী হইয়ে অকালে সে রাজ্য নাশে ॥

গৌর সিংহ-রাজে বলে—
তশীলদারী করতে চায় শমন চকিদারে ;
ও গৌর চাওনা কেনে তালাস করি'
কাঙাল রতনদাস কয় বদ্ধবেশে ॥

। ৭২ ।

॥ বড়ো চৌতাল ॥

এসে দেখরে নদীয়াবাসী :
ওরে শ্রীগৌরহরি—
ওরে 'রাধা' বইলে[৩] পড়ে ধরায়
—আমার নদীয়া-বেহারী[৪] ॥

---

১ যম ২ ব্রজপতি ৩ বলিয়া ৪ বিহারী

ওরে প্রেম-মাখা গৌর তনু—
ওরে হের নয়ন ভরি' ;
ওরে সোনার বরণ রূপে আমার
মন করল চুরি :
—ওরে ওহে নদের চান্দ ॥

। ৭৩ ।

দেখ আসিয়া, নব নাগরী গো,
সুন্দর গৌরাঙ্গ রায় ।
নাগরী গো, সুন্দর কপালে সুন্দর তিলক—
সুন্দর নামাবলী গায় ॥

নাগরী গো, সুন্দর নয়ানে চাহিল যাহারি পানে—
শুধু দেহ থইয়া[১] প্রাণি[২] থইয়া যায় ॥

নাগরী গো, অধরে মধুর হাসি,—
কিবা দিবা, কিবা নিশি
পূর্ণশশী উদয় নদীয়ায় ॥

না জানি কোন্ রসে ভাসে—
গৌরায় কখন্ কান্দে, কখন্ হাসে ;
প্রেমানন্দে রাধার গুণ গায় ॥

নাগরী গো, যখন গৌরায় গান করে—
নদীয়াবাসীর ঘরে ঘরে—
নদীয়াবাসীর তাপিত প্রাণ জুড়ায় ॥

১ দেহ রাখিয়া ২ প্রাণ

ভাইবে[1] সদানন্দে বলে—
দেখ্‌বে যদি আয় সকলে—
হরি, জরমের[2] মতো বিকাই রাঙা পায় ॥

। ৭৪ ।

আমি কি হেরিলাম গো নদীয়াপুরে।
সোনার বরণ গৌরাঙ্গ চান্দ—
দেখলে প্রাণ বিদরে ॥

ওহে নদীয়াবাসী গো,
কেউ চাইয়ো না গৌরার পানে—
কি জানি কি জানে।
পরাণ পড়শীক[3] বিন্দে কেবল
প্রেমডোরেতে টানে ॥

ওহে নদীয়াবাসী গো,
অরুণ নয়ন গুণে যার বানে[4] চায়—
সাপিনী দংশিল যেমন
কেবল বিষে তনু ছায় ॥

ওহে নদীয়া বাসী গো,
মন দিলাম রূপপানে, প্রাণ দিলাম পিছনে—
জাতিকুলমান সবই দিলাম
আমি পাই না চরণ কেনে ॥

১ ভাবিয়া ২ জন্মের ৩ পড়শী ৪ পানে

ওহে নদীয়াবাসী গো,
হেম বলে, এমন রূপে নয়ন দিলাম না—
বেরথা[১] গেল মানবজনম
আমি জলিয়া কেনে মইলাম না ॥

। ৭৫ ।

ও জলে দেখ্‌বি যদি আয়—
সোনার বরণ গৌর আমার নদীয়ায় বেড়ায় ।
গো জলে দেখবি যদি আয় ॥

আর বউ-বরাঙ্গ হইয়া রূপ[২]
জল আনিতে যায় ।
কান্খের কলসী ভাসাই'[৩] জলে
শ্যাম রূপে চায় ॥

আর সুচিত্র[৪] পালঙ্কের মাঝে
শইয়া[৫] নিদ্রা যায় ।
মনে লয়[৬] —যৈবন ডালি
দিতাম[৭] রাঙা পায় ॥

তার ভাইবে রাধারমণ বলে,—
শুন্‌গো ধনি রাই :
এই আদরের গুণমণি
কোথায় গেলে পাই ॥

---

১ বৃথা ২ বহু-বরাঙ্গ রূপ ধরিয়া (?) ৩ ভাসাইয়া ৪ সুচিত্রিত ৫ শুইয়া ৬ মনে হয়, মনে করি ৭ দিব, দিই

। ৭৬ ।

গৌর, রূপে আমায় পাগল করিলে গো—
যন্ত্রণা আর সহে না প্রাণে ॥

আর গৌর পাব, প্রাণ জুড়াব,
এই ভাবনা মনে।
ওরে, পাব নি[১] গো যুগল চরণ—
জীওনে-মরণে[২] ॥

আর কুখণে জল ভরিতে গেলাম
সুরধুনীর তীরে।
ওরে, কি জানি কি যাদু কইল—
গৌরচান্দের রূপে ॥

আর শাশুড়ী-ননদী ঘরে
ভয় বাসি[৩] মনে।
ওরে, কিসের শরম আমার—
যাইতাম গৌরার সনে ॥

রাধারমণ বাউলে বলে
গুরুর চরণে :
ওরে, গুরুপদে প্রাণ সঁপিতাম—
এই বাসনা মনে ॥

। ৭৭ ।

নদীয়ার বাসী গৌর বিনে বাঁচিনা, বাঁচিনা।
ও আমি উন্মাদিনী,
ঘরে রইতে পারি না, পারি না, পারি না

১ পাইব কি ২ জীবনে-মরণে ৩ ভয় করি

যদি অইতাম ভক্ত-ডোরী[১] —
রাখতাম প্রেম হৃদয় ভরি' রে।
শিবচরণে অইতাম দাসী,—বাসনা, বাসনা, বাসনা ॥

। ৭৮ ।

আমার শচীর দুলাল গৈয়ুর[২] রে—
আর কতো কান্দাও রে গৈয়ুর আমারে।
আমার সাধন-ভজন-সর্বস্বধন
ছাড় দিয়াছি তোমারে[৩] ॥

দয়া করো প্রাণের বন্ধু, ডাকি বারে বারে—
ও তুমি দয়া করো, প্রাণে মারো
যা লয় তোমার অন্তরে ॥

ভক্তগণ আসিয়া ফিরে তবু প্রেম-সায়রে—
আমারে ভাসাইলায়[৪] গৈয়ুর
সুখছাড়া প্রেম-সায়রে ॥

। ৭৯ ।

গৌর-বিচ্ছেদে প্রেমের এতোই জ্বালা গো—
নিবাও গো জল-চন্দন দিয়া ॥

আর বন জ্বলে সয়ালে[৫] দেখে—
ইদ্রের আনল কেও না দেখে[৬]।
এগো, ধাকধাকাইয়া[৭] জ্বলছে আনল—
আনল জল দিলে আর নিবে না ॥

---

১ ডোর বা দড়ির মতো দৃঢ় ভক্ত ২ গৌর ৩ তোমাতে সমর্পণ করিয়াছি ৪ ভাসাইলে
৫ সকলে ৬ হৃদয়ের অনল কেহ দেখে না ৭ ধিকি-ধিকি করিয়া

আর আদরে-আদরে প্রেম
আগে বাড়াইয়া—
এগো, অখন[১] মোরে প্রাণে মাইলায়[২] গো
ও সই, স্বপন দেখাইয়া গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
ও সই, মনেতে ভাবিয়া,
এগো, নিবি' ছিল[৩] মনেরি আগুইন,
কে দিল জ্বালাইয়া ॥

। ৮০ ।

ও তুমি আইছ[৪] রে গৌরাঙ্গ চান্দ
এই বাসরে।
আর আইছ আইছ দয়াল গৌর—
হৃদয়ের মাঝারে ॥

এগো, কণ্ঠেতে বসিয়া নাম
জপ' মধুর স্বরে।
রে গৌরাঙ্গ চান্দ, এই বাসরে ॥

আর কিবা দিবা, কিবা নিশি,
চিন্তা যার মনে—
এগো, বাউল মনের এই বাসনা
জীবনে-মরণে ॥

---

১ এখন ২ মারিলে ৩ নিভিয়া ছিল ৪ আসিয়াছ

। ৮১ ।

তোরা কে যাবে গো—আয়, আয়—
গৌর-প্রেমের বাজারে।
ওরে মন, সাধের দোকান খুইলে[১] নিতাই ডাকে ॥

আর বসাইছি নতুন বাজার—
বিকি-কিনি চমৎকার—নতুন বাজার।
ওরে, মাইয়া হইলে যাইতে পারে
পুরুষ নেয় না রে[২] ॥

আর মাল কিনিলাম শতে-শতে—
উজন[৩] রসিকের হাতে—শ্রীগৌরার মতে।
ওরে, মহাজনের ভাও[৪] জানি না
আমার মাল বিকায় না রে ॥

আর পাকা না দালানে বসি'
শুন ওগো প্রাণ-পিওসী[৫]—ওগো প্রাণ-সখি :
আমার মনরে বুঝাইলাম কতো
অবোধ মনে নিষেধ মানে না রে ॥

। ৮২ ।

॥ কাহারবা ॥

মুখে 'হরিবল হরিবল হরিবল' বইলে[৬]
কে রে এমন নাচে-গায়—
ধ্বনি কি মধুর শোনা যায় ॥

---

১ খুলিয়া ২ সাধককে নারী হইতে হইবে ৩ ওজন ৪ বাজার দর ৫ প্রাণ-প্রেয়সী
৬ বলিয়া

আর কাল গিয়েছে যারা মাধাই
এসেছে কি তারা দু'ভাই ;
আজ কেন নাম মন্ত্রের মতো—
অন্তরে পশিল, মাধাই ॥

আর হরি-নামে দিয়ে সাড়া
ঘুরে আয় ভাই কাঙাল-পাড়া।
ভব-পারের বাঞ্ছা করে যারা—
তারার[১] নাকি সময় যায় ॥

আর শুনেছি ভাই—কাঙাল পাইলে
গৌর-নিতাই যায় রে গ'লে।
চল্—মোরা দু'ভাই মিলে—
ধরি গি'[২] দু' ভাইয়ার পায় ॥

আর পাপের বোঝা দূরে ফেলে
দু' ভাই নিব দু' ভাইর কোলে।
নাচব গাব, 'হরিবল' বইলে
ঘুচাব শমনের দায় ॥

। ৮৩ ।

॥ ঝুমুর ॥

গৌর হইতে দয়াল হয় নিতাই ;
নিতাইকে মারিস না মাধাই—
ওয়ার দেইখে বদন জুড়ায়
জীবন এমন জনকে মারতে নাই
মাধাই রে, অবোধ মাধাই,
এমন জনকে মারতে নাই ॥

১ তাহাদের ২ গিয়া

অঙ্গে বহে রুধির ধার—
দেইখে দয়া না হয় কার ;
পাষাণ হৃদয় মাধাই রে তোর
এ কি চমৎকার।
ওই দেখ্, মাইর খাইয়ে আমায় চাইয়ে—
'হরি বলো' বলে সদায় ॥

সত্য-ত্রেতা গিয়াছে—
দ্বাপর গত হইয়াছে ;
মাইর খাইয়ে কে বা কারে
দয়া কইরাছে।
আমি আর ঘরে যাবো না ফিরে—
রইলো যাইয়ে মায়ের ঠাঁই ॥

মাধাই রে, অবোধ মাধাই,
আমি এই যে ঘরের বাহির হইলাম রে—
আর ঘরে যাবো না ফিরে।
মাধাই, রইলো যেয়ে মায়ের কাছে—
জগাই গিয়াছে নিতাইর কাছে ;
তোদের সঙ্গ ছাইড়ে জগাই গিয়াছে ॥

। ৮৪ ।

॥ ঝুমুর ॥

মাধাই তোর লাগি' নাম এনেছি রে—
একবার 'হরি' বল্ ;
মাধাই, জানিয়ে আয় রে
ও তোর মায়ের কাছে—
হরির নাম নিতে কি বাধা আছে ॥

মাধাই, স্নান করে আয়
অমৃত গঙ্গাজলে।
স্নান করে আয়—
হরির নামের মালা দিব গলে ॥

। ৮৫ ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ॥

বলো বন্ধু, তুমি নি আমার রে,
শুনরে হৃদয়-রতন ;—
শ্রীচরণে অইতাম[১] দাসী আমি, ও মৃত কালেতে-
ভমর বাসনা করো রে পূরণ ॥

ঘরে বয়রী[২] কাল ননদী, আমায় যন্ত্রণা দেয় নিরবধি,
সরল ভাবে গরল খাইয়াছি।
ও আমার মনের আশা পূরল না রে—
হায় রে হৃদয়-রতন,
ও যাঁর নাম লইলে দুখ হয় নিবারণ ॥

। ৮৬ ।

সোনাবন্ধু পিওরায়,[৩] তুমি বিনে প্রাণ রাখা দায়।
এগো, পড়িয়াছি সঙ্কট-সায়রে[৪] —
না দেখি গো উপায় ॥

১ হইব ২ বৈরী ৩ প্রিয় ৪ বিপদসাগরে

আর তোমার রূপ-ঝলক দেখি'
আমার মন হইয়াছে উদাসিনী।
এগো, একবার আসি' দেখাও রূপ—
নইলে প্রাণি[১] জ্বলিয়া যায়॥

আর মনে বড়ো আশা ছিল—
ও সই, দেখ্‌মু বলে চান্দমুখ।
ওরে আইজ দেখমু, কাইল দেখমু বলে
দিনের পথে দিন যায়॥

আর পাগল নজব বলে—
আমি ঠেকিয়াছি পিরিতের ফান্দে।
এগো, পিরিত করি' ঠেক্‌ছি ফান্দে
ছাড়াইয়া যাইতে বিষম দায়॥

। ৮৭।

কালা চান্দ, তুমি বলো বলো বলো না,
পূরাইবায় নি[২] মন-বাসনা।
এগো, জীবনেরি নাই গো আশা—
কালাচান্দের দেখা বিনা॥

আর জীবনদান করিলাম বন্ধু রে
জানিয়া আপনা।
এগো, তুমি বিনে দুঃখীয়ার
কে করিব যতনা[৩]॥

---

১ প্রাণ ২ পূরণ করিবে কি ৩ কে যত্ন করিবে

আর প্রেম-ছাটা[১] বড়ো লেঠা
লাগ্‌লে ছুটে না।
এগো, তুমি বিন্নে অন্য জনে
মন আমারি মজে না ॥

আর অধম রইছে বলইন[২]
যে করিয়াছে দেওয়ানা[৩] —
এগো, জীবন থাকিতে মোরে
দেখা আসি' দিলায় না[৪] ॥

। ৮৮ ।

হায়রে বন্ধু নিদারুণ কানাই,—
তোমার লাগিয়ারে আমি যমুনাতে যাই

আর দুঃখের উপর দুঃখরে বন্ধু,
দুঃখের সীমা নাই।
আরে, কা' ঠাঁই[৫] কহিতাম[৬] দুখ
কহিবার জা'গা[৭] নাই।

আর ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম,
আর তো কিছু নাই।
ওরে, কি ধন আছে, কি ধন দিমু,
কলঙ্কিনী রাই ॥

আর আমি তোমার, তুমি আমার,
আর কিছু নাই।
ওরে, জনমের মতো যেন
দাঁড়াইবার জা'গা পাই ॥

---

১ প্রেমের দীপ্তি, স্পর্শ ২ বলেন ৩ উন্মনা ৪ দিলে না ৫ কাহার নিকট ৬ কহিব ৭ জায়গা

। ৮৯ ।

॥ জল আনা ॥

পন্থ ছুড়,[১] যমুনাতে যাই রে, নন্দের গোপাল রে,
পন্থ ছুড়, যমুনাতে যাই ॥

গোপাল রে, জল নাই মোর কলসীতে—
চলিলাম যমুনায় যাইতে রে।
ওরে, পন্থে কেন দেও পরিবাদ রে ॥

গোপাল রে, কোন্ দুয়ারে আইলায়[২] ঘরে—
চিনিতে না পাইলাম তোরে।
ওরে, নিদ্রা গেলে লনী করো চুরি রে ॥

গোপাল রে, তুমি খাইলায়[৩] লনী খালি—
রাধা হইলা কলঙ্কিনী রে।
লোকে বলে, আমি অপরাধী রে ॥

গোপাল রে, ননদী মোর আগ দুয়ারে[৫]
সদায় বিবাদ করে।
ওরে, আমি নারী কেমনে হইমু বা'র[৪] রে ॥

গোপাল রে, যদি সে সন্ধান করো—
ননদী মারিতায়[৫] পারো রে।
ওরে, সুখে করি প্রেম-আলাপন রে ॥

গোপাল রে, যদি তোর ছিল মনে
কান্দাইতে রাত্র-দিনে রে—
ওরে, তবে কেন বাড়াইলায়[৬] পিরিতি রে ॥

---

১ ছাড়ো ২ আসিলে ৩ খাইলে ৪ বাহির ৫ মারিতে ৬ বাড়াইলে

গোপাল রে, পাগল আরকুমে বলে—
ননদীরে দূর কইলে[১] রে—
ওরে, বন্ধের সনে হইব মিলন রে ॥

। ৯০ ।

ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না, ঢেউ দিয়ো না জলে—
গো সই, ঢেউ দিয়ো না জলে ॥

আর ঘুম তনে[২] উঠিয়া রাধে
কলসী পানে চায়।
কলসীতে নাইরে জল,
যমুনায় চলে থিরে[৩] ॥

আর কলসী ভরিয়া রাধে
থইল[৪] কদমতলে ;—
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে কলসীর মাঝারে ॥

আর শাশুড়ী বলে, গো বধূ,
এতো দিরং[৫] কেনে ?
ওরে জলে গেলে পাড়ার লোকে
পথ দেয় না মোরে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সকলে :
পঙ্খ নয়[৬] উড়িয়া যাইতাম[৭]
ফিরিয়া জলের ঘাটে ॥

---

১ করিলে ২ ঘুম হইতে ৩ ধীর স্থিরভাবে ৪ রাখিল ৫ দেরি ৬ পাখী নই ৭ যাইব

। ৯১ ।

॥ বাঁশীর প্রতি ॥

কঠিন শ্যামের বাঁশী রে, ও বাঁশী,
ঘরের বা'র কইলে[১] বাঁশী আমারে ॥

সঙ্গে করি' নেও রে বাঁশী
দাসী বানাই'[২] আমারে।
সহেনা, বিচ্ছেদের জ্বালা আর দিয়ো না আমারে ॥

এমন দইরদী[৩] নাইরে
বুক চিরি' দেখাব কারে।
তোর যন্ত্রণায় ঘর ছাড়িয়া
হইলাম জঙ্গলবাসী রে ॥

কোথায় গেলে পাবো তারে
ভাবি বসে নিরলে[৪]।
একবার যদি পাইতাম শ্যাম—
মজিয়া রইতাম চরণে ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্ গো তোরা সকলে ঃ
ওরে, পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশী—
মজিয়া যাইতাম তাঁর চরণে ॥

। ৯২ ।

ওরে সঙ্কেট[৫] বাঁশী বাজায় গো শ্রীকান্তে ;
এগো, রাধা রাধা রাধা নাম ধরি'
শুনতে পাইলাম বাঁশী বাজায় গো শ্রীকান্তে ॥

---

১ করিলে ২ বানাইয়া ৩ দরদী ৪ নিরালায় ৫ সঙ্কেত

আর একে তো বাঁশীর গো জ্বালা—
আর জ্বালায় বসন্তে।
আর মন হইয়াছে উন্মাদিনী
ভাবিতে চিন্তিতে॥

আর শ্যাম-কলঙ্কিনী নাম গো আমার
বাকী নাই কেউ জান্‌তে।
ওগো, বলউক[১] বলউক লোকে মন্দ—
ছাড়ব না প্রাণান্তে॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
ভাবিয়া মনেতে।
ওরে, জী'তে[২] না পূরিলে আশা
পূরে যেন অন্তে॥

।৯৩।

আমার মন কইল[৩] উদাসী গো—
কই বাজে গো কালাচান্দের বাঁশী।
হায় গো, বাঁশীর সুরে প্রাণ বিদুরে,[৪]
আমি কান্দি দিবা-নিশি গো॥

সখি গো, মনে লয়— তার সঙ্গে যাইতাম
হইয়া তার দাসের দাসী।
হায় গো, যাইতে নাহি দিল আমায়-
ননদী নৈরাশী[৫] গো॥

---

১ বলুক ২ জীবিত কালে ৩ করিল ৪ বিদারিত হয় ৫ যে অপরকে নিরাশ করে

সখি গো, পিরিতের ছেল[১] বুকে মারি'
কোথায় রইলায়[২] বসি'।
পাইলে চরণ—দিব যৌবন
জাতি-কুল বিনাশি'॥

কইন[৩] ছাবাল আকবর আলী—
আমি পিরিতের সন্ন্যাসী।
পাইলে করিতাম আমি
চিরদিনের খুশি গো॥

। ৯৪ ।

ওরে, মইলাম[৪] রে তোর পিরিতে আসিয়া[৫],—
রে শ্যাম-কালিয়া,
মইলাম রে তোর পিরিতে আসিয়া॥

শ্যাম-কালিয়া হ'[৬], তুমি তো শ্যাম-কালিয়া,
তুমি বাঁশী বাজাও ভালা হ'।
ও তোর বাঁশীর সুরে গিরে[৭] না দেয় রইতে—
রে শ্যাম-কালিয়া॥

শ্যাম কালিয়া হ', একদিন দুইদিন দুই প'র বেলা
আমারে ডুবাইয়া মাইলায়[৮] হ'॥

---

১ শেল ২ রহিলে ৩ কহেন ৪ মরিলাম ৫ করিয়া ৬ হে ৭ গৃহে ৮ মারিলে

। ৯৫ ।

ওরে, কি কাজ কইলাম চাইয়া[১] গো সই,
কি কাজ কইলাম চাইয়া।
মন চলে না, গৃহে যাইতাম, প্রাণ-বন্ধুরে থইয়া

আর সোনার বান্ধাইল বাঁশী[২] —
রূপার বান্ধা কেনে ছিয়া।
এগো, কোন্ বনে বাজায় বাঁশী
প্রাণ নিল হরিয়া গো॥

আর মনোসাধে প্রেম করিয়া
মরিলাম ঝুরিয়া।
এগো, এমন নিষ্ঠুর বন্ধু—
না চাইল ফিরিয়া গো॥

আর আগে যদি জানতাম বন্ধু
যাইবায়[৩] রে ছাড়িয়া ;—
এগো, তবে কেনে করতাম পিরিত
বিনা দড়াইয়া[৪] গো॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সই গো, মনেতে ভাবিয়া ঃ
এগো, মনে লয়, তার সঙ্গে যাইতাম—
কুলমান ত্যজিয়া গো॥

---

১ চাহিয়া ২ সোনা দিয়া বাঁধানো বাঁশী ৩ যাইবে ৪ শক্ত করিয়া

। ৯৬ ।

সুখ চাইতে বুক বিদুরে[১] গো—
বন্ধে প্রাণ নিল কাড়িয়া গো।
আমি রইলাম গো সই
নবীন বন্ধুয়ার বানে[২] চাইয়া ॥

আর চাইতে-চাইতে কমলিনীর
নয়ান হইল ভারী।
হাঁটিয়া যাইতে ঢলিয়া পড়ে গো
ও রাই সখি গো ॥

আর মুই গেলু যবুনার জলে
আখি দিয়া ঠারে।
ঠারে-ঠুরে বাঁশীর গানে
বন্ধে প্রাণ নিল কাড়িয়া গো।

আর রতনমণি বলে, গো ধনি,
যৌবন হইল মোর শেষ।
কি পিরিত বাড়াইয়া বন্ধু রে—
বন্ধু, যাও নিজ দেশ ॥

। ৯৭ ।

কে বাজাইয়া যায় গো সখি,
কে বাজাইয়া যায়।
এগো, ডাক দিয়া জিঙ্গাসা[৩] করো—
কি ধন নিত[৪] চায় গো ॥

১ বিদারিত হয় ২ পানে ৩ জিজ্ঞাসা ৪ লইতে

আর কাঞ্চা বাঁশের বাঁশীগুলি[১]
তলোয়ার বাঁশের[২] আগা।
এগো, নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশীয়ে-
কলঙ্কিনী রাধা গো ॥

আর যেই না ঝাড়ের বাঁশীগুলি
ও তোর ঝাড়ের লাগাল পাই—
এগো, জড়ে-পেড়ে উগাড়িয়া[৩]
সাগরে ভাসাই গো ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
বাঁশী কে বাজায় ঃ
এগো, বাঁশীর রব শুনি
বাজায় চিকন কালায় ॥

। ৯৮ ।

পাও যদি শ্যাম বন্ধের লাগাল,—
বাঁশী আনো কাড়ি'।
ওরে, ধরি' আনো প্রাণবন্ধুরে,—
পাও যার বাড়ী ॥

বাঁশী বাজাইয়া বন্ধে
ফিরইন[৪] বাড়ী-বাড়ী।
হয় রে, তোমারে ধরিবার লাগি'
হইলাম উদাসিনী গো ॥

১ বাঁশীটি ২ সরু বাঁশ বিশেষ ৩ ডালে-মূলে উপাড়িয়া ৪ ফিরেন

আর যথায়-তথায় যাওরে বন্ধু
আমায় রাখিয়ো মনে।
হয় রে, দুখিনী ভিখারীর নাম
লেখিয়ো চরণে গো॥

আর রাধার নাম লেখ্‌তে বুঝি
কিছুই দুখ পাইন।
ওয় রে, ধূলায় লেখিয়া নাম
চরণে মিশাইন[১] গো॥

আর কইন তো ফকির কানু শা'য়
সনদের[২] পারে বইয়া—
পারইমু-পারইমু করি'
দিন তো যায় গইয়া[৩]॥

। ৯৯ ।

যার লাগি' কান্দিয়া মরি—
দুই নয়ানে বইছে বারি[৪]॥

আর ফুলের মালা পরাইছি গলে—
চিকন কালায় বাজায় বাঁশী কদম্বের তলে।
ওরে, মনে লয়,[৫] তার সঙ্গে যাইতাম[৬] —
কুলমান ত্যজ্য করি'॥

আর শরম হনে[৭] মরণ গো ভালো—
প্রাণ-বন্ধুর পিরিতে আমার জাতিকুল গেল।
ওয়গো, তোষের আনল জ্বলছে দেহায়[৮] —
ঘরে বঞ্চিতে না পারি[৯]॥

---

১ মিশান ২ একটি বিলের নাম ৩ কাটিয়া ৪ ধারা বহিতেছে ৫ মনে হয় ৭ যাই, যাইব ৬ হইতে ৮ দেহে তুষের অনল জ্বলিতেছে ৯ ঘরে থাকিতে পারি না

আর মুজমিল নাগরে গো বলে—
লাগাইছি পিরিতের ছাটা[১] কদম্বের তলে।
ওয়গো, কদমতলায় জলের ঘাটে—
বস্ত্রহরা বংশীধারী ॥

। ১০০ ।

অউত যারায় গিয়া[২] —
বন্ধুরে, আমায় পরাণে বধিয়া।
আরে সত্যি করি' কও রে বন্ধু,
আইবায় নি[৩] ফিরিয়া রে ॥

আর চূড়া-ধড়া-মোহন বাঁশীরে,
বাঁশী, যাও নিকুঞ্জে থইয়া।
ওরে, অবশ্য আসিবায় তুমি—
ওই বাঁশীর লাগিয়া রে ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে রে—
বন্ধু, শুনো মন দিয়া।
ওরে, নারী যদি হইতায়[৪] তুমি—
জানতায়[৫] প্রেম-জ্বালা রে ॥

। ১০১ ।

॥ সখীর প্রতি ॥

কি বলমু[৬] কালিয়া রূপের কথা, গো সজনি,
কি বলমু কালিয়া রূপের কথা।
আমি এথা মরি লাজে, কি যন্ত্রণা পথের মাঝে—
ও আমি জানি না—সে পন্থে চিকনকালা ॥

---

১ ছটা, দীপ্তি ২ এই যে তুমি চলিয়া যাইতেছ ৩ আসিবে কি ৪ হইতে ৫ জানিতে ৬ বলিব

সব না[১] সখীর সঙ্গে যমুনাতে গেলাম রঙ্গে—
ও আমার ভাসিয়া তনু হইল উলের[২] সুতা।
গো সজনি, কি বলমু কালিয়া রূপের কথা॥

ভাইবে রাধারমণ বলে, ভাবিয়ো না রাই নিরানন্দে—
ও আমার সব দুখ হৃদয়েতে গাঁথা।
গো সজনি, কি বলমু কালিয়া রূপের কথা॥

। ১০২ ।

বলিয়ো না গো সজনি আমার সনে[৩] —
সদায় জ্বালাই' মাইল[৪] কালায় মোরে।
—তোমরা বলিয়ো না॥

আর আড়ি[৫] কালা, পাতিল কালা
তাতে রান্ধি' খাই।
ও যমুনার জল কালা—
তাতে সিনান করই[৬]॥

আর আছমান[৭] কালা, জমিন কালা,
কালা মাথার কেশ।
আঞ্খির পুতুলা[৮] কালা—
ধরে নানান বেশ॥

১ অর্থহীন অব্যয় পদ ২ এলোমেলো ৩ আমার কাছে ৪ জ্বালাইয়া মারিল ৫ হাঁড়ী
৬ করি ৭ আসমান ৮ পুত্তলি, নয়নের মণি

। ১০৩ ।

কদমতলে বংশীধারী,
ও নাগরী, জলের ছইলে[১] দেখবে তায়—
চল্ সজনি, যাবায় নি[২] গো যমুনায় ॥

প্রাণসই, সখি গো, আমার বন্ধুয়া বিনে
দরদ না মানে প্রাণে গো।
হৃদ্-কমলে জ্বলছে আনল—
আনলে জল দিলে আর নিভে না গো ॥

প্রাণসই, সখি গো, আমারে পরতিঙ্গি করি[৩]
ধরিয়া রাখছে বন্ধের হাতে গো।
যখন টানে তখন প্রাণে মানে না গো ॥

প্রাণসই, সখি গো, ভাইবে রাধারমণ বলে—
প্রেম জানো না তোমরা সবে গো।
মনের দুখ আর বলমু কারে,
আমার বন্ধু বিনে কেও[৪] জানে না গো ॥

। ১০৪ ।

দারুণ পিরিতের ফাঁসি, আপন খেদে[৫] লাগাইছি-
বলো সই, উপায় কি করি ॥

যখন বন্ধের রূপটি দেখছি—
পতঙ্গের মতো সই গো বিপাকে ঠেকছি[৬]।
হাত-পাও-পর[৭] জ্বলে গো
উড়িয়া যাইতে না পারি ॥

---

১ ছলে ২ যাইবে কি ৩ পতঙ্গ করিয়া ৪ কেহই ৫ ইচ্ছায় ৬ পড়িয়াছি ৭ ডানা

বন্ধের রূপ খেদঙ্গ হইয়ে[১]
অন্তরে লাগিয়াছে সই গো, বাঁচি কেমনে।
বিষে অঙ্গ জর্জ্জর গো
খুলিতে প্রাণে মরি ॥

নগরিয়া লোকে মোরে কয়—
যার মনে যা লয়, সই গো, কহে আমারে।
হইছি দোষী-অপরাধী গো,
পাসরিতে না পারি ॥

অপরাধী হক আলীয়ে বলে—
যার মনে যা লয়, সই গো, কহে আমারে।
যাহা করো, রাজী আছি গো[২]
ফাঁসি লাগাইছি,—কি করি ॥

। ১০৫ ।

ওরে, একলা কুঞ্জে শুইয়া থাকি—
পাইনা রাধার মনোচোর।
সইগো, রজনী হইল ভোর ॥

সই গো সই, ভাবি যারে, পাই না তারে
সে বড়ো নিষ্ঠুর।
এগো, আমায় ছাড়ি' প্রাণ-বন্ধু
রইয়াছেন মথুরাপুর ॥

১ প্রাণঘাতী তীর হইয়া ২ যাহা বলো তাহাতেই রাজী আছি

সই গো সই, ফুলের শয্যা-বিছানায়
লজ্জা দিলাম রে দূর[১]।
কোকিলার কুহু রবে নিশির বুঝি
নাই গো জোর ॥

সই গো সই, ভাইবে রাধারমণ বলে
হইয়া বেভোর ঃ
এগো, ঘুমের ঘোরে রইলাম পড়ি'
ধরব মনোচোর ॥

। ১০৬ ।

আমার কৃষ্ণ কোথায় পাই গো—
বল্ গো সখি, কোন্ দেশেতে যাই।
কৃষ্ণপ্রেম-কাঙালী অইয়া[২] আমি নগরে বেড়াই গো
.

আর আপনা জানি' প্রাণ-বন্ধুরে
ইদ্‌রে[৩] দিলাম ঠাঁই।
এগো, ভাঙল আশা, দিল দাগা—
আর প্রেমের কার্য নাই ॥

আর সুচিত্র পালঙ্কের মাঝে
শইয়া[৪] নিদ্রা যাই।
এগো, ঘুমাইলে স্বপন দেখি—
শ্যাম লইয়া বেড়াই গো ॥

১ লজ্জা দূর করিলাম ২ হইয়া ৩ হৃদয়ে ৪ শুইয়া

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্ গো ধনি রাই :
এগো, এই আদরের গুণমণি
কোথায় গেলে পাই গো ॥

। ১০৭ ।

আমার বন্ধু আনি'[১] দেও গো তোরা
আমার কালা আনি' দেও গো তোরা—
কই[২] ও শ্যাম-মনোহরা ॥

পোড়া অঙ্গ জুড়াইতে আইলাম গো
তোদেরি পাড়া ।
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না দূতী,
আমি তোদেরি পিরিতের মারা[৩] ॥

ভাবিয়ে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়া তনু হইল গো সারা !
ওরে, মারিয়ো না, মারিয়ো না বন্ধু,
শ্যাম আছে গোপনের ফাড়া ॥

। ১০৮ ।

শ্যাম বিনে চাতকী হই—
আমি নাম শুনে পাগলী হই ।
বন্ধের নাম শুনাও গো প্রাণ-সই ॥

---

১ আনিয়া ২ কোথায় ৩ প্রেমাহত

চাতক রইল মেঘের আশে—
তেমনি মতো রইলাম গো শ্যামবন্ধের আশে।
ও আমার দুঃখ কার ঠাঁই কই,
আমি হৃদয়ের দুঃখ কার ঠাঁই কই ॥

তমালডালে বাজাও হে বেণু—
তমালডালে লাগছে গো রাধা-শ্যামের পদের রেণু।
ওরে, তমালডালে আমার গন্ধে গো
আমি একাত্র বান্ধিয়া থই[১] ॥

আর ভাইবে রাধারমণ গো বলে—
পড়িয়া রইলাম শ্যাম যুগল চরণ-তলে
ওরে, শ্যামের দেখা পাবো বলে—
আশা পথ চাইয়া রই ॥

। ১০৯ ।

ওরে, প্রেম-সরোবরে সই গো, প্রেম-সরোবরে,
প্রেম-সরোবরে নামলে—
ধরবং[২] নিদয়া কুম্ভীরে ॥

আর এমন নির্মল জল—ঝলমল করে।
এগো, মনে লয়, মরিয়া যাইতাম—
ঝাম্পু দিয়া জলে ॥

আর বন্ধের লাগি' ভাবতে ভাবতে
বসনা[৩] ভিজল জলে।
এগো, মনে লয়, মজিয়া গো রইতাম—
চরণ-কমলে ॥

১ একত্রে বাঁধিয়া রাখি ২ ধরিবে ৩ বসন

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সই গো, আশা ছিল মনে।
এগো, জী'তে[১] না পূরিলে আশা—
মরিলে কি পূরে॥

। ১১০ ।

পিরিতে মোর কুল নিলায়,[২] গো ধনি,
না জানি' ডুব দিলাম গো॥

ধনি গো, এগেনা-বেগেনা[৩] ধনী—
পর কি আপন।
আপনা জানি' কইলাম পিরিত গো
ও ধনি, ডুবিবার কারণ[৪] গো॥

ধনি গো, আমি নারী এ যৈবতী[৫]
যৈবন রাখা দায়।
কেমনে সঁপিতাম যৈবন গো
ও ধনি, শ্যামের রাঙা পায় গো॥

ধনি গো, ভাইবে রাধারমণ বলে—
হইয়া পাগল ঃ
স্ত্রীর কাছে বান্ধিয়া রাখছে[৬] গো
ও ধনি, গৃহস্থের ছাগল॥

। ১১১ ।

সই গো, বলিয়া দে আমায়—
দিবা-নিশি ঝুরিয়া মরি কালিয়া সোনার দায়॥

---

১ জীবিতকালে ২ লইলে ৩ আপন-পর ৪ ডুবিবার জন্য ৫ যুবতী ৬ রাখিয়াছে

কলসী লইয়া গো রাধে
যেই দিগেতে চায়—
আটিয়া[১] যাইতে ঢলিয়া পড়ে
সোনা-বন্ধের গায় ॥

কদমডালে বইয়া[২] গো বন্ধে
বাঁশীটি বাজায়—
কদমফুল ঝরিয়া পড়ে
সোনা-বন্ধের গায় ॥

ভাইবে[৩] রাধারমণ গো বলে—
মইলাম পরার দায় ।
এগো, পর কি আপনা হয়
ছাল্লাত[৪] বুঝা যায় ॥

। ১১২ ।

পিরিতি করি' শ্যাম-কালাচান্দে
ঠেকাই'[৫] গেল ফান্দে ;
লাঞ্ছনা ঘটাইল সোনা-বন্ধে ॥

সই গো, এ ঘরে শাশুড়ী বয়রী[৬]
ফুকারিতে নাই পারি ;
প্রাণি কান্দে 'জয় হৃদয়' বলি' ।
এগো, ঘরে জ্বালা, বাইরে জ্বালা—
আর জ্বালা দেয় নন্দে[৭] ॥

১ হাঁটিয়া ২ বসিয়া ৩ ভাবিয়া ৪ পরামর্শে ৫ ঠেকাইয়া ৬ বৈরী ৭ ননদে

সই গো, একে তো অবুলা[১] বালা,
মাথে কলঙ্কের ডালা—
বুক ভিজইয়া[২] যায় দুই নয়ানের জলে।
ভাইবে রাধারমণ বলে, কাজ নাই কুলমানে

। ১১৩ ।

বিনয় করি' বলি, কোকিল রে কোকিল,
রাধার উকিল অইয়ো[৩]।
এগো, শ্যাম-বিচ্ছেদে রাই-দুখিনীর সংবাদ জানাইয়ো রে॥

আর যেই পন্থে কৃষ্ণ গেছইন,[৪]
রে কোকিল, সেই পন্থে যাইয়ো।
এগো, অকোধিনী[৫] বিরহিণীর দুখের কথা কইয়ো রে॥

আর মুক্ত বনে থাকো কোকিল,
রে কোকিল, মুক্ত কথা কইয়ো।
এগো, বৃক্ষডালে ভর করিয়া রাধার গুণ গাইয়ো রে॥

আর হীন জ্ঞানচান্দে বলে—
রে কোকিল, শুনো মন দিয়া।
চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে শ্যাম রইয়াছইন[৬] ভুলিয়া রে॥

১ অবলা ২ ভিজিয়া ৩ হইয়ো ৪ গিয়াছেন ৫ অক্রোধিনী ৬ রহিয়াছেন

। ১১৪ ।

॥ বাসক-সজ্জিকা ও বিপ্রলব্ধা ॥

মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু[১], রে পাগল,—
হায়রে নাগর, মুই নারীয়ে কি দোষ কইলু ॥

শয্যা না করি' অভাগী নারী
রইলাম পন্থে চাইয়া।
আসিবায়-আসিবায় করি'[২]
আমার রাত্রি গেল গইয়া ॥

যারে বলি বন্ধু, রে বন্ধু,
বন্ধে বাসইন ভিন্[৩]।
জনম ভরি' রইল দুখ মোর
না পাইলাম গোবিন্[৪] ॥

ঠাকুর পিয়াশা'য় কইনি
হইয়া বেভুল—
হিরূছ ভাবি'[৫] ভুলিয়া রইলাম
না পাইলাম তোর কূল ॥

। ১১৫ ।

আমি দুখুনী[৬] জানিয়া রে
প্রাণ-বন্ধু রে, তোমার মনে নাই।
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে—
আমি জ্বলিয়া-পুড়িয়া হইলাম ছাই ॥

---

১ করিলাম ২ আসিবে-আসিবে করিয়া ৩ পর মনে করেন ৪ গোবিন্দ ৫ লোভ করিয়া ৬ দুখিনী

আর চাওনা কেনে নয়ন তুইলে[১] ,
কোন্ কামিনীর সনে, রে বন্ধু, রইয়াছ ভুইলে[২] ।
ওরে, তুমি যদি ভিন্ন বাসো,[৩] —
আমি দুখুনীর আর কেহই নাই ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
ভমর বয় না[৪] শুকনা গো ডালে—
মধু না পাইলে ।
ও দীন মদন বলে,—
ও মৃতকালে আমি চরণ যুগল দর্শন চাই ॥

। ১১৬ ।

বন্ধু, বাঁকা শ্যামরায়,
অভাগীর অন্তরে প্রাণনাথে কি জ্বালা দিলায়[৫]

আইলায়[৬] না রে সোনাবন্ধু,
রইলায়[৭] কোথায় ।
মিছামিছি প্রেম বাড়াইয়া
আমারে মাইলায়[৮] ॥

ধেনুর সনে গোচারণে
কদম্ব তলায় ।
বাঁশীটি বাজাইয়া বন্ধে
দ্বিগুণ জ্বালায় ॥

---

১ তুলিয়া ২ ভুলিয়া ৩ ভালো না বাসো ৪ বসে না ৫ দিলে ৬ আসিলে ৭ রহিলে ৮ মারিলে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
পিরিতি বিষম দায়।
পর কি আপনা হইব[১]
থুড়াত[২] বুঝা যায় ॥

। ১১৭ ।

বলো এগো প্রাণ-সজনি,
বন্ধু কোথায় রইল, বলো বলো ॥

কুলমান আপন জাইনে[৩],
প্রাণ সঁপিলাম তাঁর চরণে গো—
অখন[৪] আমায় পরাণে বধিল।
ও পিরিত কর্‌ছে না-জন[৫] আছে ভালো—
করিয়া জ্বালা হইল, বলো বলো ॥

গগনে আর নাই যামিনী,
আইল না শ্যাম গুণমণি—
দিনমণি উদিত হইল।
এগো, কোন্ রমণীয়ে পাইয়া শ্যামরে—
ও শ্যাম ভুলাইয়া রাখিল, বলো বলো ॥

। ১১৮ ।

ও সজনি, রসের গুণমণি গো,
আইজ[৬] কার বাসরে।
হায় হায়, প্রাণি[৭] যায়, না দেখিলে তারে

---
১ হইবে ২ অল্পেই ৩ জানিয়া ৪ এখন ৫ যে জন পিরিত করে নাই ৫ আজি ৬ প্রাণ

এগো, লাগাইয়া পিরিতের ফান্দে
ঠেকাইলা আমারে গো।
এগো, আমার ধনী খাইছে ধরা[১] —
রাই-রঙ্গিণীর ঘরে গো॥

আতে ধরি'[২] বিনয় করি'
পাইলাম না গো তারে।
একবার আনি' দেখাও রূপ—
প্রাণ কান্দে মোর, ঝুরে গো॥

কুটিচান্দ বাউলে বলে,
পাইলাম না গো তারে।
একবার আনি' দেখাও রূপ—
প্রাণ কান্দে মোর, ঝুরে গো॥

। ১১৯ ।

রে ভমর, কইয়ো গিয়া—
শ্রীকৃষ্ণ-বিচ্ছেদে আমার অঙ্গ যায় জলিয়া॥

ভমর রে, কইয়ো কইয়ো, হায় রে ভমর,
প্রাণ-বন্ধের লাগ পাইলে,[৩] —
আমি রাধা মইরে[৪] যাব কৃষ্ণহারা হইয়া॥

ভমর রে, সারা নিশি পোসাইলাম[৫]
ফুলের শয্যা লইয়া—
সেই শয্যা হইল বাসি,—দেও জলে ভাসাইয়া॥

১ ধরা পড়িয়াছে ২ হাতে ধরিয়া ৩ দেখা পাইলে ৪ মরিয়া ৫ কাটাইলাম

ভমর রে, না খায় অন্ন, না খায় জল,
নাহি বান্ধে কেশ ;
তোমার পিরিতের লাগি' রাধার পাগলিনীর বেশ ॥

ভমর রে, ভাইবে[১] রাধারমণ বলে
কান্দিয়া কান্দিয়া—
নিবি' ছিল[২] মনেরি আগুইন[৩]—আগুইন কে দিল জ্বালাইয়া ॥

। ১২০ ।

ও তুমি কার কুঞ্জে লুকাইলায়[৪]
রে প্রাণবন্ধু, কালিয়া ॥

আর ফুলের মালা দ্বিগুণ জ্বালা
বন্ধের গলে না দিয়া ;—
এগো, আর সহে না এ যাতনা
সময় যায় রে গইয়া ॥

আর যার জন্য তার জন্য গো
আইলাম কুলমান ত্যজিয়া।
এগো, সে মোরে বঞ্চিত কইল[৫]
কালার প্রেমে মজিয়া ॥

আর কোটিচান্দ বাউলে গো বলে—
সোনাবন্ধু কালিয়া :
এগো, আশা দিয়া গেলায়[৬] মোরে
না আসিলায়[৭] ফিরিয়া ॥

১ ভাবিয়া ২ নিভিয়া ছিল ৩ আগুন ৪ লুকাইলে ৫ করিল ৬ গেলে ৭ আসিলে

। ১২১ ।

ছুঁইয়ো[১] না, ছুঁইয়ো না কালা,
ছুঁইয়ো না, ছুঁইয়ো না মোরে ॥

আর খাইতে বসি' ছায়া দিয়ো না,
তোর অঙ্গে দেখি রে শ্যাম অপরূপ নমুনা।
এগো, তোর গায়ে কিরণের দাগ
কোন্ রমণীয়ে দিয়াছে তোরে ॥

আর অত রাত্রি ছিলায়[২] কার ঘর ;
গলে আছিল সোনার মালা
ছিঁড়া একছি[৩] ল'র[৪]।
ও তোরে বারে বারে করি মানা
যাইয়ো না পরারি ঘরে ॥

আর মুজমিল নাগরে গো বলে—
সিনান করি' আও গো ত্বরা যমুনার জলে।
এগো, বইবার দিমু ছাপর খাট[৫]
যৈবন দান করিমু তোরে ॥

। ১২২ ।

॥ আক্ষেপ ও প্রেমের স্বরূপ ॥

ও বন্ধু, কঠিন-হৃদয় কালিয়া,
প্রেম কইলাম তার মর্ম না জানিয়া।
এগো, এখন বন্ধে প্রাণে মাইল[৬] —
বিসখা প্রেম[৭] শিখাইয়া ॥

১ ছুঁইয়ো ২ ছিলে ৩ এক গাছি ৪ লহর, নরী ৫ অলঙ্কৃত খাট বিশেষ ৬ মারিল
৭ সখা বিহীনের প্রেম, অ-বন্ধুর প্রেমের মতো

আর আগে যদি জানতাম গো এমন—
ও সই, পিরিতে মন দিতাম না কখন।
এগো, এখন বন্ধে ছাড়িয়া গেল—
কিনা দোষ জানিয়া॥

আর নতুন প্রেমে নতুন গো কালা—
ও সই, নতুন প্রেমে দিল গো জ্বালা।
ও জ্বালা সইতে গেলে—
উঠে দ্বিগুণ হইয়া॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
বন্ধের পূবের কথা[১] নাই তার মনে।
এগো, পূবের কথা মনে হইলে—
আমায় না যায় ছাড়িয়া॥

। ১২৩ ।

আমার মনে চায় সর্বদায় যৈবনদান প্রেম খেলায়—
কিন্তু, প্রেমিক পাওয়া দায়॥

আর প্রেমিক রসিক তালাস[২] করি গো
ও সই, ফিরিতেছি বাঙ্গালায়।
এগো, বলছি যারে পাইনা তারে গো—
প্রাণ জ্বলে প্রেম-জ্বালায়॥

আমি মরছি প্রাণে, সবে জানে গো—
কালিয়ার পিরিতের দায়।
ধাকুধাকাইয়া[৩] জলছে আনল
নিবাইতে আর শক্তি নাই॥

১ পূর্বের কথা ২ তল্লাস ৩ ধিকি ধিকি করিয়া

আর যার জন্যে মন টানে গো—
ও সই, সেই নাহি ফিরিয়া চায়।
আকুল কইল, প্রাণে মাইল—
জী'তে[১] মইলাম, হায় রে হায়॥

দুই নয়ানে বহে বারি গো—
ও সই, বুক ভাইসে[২] পাতালে যায়।
এগো, নয়নজলে গঙ্গানদী—
কোম্পানীয়ে জা'জ[৩] চালায়॥

আর ইয়াকুল আব্দুল ওয়াহিদ গো বলে—
ও সই, বৃথা কেনে আইলাম দুনিয়ায়।
এগো, রইলাম কেনে, মইলাম না সই
বাঁচিয়া কোনু[৪] স্বার্থ নাই॥

।১২৪।

প্রেম করো সই মানুষ চাইয়ে[৫] —
মইলে[৬] যারে মিলে।
এগো, মইলে যে জিয়াইতে পারে—
রসিক বলি তাঁরে গো॥

আর এক পিরিতে মহাজনে
শ্মশান বাস করে।
এগো, কোন্ পিরিতে দশরাত্রে[৭]
পোয়ায়[৮] বনাচারে[৯] গো॥

১ জীবিত অবস্থাতে ২ ভাসিয়া ৩ জাহাজ ৪ কোনো ৫ মানুষ দেখিয়া ৬ মরিলে ৭ দশরথে ৮ পুত্রকে ৯ বনবাসে

আর চান্দীদাসের[১] রজকিনী
প্রেম করিয়াছে ঠারে।
এগো, আপনার আতের[২] কালি
লাগিয়াছে কপালে গো ॥

। ১২৫ ।

কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা—
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

নিশিতে প্রাণের নাথ লইয়াছিল একই সাথ—
ওরে শিওরে[৩] গাঁথিয়া ফুলের মালা,
গো সই,
সে কথাটি মনে ওঠে, সই গো পরানি ফাটে—
জাগিয়া না পাইলাম রসের খেলা, গো সজনি-সই ॥

দেহা ছাড়ি' প্রাণি যাইতে, বান্ধিয়ো তমাল ডালে—
গলে দিয়ো কদম্বের মালা;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

আমি নারী অবুলা, আন্ধিয়ে কুল মজাইয়া[৪] —
নিয়াছিল কদম্বের তলা;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

১ চণ্ডীদাসের ২ হাতের ৩ শিয়রে ৪ আঁধিয়ারা কুল মজাইয়া

আমার দুঃখের ভার, পিরথিমীয়ে[১] না সয় আর—
আনো সখি, মাথায় মারি ছিলা[২] ;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

ঠাকুর কাজি শা'য় কইন—কি আচম্বিত[৩] হইল—
কে বুঝিতে পারে আমার
ঠাকুর চান্দের লীলা ;
গো সজনি-সই,
কি হইল, কি হইল প্রেমজ্বালা ॥

। ১২৬ ।

ও প্রেম না করছে কোন্ জনা গো,
কার লাগি' গো এতো যন্ত্রণা ।
আর আমার বন্ধু পরশমণি—
কতো লোহা মানায়[৪] সোনা গো ॥

আর সকলের জ্বালা যেমন-তেমন—
আমার বন্ধের জ্বালা দুনা[৫] গো ॥

আর বন্ধের লাগি ভাবতে-ভাবতে—
আমার শরীর কইলাম কালা গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,—
শুনরে কালিয়া :
প্রেম কইলাম—তার মর্ম না জানিয়া গো

১ পৃথিবী ২ ধনুকের গুণ, ধনুক (?) ৩ আশ্চর্য ব্যাপার ৪ বানায়, তৈরি করে ৫ দ্বিগুণ

। ১২৭ ।

আমার সদায় জ্বলে হিয়া গো, যার লাগিয়া—
আর বন্ধের লাগি' যতোই গো কইলাম
পরানে মরিয়া ঃ
এগো, মনে লয়, মরিয়া যাইতাম—
জলে ঝাম্পু[১] দিয়া ॥

আর কিবা দিবা, কিবা নিশি,
মনটি উঠে কান্দিয়া ঃ
মনে লয়,[২] প্রাণ ত্যজিতাম, গরল খাইয়া ॥

আর পুরুষ ভমরা জাতি
কঠিন তার হিয়া।
এগো, না জানে নারীর বেদন—
পাষাণ-বান্ধা হিয়া ॥

আর দিবানিশি জ্বলছে হিয়া
যাহার লাগিয়া ঃ
এগো, মনে লয়, উড়িয়া যাইতাম—
প্রাণটি তারে ত্যজিয়া ॥

আর গোঁসাই রমণচান্দে বলে
মনেতে ভাবিয়া ঃ
এগো, দুখিনীর জন্ম যাবে—
কান্দিয়া কান্দিয়া ॥

---

১ ঝাঁপ ২ মনে হয়

। ১২৮ ।

লোকে মোরে দেয় গো খুটা[১], কালার পিরিতে ছাটা[২] —
এগো, পন্থে যাইতে মধুর লোভে
গুড় বলি' খাইয়াছি চিটা ॥

আর ননদী বিবাদী হইয়া
দুধেতে মিশাইল মাটি।
এগো, আমি যারে ভালোবাসি
সে আমারে বলে নাটা[৩] ॥

আর কারুর মুখে পাকনা আম[৪] —
আমার হাতে শুদা ডেঁটা[৫]।
এগো, রূপসায়রে ডুব দিলাম
না পাইলাম পের‍্মের খুঁটা[৬] ॥

গোঁসাই গোলোক চান্দে কয়—
জান‍্লায়[৭] সই
কালার প্রেমের তিতামিঠা।
লোকে মোরে দেয় গো খোঁটা ॥

। ১২৯ ।

আমার দরদী নাই জগতে—
আমি একা ভাবি এ ভব-সংসারে ॥

আর আত্মীয়-বন্ধু যতোই ছিলা
সব রহিলা দূরে।
এগো, সকলে মন্ত্রণা কইরে
ডুবাইতে আমারে ॥

১ খোঁটা ২ দীপ্তি, জ্বালা ৩ খারাপ ৪ পাকা আম ৫ শুধু ডাঁটা ৬ প্রেমের মূল
৭ জানিলে

আর দেশ-খেল[১] যতোই ছিলা
সবে ভিন্ন বাসে[২]।
এমন দরদী নাই,—থাকি কার আশে

আর রাধারমণ বাউলে বলে
ঝুরি' দুই নয়ানে—
এগো, যথায় বন্ধু—তথায় যাইমু
ছাই কুলমানে ॥

। ১৩০ ।

মনের দুখ রইল গো মনে—
এই দেশে দরদী গো নাই ;
সই গো, বন্ধুরে যদি পাই ॥

সই গো সই,
স্বদেশী বিদেশীর সনে
বিদেশে পড়িয়া গো রই।
সই গো, মনে লয়,[৩] দেশান্তরী হই ॥

সই গো সই,
তোর পিরিতির জন্য গো আমি
জলি' পুড়ি' হইলাম গো ছাই।
এগো, আনো তো কাটারি-ছুরী,—
বুক চিরি' তোমায় দেখাই

১ আপনার জন ২ পর মনে করে ৩ মনে হয়

সই গো সই,
তোর পিরিতির জন্য গো আমি
হইলাম ঘরের বার।
এগো, আনো তো কটরা ভরি'[১]
আমি জ'র খাইয়ে[২] মরে যাই॥

। ১৩১ ।

নিভাইলে না নিভে আনল[৩] জ্বলছে দ্বিগুণ হইয়া গো—
ও শ্যাম-বন্ধে মাইল[৪] বিচ্ছেদানল দিয়া॥

সখি গো, কি দাগ লাগাইলে গো সখি,
প্রেম-কালি দিয়া।
লোকে মোরে মন্দ বুলে[৫] —
না চাইলায়[৬] ফিরিয়া গো॥

সখি গো, প্রথম পিরিতি কইলাম
চুয়া-চন্দন দিয়া।
এখন মোরে ছাড়িয়া গেলায়[৭] —
কি না দোষ জানিয়া গো॥

সখি গো, দীনহীনে বলে গো সখি,
মনেতে ভাবিয়া :
দুই-চাইর দিনের থান পাইলাম না[৮] —
ওই জগৎ ভরমিয়া গো॥

---

১ বাটি ভরিয়া ২ জহর বা বিষ খাইয়া ৩ অনল ৪ মারিল ৫ বলে ৬ চাহিলে
৭ গেলে ৮ দুই-চারি দিনের জন্যও স্থান পাইলাম না

। ১৩২ ।

নিশিতে স্বপন দেখলাম—চান্দ আসিয়া ;
আর স্বপনে দেখিয়া যারে উঠিলাম জাগিয়া—
এগো, জাগিয়া না পাইলাম তারে
আমার নিদ্রা গেল ছুটিয়া—
—শ্যাম-চান্দ আসিয়া ॥

আর ভাবি যারে—হয় না দেখা,
সে বন্ধু মোর রইল একা গো।
এগো, কমলচরণ ইদ্‌রের[১] মাঝে
ও সই, গেল আনল[২] জ্বালাইয়া—
—শ্যাম-চান্দ আসিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো সখি—তোমরা সবে :
এগো, ধাকধাকাইয়া[৩] জ্বলছে আনল
আমার শ্যামবন্ধু লাগিয়া—
—শ্যাম চান্দ আসিয়া ॥

। ১৩৩ ।

বন্ধে পিরিত করি' আইল না—
প্রাণ-বন্ধুরে চউখে[৪] দেখলাম না ॥

আর দুধের মাঝে সর-লনী[৫]
মাথার বিষে মইলাম আমি—
পাড়ার লোকে বিশ্বাস কইল না ॥

১ হৃদয়ের ২ অনল ৩ ধিকি ধিকি করিয়া ৪ চোখে ৫ সর-ননী

আর বাড়ীর কাছায়[১] ডাক্তার থইয়া
ব' দাদা,[২]
বন্ধে ঔষধ লইয়া আইল না ॥

আর পিরিতের কতোই জ্বালা—
আগে যে বাড়াইয়া প্রেম
শেষে দেয় জ্বালা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
পিরিত করি' যে জন মরে
দুধের মাঝে ছাই মিশাইছে ॥

। ১৩৪ ।

তুই দেখি' আমায় ঠেকাইলে[৩] —
রে নয়ন, তুই কি দেখ্‌লে রে ;
আপন-আপন বলি যারে
সেও তো আপন হইল না রে ।
এগো, সে যদি আপন হইত
রাখিতাম হৃদয়ের মাঝারে ॥

সর্পমুণ্ড তেয়াগিয়া সর্পের লেঞ্জে[৪]
হাত দিলায় রে ।
ওরে, হুঁশে-বোধে রহিয়ো[৫] রে—
প্রাণ দংশিলে পরানে মরবে ॥

১ কাছের ২ ওগো দাদা ৩ বিপদ ঘটাইলে ৪ লেজে ৫ সাবধানে রহিয়ো

মুই অনাথের ফাড়া জাল[১]
ফালাইলাম দখিনাইল চরে[২] ;—
ওরে, কলে যদি বাইতাম জাল[৩]
ঠেকতাম কেনে বাপে-পুতে ॥

ধোপার কুলে জরম লইয়া
নাম রাখিলাম কান শা'রে।
ওরে, পঞ্চাশ বরছ গেল আমার
বরাক নদীর[৪] পারে-পারে ॥

। ১৩৫ ।

শুন গো সখি ললিতে,
বুঝি কিঞ্চ প্রেমের লাঞ্ছনা—
পিরিতে আমারে চাইল না ॥

সখি গো, আমি যারে ভালো গো বাসি—
ভিন্ন বাসে[৫] সে জন।
বুঝি আমার কর্মদোষে বন্ধের দয়া হইল না।

সখি গো, কাষ্ঠের সনে লোহার গো পিরিত
জলে ভাসে দুই জনা।
ওরে, জলের সনে মীনের গো পিরিত—
জল ছাড়া মীন বাঁচে না ॥

---

১ ছেঁড়া জাল ২ দক্ষিণের চরে ফেলিলাম ৩ ঠিক মতো যদি জাল ফেলিতাম ৪ কাছাড় অঞ্চলের একটি নদীর ৫ পর মনে করে

সখি গো, গোঁসাই গোলোক চান্দে গো বলে
পিরিত করি' ছাড়িয়ো না।
এগো, পিরিতি পিঞ্জিরার পাখী
ছুট্‌লে ধরা যাব না[1] ॥

। ১৩৬ ।

ও জাতি-কুল-মান হারাইলাম রে—
যার লাগিয়া রে ॥

আর বন্ধের পিরিত আগের[2] ছন[3] —
দেয় কতো জ্বালাতন, সখি রে।
ও আমার বন্ধু নি হইব[4] দোষের ভাগী রে॥

আর বাঁশীয়ে নিল মন—
রূপে নিল নয়ন, সখি রে।
ও আমি তাপিনীয়ার[5]
কেমনে যায় জীবন রে ॥

আর গোঁসাই গোলোকচান্দে কয়—
পিরিত কেওরের[6] জুলা নয়[7] , সখিরে।
আর যোগিনী বানাইয়া নেও
আমারে রে ॥

---

১ যাইবে না ২ আগুনের ৩ শন, খড় ৪ বন্ধু কি হইবে ৫ সন্তপ্তার ৬ কাহারও
৭ একচেটিয়া নয়

। ১৩৭ ।

ওরে, যে সুখে রাখিয়াছ প্রাণ-নাথে গো,
সে দুঃখ আর বলব কি ॥

আর যারে কইলাম যৌবন দান—
তার কিসের কুলমান।
ওরে, দেখি তারে, পাই কি না পাই গো ॥

আর কান্দি আমি দিবা নিশি—
এই মনে অভিলাষী।
ওরে, দেখি তারে, পাই কি না পাই গো

আর আমি যারে ভালোবাসি,
সে তো জ্বালায় দিবানিশি—
বুঝি পাষাণের হিয়া গো সখি।
সে দুঃখ আর বলব কি ॥

আর মনের দুঃখ রইল মনে,
এই শেল রহিল মনে।
ওরে, এই শেল খসিব[১] —
রমণ মইলে,[২] গো সখি ॥

। ১৩৮ ।

মনে মনে রইল গো, আমার মনে মনে রইল—
এগো, লোকের জ্বালায় সুখের পিরিত
ছাড়িয়া দিতে হইল গো ॥

১ শেষ হইবে ২ মরিলে

আর কাল-ননদী বিবাদী হইয়া
বাড়াইলা জঞ্জাল।
লোকে হইলাম কলঙ্কিনী
প্রেমে-বান্ধা ছইল[১] গো ॥

আর পিরিতে বন্ধ রে
আমার প্রাণপাত হইয়াছে ;—
পিরিতে পরান-বন্ধু জীওন আর মরণে গো ॥

আর আমি মইলে ক্ষেতি নাই—
তোমার ধর্ম কোথায় রইল।
মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন,
আশা মনে রইল গো ॥

। ১৩৯ ।

সজনি, আমি ভাবের মরা মইলাম না,—
স'জ[২] পিরিতি হইল না।
সহজ পিরিতি হইতে পারে—
দুইজন হইলে একমনা ॥

মধুর লোভে কাল ভমরে
করছে আনা-যানা[৩]।
শুকাইলে কমলার মধু
ফিরে ভমর আস্‌বে না ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনের ওই বাসনা।
সহজ পিরিত সিংহের দুধ
মাটির বাস্‌নে[৪] টিকে না ॥

১ মুশকিল ২ সহজ ৩ আসা-যাওয়া ৪ বাসনে

। ১৪০ ।

পিরিতের ছেল[১] বুকে যার, কলঙ্ক তার অলঙ্কার—
কুল-মানের ভয় নাইরে তার ॥

পিরিতের জয়-নিশানি[২] সদায় থাকে উদাসিনী গো—
এগো, চে'রা[৩] মলিন থাকে তার
দিবা-নিশি বেকয়ার[৪] ॥

ক্ষুধা-নিদ্রা নাই রে তার মনে, জল-ধারা দুই নয়নে গো—
এগো, ছির[৫] ঘুরে প্রেম-ধুন্ধে[৬]
দিবা-নিশি ইন্তিজার[৭] ॥

হাসি-খুশি নাই তার মনে, সদায় থাকে ঘোর নয়নে গো—
এগো, লাজ-ভয় নাই তার
কলঙ্ক তার অলঙ্কার ॥

যার গলে পিরিতের ফাঁসি, সে হয় সকলের দাসী গো—
এগো, লোকের নিন্দন পুষ্প-চন্দন
অলঙ্কার পইরাছে[৮] গায় ॥

প্রথমকু[৯] পিরিতে মজা, দ্বিতীয়ে পিরিতে সাজা গো—
এগো, তৃতীয়ে পিরিতি রাজা
রঙ্গ-খুশি বেশমার[১০] ॥

শীতালং ফকিরে বলে, প্রেমের মালা যার গলে গো—
এগো, তারা কেওরের[১১] কথা নাহি শুনে
কেবল বন্ধু বন্ধু বন্ধু সার ॥

---

১ শেল ২ জয়পতাকা ৩ চেহারা ৪ অস্থির ৫ শির ৬ প্রেমের ধাঁধায় ৭ প্রতীক্ষারত ৮ পরিয়াছে ৯ প্রথমকার, প্রথমটায় ১০ বেশুমার, অগণিত, অসংখ্য, অপরিমেয় ১১ কাহারও

। ১৪১ ।

॥ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি ॥

আমি ভাসলাম রে সুবল-সখা
রাধার পিরিতে।
রাধা অইল[1] গঙ্গার মতো—
আমি ভাসলাম রে শেওলার স্রোতে ॥

মাইয়ার মন পাষাণে বান্ধা
দয়া নাই অন্তরে।
রাধা রাধা রাধা বইলে[2] —
ভাই, অন্য কথা নাই মুখেতে ॥

যাও রে সুবল, চলে যাও—
রাই পাবে যেখানে।
ভাইবে[3] গোলোক চান্দে বলে—
আর দেখা হব নি[4] কুঞ্জেতে ॥

১ হইল ২ বলিয়া ৩ ভাবিয়া ৪ হইবে কি

॥ বাউল ॥

। ১৪২ ।

॥ মনের মানুষ ॥

মনের দুঃখ রইল মনে, কিছু কইয়া গেলাম না।
মনের মানুষ পাইলাম না ॥

সখি গো, আড়ি-পড়ী[1] ইষ্ট-কুটুম—
কেওং[2] তো ভালোবাসে না।
এগো, ভবে আসি' হইলাম দোষী
জন্মিয়া কেনে মইলাম না ॥

সখি গো, আপনার কর্মদোষে—
সবে দেয় লাঞ্ছনা।
এগো, দেশে দেশে ঘুইরে[3] ফিরি
রইতে না পাই ঠিকানা ॥

সখি গো, মন-বাসনা রইল মনে—
পূর্ণ করতে পাইলাম না।
এগো, যদি বন্ধে কইরে[4] দয়া
ঘুচায় মনের বেদনা ॥

---

১ পাড়াপড়শী ২ কেহ ৩ ঘুরিয়া ৪ করিয়া

সখি গো, সেখ আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
মনুরা,[১] হও সান্ত্বনা।
এগো, 'লা তাক্‌নাতু,'[২] স্মরণ কইরে
পড়তে রহো কলিমা[৩] ॥

। ১৪৩ ।

কোন্‌ তারে তার[৪] চিঠি চলে—
পাই না রে তার অন্বেষণ।
তারের খবর জানো নি রে মন ॥

আর আচানক[৫] এক কারিগর আইল—
রোমের শ'রের[৬] নক্সা বুঝি ঢাকায় আনিল
ওরে, ঢাকায় রইল ঢাকার কল
কইলকাত্তায় তার জলের কল ॥

আর তারের খবর পাইয়াছে জীবে—
কবিরাজে পাইয়া তারে ঔষধ বানাইছে।
ওরে, আর পাইয়াছে ফেরেঙ্গীয়ে
রেলের গাড়ীর মন-পবন ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দ বলে—
সই, আছে একটা কল
তারে জানে না সকল।
ওরে, তারে-তারে মিল করিলে
পাইবায়[৭] তারের[৮] দরশন ॥

১ মন রে ২ কোরানের বাণী। অর্থ—নিরাশ হইয়ো না ৩ কলেমা ৪ তাহার ৫ আশ্চর্য-জনক ৬ শহরের ৭ পাইবে ৮ তাহার

। ১৪৪ ।

তুই বড়ো বিষম ধান্ধাখোর[১]—
রে ভাই, মনোচোর ॥

ধান্ধা ছাড়ো, ধান্ধা ছাড়ো, ধান্ধা করো দূর—
করছ ধান্ধা, পাবে রান্দা[২]
মুনিবের হুজুর[৩] ॥

আর তন ঠগিলে,[৪] মন ঠগিলে—
লাগাইলে প্রেম-ডোর।
শিশু হইয়া গুরু ঠগিলে আমার হৃদয়-পুর ॥

। ১৪৫ ।

আমার মন ভালা[৫] হইল না—
মাইল[৬] আমারে ঘুরাইয়া।
সুপন্থে মন হয় না গমন,
কুপন্থে মন যায় ধাইয়া ॥

আর কতো সাধুর সঙ্গ লইলাম
রঙ্গেতে মজিয়া।
অতি সুখের বালামখানা[৭] —
সুখের নিশি যায় শইয়া[৮] ॥

১ ধান্ধাবাজ ২ শাস্তি ৩ মনিবের নিকট ৪ ঠকাইলে ৫ ভালো ৬ মারিল ৭ প্রাসাদ
৮ শুইয়া-শুইয়া, অকাজে

আর মন-রাজা বসি' আছইন[১]
ছত্তর[২] ধরিয়া।
মন-গাড়ী সওয়ার হইয়া
আইলাম ঢাকার শ'র[৩] বেড়াইয়া

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে কইন
কদম-রছুল বইয়া[৪] :
ভাবিয়া দেখ্ তোর দেহার মাঝে—
ধরতে গেলে না যায় ধরা ॥

। ১৪৬ ।

ও মন, যাইবায়[৫] রে ছাড়িয়া—
কেও না পাইব[৬] তোমায়—সংসারে ধুড়িয়া[৭]

আর কিসের আশা, কিসের বাসা
কিসের সংসার।
মইলে পরে[৮] ভাবিয়া দেখ—
কিছু নাই তোমার ॥

আর কান্দে-কান্দে হাছন রাজায়
প্রেমের হতাশ হইয়া।
প্রেমের হতাশ ঠাণ্ডা করো—
একবার দেখা দিয়া ॥

১ আছেন ২ ছত্র ৩ শহর ৪ বসিয়া ৫ যাইবে ৬ কেহ না পাইবে ৭ খুঁজিয়া
৮ মরিলে পরে

। ১৪৭ ।

কই রইলায়[১] পাক[২] জোনাব-বারি[৩]
সময় কতো হইল গত
করতে আছি ইন্তেজারী[৪] ॥

সোনাপুরী আন্ধাইর করি'
কোথায় রইলায় প্রেম-পিয়ারী।
পিরিতে মোর মন মজিল—
নেও না মোরে সঙ্গে করি' ॥

তোর পিরিতে অঙ্গ জ্বলে
বাইরে করি ঘুরাঘুরি।
লইলু কাটারি-ছুরী—
দেখাইমু কলিজা চিরি' ॥

পাই যদি প্রাণ-বন্ধুরে
রাখিতাম চরণে ধরি'।
যৌবন লুটাইয়া দিতাম—
তার সনে পিরিতি করি' ॥

দুই নয়নের জল দিয়া
বানাইলাম ছিয়াই কালি[৫]।
পত্র লেখি' আরজি দিতাম—
শাহা ডুমন আউলিয়ার বাড়ী ॥

১ রহিলে ২ পবিত্র ৩ ভগবান ৪ প্রতীক্ষা ৫ চাউল পোড়াইয়া তৈরি করা কালিকে 'ছিয়াই কালি' বলে

কইন ছাবাল আকবর আলী :
আমি পাইলাম না অন্বেষণ করি'
দেখা দিয়া কোথায় গেল—
আমারে পরানে মারি' ॥

। ১৪৮ ।

আইজ আমার শোকের ঘরে
মনের আনল[১] কেও[২] তো নিবাইল না রে।
আর সিং কাটি' চোর সামাইল ঘরে—
ঘরের মানুষ পালায় ডরে ॥

এগো, অঞ্চলের ধন কাঞ্চা সোনা—
পড়িয়া রইছে অন্ধকারে ॥

আর সোনার পিঞ্জিরার মাঝে
পাখী পাল্‌লাম যত্ন কইরে।
এগো, যাইবার কালে নিষ্ঠুর পাখীর
সুবুইলি[৩] আর শুনলাম না রে ॥

আর হীরাচান্দ বাউলে বলে—
ঠেকিয়া রইলাম ভব-সায়রে।
এগো, নেক্তির[৪] কাঁটা ঝুঁক্তি অইলে[৫]
মা'জনে[৬] মাল গছ্‌ব না[৭] রে ॥

১ আগুন ২ কেউ ৩ সুন্দর বুলি ৪ নিক্তির ৫ ঝুঁকিয়া পড়িলে ৬ মহাজনে ৭ লেন-দেন করিবে না

। ১৪৯ ।

আরে, আমারে ছাড়িয়া কোথায় যাওরে সোনার ময়না-
ও ময়না, পিরিতি লাগাইয়া গণ্ডগোল ॥

পিরিতি লাগাইয়া গণ্ডগোল
নিলায় জাতিকুল।
এক প্রেমে তিনজন বান্ধা—
যেমন সন্ধ্যামালী ফুল ॥

মন রে, না কইলায় ইসাবের[১] কাম—
তোর কামে পড়িল ভুল।
হাসরের ময়দানে[২] হইবায়[৩]
কান্দিয়া আকুল ॥

মন রে, সায়রে ভাসিয়া রে মনা,
তোমায় দিলাম কুল।
এখন কেনে যাওরে ছাড়ি'
পিরিতের ভাঙি' মূল ॥

মন রে, অধীন শেখ বানু বলে—
দুরুদে[৪] হইয়ো মশ্‌গুল।
হাসরে উম্মতের[৫] জন্য
কান্দিবা রছুল ॥

। ১৫০ ।

আমারে ছাড়িলায়[৬] কোন্ দোষে, রে সোনার ময়না,
ও ময়না, আমারে ছাড়িলায় কোন্ দোষে ॥

১ হিসাবের ২ শেষ বিচারের মাঠে ৩ হইবে ৪ মোহাম্মদের উদ্দেশে যে প্রশস্তিবাণী পাঠ হয় ৫ শিষ্যের ৬ ছাড়িলে

আর কাছে বসি' ডাকি আমি—
আমার মাথা খাও।
আখেরি দিদার[১] একবার
নয়ন মেলি' চাও॥

আর আদরে স্বামীর সামনে
সদায় রইতায়[২] খাড়া।
মনের মতো যত্ন করি'
দিতায়[৩] পানের বিড়া[৪]॥

আর জলে-ভাসা ছাবন[৫] তোমার
লাগিত গোছলে[৬]।
সুগন্ধি নারিকেল তৈল তোমার
রহিল বোতলে॥

আর বিছানা-বালিশ তোমার
মক্কার মছরি[৭]।
এই সব ছাড়িয়া তুমি
হইলায় দেশান্তরী॥

আর বানারসী সাড়ী
আর বেলফুলের চাদ্দর।
তাম্বুল-বিহার রইল তোমার
সিন্দুকের ভিতর॥

আর উম্মর পাগলে বলে—
শুনো রে ময়না-পাখি:
কোন্ বনে লুকাইলায় তুমি
নয়ানে না দেখি॥

১ শেষ দর্শন ২ রহিতে ৩ দিতে ৪ খিলি ৫ সাবান ৬ স্নানে ৭ মশারি

। ১৫১ ।

আমারে ছাড়িয়া তুমি কেমন সুখে আছ
রে শ্যাম-শুকপাখি,—
আর হৃদ্‌পিঞ্জিরা শূন্য করি'
দিয়া গেলা ফাঁকি ॥

এগো, জনম ভরি' পায়ে ধরি—
না করিলায়[১] সঙ্গী ;
আর ধন দিলাম, প্রাণ দিলাম,
কুল দিলাম তোর লাগি'।
এগো, তেব[২] বন্ধের মন পাইলাম না
হইলাম সর্বনাশী ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো প্রাণ-সখি ঃ
ওরে, আইনা[৩] দে মোর প্রাণ-বন্ধুরে
মরণকালে দেখি ॥

। ১৫২ ।

ও দম গেলে আইবার[৪] নাইরে আশা—
ওই দম লইয়া কি ভরসা ॥

আর ইদ্‌রের[৫] মাঝে থাকো পাখি,
তনের[৬] মাঝে বাসা ;
ও আমি বুঝিতে না পাইলাম তার[৭] রে
ওয়রে পাষাণ মন,
ও আমি চিনলাম না তার রইবার বাসা ॥

১ করিলে ২ তবু ৩ আনিয়া ৪ আসিবার ৫ হৃদয়ের ৬ তনুর ৭ তাহাকে, তাহার

আর হৃদ্‌পিঞ্জিরায় থাকো পাখি
মোহন ডালে বাসা ;
ওরে, তিনডালে তার পালা পালিছ—
হায়রে পাষাণ মন,
তারে ধরতে গেলে না দেয় ধরা ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনোরে কালিয়া ঃ
পাখী পিঞ্জিরা ছাড়িয়া যাইতে রে
হায়রে পাষাণ মন,
তোরে আইল রাখি, অসারের ধন ॥

। ১৫৩ ।

আমার দিন বড়ো বেকলা[১] দেখি—
আকুল গেছি খাইয়া[২] গো
ও সই, মাতি না[৩] ডরাইয়া ॥

আর সার-শুয়া দুইটি পঙ্খী
রাখিয়াছি ধরিয়া ।
ওরে, দু-দিলা হইলে[৪] পাখী
যাইব[৫] রে উড়িয়া গো ॥

আর এমন যতনের পাখী
কে দিব[৬] ধরিয়া ।
এগো, বিনা দর্‌মায়[৭] করমু চাকরি—
এই জলম ভরিয়া গো ॥

---

১ খারাপ, বেগতিক ২ আকুল হইয়া গিয়াছি ৩ কথা বলি না ৪ দুই মন হইলে
৫ যাইবে ৬ দিবে ৭ দর-মাহিনায়, মাস-মাহিনায়

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুন্‌রে কালিয়া ঃ
এগো, নিবি' ছিল[১] মনেরি আনল[২]
কে দিল জ্বালিয়া গো ॥

। ১৫৪ ।

কই দিয়াছ লুকি'[৩] রে আমার সাধের পোষা পাখী
এমন সুন্দর পাখীয়ে আমার—
দিয়াছে লুকি' রে ॥

আর জল ফালাইয়া[৪] জলে গেলাম—
গো আমার পাখী দেইখবার লাগি'[৫] ।
ওয় গো, আমারে দেখিয়া পাখীয়ে
করে লুকালুকি গো ॥

আর ঈশ্বর বলে, ওই কপালে—
রে আমার আর কী আছে বাকী ।
ওয় গো, পোড়া কপাল না লয় জোড়া[৬]
জলে রাত্রি-দিন গো ॥

। ১৫৫ ।

আও বা' নাথ,[৭] করো শান্ত,
মুই অভাগীয়ে ডাকি ;—
বা' নয়ন তুলো দেখি,
নয়ন তুলো দেখি, বা' সোনার বরণ পাখি ॥

১ নিভিয়া ছিল ২ অনল ৩ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছ ৪ ফেলিয়া ৫ দেখিবার জন্য
৬ পোড়া কপাল জোড়া লাগে না ৭ এসো হে নাথ

আর সাধ ক'রে পালিলাম সর্প
হৃদয়েতে রাখি'।
মাইল নেশ[১] আয়ু শেষ,
বাঁচি কি না বাঁচি ॥

আর উঝা-চিতে মন্ত্র ঝুড়ে[২]
ধর্ম ক'রে সাক্ষী।
ওরে, ঔষধে না কইল কারী[৩] —
কেবল ঝিকিমিকি ॥

আর আবজল বলে, মোর কপালে
কি লেখিয়াছইন বিধি।
কেবল ভরসা রাখি—
জল বিনে চাতকী ॥

। ১৫৬ ।

মন-চোরা মনিয়ার পাখি[৪] রে,
পাখী কে নিল ধরিয়া।
এগো, কুখণে[৫] হেরিয়া আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া গো ॥

আর আগে যদি জানতাম পাখি রে,
পাখি যাইবায়[৬] রে ছাড়িয়া।
এগো, মাথার কেশ দু' ফাঁক করি'
রাখিতাম বান্ধিয়া গো ॥

১ ছোবল মারিল ২ চিত্ত রূপী ওঝা মন্ত্র ঝাড়ে ৩ ঔষধ কার্যকরী হইল না ৪ মুনিয়া পাখী, ময়না পাখী ৫ কুক্ষণে ৬ যাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনোরে কালিয়া :
এগো জয়মণি কয়—
ছাফ কাপড়ে[১] ছাড়ছ দাগ লাগাইয়া[২] ॥

। ১৫৭ ।

খাকের পিঞ্জিরার[৩] মাঝে সুয়া বন্দী করছে—
কান্দে হাছন রাজর মন-মইনায়[৪] রে ॥

হাছন রাজায় জানত যদি
বাঁচব কতক দিন[৫]—
দালান-কোঠা বানাইত
করিয়া রঙীন রে ॥

হাছন রাজা মরিয়া গেলে
মাটির তলে বাসা—
কোথায় রইবা[৬] লখণ-ছিরি[৭]
রঙ্গের রামপাশা[৭] ॥

। ১৫৮ ।

এমন সুজন পাগল—আপন-পর বুঝে না।
নিষেধ পাগলে মানে না ॥

১ ফর্সা কাপড়ে ২ দাগ লাগাইয়া দিয়াছ ৩ মাটির পিঞ্জরের ৪ মন-ময়না ৫ বাঁচিবে কতো দিন ৬ রহিবে ৭ হাছন রাজার জমিদারীর অন্তর্গত দুইটি পরগণা

শইতে[১] ঘরে দিলাম পাগল রে—
ও পাগল, তোশক আর বিছানা।
এগো, সকালে উঠিয়া পাগল
না পাই তোমার ঠিকানা॥

আর ক্ষণে করো আমিরানা[২] রে—
ও পাগল, ক্ষণে হও মন দেওয়ানা[৩]।
ক্ষণে হও রে শরার কাজী[৪]
ক্ষণে হওরে মৌলানা॥

আর করিম-রহিম[৫] আল্লা—
ও মুরশিদ মজাইদ চান্দ মৌলানা।
ও তান[৬] সঙ্গে তোপের গুল্লি
কেও তো তানে চিনে না॥

।১৫৯।

দিলাল রে,[৭] তোরে বুঝাইতে না পারি।
রাইতে-দিনে থাকো দিলাল
চঞ্চল মোর বাড়ী॥

আল্লার বানায়া দিলাল
মন তার জিন্।
পবনে চড়িয়া ঘোড়া
দৌড়াও রাত্রদিন॥

১ শুইতে ২ আমিরিয়ানা ৩ পাগল ৫ মুসলমান আইনের বিচারক ৫ দয়ালু ৬ তাঁহার
৭ হে দিল মন

পরার বাড়ী থাকো দিলাল,
নাইনি রে[১] তোর ঘর।
হায়রে, নবলাখের বাত্তি[২] জলে
দেখিতে সুন্দর ॥

ঘরখিনি[৩] ভাঙারুঙ্গা
দুয়ার কেনে বান্দ।
আপনি মরিয়া যাইবায়[৪]
পরার লাগি' কান্দ ॥

কইন তো ফকির আখতর সায়েব—
লও রে আল্লার নাম ঃ
পীর-মুরশিদ ভজিয়া ভাই
শিখো ঘরের কাম ॥

। ১৬০ ।

তুই আমারে পাগল করিলায়[৫] রে
অনাথের নাথ গৌর রে ;
আর পাগল করিলায় গৌর,
ও গৌর, দেওয়ানা বানাইলে।
ওরে, অকূলীরে কূল দিয়া আমারে ভাসাইলায়[৬] রে

আর সর্প হইয়া কামড় মারে রে—
ও গৌর, উঝা[৭] হইয়া ঝাড়ে।
ওরে, ঝাড়িতে না লামে[৮] বিষ
বিষে উজান ধরে রে ॥

১ নাই কি রে ২ বাতি ৩ ঘরখানি ৪ যাইবে ৫ করিলে ৬ ভাসাইলে ৭ ওঝা
৮ নামে

আর কোন্ সাপে মাইল কামড়[১] রে
ও গৌর, সর্বঅঙ্গ জারে[২] ।
আরে, ওই বিষ ঝাড়িতা পারইন[৩]
ঠাকুর মজাইদ চান্দে রে ॥

। ১৬১ ।

দুখ তো[৪] ঠাঁই বিনে কা[৫] ঠাঁই কই—
শ্যামকে লাগাল পাইলাম না গো সই ॥

শ্যাম যদি হইত মাথার চুল—
উচ্চা করি'[৬] বান্ধতু[৭] খোঁপা
বেড়াইতাম গোকুল ॥

এগো, কাঙ্খের কলস ভূমিত থইয়া—
তোমার বানে[৮] চাইয়া রই ।
কালা, তোমার বানে চাইয়া রই ॥

আর মুরশিদ মজাইদ চান্দে বলইন—
সই, শ্যাম বান্ধা রাই-প্রেমের মাঝে
আর যাইবায়[৯] কই ॥

এগো, এক সঙ্গে দুই অঙ্গ হইয়ে—
রাই-রূপে লুকাইয়া রই ।
কালা, রাই-রূপে লুকাইয়া রই ॥

---

১ কোন সাপে কামড় মারিল ২ জর্জরিত করে ৩ ঝাড়িতে পারেন ৪ তোর ৫ কাহার
৬ উঁচু করিয়া ৭ বাঁধিতাম ৮ পানে ৯ যাইবে

। ১৬২ ।

সই সই, বন্ধুরে যদি পাই—
কাজল-বরণ আখিঁ[1] দিয়া
আদরে বসাই ॥

বন্ধু আমার প্রাণের ধন,
শিরের মাণিক-রতন।
হায় হায়, কতোদিনে পাইমু আমার
প্রাণনাথ গোসাঁই ॥

পাগল জহির আলি বলে,
বন্ধু রইলা বিদেশেতে ;
আমি কেমনে রইমু[2] ঘুমের ঘোরেতে ॥

। ১৬৩ ।

আমার জ্বলিয়াছে বিচ্ছেদের আনল[3] —
হারাইয়াছি বুদ্ধি বল।
বল্ বল্, বন্ধু কোথায় বল্ ॥

আর প্রাণের বন্ধু বলি যারে—
সে আমারে প্রাণে মারে গো।
এগো, তবু তারে না দেখিলে
আখিঁর জলে টলমল্ ॥

আর কি করিব কোন্ লাজে—
যাবো আমি কাহার দেশে।
এগো, যথা গেলে বন্ধু মিলে
তথা আজি যাই বল্ ॥

---

১ আঁখি ২ রহিব ৩ অনল

আর গোঁসাই গোলোক চান্দে বলে—
সুয়ামী[১] বিনে হইয়াছি রাঁড়ী[২]।
এগো, বুকে নাই তার দয়ামায়া
মুখে শুধু হাসি খল্ ॥

। ১৬৪ ।

নিদাগেতে দাগ লাগাইল—প্রাণ-বন্ধু কালিয়ায়—
প্রেম-জ্বালায় প্রাণি যায় ॥

আটিয়া[৩] যাইতে পাড়ার লোকে
কতোই মন্দ গাইয়া যায়।
এগো, লোকের নিন্দন পুষ্পের চন্দন
অলঙ্কার পইরাছি[৪] গায় ॥

কদমডালে বসিয়া বন্ধু
বাঁশীটি বাজাইয়া চায়।
এগো, বাঁশীর সুরে প্রাণি হরে
গৃহে থাকা হইল দায় ॥

জল ভরিতা[৫] গেলা রাধে
সোনার নেপুর রাঙা পায়।
এগো, সর্প হইয়া কালিয়ার বাঁশী
দংশিল রাধারি গায় ॥

সর্পের বিষ ঝাড়িতে লামে[৬]
প্রেমের বিষে উজান বায়।
এগো, উঝা[৭] -বৈদ্যের নাই গো সাধ্য
ঝাড়িয়া বিষ লামাইতে পায় ॥

১ সোয়ামী, স্বামী ২ বিধবা ৩ হাঁটিয়া ৪ পরিয়াছি ৫ ভরিতে ৬ নামে ৭ ওঝা

জল ভরিয়া যতো সখী
ব্রজপুরে তারা যায়।
এগো, গুনগুনাগুন শব্দ শুনে
ত্রিপুণ্যিতে বাঁশী বায়॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
করি এখন কি উপায়।
এগো, মনে লয়[১] ভমরা হইয়ে
উড়িয়া বসি বন্ধের গায়॥

। ১৬৫ ।

মনে লয়,[২] বৈরাগী হয়ে বিদেশেতে যাই।
ওয়রে, কালার নামটি কণ্ঠে দিয়া
ভিক্ষা মাগি' খাই॥

আর পাঞ্চ ছিয়ায়[৩] চিঁড়া কুটে—
তীর্থে লইয়া যাইত।
ওয়রে, বৈরাগীয়ে করে ফালাফালি[৪]
বৈষ্টবনী থইয়া[৫] যাইত।

আর যাও যাও প্রাণের বৈরাগী
ও তুমি তীর্থে চলিয়া যাও।
ওয়রে, আর নি আসিয়া তুমি
বৈষ্টবনীর লাগাল পাও রে॥

১ মনে হয় ২ মনে করি ৩ ঢেঁকির মুষল ৪ লাফালাফি ৫ থুইয়া

আর 'বৈরাগী বৈরাগী' বইলে
বৈষ্টবনীয়ে ডাকে।
ওয়রে, আমারে ছাড়িয়া যারায়[১]
তোমার বিধরতার[২] ফাঁকে রে ॥

আর আখ্‌ড়া ভাঙ্‌ব, বৈরাগী যাইব
বৈষ্টবনী রইবা চাইয়া।
ওয়রে, আর নি খাইতায় পসাদ
বৈরাগীরে লইয়া ॥

আর সৈয়দ শা' বাউল কইনি
ভুটাঙ্গী টিলায়[৩] বইয়া—
ওয়রে, এই গীতি রুচিলাম[৪] আমি
আন্ধাইর ঘরে[৫] বইয়া ॥

। ১৬৬ ।

ও আর পাসর[৬] না যায় গো তারে
পাসর না যায়—
একদিন দেখ্‌ইয়াছি যারে ॥

আর কেওরের পিন্দন[৭] লালনীলা
কেওরের পিন্দন শাড়ী।
আমার শ্রীমতী রাধিকার পিন্দন—
কিষ্ণ-পীতাম্বরী গো ॥

---

১ যাইতেছ ২ বিধাতার ৩ করিমগঞ্জের নিকটবর্তী একটি টিলা ৪ রচনা করিলাম
৫ অন্ধকার ঘরে ৬ ভোলা ৭ কাহারও পরিধানে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সকলে ;—
এগো, মইলাম মইলাম, আমি মইলাম,
বন্ধু থাকউক[১] সুখেতে ॥

। ১৬৭ ।

চৌদিগে দি' চৌকি-পা'রা[২] , যাইরে আমি কি পরকারে[৩]
কেমনে আমি যাইরে রাধার মন্দিরে ॥

বুঝাইলে না বুঝে চিতে
রাইতে-দিনে ঝুরে ;
পাগলিনীর মতো যেমন
আউলা-বেশ ধরে ।
এগো, বিরহিণীর মতো ঘুরে—
দেশ-দেশান্তরে রে ॥

কোকিল পাখী বসন্তেতে
কুহু-কুহু গায় ;
মন আমার আশিক-রতন[৪] -
-পন্থ-পানে চায় ।
এগো, সেই মতো হৃদয় আমার
প্রেম-দরিয়ায় উথলে ॥

পাগল ইছাকে বলে
না পূরিল আশ ;
কেমনে আমি যাইরে
প্রাণ-বন্ধের পাশ ।
মনে লয়—হইতাম আমি
সেই বন্ধের দাস রে ॥

---

১ থাকুক ২ চারিদিক দিয়া চৌকি ও পাহারা ৩ প্রকারে ৪ প্রেমিকরতন

। ১৬৮ ।

দিয়া প্রাণ, কুলমান,—
মন পাইলাম না, সজনি।
আমি হইলাম গো সই, কুলকলঙ্কিনী ॥

আঁখি দিলাম রূপ-দর্শনে,
কর্ণ দিলাম নাম শুনি'।
এগো, রূপ দিলাম তার অঙ্গের বদল—
প্রাণ দিলাম তার নিশানি[১] ॥

আর তন ছুড়[২] , মন ছুড়,
ছুড় ঘর-বাসনি[৩]।
এগো, ফুটিব কমল-পুষ্প—
সুগন্ধিত মোহিনী ॥

আর শুনিয়াছি গুরুর মুখে
এ সব কাহিনী।
এগো, নারীলোকের না হয় দেখা—
মিছা আশা বঞ্চনি[৪] ॥

আর জিজ্ঞাসিতে নগরেতে
বন্ধু আমার আসব নি[৫] —
এগো, একালে না হইলে দেখা
পরকালে হইব নি ॥

ও ভাই, চাতকীর মতো
দিবানিশি-রজনী—
এগো, পরেতে পরার বেদন
বুঝব নি, প্রাণ-সজনি—

১ চিহ্ন ২ তনু ছাড়ো ৩ গৃহবাস ৪ বঞ্চনাময় মিথ্যা আশা ৫ আসিবে কি

প্রেম-তাপিত যে জন
তার হৃদয়ে আগুনি ।
এগো, আলিঙ্গন দিয়া প্রভু—
শীতল করো পরানি ॥

আর শীতালং ফকিরে কইন—
শুনো ওগো বিরহিণি ঃ
এগো, তোমার পিরিতের কাজে—
জান করতাম কোরবানী[১] ॥

। ১৬২ ।

যে দাগ লাগিয়াছে চিতে
সে দাগ আর যাইবায়[২] গো নয় ।
পিরিতে বাবুলের কাঁটা[৩] বিন্ধিয়াছে হৃদয় ॥

সখি গো, প্রথমে করছিল পিরিত
হইয়া সদয় ।
যাইবার কালে যায় গো ছাড়ি',—
ফিরিয়া না কথা গো কয় ॥

সখি গো, ঘড়ি-ঘড়ি[৪] উঠে মনে
কমি-বেশী নয় ।
প্রাণ থাকিতে হইছি মড়া
কুলমানের আর কি গো ভয় ॥

১ প্রাণ উৎসর্গ করিব ২ যাইবার ৩ বাবলার কাঁটা ৪ ক্ষণেক্ষণে

সখি গো, কাপড়েতে দাগ লাগিলে
সাবন-সোডায় ধয়[১]।
লাগিলে পিরিতের দাগ
দর্শন বিনা যাইবার গো নয় ॥

সখি গো, অধীন প্রেমিক বলে—
আশিক[২] যে জন হয় ঃ
ছাড়ব না মাশুকের[৩] চরণ
যদি পন্থে মরণ হয় ॥

। ১৭০ ।

কৌতূহলে কল-কৌশলে করতেছিলাম প্রেমখেলা—
নষ্ট কইল হায়রে তোদের মাথা পাগেলা ॥

আর আমোদ প্রেম-তরঙ্গে উঠছিল—
এগো মাতিয়া[৪] বিনষ্ঠ দিল[৫] ফাত্‌রামি করিয়া[৬]।
আর ফাত্‌রার কথায় প্রাণের ব্যথায়
বারণ হইল প্রেমখেলা ॥

ভালা কইলে মন্দ বুঝে, দিলে ভাবে গালি[৭] —
করলে মানা করে দুনা,[৮] হাতে দেয় তালি।
এগো, শরম-ভরম মান-কুলমান
তাদের কোনো নাই নিশানা ॥

---

[১] সাবান-সোডা দিয়া ধোয় [২] প্রেমিক [৩] প্রেমাস্পদ [৪] কথা কহিয়া [৫] নষ্ট করিল [৬] ফাজলামি করিয়া [৭] গালি মনে করে [৮] দ্বিগুণ

আর গৃহে পাগল, বাইরে পাগল, পাগল সর্বথায়—
লোকসমাজে কলঙ্কিনী কইল কামিনায়[১]।
এগো, হাতে-পায়ে বান্ধিয়া রাখো
নইলে দেও জেলখানা ॥

আর বাকী পাগলের কথা বলিতে না পারি—
এগো, আপনার জ্বালায় প্রাণ বাঁচে না, দিবানিশি ঝুরি।
এগো, ইয়াকুল আব্দুল ওয়াহিদ বলে—
পড়তে রহো 'লা হাওলা'[২] ॥

। ১৭১ ।

চাইর চিজে[৩] পিঞ্জিরা বানাই'[৪] মোরে কইলায়[৫] বন্ধ
রে বন্ধু নির্ধনীয়ার ধন,
কেমনে পাইমু রে কালা, তোর দরশন ॥

সমুদ্রের জল উঠে বাতাসের জোরে
আবর[৬] হইয়া ঘুরে পবনের ভরে।
জমিনে পড়িয়া শেষে সমুদ্রেতে যায়
জাতেতে মিশিয়া জাতে তরঙ্গ খেলায় ॥

তুমি আমি, আমি তুমি, জানিয়াছি মনে—
বীচিতে জন্মিয়া গাছ বীচি ধরে কেনে।
এক হইতে দুই হইল প্রেমেরি কারণ,
সে অবধি আশিকের দিলে[৭] করে উচাটন ॥

---

১ সামান্ত ব্যক্তি ২ পূর্ণ আরবী শ্লোকটির অর্থ : সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতীত ভালোমন্দ কোনো কাজ করিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কোনো অমঙ্গলসূচক কথা শুনিলে অথবা কোনো অমঙ্গলজনক কাজ হইতেছে দেখিলে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করা হয় ৩ বস্তুতে ৪ বানাইয়া ৫ করিলে ৬ মেঘ ৭ প্রেমিকের মনে

পরিন্দা জানোয়ার[১] যদি কোনো এক কলে
জাতি ছাড়া বন্ধ হয় শিকারীয়ার জালে :
কি হালে জিন্দেগী কাটে বন্ধখানায় তার—
মাশুক[২] হইয়া করো আশিকের বিচার ॥

আশিক-মাশুক যদি থাকে দুইস্থানে—
টেলি দিয়া খুশির মঙ্গল[৩] যদি জানে :
বিনা দরশনে কিলা বাঁচিব জীবন[৪]
শুন প্রভু প্রাণ দিয়া মোর নিবেদন ॥

পাগল আরকুমে কয়, মাশুক-বানিয়া[৫],
দুয়াঙ্গ পাতিয়া থইছইন উলুরে গাঁথিয়া[৬] ।
আহার করিতে যদি না যাইত মন—
না লাগিত প্রেম-লাঠা[৭], না হইত মরণ ॥

। ১৭২ ।

চাইনা রে বন্ধু আমি বেহেশু[৮] রে তোর ।
আশিকের[৯] দপ্তরে নাম
লেখিয়া দেও মোর ॥

আর আহাদ[১০] -আহ্‌মদের[১১] ভেদ রাখিলে গোপন-
সে ভেদে করিলায়[১২] তুমি সৃষ্টি পতন ।
হায়রে, তুমি যে মাশুক[১৩] আমার—
ডাকি যে আদরে ॥

১ যে প্রাণী উড়িতে জানে ২ প্রেমাস্পদ ৩ টেলিগ্রাম করিয়া খুশির খবর ৪ কি প্রকারে জীবন বাঁচিবে ৫ বেনে ৬ উইপোকা রাখিয়া (পাখী ধরিবার) ফাঁদ পাতিয়া রাখিয়াছেন ৭ প্রেমের লেঠা ৮ স্বর্গ ৯ প্রেমিকের ১০ একমেবাদ্বিতীয়ম্ যে ভগবান, আল্লা ১১ মোহাম্মদ ১২ করিলে ১৩ প্রেমাস্পদ

আর এস্কের শরাব বন্ধু পিলাই' দেও আমারে[১]
পাগল হইয়া ফিরি যেন নগরে-বাজারে।
হায়রে, তুমি যে মাশুক আমার—
রহিত[২] অন্তরে ॥

আর আশিক বলিয়া বন্ধু ডাকো যদি মোরে—
দুজখের[৩] হুকুম দিলে মানিয়া নিমু তারে।
হায়রে, আশিকের দিল খুশি—
মাশুকের দিদারে ॥

আর আশিকের ছিতম[৪] নাই মাশুকের দরবার
মাশুকের হুকুমের জিঞ্জিরা[৫] আশিকের ফুলের হার।
ও আমি দিমু গলে প্রেম-কৌশলে—
রত্ন জানি' তারে ॥

আর প্রেম না করিলু, গেল জিন্দেগী[৬] বিফলে—
সোনার যৌবন গেল হায়ানের মিছালে[৭]।
পাগল আরকুমে বলে—
দয়া হইলে পাইতাম তোমারে ॥

। ১৭৩ ।

প্রেমের আগুন জ্বলছে দ্বিগুণ
বলব দুঃখ কার কাছে—
—আমার কপালে যা আছে ॥

আপ্‌না জানি' কইলাম পিরিত, বন্ধে ভিন্ন বাসে—
কি করি আজলের লেখা[৮]
বিধাতায় যা লেখিয়াছে ॥

---

১ আমাকে প্রেমের মদ পান করাইয়া দাও ২ রহিবে ৩ নরকের ৪ কষ্ট ৫ শিকল
৬ জীবন ৭ পশুর মতো ৮ অদৃষ্টের লেখা

হৃদয়েতে প্রেমাগুন ধাক্‌ধাকাইয়া[১] জ্বলতেছে—
দুই ধারে দুই আঁখির জল
ঝড়-বরিষণ হইতেছে ॥

না জানি কি প্রেম-শেল হৃদয়েতে বিন্ধিয়াছে—
এস্কের[২] কার্তুশ[৩] ছুঁড়িয়া বন্ধে
কোথায় গিয়া ছাপিয়াছে[৪] ॥

কি করিব, কোথায় যাবো, প্রাণবন্ধের উদ্দেশে—
কোন্ রসিকে পাইয়া বন্ধের
মন ভুলাইয়া রাখিয়াছে ॥

ঘরে-ঘরে কানাকানি, শুন্‌তেছে দেশ-বিদেশে—
প্রেম-কলঙ্কী হইছে[৫] ব'লে
নিন্দা ঘোষণ হইতেছে ॥

পাই যদি প্রাণ-বন্ধুরে মালিকুল মউতের[৬] কাছে—
ওয়াহিদের প্রেম-যাতনা
তখনি যাবে ঘুইচে[৭] ॥

। ১৭৪ ।

প্রেম করিলে প্রেমানলে সর্বথা জ্বলিতে হয়—
প্রেম করা মুখের কথা নয় ॥

প্রেম করিছে যারা, জী'তে[৮] সেই মরা ;
সুখ-ভোগ-ক্ষিদা-নিদ্রা তেয়াগিছে তারা ।
কোথায় প্রিয়সী[৯] পাব, এই খেদে রয় ॥

১ ধিকি ধিকি করিয়া ২ প্রেমের ৩ কার্তুজ, গুলি ৪ লুকাইয়া রহিয়াছে ৫ হইয়াছি
৬ মৃত্যুর অধিষ্ঠাতা, যমের ৭ ঘুচিয়া ৮ জীবিত অবস্থায় ৯ প্রেয়সী

কায়েস[১] নামেতে ছিল এ জগতে ;
মজনু আশিক হইলা লায়লীর উপরেতে[২] ।
লোহার শিকল পরে রাজার তনয় ॥

জোলেখা সুন্দরী ইছুফের পিয়ারী—
ধনমান সব দিলা ইছুফের প্রেমে ।
হারে, রাজার কুমারী হইয়া সন্ন্যাসিনী হয় ।

রাধিকা সুন্দরী কিষ্ণের পিয়ারী—
রাধার প্রেমেতে কিষ্ণ হইলা দণ্ডধারী ।
রাজার কুমার হইয়া কুঞ্জবনে রয় ॥

ইয়াছিনে বলে, দেখ ভাই সকলে,
এ চৌদ্দ ভুবন পয়দা প্রেমেরি কারণে ;
তেকারণে স্বর্গভূমি শূন্যেতে ঘুময়[৩] ॥

। ১৭৫ ।

আমরা প্রেম-বাজারে থাকি—
আশিক ছাড়া[৪] পুরুষ-নারী হাবিয়া দুজখী[৫] ॥

আর এস্কে[৬] আল্লা, এস্কে রছুল[৭]
এস্কে আদম খাকি[৮] ;
আদম হইতে হাওয়া[৯] পয়দা
প্রেম-খেলার লাগি' ।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

---

১ 'মজনু'র প্রকৃত নাম ২ মজনু লায়লীর প্রেমে পড়িল ৩ ঘুরে ৪ প্রেমিক ছাড়া
৫ 'হাবিয়া' নামক নরকের অধিবাসী ৬ প্রেমে ৭ ভগবান প্রেরিত পুরুষ, মোহাম্মদ
৮ মাটি নির্মিত নরদেহ ৯ ইভ (?)

আর জলিখা এস্কেতে পাগল
ইউছুফের লাগি' ;
শিরির জন্য ফরহাদ মইল
খসরু হইল পাতকী।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

আর কুমারে দেখিয়া পাগল
কন্যা চন্দ্রমুখী ;
সুড়ঙ্গ পথে বাহির হইয়া
বেশ ধরিল যোগী[১]।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

লায়লী আর মজনু পাগল
এক দোঁহার লাগি' ;
জহুরা কান্দিয়া বেড়ায়
বারাম না দেখি'[২]
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

আর গাজী শা' কান্দিয়া ফানা[৩]
চম্পাবতীর লাগি' ;
বাঘ-কুম্ভীর কতো মইল[৪]
পউদ্মা[৫] -গঙ্গা সাক্ষী।
—দয়াল প্রেম-বাজারে থাকি ॥

পাগল আরকুমে বলে,
আশিক জ্বলে, মাশুক পাইলে সুখী ;
মনসুর শূল্লিতে চড়ে[৬]
'আনাল-হক্' নাম ডাকি'।
—দয়াল, প্রেম-বাজারে থাকি ॥

---

১ শ্রীহট্ট অঞ্চলের 'চন্দ্রমুখী'র গীতি-কাহিনীর কথা বলা হইতেছে ২ শ্রীহট্ট অঞ্চলে প্রচলিত একটি প্রেমমূলক গীতি-কাহিনীর কথা বলা হইতেছে ৩ ভাবোন্মাদ ৪ মরিল ৫ পদ্মা নদী ৬ শূলে চড়ে

। ১৭৬ ।

সোনার বউ গো,
তোর লাগিয়া হাছন দেওয়ানা[১] ॥

বউ আমার রঙ্গী-চঙ্গী[২]
মজাইল হুঙ্গীর হুঙ্গী[৩] ।
বউর লাগি' হাছন রাজায়
ফিরে কান্দি' কান্দি' ॥

হাছন রাজা, কুমুদ ছাড়ো—
এখন তোমার হুঁশ করো ।
পরকে ছাড়ি' আপন ধরো
নিজ গুণ গাও ॥

। ১৭৭ ।

এগো, সুন্দরী দিদি,
কথা শুনিয়া যাও মোর ॥

সুন্দরী গো,
তোর লাগিয়া মন-প্রাণ জ্বলে ।
তোমার বাড়ী হাছন রাজা
আইসা-যাওয়া[৪] করে ॥

হাছন রাজায় বলে,—দিদি,
মনত[৫] আমার কতো সাধি ;
মন হইয়া যায় বিবাদী—
কেওররে[৬] না মানে ॥

---

১ পাগল ২ সাজ-সজ্জা করিয়া সুন্দর ৩ গালি বিশেষ ৪ আসা-যাওয়া ৫ মনে মনে
৬ কাহাকেও

। ১৭৮ ।

॥ পীর-মুরশিদা ও গুরুর প্রতি ॥

কলিতে ভাব্না কিরে মন—
ও মুরশিদের নাম যার হৃদয় গাঁথা[১],
ও আল্লার নাম যার হৃদয় গাঁথা ॥

ও আশা-বিরূক[২] রোপণ কইলাম গো
ও বিরূকে ফল যুদি[৩] ধরে, বিরূকে ফল :
পেম-ফল[৪] ধরিত যুদি গো—
ও তার দিনে বাড়ে[৫] রোপণ-লতা ॥

ও দয়াল গুরুচ'ণের[৬] পদে
মোড়াও মাথা ।
ও মুরশিদের নাম যার হৃদয় গাঁথা ॥

। ১৭৯ ।

ও বা' হাদি[৭] আল্লাজী,
ও বা' মুরশিদ আল্লাজী,
আমারে ভাসাইলায় আল্লা ভবসিন্ধুর নীর ॥

ভবসিন্ধুর চাকে পড়ি[৮]'
ঘুরি' ঘুরি' ফিরি ।
উঠিবার সাধ্য নাই
কেমনেতে উঠি ॥

---

১ হৃদয়ে গাঁথা ২ আশা-বৃক্ষ ৩ যদি ৪ প্রেম-ফল ৫ দিনে দিনে বাড়ে ৬ গুরুচরণের
৭ পথপ্রদর্শক ৮ চক্রে পড়িয়া

হাছন রাজায় বলে—
মুরশিদ, করো তার উপায়।
ভবসিন্ধু উদ্ধারিয়া
রাখো রাঙা পায়॥

। ১৮০ ।

ও আমার জীবন গেল শুদা কারণ[১] —
ভবের জঞ্জালে।
দারুণ বিধি কি লেইখাছে[২] আমার কপালে॥

কপাল দোষী, দোষমু কারে ;
ও আমি মিছা দোষী কই পরারে[৩] :
আমি দোষী জগত-মাঝারে।
বিধাতায় কইরাছে হীন,—দুখে যায় মোর চিরদিন॥

ও মিছা ফেরে পড়ি'
দুলভ জনম যায় গো বিফলে।
দারুণ বিধি কি লেইখাছে আমার কপালে॥

আমি দোষী-অপরাধী,—
জানিয়া কি জানো না বিধি :
পদছায়া দেও গো আমারে।
তুমি দেও পদছায়া, ঘুইচে যাব[৪] মহামায়া
ও আমি আপন সাধে ঠেকছি ফান্দে,—দোষ দিমু কারে।

১ অকারণে ২ লিখিয়াছে ৩ পরকে ৪ ঘুচিয়া যাইবে

আউলা পীরের বাউলা দশা—
ও আমার না পুরিল মনের আশা :
আশার আশায় দিন গেল হেলে[১]।
অধম আবজলে বলে,—মুরশিদের চরণতলে—
ও আমি আপন হস্তে মায়ার রছি[২] লাগাইছি গলে ॥

। ১৮১ ।

আমি হইয়াছি আসামী গিরিফদার[৩] ;
করিলাম কি অপরাধই, সঙ্গে আছইন[৪] ছয় বিবাদী,—
আমার খাড়াখাড়।
ও মুরশিদ, বিপদ-সঙ্কটের কালে
আর কারে ডাকিমু খবরদার[৫] ॥

উজির-নাজির সঙ্গে লইয়ে,
হৃদয়ের কাছারি গিয়ে,
আমায় রাখিয়ো খাড়াখাড়।
ও মুরশিদ, বিপদ-সঙ্কটের কালে
বাঁচাও মোরে একবার ॥

যা ইচ্ছা তাই করো,
চাই না বিচার অন্যখানে, চরণে তোমার।
সৈয়দ আকিলে বলে—
হাসরের বিচারের কালে[৬]
দুহাই[৭] নবী মুস্তাফার[৮] ॥

১ হেলিয়া, চলিয়া ২ রশি ৩ গ্রেপ্তার ৪ আছেন ৫ খবর রাখে যে ৬ শেষ বিচারের দিনে
৭ দোহাই ৮ হজরত মোহাম্মদের অপর নাম

। ১৮২ ।

রে আপ্‌না রঙ্গ দেখ—
নিজের রঙ্গ বা'র করিয়া নয়ান ভরিয়া দেখ ॥

মনরে, ছিরিকুলায় ফুটছে ফুল
বাইরে আগা, ভিতরে মূল।
তারে চিন' মুরশিদ ভজিয়া ॥

মনরে, যেই দিগেতে উৎপতি
সেই দিগে বাঘের বসতি।
নাচুক[১] লইয়া করো উলা-মেলা[২] ॥

লাইলাহা[৩] পাল্লা[৪] দিয়া, বিছ্‌মিল্লা তার ডাণ্ডা[৫] দিয়া
মুরশিদ পদে করো দোকানদারী।
মনরে, সেই পাল্লাতে উজন[৬] দিয়া
আওনা বেপারী[৭] ॥

হীন আব্দুল আলীয়ে বলে—মুরশিদের চরণতলে
নূর-নবী[৮] গগনের চান্দ।
মনরে, হুকুম না মানিয়া
আবিদ[৯] হইল শয়তান ॥

। ১৮৩ ।

মুরশিদ ধরিয়ো কাণ্ডার—
অবুঝ বালকের নৌকা ডুবিব[১০] তোমার ॥

আর আমার নৌকায় তোমার বেসাত—
ধরছি পাড়ি আমি।
এগো, নৌকা ডুবি' বেসাত গেলে
কলঙ্কিনী তুমি ॥

১ ভজুয় ২ নাচানাচি ৩ ভগবান ছাড়া অন্ত উপাস্ত নাই ৪ দাঁড়িপাল্লা ৫ ওজনদণ্ড ৬ ওজন ৭ এখন ব্যবসাদার ৮ আলোকময় ধর্মোপদেষ্টা ৯ ধার্মিক ১০ ডুবিবে

আর আমার নৌকা ভব-সাগরে
তুমি নিজঘর ;
দিল-দুরবীণের আয়না ধরি'
রাখিয়ো নজর ॥

আর ধন্য বাপের বেট যেই
শতগুণ তার ।
এগো, বাপের ধনে বেটা মা'জন[১]
রঙপুরের বাজার ॥

আর স্বামীর মাঝে নারীর বেসাত,
নারীর মাঝে স্বামী ।
তোমার মাঝে আমি মুরশিদ,
আমার মাঝে তুমি ॥

আর চন্দ্রচড়ির মধুর ভাণ্ডার
ভরিয়া থইছ[২] ঘরে ।
এগো, বেপারী দেখিয়া ধাঁট নাম
রউক সংসারে ॥

হজরত শাহা আব্দুল লতিফ
নিজের বেসাতি দিয়া—
পাগল আরকুমের নৌকা
দিয়াছইন[৩] ভাসাইয়া ॥

। ১৮৪ ।

এই নদীর শতধার,—
নাও ধরি মুই কি পরকারে ।
প্রাণ-নাথ, আমি কিলা[৪] যাই প্রেমের বাজারে ॥

১ মহাজন ২ থুইবাছ ৩ দিয়াছেন ৪ কি প্রকারে

আর কেহই যায় রে বাদাম তুলে[১]
  কেহ যায় রে গুণে ;
    কেহই যায় রে লগি ভরে
      কেহ দাঁড় টানে।
কেহই যায় রে সাঁর ভাঁটাতে—
  কেহ যায় জোয়ারের জোরে ॥

আর কেহই নেয় রে লবণ-মরিচ,
  কেহই তামা-সীসা ;
    কেহই নেয় রে মুগ-মুসুরি,
      কেহই পিতল-কাঁসা।
সকল বেপারী যাইতা[২]
  একই আড়াদারের ঘরে ॥

আর কেহই করে নমাজ-রোজা
  কেহই গায় রে গান ;
    কেহই বাজায় লাউয়া-ডগ্‌কি[৩]
      সকল মছলমান।
কার ঠাঁই জিঙ্গাসি[৪] আমি—
  তুমি তো সবার অন্তরে ॥

আর যে পাইয়াছে
  লীলাখেলা, ভেদ বৃত্তান্ত তোর—
    ছাড়িয়া দিছে পউয়পুরাণ,
      হদিছের খবর।
দেওয়ানা হইয়া ফিরে—
  মাশুকের ইন্তেজার[৫] ॥

---

১ পাল তুলিয়া ২ যাইতেছে ৩ লাউ দিয়া তৈরি করা গোপীযন্ত্র ৪ জিজ্ঞাসা করি ৫ প্রতীক্ষা

আর পাগল আরকুমে কয়
মুরশিদের ঠাঁই—
ভাঙা নাও, পাড়ুয়া বৈঠা
কেমনে বাইয়া যাই।
হায়রে, মাশুক ভরসা—
নৌকা ভাসাইয়াছি প্রেম-সায়রে॥

। ১৮৬ ।

ও মন-মাঝি রে, হাইল[১] রাখিয়ো সাবধানে—
বড়ো ভয় দেখিঁ রে॥

আর ভয় দেখি, তরাস দেখি
নায়ে মাইলাম পাড়া।
আলা-ঢিলা করে নায়[২] —
নায়ে রাইখো[৩] পাড়া॥

আর অকুল সাগরের মাঝে
ভাসিয়া ফিরে ফেনা।
দয়া করি' দীনের নাথে
লওয়াইব কিনারা॥

আর অনিল[৪] পাহাড়ের মাঝে
বানাইয়াছি ঘর।
ভাই নাই, বান্ধব নাই—
কে লইত[৫] খবর॥

১ হাল ২ নৌকা হেলিতেছে, দুলিতেছে ৩ রাখিয়ো ৪ নিরন্ধ্র ৫ লইবে

আর প্রেম-কলে চালাইয়ো নৌকা
দমকলে দাঁড় বাইয়ো।
আগ চরাটে বাদাম দিয়া[১]
রঙ্গের বাজার যাইয়ো ॥

আর রঙ-বাজারের বিকিকিনি
সাবধানে চালাইয়ো।
রঙ্গেতে বেভুল হইয়া
মূল হারাইবায় চাইয়ো ॥

আর কইন তো ফকির পিয়ারা শা'য়
রফি নগর বইয়া—
তন্তর-মন্তর সব ছাড়ো
মুরশিদের দিগে চাইয়া ॥

। ১৮১ ।

সুজন নাইয়া বলি তোরে।
অথির সমদুর[২] নাইয়া পার করি' লও মোরে।

আর গুণারীয়ে[৩] গুণ টানে
গাঙের পারে-পারে ;—
আইতে-যাইতে[৪] দয়াল মুরশিদ
চাইয়া যাইয়ো মোরে ॥

আর গুণারীয়ে গুণ টানে
গায়ে নাই তার বল ;—
মাঝি ভাই ঠেকিয়া রইছইন[৫]
শুকনা বালুচরে ॥

---

১ নৌকার সম্মুখভাগে পাল তুলিয়া ২ অস্থির সমুদ্র ৩ যে গুণ টানে ৪ আসিতে-যাইতে
৫ রহিয়াছেন

আর আওরেতে[১] অাইরে পানি
বিল কেনে ঢেউ ;—
পুকুণ্ডিতে[২] নাইরে মাছ
কুয়াত কেনে রুউ[৩] ॥

আর কইন তো অধম জংলা শা'য়
বসিয়া জৈন্তা পুর—
সকল রইলা মুরশিদ বাড়ী
আমি রইলাম দূরে ॥

। ১৮৮ ।

হারে, কাম-নদীতে ভাসিয়া ফিরি—
বাঁচি আমি কি পরুকারে[৪] ।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

ডাইনে-বাঁউয়ে[৫] দাঁড় টানিয়া
উজান না যায় ।
যৌবন-জোয়ারে তরী ভাসিয়া বেড়ায় ॥

মাঝি আমার হাইল[৬] ধরে না—
নৌকা ঘুরে বিপাকে ।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

জলের প্রেমিক মীন হইল—
ভাসিয়া বেড়ায় ।
স্থলের প্রেমিক মজনু[৭] হইল, কান্দিয়া ভরমায় ॥

---

১ হাওরে, সাগরে ২ পুকুরে ৩ কূয়াতে কেন রুইমাছ ৪ প্রকারে ৫ ডানে বামে ৬ হাল
৭ পারস্য সাহিত্যের বিখ্যাত প্রেমিক। 'মজনু'র আভিধানিক অর্থ হইল—পাগল

কাম-স্বপনে মজিয়া আমার
সেই স্বপন ভাঙিল রে।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

কাম-নদীর জল খাইয়া
হইলাম বড়ো ভোর।
নিশার চোটে[১] হৃদয়েতে আখি করে ঘোর ॥

এগো, জনম-ভরা জল খাইয়া
না গেল মোর পিয়াস রে।
নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

পাগল ইছাকে কান্দে—
না পূরিল আশ।
কাম-নদীর জলে আমার না মিটিল পিয়াস ॥

এগো, মারিফতের ভেদ ভাঙিতে[২]
মুরশিদ আমার বয়রী[৩] রে।
নিল নিল নিলরে যৌবন-জোয়ারে ॥

। ১৮৯ ।

আমার বন্ধু তো কঠিন নয় রে—
কঠিন বন্ধের থানা ;
বন্ধু রে, আশমানে উঠে রে চন্দ্র
দেখে সর্বজনা।
তিলেকমাত্র না দেখিলে অভাগী দেওয়ানা[৪]

---

১ নেশার চোটে ২ ঐশ্বরিক তত্ত্বের সমস্যা সমাধান করিতে ৩ বৈরী ৪ পাগল

বন্ধুরে, পিঞ্জিরার সুয়া পাখী
পাললে পোষ মানে না।
ছয় জনে ছয় দিগে টানে—
কেও তো নয় আপনা ॥

বন্ধু রে, লাহুলিয়া[১] পন্থের মাঝে
বন্ধের নিশানা।
সকলে পাইলা মন্ত্র—
আমি তো পাইলাম না ॥

বন্ধু রে, গুরু যারে দয়া করে
একে হয় দুনা[২]।
ভক্তিগুণে শিরের কলসী
দিনে দিনে উনা[৩] ॥

। ১৯০ ।

শ্যামের মন জোগাবো কি ধন দিয়া—
গো প্রাণ-সজনি, মন জোগাবো কি ধন দিয়া ॥

আর যে ধনের ধনী ছিলাম—
কাম পানেতে[৪] সব খোয়াইলাম ;
রইলাম কেবল রিপুর বশী হইয়া।
এগো, যে ধন দিলে বন্ধু মিলে
গো সজনি, সে ধন দিলাম না যাচিয়া ॥

---

১ অনির্দিষ্ট ২ দ্বিগুণ ৩ শূন্য ৪ কামের বশীভূত হইয়া

মুরশিদ-পদে দিয়া মন—
শিখ রে সাধন-ভজন ;
লও সার মুরশিদ ভজিয়া।
এগো, বন্ধু-হারা জী'তে মরা
গো সজনি, তারে পাইমু কি দিয়া ॥

। ১৯১ ।

আমার দিন যায় বেভুলে মজিয়া,—
সই, আমার দিন যায় বেভুলে মজিয়া ॥

আর আন্‌ভুলা[১] রাধা রে মোর,
মনভুলা[২] কানু :
রাধার কোলে রইছইন[৩] কানু—
দিয়া দুই জানু ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কানু
রাধার কামাই খাইয়া।
মইওত সঙ্কটের কালে[৪]
রাধারে যাইয়ো চাইয়া ॥

আর রাধার ঘরে থাকো রে কানু
রাধারে বাসো ভিন্[৫]।
মইওত সঙ্কটের কালে—
রাধারে দিয়ো চিন্ ॥

১ মান করিয়া ভুলিয়াছে যে ২ মন ভুলায় যে ৩ রাধার নিকটে রহিয়াছেন ৪ মৃত্যুরূপ সঙ্কটের কালে ৫ পর মনে করো

আর গণাই শা' ফকিরে কইন—
দুনিয়াত রইব কিয়া[১]।
ফুল যদি ফুটাইতায় চাও[২]
মুরশিদ ভজ গিয়া ॥

। ১৯২ ।

বন্ধু, আমার নয়নের ধার[৩] গো
কালা, আমার নয়নের ধার ॥

আর পূর্বে দিয়া উঠে চান্দ
ঘর বইয়া[৪] দেখি।
বেহুঁশ হইয়া ঘুমাই'[৫] রইলে
নয়ানে না দেখি গো ॥

আর আগে যদি জানতাম বন্ধুরে
যাইবায় রে ছাড়িয়া—
অভাগিনী না যাইতাম নিন্দে[৬] গো ॥

আর কইন মুরশিদ মজাইদ চান্দে
ধিয়ানে ধিয়ান—
ধিয়ানে আছইন[৭] মুরশিদ
পবনে মিলান ॥

। ১৯৩ ।

দেখা দিয়া কইলায়[৮] মোরে প্রেমের দেওয়ানা[৯]।
হায়রে, রইল দেহার কল্পনা—
দরশন দেও নাথ,—প্রাণ বাঁচে না ॥

---

১ [illegible] কাজ ২ ফুটাইতে চাও ৩ অশ্রুধারা ৪ বসিয়া ৫ ঘুমাইয়া ৬ নিদ্রা ৭ আছেন
৮ করিলে ৯ প্রেমের পাগল

আর একদিন গেছিলাম রে বন্ধু,
যমুনার জলে ;
শ্যাম-রূপ দেখিলাম আমি কদম্বের তলে।
ওরে, সে অবধি দুই আখির জল
বারণ হইল না :
হায়রে, আমার কালিয়ার সোনা ॥

আর বন্ধুয়ার রূপখানি
দিলে থইলাম লেখি'[১] ;
মনে হইলে দুই আখি মুজিয়া রূপ দেখি।
হায়রে, চন্দ্র-সূর্য না হয় তার
রূপের তুলনা :
হায়রে, ও রূপ পাইয়া পাইলাম না ॥

আর রূপ হইতে বাহির হইয়া
রূপে রূপ ধরিত[২] চায় ;
গোকুল নগরে ও রূপ ধুড়িয়া[৩] না পায়।
ওরে, বাতাইয়া দেও মুরশিদ
রূপের নিশানা :
হায়রে, ও রূপের কিরূপ নমুনা ॥

পাগল আরকুমে কয়—
প্রেমেতে মধুর
নাইরে ও তার কূল-কিনারা কাম-সমতুর[৪]
ওরে, যে পড়িয়াছে—ভাসিয়া গেছে
হইছে দেওয়ানা :
নাইরে ও তার জাতের ঠিকানা ॥

---

১ লিখিয়া রাখিলাম ২ ধরিতে ৩ খুঁজিয়া ৪ কামসমুদ্র

। ১৯৪ ।

ওরে মন, তুমি নিতাই চান্দের সঙ্গ ধরো—
যদি প্রেমের বাজার করো[১] ॥

আর প্রেমের বাজারের প্রেমের জিনিস
যদি খরিদ করো।
ভক্ত-সনে ভক্তি ক'রে
মুরশিদের চরণ ধরো ॥

আর সোনাপুরে রূপ-কলসী
ত্বরাত্বরি[২] ভরো।
ওরে, যৈবন তোর গইয়া গেলে—
মিছা ভবের আশা করো ॥

আর দারুণ কোকিলার রবে
তনু জরো-জরো।
ওরে, রঙ্গে-রসে দিরবীণ ধরি'[৩]
তিপুর্ণ্যিতে ধিয়ান করো ॥

অধম আফজলে বলে
কালিয়া বাঁশীর সুরে :
ওরে, জ্বালা দিল মোরে কালিয়া—
ভাবিয়া হইলাম বেকরার[৪] ॥

। ১৯৫ ।

ও তোমার গুরু বর্তমান,
জানো না ভক্তির সন্ধান।
তাই তুমি কর অন্য[৫] উপায় ॥

১ করিবে ২ তাড়াতাড়ি ৩ দূরবীণ ধরিয়া ৪ অস্থির ৫ অন্ত

আর গুরু-গোঁসাই ক্ষেতে নি যাইতে
দিলা একখান হেনি[1] হাতে।
আমি গেলাম ধান নিদাইতে[2]
নিড়াইলাম ঘাস।

এম্‌নি লোকে ডাক দি'[3] বলে—
ওয়রে[4] মূর্খ, কি কাম কইলে ;
ধান থইয়া[5] তুই ঘাস নিড়াইলে—
ঘাস খাইয়া কি বাঁচবে রে প্রাণ ?

আর ইল্‌শা মাছ বিলে থাকে ?
কাঁঠাল কি কিলাইলে পাকে ?
মধু হয় না বোলার[6] চাকে।
জানো না সন্ধান ॥

আর অধম বিপিণে বলে,
ওয়রে মূর্খ, কি কাম কইলে ?
আমন ক্ষেতে আউশ মুড়াইলে[7]
পাবে নি রে ধান ?

যুদি ক্ষেত টাঙ্গাইয়া পলে[8]
লাভে-মূলে সব আরাইলে[9] ;
আর নি রে তুই বীচ[10] পাইবে—
ভাঙলে মাথা দিয়ে পাষাণ ?

। ১৯৬ ।

মনের দুঃখ রইল মনে—
এই দেশে দইরদী[11] নাই।
সই সই, বন্ধু রে যদি পাই ॥

১ কাস্তে ২ নিড়াইতে ৩ দিয়া ৪ ওরে ৫ থুইয়া ৬ বোলতার ৭ রোপণ করিলে
৮ ফসল না হয় ৯ হারাইলে ১০ বীজ ১১ দরদী

সই গো সই, তোমার পিরিতের জন্যে
জ্বইলে[১] হইলাম ভস্ম-ছাই।
আনরে কাটারি-ছুরী—
বুক চিরি' তোমায় দেখাই॥

সই গো সই, জন্মিয়া কেনে মইলাম না রে
বেঁচে আর স্বার্থ নাই।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাই অন্তরে—
চক্ষে আর নিদ্রা নাই॥

সই গো সই, তোমার পিরিতের জন্যে
ছাড়িলাম রে বাপ-মাই[২]।
আমি ডাকি প্রাণ-বন্ধু—
বন্ধের বুঝি দয়া নাই॥

সই গো সই, ভাইবে রাধারমণ বলে—
এই দেশে দইরদী নাই।
অন্তিমকালে দয়ার গুরু
চরণ-তলে দিয়ো ঠাঁই॥

। ১৯৭ ।

চল্ রে মন সাধুর বাজারে—
সাধুর সঙ্গ করলে পাবে অমূল্য বন্ধুরে॥

হেলায় জনম গেল, গনার দিন ফুরাইল—
বেলা তোর ডুবিয়ে এল,
বসি' এ ভবের ঘোরে॥

---

১ জ্বলিয়া ২ বাপ-মা

সাধু সবে আশকদার[1], গুরুর পদে মতি তার—
সাধু কৃপা হলে পরে
গুরু সদয় হবে মোরে ॥

চিন' রে মুরশিদ-ধন, দিন গেল রে আকারণ—
গুরু বিনা নিদান কালে
কে শুধাবে মোরে ॥

অধীন পাঞ্জ কেঁদে বলে, দিন গেল রে হায়রে চলে—
গুরুর পদে মতি আমার
কবে হবে হায় রে ॥

। ১৯৮ ।

পন্থ চিন' নি রে, হায় রে মনা,
ভবের জনম বেরথা গেলে
মনা, আর আসব[2] না ॥

আর সাধুর সনে পন্থ লইয়া
পন্থের করো দিশা।
হারিলে[3] পুণ্যির পন্থ—পাইবার নাই তোর আশা ॥

পন্থীর সনে পন্থ লইয়া
পন্থের করো মেলা[4]।
ডাকাতির সনে পন্থ লইলে ডুবায় দুই প'র বেলা ॥

কালা-লীলা দুই রে পন্থ
লাগিয়াছে ঘাটা[5]।
বুঝিয়া চলিয়ো পন্থ—উপরে বিজুলিয়ার ছাটা[6] ॥

১ প্রেমিক ২ আসিবে ৩ হারাইলে ৪ যাত্রা ৫ বিঘ্ন অবস্থা ৬ বিদ্যুতের ছটা

সুজন সুমতি ভাইরে
পাগ্‌লা নদীর খেওয়া।
দড় মুইটে[1] ধরিয়ো কাণ্ডার—চালাইয়ো হাওয়া ॥

আর লাহুল[2] দরিয়ার খেওয়া
না পাইলাম তার কূল—
কয় ফকির ভেলা শা'য়—ডুবাইলাম লাভ-মূল ॥

। ১৯৯ ।

॥ দেহতত্ত্ব ॥

দেখ্‌ চাইয়া তোর দেহার মাঝে—
লাগ্‌ছে রসের চিকি[3]।
পিঞ্জিরা তুই খরিদ কর, পাখি ॥

পিঞ্জিরা বানাইছে যারা—
পাখী খরিদ করছে তারা;
দাম কিছু না রাখছে বাকী ॥

আব-আতস-খাক-বাদে[4] —
পিঞ্জিরা বানাইছে সাধে;
সেই পিঞ্জিরায় সুয়া করছে বন্দী ॥

সেই সুয়ার বুলিখিনি[5] —
শুনতে হয়—মধুর বাণী;
শুনলে হবে জনমের সুখী ॥

---

১ দৃঢ় মুষ্টিতে ২ অলীক, অসীম ৩ আভাস, চকমকি ৪ জল, আগুন, মাটি ও বাতাস দিয়া। মুসলমান মতে এই চারি ভূতেই মনুষ্যদেহ গঠিত ৫ বুলিখানি

পাগল আরজুয়ে কয়—
পাখী খরিদ করতে হয় ;
দাম কিছু না রাখিয়ো বাকী ॥

দাম তার জান-মাল[১] —
পালিয়ো পাখী চিরকাল ;
আশিকের[২] হাতে পাখী আসব ডাকি' ডাকি'

। ২০০ ।

ওরে, মন-পাখীরে পড়াও ধইরে—
ছুটলে না আসিব ঘরে,
ছুটলে না আসিব ঘরে ॥

আর গুরুর মন্ত্র শিখ্ছে যারা—
পাখী ধরা জানে তারা ।
আয় গো, মন্ত্রহারা যায় না ধরা—
ডাকলে ময়না চায়না ফিরে ॥

একতনে পাঞ্জতন কইরে[৩]
চৌদ্দ ইলিম[৪] পড়ে ভাইরে ।
আয়গো ইল্‌মির কোঠায় তালা মাইরে-
কুঞ্জি[৫] দিছে মন-পাখীরে ॥

১ প্রাণ ও ধন ২ প্রেমিকের ৩ মহম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেনকে এক দেহে অনুভব করিয়া ৪ বিদ্যা। স্বর্গ ও মর্তের সাতটি করিয়া চৌদ্দটি স্তরের জ্ঞান। অথবা, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্গলোক, জনলোক, তপোলোক, ব্রহ্মলোক, সত্যলোক, অতল, বিতল, সুতল, তল, তলাতল, রসাতল, পাতাল—এই চৌদ্দলোক ৫ চাবি

আর বে-জিকিরে[1] পাখী চরে
ইবলিছে[2] তালিম করে।
আয় গো, তেকারণে নক্সা ধরে
দাল, ওয়াও, ঝে, খে[3] ললাট 'পরে ॥

ময়মনসিংহ ত্যজ্য করে—
সিলট শ'রে রাজাপুরে—
চন্দ রোজ এক ঠিকানায় কাছিম শা'য় ধরে ॥

। ২০১ ।

কাম করো রে ভাই, কাম রহিল বাকী—
কোন্‌দিন উড়িয়া যাইবা পিঞ্জিরার পাখী ॥

আর কার কাজে আইছ[4] রে ভাই,
কার বায় রইলায় চাইয়া[5]।
হিসাব করি' চাইয়া দেখ—
দিন তো যায় গইয়া ॥

পিঞ্জিরার মাঝে পাখী রইয়াছে বসিয়া—
দড়ি-পাগা[6] নাই পাখী রাখিতায় বান্ধিয়া[7] ॥

। ২০২ ।

সোনার ময়না ঘরে থইয়া[8]
বাইরে তালা লাগাইছে।
রসিক আমার মন-বানিয়ায়[9]
পিঞ্জরা বানাইছে ॥

---

১ ভগবানের নাম না লইয়া ২ শয়তানিতে। ইবলীস শয়তানের নাম ৩ নরক ৪ আসিয়াছ
৫ কাহার দিকে চাহিয়া রহিলে ৬ রশি ৭ দড়ি নাই যে পাখীকে বাঁধিয়া রাখিবে
৮ থুইয়া ৯ মনরূপ বানিয়া

পিঞ্জরার তিন রকমের কল[১] :
তার মাঝে ভরিয়া থইছে মিঠা পানির জল।
সেই জল খাইয়া ময়না 'রাধাকৃষ্ণ' বল্‌তেছে॥

মনার[২] ষোল্ল পাটের নাও[৩] :
আগে-করে[৪] ছয় জন মাঝি, জলদি বাইয়া যাও।
মাঝে বইয়া হরিদাসে হারি কইয়া চল্‌তেছে[৫]॥

। ২০৩।

ও ভাই, মুরশিদ ভজো রে,
ঠিক হবে তোর ঘর—
আল্লা, ঠিক হবে তোর ঘর।
ওরে, নয় দরজা বন্ধ করিয়া দম সাধন কর॥

ভাই রে ভাই,
হাওয়ায় পাতা, হাওয়ায় গাছ,
হাওয়ায় ফুটে ফুল।
ওরে, সেই ফুল চিনিতে পারইন[৬]
মোহাম্মদ-রছুল॥

ভাইরে ভাই,
কি আচানক[৭] আজব লীলা
পাতিয়াছইন[৮] মাবুদ[৯]।
হায়রে, পানি দিয়া গড়িয়াছইন[১০]
সুন্দর অজুদ[১১]॥

---

১ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না। প্রবর্ত, সাধক, সিদ্ধ। আলিফ, লাম, মিম। স্বর, ব্যঞ্জন, যুক্তবর্ণ, —বিভিন্ন ভাবে ইহার অর্থ করা যায় ২ মনের ৩ পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয়টি রিপু মিলিয়া ষোলো ৪ আগে-পিছে ৫ 'সারি' গান গাহিয়া চলিতেছে ৬ পারেন ৭ আশ্চর্যজনক ৮ পাতিয়াছেন ৯ উপাস্য, ভগবান ১০ গড়িয়াছেন ১১ দেহ, অস্তিত্ব

ভাই রে ভাই,
অধীন চৈতন্যে কইন[১]
ঘাটের কূলে বইয়া :
হায়রে, পারইতাম-পারইতাম করি'
দিন তো গেল গইয়া ॥

। ২০৪ ।

একটি ফুলের তিনটি রসে আদম-শহর[২]
সিং দরজা খুলিয়া রাখলে লুহ্‌কা[৩] কি সুন্দর ॥

দশটি জিল্লা[৪] নয়টি থানা[৫]
আরো চৌদ্দ জেলখানা[৬]—
চাইর কাচারি[৭] আটনম্বরে[৮] রাখনি খবর ॥

---

১ কহেন ২ মনুষ্যরূপী শহর। ঈশ্বর (আল্লা) তাঁহার জ্যোতি বা 'নূর' দিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠা-ভূমি দেহরূপ মক্কা নির্মাণ করিয়াছেন। সেই মহাজ্যোতির্ময় সত্তার চারিদিকে চারিজন 'ইমাম' বসিয়া আছেন : ইমাম আবু হানিফা, ইমাম সাফী, ইমাম মালিক, ইমাম ইবনে হাম্বল। এই চারিজন ইমামের জ্যোতিঃসত্তা চারিটি রঙ বা ফুলের ন্যায় : ছিয়া (কালো) সফেদ (সাদা), লাল এবং জরদ (হলুদ)। কাজেই এখানে 'তিনটি' রস কেন বলা হইল তাহা বোঝা যাইতেছে না। 'তিনে'র ব্যাখ্যা অন্য রূপ ৩ (?) দেহ-মক্কার সাতটি স্তর রহিয়াছে যাহার উপর হইতে নীচ পর্যন্ত একটি অলৌকিক শব্দ হইতেছে। এই দেহেরই সিংহদুয়ারে একজন বিনিদ্র প্রহরী আছেন—জেব্রিল। জেব্রিল মোহাম্মদের নিকট আল্লার বাণী বহন করিয়া আনিতেন। মনে হয়, এখানে সেই জেব্রিলের কথা বলা হইতেছে ৪ দশটি জিলা। মনে হয়,—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ; এবং হস্ত, পদ, গুহ্য, লিঙ্গ ও বাক্য—এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের সমাহার। 'মণিপুর চক্রে'র 'দশম দলের' সহিত ইহার যোগাযোগ নাই বলিয়াই মনে হয় ৫ বহু গানে দেহের নয়টি দ্বারের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। হিন্দু যোগশাস্ত্রে পাই দেহের একাদশটি দ্বার : দুই চোখ, দুই কান, দুই নাক, মুখ, নাভি, মূত্র ও মলদ্বার এবং ব্রহ্মরন্ধ্র। মনে হয়, এখানে এবং অন্যত্র নাভি ও ব্রহ্মরন্ধ্রকে বাদ দিয়া, 'নয়' করা হইয়াছে। হিন্দু যোগশাস্ত্রে দেহের মধ্যে নয়টি গ্রহকে কল্পনা করা হইয়াছে : নাদচক্রে সূর্য, বিন্দু চক্রে চন্দ্র, চক্ষুতে মঙ্গল, হৃদয়ে বুধ, উদরে বৃহস্পতি, শুক্রে শুক্র, নাভি চক্রে শনি, মুখে রাহু এবং পদ ও নাভিতে কেতু। নবগ্রহের সহিত এই নয়ের যোগ না থাকাই সম্ভব। হয়তো ইহা শ্রীহট্টের বাউল-ফকিরদের নিজস্ব বা আঞ্চলিক একটি ধারণা মাত্র ৬ সপ্তপাতাল ও সপ্তলোকের সমাহার। দেহের মধ্যস্থিত চতুর্দশ স্থানে চতুর্দশমঞ্জরীর প্রসঙ্গ এখানে আনা হয় নাই বলিয়াই মনে হয় ৭ চারি মকাম : আলম-ই-লাহুত, আলম-ই-জবরুত, আলম-ই-মলকুত, আলম-ই-নাছুত। আলম-ই-হাউত-কে বাদ দেওয়া হইয়াছে

ষোল্ল জনে[1] দেয় পাহারা,
চারিজনে[2] শহর বেড়া—
সদরেতে এক সিরিস্তা[3], মুরশিদের শহর ॥

দুনিয়া স্বপনের ঘোর,
ভাই-বন্ধু সকলি পর—
মন-কানাইয়ে বাজায় বাঁশী জঙ্গলের ভিত্তর ॥

কোরান-হদিছ পড়ো ভাই,
আপন ঘরের খবর নাই—
তত্ত্ব জাইনে মত্ত হইয়ে মরার আগে মরো ॥

আব্দুল্লা ও দীনহীন,
আপন খোদা, আপ্‌নে চিন—
না চিনিলে নবীর দিন উপায় কিরে তোর ॥

। ২০৫ ।

ওরে, আজবলীলা রঙমহলে হয় কলের গান
মনরে, আহা আহা, মরি মরি—
কি আচানক[4] ইন্দ্রপুরী ॥

---

৮ অপর একটি গানে মিলিয়াছে "আষ্ট আঙ্গুলা মানুষ"। আর একটি গানে আছে "মায়ের চারি বাপের চারি…"। চারে চারে আট। আব, আতস, খাক ও বাদে মানুষ তৈরী। মানুষ বলিতে নর ও নারী (বা আল্লা-রসুল বা মুরীদ-মুরশিদ) হইলে চারে চারে আট হয়। নতুবা, অষ্টম ইন্দু, অষ্টদল পদ্ম, অষ্টসিদ্ধি, অষ্টপাশ—ইহাদের সহিত ইহার কোনো যোগ নাই।

১ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং ছয় রিপু ২ আব, আতস, খাক, বাদ। অথবা, চারি ইমাম ৩ মুরশিদ, আল্লা ৪ আশ্চর্যজনক

ইন্দ্রপুরের বালামখানা[১]—খিড়কিকাটা নয় নিশান[২]।
হাওয়ার ভরে তিনটি ঘরে[৩]—
ছিরিকুলায়[৪] বাজে ঢোল ॥

কি আচানক ইন্দ্রপুরে—বাঁশী বাজায় নানান স্বরে।
নানান স্বরে বাজায় বাঁশী—
কে করেছে এ সন্ধান ॥

মনরে, সাধু-সন্ত মহাজনে—আনন্দে বসিয়া শুনে।
আনন্দে বসিয়া শুনে—
করতে আছে রূপ ধিয়ান ॥

শুন, সেই বাগানের কথা বলি—ইন্দ্রপুরে ছয়জন মালী[৫]।
লক্ষ লক্ষ পুষ্পকলি—
ভ্রমর করে মধুপান ॥

ছয় ভাই চৈতন্যে হাটে—ঢোল বাজে, নাগেড়া বাজে[৬]।
পাঞ্চরকম বাজনা বাজে[৭]—
চতুর্দিগে ফুল বাগান[৮] ॥

---

১ প্রাসাদ ২ দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গান। উহার পাদটীকায় এ বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে ৩ অন্যত্র পাইতেছি "এক প্রেমে তিন জন বান্ধা"। "তিন রকমের কল"। "তিন ঠাকুরের মেল"। "তিন অক্ষরে মিল করিয়া"। এই 'তিন' বিভিন্ন পরিবেশের হইতে পারে: আলিফ, লাম, মিম। অমৃতত্ত্ব, পরতত্ত্ব, গুরুতত্ত্ব। ইড়া, পিঙ্গলা সুষুম্না। প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধি—সাধকের এই তিনটি স্তর ৪ শ্রীকুলায়। শ্রীকুলা, আচানক ইন্দ্রপুরী কিংবা 'আজবলীলা রঙমহল' প্রভৃতি বলিতে পরমতত্ত্বের দেহস্থিত আবাসস্থলকে নির্দেশ করা হইতেছে ৫ কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই ছয় রিপু ৬ নাকাড়া বাজে ৭ পাঁচ এখানে কথার কথা বলিয়াই মনে হয়। এখানে পঞ্চরস, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বিধা মুক্তি, কিংবা মোহাম্মদ, আলি, ফতিমা, হাসান ও হোসেন—এই পাঁচ জনের প্রসঙ্গ নাই ৮ এই চারি দিকের ফুল-ও চারি ইমামের প্রতিরূপ চারি বর্ণের ফুল নয়। দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গান

। ২০৬ ।

দেখ্ চাইয়া তোর দেহার মাঝে
বাজেকরের[১] খেলা।
দমের কল নবী কুঞ্জে গেলা ॥

সই গো সই, দম-সুয়ারী[২] রূপের ঘরে
দুই ধারে দুই খেলা করে—
দিবানিশি আইসা-যাওয়া করে।
ধর্‌ধরার ভেদ[৩] পাইছে যে জন—
সে হইছে গুরুর চেলা ॥

কোন্ রূপেতে হয় কোরান
কোন্ রূপেতে হয় মুমিন—
কোন্ রূপেতে কাফির[৪] —শয়তান।
কোন্ রূপেতে আশিক-মাশুক[৫] —
বসিয়া করে খেলা ॥

হকির[৬] কাছিমের বাণী
আল্লা-রছুল এক জানি—
এক না হইলে কেমনে দুনিয়া রয়।
এক-দুইয়ে মিলন করি', ভবনদী যাবে তরি'—
চাইয়া দেখ্,—তোর এই দেহাতে রইছে দুইয়ের মেলা ॥

। ২০৭ ।

বারই[৭], কই লুকাইলায়[৮] রে—
ঘরখিনি[৯] বানাইয়া বারই, কই লুকাইলায় রে ॥

---

১ বাজীকরের ২ পরমতত্ত্ব ৩ রহস্যের চাবিকাঠি ৪ অবিশ্বাসী ৫ প্রেমিক-প্রেমিকা
৬ ফকির ৭ প্রিয়বর ৮ কোথায় লুকাইলে ৯ ঘরখানি

আর বরুয়া বাঁশের[১] ঘরখিনি
মাকাল বাঁশের[১] আড়া।
এগো, তলু বাঁশ[১] দি' দিয়াছ
চতুর্দিকে বেড়া ॥

আর উলুছন[২] দি' দিয়াছ
ওই ঘরে ছানি[৩]।
এগো, মেঘ আনিলে চুয়াই' চুয়াই'[৪]
পড়ে ঘরে পানি ॥

সকল ঘর বিচারি' দেখি—
টুল্লিয়ে[৫] হুয়ার।
সেইখানে বসিয়া আছইন[৬]
বন্ধুয়া আমার ॥

আর বন্ধুরে দেখিয়া আমার
চিত্ত বেয়াকুল।
হাছন রাজায় গান গায়—
বাজাইয়া ঢুল[৭] ॥

। ২০৮ ।

ভাবিয়া দেখ্ তোর মনে—
মাটির সারিন্দা[৮] রে তোর বাজায় কোন্ জনে

আর আষ্ট আঙ্গুলা মানুষ রে,
তার ষোল্ল আঙ্গুলা বুঝ[৯]।
হাওয়ার ইঞ্জিল[১০] ঠাট করিয়া
দৌড়ায় পর্তি রোজ[১১] রে ॥

---

১ বাঁশ-বিশেষ ২ উলুখড় ৩ ছাউনি ৪ চুয়াইয়া চুয়াইয়া ৫ ঘরের চালে; মটকায় ৬ আছেন ৭ ঢোল ৮ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ৯ বুদ্ধি ১০ ইঞ্জিন ১১ প্রতিদিন

আর বেঙে নি অভিষ করে[১]
মাটির তলে বইয়া।
আদমে[২] তাড়না করইন[৩] —
ওই দুনিয়ার লাগিয়া রে ॥

। ২০৯ ।

আমার মন খেলিয়াছে কি খেলা
ভবের খেলা সাঙ্গ হল ;
ওই দেখ বেলা ডুইবে গেল—
নয়-বারো-আঠারো-ষোলো[৪]।
যুগে যুগে মিছা লো ভাব,
ভবের খেলা সাঙ্গ হল ॥

---

১ হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করে ২ মানুষ ৩ করেন

৪ 'নয়' এবং 'ষোলো' সংখ্যার ব্যাখ্যার জন্য ২০৪-সংখ্যক গান দ্রষ্টব্য। শ্রীহট্টের বাউল-ফকিরগণ দেহের মধ্যে আঠারোটি মোকামের কল্পনা করিয়াছেন এবং উহার ব্যাখ্যাতে বলিয়াছেন, "মায়ের চারি, বাপের চারি, আল্লার দেওয়া দশ"—সং ২১০। মানুষ বলিতে যদি নর-নারীর মিলিত সত্তা বুঝাইয়া থাকে, তবে আব, আতস, খাক ও বাদ—এই চারটি উপাদানের সমাহারে নর-নারীর মিলিত সত্তায় চার-চার করিয়া আটটি উপাদান পাই। এই আটটির সহিত আল্লার নিকট হইতে পাওয়া দশটি গুণ বা সত্তা মিলিয়া আঠারো হয়। এই 'দশ' হইল ইন্দ্রিয়,—পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় (তুলনীয় "দশ ইন্দ্রিয় ছয়জন মাঝি"—সং ২১৯)। এ প্রসঙ্গে নীচের স্তবকটি পঠিতব্য :

পরুষ-রমণীর খেলায় দুইয়ের আটখানি
তাতে বন্ধে দশ মিশাইয়া
ঘর কইল রশনি ॥—সং ২৩২

ডাক্তার শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় তাঁহার "বাঙলার বাউল ও বাউল গান" (১৩৬৪) নামক গ্রন্থে 'আঠারো'-র ব্যাখ্যা অন্য প্রকার করিয়াছেন : "সপ্তস্বর্গ, সপ্তপাতাল এবং নাছুত, মালকুত (মলকুত), জবরুত ও লাহুত—এই চারি মোকামকে ধরিয়া বোধ হয় মুসলমান বাউলরা আঠারো মোকাম বলিয়াছে।"—দ্বিতীয়খণ্ড, পৃঃ ৪৭৬। 'বারো' সংখ্যাটির তাৎপর্য বোঝা যাইতেছে না। ইহার সহিত বারো মাসের বারোটি 'অমাবস্যা' এবং সেই অমাবস্যায় করণীয় কাজের যোগ থাকিতে পারে। অথবা, ইহার আর একটি ব্যাখ্যা এই হইতে পারে : একটি গানে পাইতেছি "চাইরি পাতা কালা-ধলা—বারো ডাল তার দেখতে ভালা"—সং ২৮৭। এই চারি পাতা নিশ্চয়ই চারি ইমামের প্রতিরূপ সাদা-কালো-লাল-জরদ চারটা বর্ণ। হিন্দুতন্ত্রে দেহের মধ্যে ছয়টা চক্রকে কল্পনা করা হইয়াছে, চক্রগুলি পদ্ম-রূপ। শ্রীহট্টের বাউলেরা কেবল পরমতত্ত্বের স্থানেই একটা ফুলের কল্পনা করিয়াছেন।

যখন পেকে ঘরে এলো
ফস্ করি' প্রাণ জুড়ি' প'ল ;
খেল্‌তে এলাম ভবে খেলায়—
দাঁত পড়েছে কর্ম্মদশায়।
কার সাথে মন করবি ওসা[১] ,
আজগুবি তার কাছে বলো ॥

। ২১০ ।

মায়া-নদী কার জোরে তরি'[২]
বা' দয়াল নবীজী ॥

মাই-বাপে[৩] বাতাইয়া দিলা
উস্তাদ[৪] প্রাণের ধন।
উস্তাদে বাতাইয়া দিলা—
মুরশিদ প্রাণের ধন ॥

এই পুষ্প-বৃক্ষের বারোটি ডাল রহিয়াছে। "একটী ফুলের তিনটী রসে আদম শহর"—সং ২০৪। এই 'ফুল' যদি 'আল্লা' হয় তাহা হইলে 'চারি' ইমামের 'তিনটী রসে' বারো হয়। মনে হয়, বারো বলিতে চারি ইমামের মিলিত সত্তাকে বোঝানো হইয়াছে। আবার, শিয়াগণের মতে—বারোজন 'ইমাম'-ও হইতে পারেন। জাতকের জন্তে ইসলাম শাস্ত্রে বারোটি বুরুজ (অর্থাৎ রাশি-র)-এর কল্পনা করা হইয়াছে। যথা, ১ হামল্ বুরুজ—মেষ রাশি, বৈশাখমাস ২ সুর্ বুরুজ—বৃষ রাশি, জ্যৈষ্ঠমাস ৩ জোষ্যা বুরুজ—মিথুন রাশি, আষাঢ় মাস ৪ সারতান্ বুরুজ—কর্কট রাশি, শ্রাবণমাস ৫ আসাদ্ বুরুজ—সিংহ রাশি, ভাদ্রমাস ৬ সাম্বল বুরুজ—কন্তারাশি, আশ্বিনমাস ৭ মিজান বুরুজ—তুলা রাশি, কার্ত্তিক মাস ৮ আকবর বুরুজ—বৃশ্চিকরাশি, অগ্রহায়ণ মাস ৯ কত্তস্ বুরুজ—ধনু রাশি, পৌষ-মাস ১০ জাদ্দি বুরুজ—মকর রাশি, মাঘ মাস ১১ দেলুব বুরুজ—কুম্ভরাশি, ফাল্গুন মাস ১২ হুত্ বুরুজ—মীন রাশি, চৈত্র মাস। এই বারো বুরুজের কথাও বর্ত্তমান সঙ্কলনের একটী গানে উল্লিখিত হইয়াছে।

১ লোসা ২ পার হই ৩ মা-বাপে ৪ শিক্ষক

মায়ের চারি, বাপের চারি,
আল্লার দেওয়া দশ।
আঠারো মুকামের[1] মাঝে
ফিরে মায়া-রস॥

হাছন হইলা মক্কার খদিম[2] —
হুছন বড়ো পীর।
জহুদের[3] লাগিয়া তাইন[4]
আগে দিলা ছির[5]॥

। ২১১ ।

ও দুখ রহিল অন্তরে—
ফিরিতি[6] বাড়াইয়া বন্ধে[7] ছাড়িয়া গেল মোরে।

আর এস্কের[8] বেমারি যার
ঘোর থাকে তার দিলে[9]।
এগো, ফুকারিয়া কয়না ওযে
কয়না লোকের ডরে॥

আর প্রেমের বেমারি যার
ধরিয়াছে মনে—
শরমভরম ত্যাজ্য করে
মাশুক[10] রাখে উরে[11]॥

দেহার মাঝে ছয়টি রিপু
থাকে আমার সঙ্গে।
ননদিনী কালসাপিনী—
ধর্ম নষ্ট করে॥

১ কোঠার ২ সেবক ৩ পাষণ্ডের ৪ তিনি ৫ শির ৬ পিরিতি ৭ বন্ধু ৮ প্রেমের ৯ মনে ১০ প্রেমাস্পদ ১১ বুকে

ছাবাল[১] আকবর আলীয়ে বলে—
যার লাগিয়ে ঝুরে[২] —
পাগল-মস্তান[৩] হইয়া
দেশে দেশে ফিরে ॥

। ২১২ ।

আমি দাসী, হইছি দোষী,
ধরিয়া নৌকা প্রেম-নদীতে—
অধীন জানি' তরাও নাথ, কৃপাগুণেতে ॥

আর হীরালাল-মাণিকের ভরা
তুলিয়া আমার নায়—
ভাসাইয়া দিলায় রে বন্ধু, বিছ-দরিয়ায়[৪] ।
ওরে, বাদামে বাতাস ধরে না[৫]
হাইল মানে না ছুকানেতে[৬] ॥

আর মধ্যে মধ্যে চরা
নদীর নাহি চিনি ধার—
ডুব্‌লে ভরা, যাইব মারা—বেসাত আমার ।
ওরে, কলঙ্কিনী নামটি আমার
রইব রে তোর এ জগতে ॥

আর দাঁড়ী-মাঝি-লোক-জন
চলিয়া যাইবা ঘরে—
চাইর তক্তার নাওখান আমার পড়ব বালুচরে ।
ওরে, পেরাগ-পাতাম-বাকা-গুছা[৭]
ঝরিয়া যাইব সেখানেতে ॥

---

১ শিশু। আধ্যাত্মিক জগতে পদকর্তা নিতান্ত বালক—ইহা ব্যক্ত করা হইয়াছে ২ কাঁদে
৩ উন্মাদ ৪ মাঝ সমুদ্রে ৫ পালে বাতাস লাগে না ৬ হালের কাঁটায় হাল মানে না
৭ নৌকার ভিন্ন-ভিন্ন অংশের নাম ; আব, অভাস, থাক ও বাদ

আর খাক[১] যাইব খাকে মিশি'
আব[২] যাইব তার সনে—
আতস[৩] যাইব বাজের[৪] সঙ্গে উড়িয়া গগনে।
হায়রে, আমাব যে চালান-চৌধা
রইব রে মা'জনের[৫] হাতে ॥

পাগল আরকুমে বলে,
দেশে গেলে ফিরিয়া আইমু না—
আমি আইলাম, আমি রইলাম, আমি চিনলাম না।
হায়রে, আমি যদি চিনতাম আমি
মিশিয়া যাইতাম জাতের সাথে ॥

। ২১৩ ।

প্রেম-নদীতে ঢেউ ছুটিল,—
রে পাষাণ মন, 'হরি' বলো ॥

মহাজনের রত্ন-ভরা ঘাটে
নৌকা বান্ধা ছিল।
নদীর পার ভাঙিল, ঢেউ ছুটিল,—
মিছরি-দানা ভাসিয়া গেল ॥

একই ঘরে নয় দরজা
উন্দুরে[৬] আসি' পরবাস কইল।
হায়রে, কোন্ দেশের বিলাই আসি'—
মায়ার উন্দুরা ধরিয়া খাইল ॥

---

১ মাটি ২ মেঘ ৩ আগুন ৪ বাতাসের ৫ মহাজনের ৬ ইঁদুরে। পরমতত্ত্ব এখানে ইঁদুর এবং ষড়রিপু বিড়াল

বাড়ীর পিছে চাইর কিয়ার জমিন[১]
বন্ধে আসি' খরিদ কইল।
জমিন আবাদ হইল, পতিত রইল—
ছয় বলদে চরিয়া খাইল ॥

। ২১৪ ।

ছাড়িয়া দে তোর ভবের আশা
তিন ঠাকুরের মেল[২]।
এগো, গাউনি দিতে-দিতে
ভবের বাজার ভাঙ্গি' গেল রে ॥

আর মন-পবন কাঠের নৌকা
বারো লগির বান্ধ।
এগো, তাতে ছাপি' রইছইন[৩] —
আমার ঠাকুর কালাচান্দ ॥

আর আগ-পাতালে নাওখিনি[৪]
মহুরায় ছওয়ারী।
এগো, ডাইনা-বাঁউয়া[৫] ছয়জন মাঝি—
বলরাম গুণারী[৬] রে ॥

আর মাঝ-গাঙে না বাইয়ো নৌকা
রাখিয়ো কিনারায়।
এগো, আফালে[৭] ডুবাইব সাউদের[৮] —
মাণিকের ভরা রে ॥

---

১ শ্রীহট্ট জেলায় সওয়া এক বিঘা পরিমাণ জমিকে এক 'কেদার' বলে। 'কিয়ার' 'কেদার' হইতে আসিয়াছে। আব, আতস, খাক ও বাদ দিয়া প্রস্তুত এই মানব জমিনে ষড় রিপু-রূপী ছয়টি বলদ চরিতেছে ২ মিলন ৩ লুকাইয়া রহিয়াছেন ৪ নাওখানি ৫ ডাহিনে-বামে। বাউলের সাধনার সঙ্গে এই অংশ খাপ খাইতেছে না। ছয়টি রিপু তো সাধনার পথে বাধাস্বরূপ। যাহারা বাধাস্বরূপ, সাধনার নৌকা বাহিবার জন্ত তাহারাই মাঝি হয় কিরূপে? আর, ডানে-বামে তো ইড়া-পিঙ্গলার থাকার কথা, ষড় রিপুর নয়
৬ যে গুণ টানে ৭ ঝড়ে ৮ সাধুর

আর একি অপরূপ কথা
দাঁড়ী-মাঝির হাল।
এগো, কেও শুনে না কেঁওরের কথা—
সদায় কেরেন্তাল[১] ॥

আর অধীন ইরপান বলে,
আর কতো দিন বাকী ;
এগো, নবীজীর শফাতের[২] আশা
দিলে[৩] জানি' রাখি রে ॥

। ২১৫ ।

আমার উপায় বলো এগো সই,
প্রেম ক'রে প্রাণ গেল।
এগো, আমি ভাবি রাত্রদিনে—
সে বা' কোথায় রইল ॥

আর দেহা[৪] হইতে রসরাজ
সিং[৫] কেটে প্রাণ নিল।
এগো, জনমভরা পায়ে ধরা—
তবু সঙ্গে নাই সে নিল ॥

আর আমার মতো কতো সখি,
তারা বন্ধের দাসী হইল।
এগো, সুখের নৌকায় তুলিয়া বন্ধে—
সাগরে ভাসাইল ॥

১ সর্বদাই ঝগড়া ২ সুপারিশের ৩ অন্তরে ৪ দেহ ৫ সিঁদ

আর জীওন হইতে মরণ ভালো
মরণ মঙ্গল।
জনম ভরি' রাধার কলঙ্ক নাম
জগতে রহিল ॥

আর ভাইবে রমণচান্দে বলে—
প্রেম করা কি ভালো।
এগো, জনমের মতো বন্ধে
ছাড়িয়া আমায় গেল ॥

। ২১৬ ।

কি সন্ধানে যাই সেখানে রে—
প্রাণের বন্ধু যেখানে, হায় রে ॥

হাঁটিয়া যাইতে তিপুর্ণিয়াতে
পাড়ি ধরলাম বিপিনেতে।
কতো লাখের ভরা খাইছে মারা[1]
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে রে ॥

চমক-লোহা[2] দেখলে পরে
লাল-লোহা তার বান্দা মানে[3]।
হায় রে, খসিয়া পড়ে লাল-লোহা
ঘৃত জলে আগুইনিতে রে ॥

আর সেই নদীতে বড়ো জোর
তুফান চলে রইতে-দিনে রে।
হায় রে, কাগজের জা'জ[4] দিয়া
যাইবায় তোমরা কি সন্ধানে রে ॥

১ মারা পড়িয়াছে ২ চুম্বক ৩ দাসত্ব স্বীকার করে ৪ জাহাজ

নিয়াজ নদীর[১] সাগরেতে
বাইয়ো নৌকা সাবধানেতে।
কতো ধনীর ভরা খাইছে মারা
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে রে॥

ডাইনে-বাঁউয়ে[২] দুক্‌ছা[৩] নালা
যাইয়ো না মন কখনেতে।
ও তার মধ্যের নালায় বেপার-তিজার[৪]
জানইন[৫] সাধু আলিমগণে[৬] রে॥

আর আদ্ধ ছড়ার[৭] মধ্যে
বান্ধ আল্লা দিছে যেই জনে—
ও নদী বাইছে যারা, পাইছে তারা
তারা নদীর দার[৮] চিনে রে॥

।২১৭।

ও তোরে করি গো মানা—
শ্যামরূপ নিরখি গো, জলে ঢেউ দিয়ো না॥

আর জলের ঘাটে শ্যামরূপ—
নিরখিয়া চাইয়ো গো সই,
নিরখিয়া চাইয়ো।
যদি রূপ ধরিতে চাও গো পরান-সজনি,
ও তোর সাধু-ভাই বেপারী॥

১ অথই নদীর ২ ডাহিন-বামে ৩ দুইটি ৪ ব্যবসাবাণিজ্য ৫ জানেন ৬ জ্ঞানীরা
৭ ছোটো খালের ৮ ধার

আর এক নায়ে তিনজন,
দুই জন গুণারী[১] —
গো নায়ের একজন কাণ্ডারী।
মস্তুলেতে[২] গুণ চড়াইয়া গো পরান-সজনি,
ও তোর সাধু-ভাই বেপারী॥

আয় সদাই শা' ফকিরে কয় -
মন আউলা-ঝাউলা[৩]।
আমি আরাইছি[৪] রান্ধনের জুইত[৫] গো সজনি,
আমার ভাত ফুটি' চাউলা[৬]॥

। ২১৮।

॥ ঝুমুর ॥

মনরে, চল্‌ছে হরিনামের গাড়ী—
যাবো বৃন্দাবন।
ওরে, শিক্ষা-দীক্ষা-মহাবলী
তিনটি তত্ত্বের ষ্টেশন[৭]॥

---

১ যাহারা নৌকার গুণ টানে। 'তিনজন 'বুঝাইতে এখানে আল্লা, মোহাম্মদ ও মানুষও বুঝাইতে পারে। নিম্নের স্তবকটি এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য :

আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে।
আল্লা, মোহাম্মদ, আদম, তিন জনা এক নূরেতে নূরেতে॥
—হারামণি (বৈশাখ ১৩৩৭), পৃ: ১৪

২ মাস্তুলেতে ৩ বিশৃঙ্খল ৪ হারাইয়াছি ৫ রন্ধন-কৌশল ৬ ভাত না ফুটিয়া চাউল রহিয়া গেল

৭ শিক্ষা, দীক্ষা ও মহাবলীকে তিনটি তত্ত্বের রূপ বলা হইয়াছে। এই তথ্য অন্যত্র মিলে নাই। প্রসঙ্গতঃ ইসলাম ধর্মের আধ্যাত্মিক জগতের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করিতে পারা যায়। প্রথমতঃ 'ফানা ফি শেখ'; এই স্তরে আপন পীরের সহিত লয় প্রাপ্তি। দ্বিতীয়তঃ 'ফানা ফির রসুল'; এই স্তরে রসুলাল্লার ধ্যান করিতে হয়। তৃতীয়তঃ 'ফানাফিল্লা'; এই স্তরে আল্লার সহিত মিশিয়া যাওয়া

আর গাড়ীতে চৌরাশী কোঠা[১]
বোল্লো কোঠায় মাল কোঠা ;
প্রেম-রসের জিনিস মিঠা—
বেচা-কিনা করে সাধু জন ॥

গাড়ী পলকে গোলোকে চলে—
'হরি' বল বল রে, ও মন,
পলকে গোলোকে চলে :
কলের কোঠায় রূপ-সনাতন ॥

। ২১৯ ।

॥ লোভা ॥

অকূল ভব-সাগর-পারে—
পার হবে কে আয় রে আয়,
আয় রে আয় ॥

অন্ধ-আতুর-অনাথ-নিরাশ্রয়
আছো কে কোথায় :
ভব-তারণ বিনে পার নাই হইবে—
সময় কাটালে অবহেলায় ॥

দশ ইন্দ্রিয়, ছয় জন মাঝি—
তারা কর্মসূত্রে গুণ চালায় ।
উচ্চ আশায় পাল তুলে দিয়েছি—
হরি-কৃপায় পবন বেগে ধায় ॥

---

১ চৌরাশী-র তাৎপর্য বোঝা গেল না। মনে হয়, ইহা দেহস্থিত শিরা বা নাড়ীর সংখ্যাকে নির্দেশ করিতেছে

। ২২০ ।

হুরে[১] কোহু[২] নাম জপে রে শ্যাম-বন্ধের বাঁশীয়ে-
তোমরা জানো নি রে প্রাণ-সজনি ॥

আর যেই নাম বাঁশীয়ে জপে
সেই নামের ভেদ[৩] পাইলে গো—
নাইকো তার লাজ-ভয়
হইবে রাধা কলঙ্কিনী, প্রাণ-সজনি ॥

আর দমে নাম মিল করি', আল্লা,
বাঁশী উপর ধিয়ান করি' গো—
দেখ্ চাইয়া তোর দেহার মাঝে
বিরাজ করে লীলমণি[৪], প্রাণ-সজনি ॥

আর যেই নাম বাঁশীয়ে জপে
সেই নামের ভেদ পাইলে
মারা যাইবায় দুই কুলে গো—
বাঁশীর মাঝে যন্থুর বাঁশী
কইল মোরে উদাসিনী, প্রাণ-সজনি।

আর রহিমুদ্দীন ফকিরে বলে, আল্লা,
প্রাণ থাকিতে প্রাণ না নিলে গো—
জী'তে[৫] না পূরিলে আশা
মইলে[৬] তারে আর পাবেনি, প্রাণ-সজনি।

১ হায়রে, ওরে ২ কোন্ ৩ মর্ম ৪ নীলমণি ৫ জীবিত কালে ৬ মরিলে

। ২২১ ।

॥ সাধন-কথা ॥

ও আমি পাইলাম না গো
আমার বন্ধুরে মানাইতে[১] ।
তোমরা নি যারায়[২] গো সখি,
কদমতলায় ফুল পাড়িতে ॥

আর দারুণ চাম্পানাগেশ্বর ফুল
ফুটে গো ডালে-ডালে ;
বা' আল্লা, ফুটে গো ডালে-ডালে ।
ওরে, রাইত অইলে[৩] হায়রে ফুল—
লুকায় পাতে-পাতে ॥

আর দারুণ বলওয়া ফুল[৪]
ফুটে গো নিশা কালে ;
বা' আল্লা ফুটে গো নিশা কালে ।
আর তার লাগি' কতেক রইছইন[৫] ফুল-
গাছের তলে ॥

আর সৈয়দ আকিলে কইন[৬] —
ফুলের তলে বইয়া ;
বা' আল্লা ফুলের তলে বইয়া[৭] ।
সারা নিশি প'র গো দিলাম
ফুলের লাগিয়া ॥

---

১ রাজী করিতে ২ তোমরা কি যাইতেছ ৩ রাত্রি হইলে ৪ ফুল বিশেষ ৪ রহিয়াছেন
৬ কহেন ৭ বসিয়া

। ২২২ ।

ও মনরে, তুমি দমের বাঁশী বাইয়ো[১] ।
হইতায় যমুনা পার—
হরদমে[২] আল্লাজীর নাম লইয়ো ॥

ও মনরে, উপরে গাছের জড়[৩]
জমিনে ডাল-পাল ।
দম হইতে আদম পয়দা[৪] —
ফুল ফুটিয়াছে জড় ॥

ও মনরে, দমে আয়[৫] , পলকে যায়—
দমের নাই থিতি[৬] ।
দম হইতে আদম পয়দা
কি লয়ে বসতি ॥

ও মনরে, তিল পরিমাণ জা'গাখিনি
আঠারো ছইজ্জা[৭] পড়ে ।
আল্লার দুস্ত[৮] মোহাম্মদ-নবীয়ে
কোন্ জা'গায় ছইজ্জা করে ॥

শাহা নূর ছৈয়দে বলে—
বাঁশীর নাম বড়ো ।
এই দম ডুবিয়া গেলে
সকাল নিয়া গাড়ো ॥

১ বাজাইয়ো ২ প্রতিনিঃশ্বাসে ৩ শিকড় ৪ মনুষ্য সৃষ্টি ৫ আসে ৬ স্থিতি, স্থিরতা
৭ সজিদা, সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত ৮ বন্ধু

। ২২৩ ।

তুমি আল্লার নামে বাইর হইয়া যাও—
পাষাণ রে হায়,
ও তুমি আল্লার নামে বাইর হইয়া যাও ॥

আর ছাড়ো আশা, ছাড়ো বাসা,
ছাড়ো অঙ্গের আশ।
এগো, কুলপতির কোল ছাড়ি'
লও জঙ্গল বাস ॥

আর তিন অক্ষরে[১] মিল করিয়া
দমের বাঁশী বাইয়ো।
উর্দ্ধমুখে দম খেঁচিয়া[২]
বন্ধুয়ার দিকে চাইয়ো ॥

আর ভবেরি যন্ত্রণা আমার
না আসিল কাম।
অঙ্গে করি' দান করো
মাবুদ[৩] আল্লার নাম ॥

আর আলিফেতে[৪] ভর করিয়া
লামে নৈরাকার।
তবে দেখা অইত[৫] ওরে
শ্রীপুরের ছৈলাব ॥

আর প্রাণ-বন্ধে বিরাজ করইন[৬]
নীল সায়রের মাঝে।
ছৈয়দ হাছনে কইন[৭] —
জনম গওয়াইলাম[৮] বিফলে ॥

---

১ স্বর, ব্যঞ্জন ও যুক্ত। অথবা, আলিফ, লাম ও মিম। আত্মতত্ব, পরতত্ব, গুরুতত্ব। আল্লা, মোহাম্মদ, আদম ২ করিয়া ৩ প্রভু, উপাস্য ৪ আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ ৫ হইত ৬ করেন ৭ কহেন ৮ কাটাইলাম

। ২২৪ ।

যে জন আলিফ্[১] ধইরাছে—
আলিফের কাছে মিম্[২] বান্ধা রইয়াছে ॥

আর ছোটো কালের পিরিত রে ভাই—
মিঠা যেমন পানি।
আঢ় মাস[৩] গইয়া গেলে
কিসের এবাদতি[৪] ॥

আর আলিফেতে আল্লা জানো
লামে[২] লা-শারিক[৫]।
আলিফের নূর[৬] দিয়া মোহাম্মদ ঠিক ॥

আর উলাই-নালাই দুই নদী[৭]
শ'রের[৮] ভিতর।
কোন্ নালায় কোন্ জল করিছে বসতি ॥

আর বিচার করি' কয় ছাবালে—
কেন আইলাম ভবে :
না লইলাম আল্লাজীর নাম ওই তনের গুমানে[৯] ॥

। ২২৫ ।

বন্ধুয়ারে, যার লাগি' হইয়াছি পাগল
না পাইলাম তারে।
ও কি বন্ধুয়া রে ॥

---

১ আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ ২ আরবী বর্ণমালার অপর দুই হরফ ৩ (?) ৪ ধর্ম-কর্ম ৫ যাহার কোনো অংশীদার নাই, অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ ঈশ্বর ৬ জ্যোতি ৭ ইড়া-পিঙ্গলা (?) ৮ শহরের, শরীরের ৯ তনুর গৌরবে

বন্ধুয়া রে, লাম-আলিফ[১] চালাইয়ো আগে,
হে হরম[২] পাতালে লাগে—
আকাশে টানিয়া তুল গুণ।
নাভি হইতে তুলিয়া, লতিফায় জরফ[৩] দিয়া
গুর্দায়[৪] লাগাইয়া দিয়ো তালি ॥

বন্ধুয়া রে, ডাইনে ছাট, বামে ছাট,
মধ্যে তিপুর্ণিয়ার ঘাট[৫]—
ডুব দিলে মিলে এক মুতি[৬]।
সেই মুতি বিকাও রে, রসের বাজারে রে
হইবায় তুমি ধনী মালদার ॥

বন্ধুয়া রে, নফি[৭] দরিয়ায় ডুব দিয়া,
লাহুল দরিয়ায় খেলা করিয়া—
ধিয়ান পুরে লাগাইয়ো নাও।
দিলালপুরে গেলাম রে, তাজ্জুব[৮] দেখিলাম রে
দৌড়ে ঘোড়া, নাহি তার পাও ॥

বন্ধুয়া রে, আর এক তাজ্জুব দেখি ঘাটের কুলে-
দুই সখী বিন্-কলসীয়ে
ভরে গঙ্গার জল।
বিন্-আকাশের চান্দরে নয়নে না দেখি রে
অন্ধকারে করে ঝলমল ॥

---

১ কলেমার প্রথম দুইটি বর্ণ ২ কাবা ৩ সুফীরা দেহের মধ্যে ছয়টি 'লতিফা' (অর্থাৎ আলোক-কেন্দ্র)-র কল্পনা করিয়াছেন। এই ছয়টি 'লতিফা' হইল: কলব, রুহ্, ছের, খফি, আখফা ও নফস। সুফীদের ছয় 'লতিফা' অপরিহার্য ভাবে হিন্দুতন্ত্রের 'ষট্চক্র' এবং বৌদ্ধতন্ত্রের চারটি 'কায়'-এর কথা মনে করাইয়া দেয়। 'জরফ' কথাটির অর্থ 'পাত্র', যাহা ধারণ করিয়া রাখে ৪ Kidney-তে ৫ ত্রিবেণীর ঘাট ৬ মোতি ৭ Negation; অস্বীকার করিবার পর নির্ভীক ভাবে স্বীকৃতি-পথে যাওয়া ৮ তাজ্জব, আশ্চর্য জনক

বন্ধুয়ারে, ডাইনে ফুল, বামে ফুল,
আকাশে-পাতালে মূল—
মাঝের ফুলে ধরিয়াছে কলি[১]।
মুরশিদ ভজিয়া রে, সেই ফুল চিনিয়ো রে
হইবায় তুমি[২] লাখের সদাগর ॥

বন্ধুয়া রে, সোনাপুর কদম্বতলে
বিনা তেলে বাত্তি জলে—
লাল ফুলে ধরিয়াছে কাজল[৩]।
সোনাপুর থাকিয়া রে, ফরমুজ ভাগিল রে
লাভে-মূলে হারাইলু সকল ॥

। ২২৬ ।

আল্লা, কি করিব[৪] বাপ-মায়।
কুলমান সপিলাম[৫] রে মুরশিদের পায় ॥

১ কলি, কুঁড়ি ২ তুমি হইবে ৩ ফুলের কল্পনা অন্যত্রও লক্ষিত হয়। যেমন, "লাল নীল সিয়া সফেদ চারফুল দুনিয়ার মাঝারে"—অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' (প্রথম খণ্ড) পৃঃ ৫০। আরও—

লাল ফুলে হয় জগত মা-থাকী, জরদ ফুলে হয় মহম্মদ রসূল—বলিব কত কি !
ছিয়া ফুলে আদম ছবি, ছফেদ ফুলে হয় সাঁইজী,
চারি ফুলে হয় দুনিয়ার দুর্লভ, আমি কানা দেখতে পাইনা।
—হারামণি (১৯৪২), সং ৬২, পৃঃ ৪০

কিংবা,

ফুটেছে ফুল শ্বেত-পদ্ম প্রেম-সরোবরে,
ফুল ফুটেছে আপন জোরে—শ্বেত পদ্ম যারে বলে।
নীল-পদ্ম নীহারে রেখে, লাল পদ্ম মনোহরে,
কোন ফুলে হয় আল্লার আলী, কোন ফুলে ফতেমা বিবি,
কোন্ ফুলেতে বিবি হাসু, চক্ষু দান দিয়েছে !
—ঐ, সং ৬৫, পৃঃ ৪১

৪ করিবে ৫ সঁপিলাম

আল্লা, প্রথমকু[১] মুরশিদের জিকির[২] দিলা,—
জিকির লতিফায়[৩]।
এগো, এক মোকামে[৪] ছয় নিশানি—
'আল্লা হু' নাম শুনা যায় ॥

আল্লা, মুরশিদের আইজ্ঞা[৫] জানো
ছিনাবছিনায়[৬]।
এগো, তিপুণ্যিতে ধিয়ান কইলে[৭]
'আল্লা হু' নাম শুনা যায় ॥

আল্লা, নয় দরজা বন্ধ করিয়া
হরদমে[৮] বসায়।
এগো, আল্লা নবীর নুর মবারক[৯]
চাইরজন দেখি এক জা'গায়[১০] ॥

। ২২৭ ।

তোরা হও যদি কেও ধনী—
প্রেম-সুতে বান্ধিয়া রাখো রসের কামিনী ॥

আতসী[১১] রমণী ফুল
পুরুষ ভমর ননী[১২] ;
ফুল পাইলে ভ্রমর গলে ঘৃতের নিশানি[১৩]

১ প্রথমতঃ ২ জপ ৩ দেহস্থিত চক্রে ৪ গৃহে, এখানে লতিফার বাসস্থানে ৫ আজ্ঞা ৬ বক্ষে, হৃদয়ে-হৃদয়ে ৭ ধ্যান করিলে ৮ প্রতি নিশ্বাসে ৯ পবিত্র জ্যোতি ১০ চারজন ইমাম। দ্রঃ ২০৪-সংখ্যক গানের পাদটীকা। হজরত আবুবকর (রাঃ), হজরত আলী (কেঃ), হজরত ওসমান (রাঃ), হজরত ওমর (রাঃ) ১১ অগ্নিময় ১২ ননী ১৩ নিশান, দৃষ্টান্ত, ঘিয়ের মতো

আর মাইয়া-নদীর কূলে বসি'
স্নান করিলে গুণী ;
কলসীর মুখে চাপ্‌নি দি'[১]
সন্ধানে তুল' পানি ॥

চন্দ্র-ভেদ পাসরিয়া
কতো হইলা ধনী ।
ফিরিস্তাগণে[২] মানে চন্দ্র
চিনিবে রোহিণী ॥

তিরির সঙ্গ করো ভঙ্গ
থাকিতে জওয়ানি[৩] ।
ভিন্ন তিরির সঙ্গ নিল যে
তারে বলে জ্ঞানী ॥

শাহা কাছিম আলীয়ে কইন—
ওই জলে মূল আমদানী ।
জল উত্তম সৃষ্টি পত্তন
চালায় মহাজনী ॥

। ২২৮ ।

হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো,
মাইয়ার দেশে গো ;
হইলাম কলঙ্কের উদাসিনী গো ॥

---

১ ঢাকনি দিয়া ২ দেবদূতগণ ৩ যৌবন

আর পুরুষের ধন লইয়া
মাইয়ায় বেপার করে।
মিছামিছি পুরুষ লোকে
বেগার খাটি' মরে গো ॥

আর পুষ্কণ্ডিতে[১] নাইরে জল
কি করব তার সোতে[২]।
যে মাইয়ার পুরুষ নাই
কি করব তার রূপে গো ॥

আর আশমানেতে উঠে চান্দ
সঙ্গে লইয়া তেরা[৩]।
এক চান্দ-পুরুষ বিহনে
দুনিয়া আন্ধেরা গো ॥

আর উড়িয়া যায় রে সুয়া পক্ষী
গাইয়া যায় রে গান।
সেই গান রুচিয়া দিছইন[৪] —
হাছন রাজা বইয়া[৫] গো ॥

। ২২৯ ।

পুরুষ-নারী সমান করি'
কায়ানিতে তুলুনি[৬] ;
সজনি, প্রেমের ভাণ্ডার কারে দিল বরগনি[৭] ॥

---

১ পুকুরে ২ স্রোতে ৩ তারা ৪ রচিয়া দিয়াছেন ৫ বসিয়া ৬ নিক্তিতে তুলনায় ৭ স্রষ্টা

নারী যদি না হইত পিরিতের ভাণ্ডার—
পুরুষ না হইত বেগার[১], হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
বিনা পয়সায় তুলিয়া মাথায় দিছে বোঝা রমণী ॥

নারীর যৌবনের ঢেউ দেখিয়া
পুরুষ হয় মাতোয়ালা বেহুঁশ, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
জিন্দেগী[২] সাঁতারি' ফিরে, কিনারা না পায় ধনী ॥

নারী হইছে ডিগ্রা রছি[৩] —
পুরুষ ছাগল লাগ্ছে বাজীগরী[৪] কল, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
যে লাগাইছে প্রেমলীলা, তার ভেদ কেও চেন নি[৫] ॥

পাগল আরকুমে কয়—
পুরুষ হইছে যারা, তারা নারীর প্রেমের মরা, হায় হায় ;
সই সই, হায়রে,
মাশুকের সঙ্গে খেলে' সুখে যায় তার রজনী ॥

। ২৩০ ।

নারীর দেহায় কি ধন-রতন যদি চিনলায়[৬] না—
বা' খালি দেখিয়া দেওয়ানা[৭] ;
পানি-লাগামেতে ঘোড়ায় বাগ মানে না ॥

১ বিনা পয়সায় মজুর ২ জীবন ৩ যে রশি দিয়া পশ্বাদি বাঁধিয়া রাখা হয় ৪ বাজীকরী, ঐন্দ্রজালিক ৫ চেন নাকি ৬ চিনিলে ৭ পাগল

আর সোনারী[১] না জানে চাইল[২]
বানাইতে জেওর[৩] ;
সুয়াগা[৪] ঢালিয়া দিল পিতলের উপর।
সোনা-পিতল-তামা তিন একই নমুনা—
কোন্ চিজের কোন্ পুট—তাতো জানে না॥

আর হঙ্গ[৫] আর ফেরুজা[৫]-মুতি[৬]
জওয়াহির অকিক[৫] ;
জহুরী কিম্মত[৭] জানে পাথর মাফিক[৮]।
অবুলা[৯] না জানে তার মূল্যের ঠিকানা—
আনা-ফানা বেচিয়া খায়—খই-লাড়ু-চানা॥

আর পাগল আরকুমে কয়
মুরশিদের ঠাঁই—
পাগলা ঘোড়ার জিন-গাদি[১০] কি দিয়া লাগাই।
দয়া যদি করইন[১১] মুরশিদ জানিয়া কমিনা[১২]—
এস্কের[১৩] লাগাম বিনে ছওয়ার[১৪] মানে না॥

। ২৩১।

নারীর সাথে সাধনেতে মইলা[১৫] কতো জন—
যৌবন নয় রে আপন।
লাভের পন্থে মূল হারাইয়া হইল বিড়ম্বন॥

---

১ স্বর্ণকার ২ চাল, ধরণ ৩ অলঙ্কার ৪ সোহাগা ৫ মূল্যবান পাথর বিশেষ ৬ মোতি, মুক্তা ৭ মূল্য ৮ অনুযায়ী ৯ অবলা ১০ গদি ১১ করেন ১২ ক্ষুদ্র, হীন, তুচ্ছ ১৩ প্রেমের ১৪ সওয়ার ১৫ মরিল

মাখন জানি' ঘোল-পানি খাইলা কতো জনে—
হকিকী[১] হারিয়া দিল,[২] মজাজি কারণে[৩]।
বিনা আজরাইলে[৪] তার হইল মরণ :
না হইল জনজা[৫] -গোছল[৬] না হইল কাফন[৭] ॥

আর দুইটি নদীর একটি নালা, তাতে বহে জল—
সে নদী বান্ধিত[৮] পারে—যে হয় পাগল।
পাগল ছাড়া কইল যারা নদীর দরশন :
তন্ত্র-মন্ত্র, জ্ঞান-বুদ্ধি হারিল[৯] তখন ॥

আর পাগল আরকুমে বলে,
ঠেকছি কলে খাইয়া নদীর জল—
লাগ্ছে নিশা[১০] যায় না খসা, উল্টা বড়ির[১১] কল।
ছাড়তে গেলে ধরে কলে করি' অন্বেষণ :
পাতনি[১২] দেখি ফান্দা বাজী হইল মরণ ॥

। ২৩২ ।

তোরা দেখ্ ল'[১৩] সজনি, তোরা দেখ্ ল' সজনি—
কোন্ কলে বানাইছে বন্ধে
আজব ঘরখানি ॥

পুরুষ-রমণীর খেলায় দুইয়ের আট আনি।
তাতে বন্ধে দশ মিশাইয়া
ঘর কইল রুশ্নি[১৪] ॥

---

১ ঈশ্বর প্রেম ২ হারাইয়া ফেলিল ৩ ঐহিক প্রেমের কারণে ৪ যমে ৫ মৃত্যুর পর কবর দিবার সময়ে মৃতের পারলৌকিক মঙ্গলার্থ প্রার্থনা ৬ স্নান ৭ শব আচ্ছাদক বস্ত্র ৮ বাঁধিতে ৯ হারাইল ১০ নেশা ১১ বড়শীর ১২ পাতানো ১৩ লো ১৪ আলোকিত করিল

আর আওয়ের পত্তন ঘর[১] ফটিকের থুনি[২]।
ওই থুনিতে লট্‌কাইছে
আছমান-জমিন-পানি[৩] ॥

আর উলটকলে[৪] ঘর বানাইছে, আতসের ছানি[৫]।
ছেঁছিতে[৬] বৃষ্টির জল
টুল্লিয়ে নিগ্‌রাউনি[৭] ॥

ঘরের মাঝে শ্রীকুলার হাটের রব শুনি।
বিনা কড়িয়ে অমূল্য ধন
করে বেচাকিনি ॥

শাহা কাছিম আলীয়ে কয়,—মুরশিদ আমার গুণী।
ভবেতে আসিয়া আমি
হইছি কলঙ্কিনী ॥

। ২৩৩ ।

নফ্‌ছের উলটে[৮] নাও বাইয়ো রে মনুরা[৯]
তুমি নফ্‌ছের উলটে নাও বাইয়ো।
নাছুত[১০] জমরুত[১১] দাঁড় টানিয়া
মালকুতে[১২] হাইল[১৩] ধরিয়ো ॥

ফুলের মাঝে মজিয়া থাকিয়ো তুমি—
ফুল তুড়িয়া মধু খাইয়ো।
এগো, ঝাকে-ঝাকে[১৪] ভমরা অইয়া[১৫]
মধু লইয়া উড়িয়ো ॥

---

১ যে ঘরের ভিত্তি সাগরে ২ খুঁটি ৩ আকাশ-মাটি-জল ৪ উল্টাকলে ৫ আগুনের ছাউনি ৬ ছেঁচতলাতে ৭ দুই চালের সন্ধিস্থল (মটকা) হইতে জল চুয়াইয়া পড়ে ৮ নিশ্বাসের উল্টা দিকে, নফস্‌-এর উল্টা দিকে। দ্রঃ ২২৫-সংখ্যক গান ৯ মন ১০ সুফী সাধনার সর্বনিম্নস্তর, স্থূল রক্ত-মাংসের জীব ও জড় প্রকৃতির স্তর আলম-ই-নাছুত ১১ এইখানে আলম-ই-মলকুতের নামকরা উচিত ছিল ; জবরুত সাধনার দ্বিতীয় স্তর ১২ ইহা দেবদূতগণের স্তর, সূক্ষ্ম দেহধারীদের স্থান, এই স্তরে সাধকের মনে পবিত্রতা আসে ১৩ হাল ১৪ ঝাঁকে-ঝাঁকে ১৫ হইয়া

প্রেম-নদীতে সাতার[১] দিয়ো তুমি—
প্রেম করা শিখিয়া লইয়ো।
পলকেতে ঝাপ[২] দিয়ো না
গহীনে না ডুবিয়ো[৩] ॥

পাগল ইছাকে বলে, প্রেম করা শিখতে গেলে
দরিয়ার মাণিক কেমনে পাবো—
মুরশিদকে ভজিয়ো ॥

। ২৩৪ ।

আমি কই যে কথা, বুঝরে,
যা লাভ করো সকালে ;
হায়, ঘুরাঘুর্ ঘুর্ঘুরাঘুর্, ঘুর্তে আছে রঙ্গে রে।
হায়, তুলাতুল্ তুল্তুলাতুল্
উল্টা রঙ্গে নাচে রে ;
হায়, ঠগাঠগ্ ঠগ্মহাঠগ, তুড়ি মারি' ঠগে রে ॥

হুকুমের কাজে নিষেধ আছে
মুরশিদাবাদ যাইতে ;
ও আল্লা, কেমনে যাই দিল্ জামিন[৪] , চাই তোমারে।
ভালোমন্দ সকল তোমার আর জামিন চাই
আমলে[৫] ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ লইলে
গলায় ঢঙ-ঢঙ বাজে রে ;
বিনা পয়সায় বদের বস্তা খরিদ করলাম দোকানে।
পুরানা দুশমনে দেখি' খল্খলাইয়া হাসে রে ॥

---

১ সাঁতার ২ ঝাঁপ ৩ অর্থাৎ কিনারায় থাকিয়ো, মাঝগাঙে যাইয়ো না ৪ মনের প্রতিভূ ৫ কাজে

অধীন পাগলে বলে—কলের ইঞ্জিল চাপিলে
আঠারো মোকামের তার[১]
জাগিয়া উঠে এক দমে।
আমরা পাইনা আমল দোষে, তোমরা পাইবায়[২]
গোপনে ॥

। ২৩৫ ।

উঠলে উঠমু, শইলে শইমু[৩] —
কেওরের[৪] কোনো ধার ধারিনা ;
বউ গো, তুই উঠবে কিনা ॥

বান্ধাইল[৫] হুকায় তামাক ভরি'
বউরে করি যাচন[৬]।
খাইলে খাইমু, থইলে থুইমু—
কেওরের কোনো ধার ধারি না ॥

দুই প'র বেলা সিনান করি'
বউ গো, তুমি পাক করো না।
সিনান করি' আইছি আমি—
মন তো আমার লাগের না ॥

শীতালং ফকিরে কইন,
বউ গো, পাইছি বাবুয়ানা।
সমুখ দুয়ার বন্ধ করিয়া
পিছ-দুয়ারে[৭] বৈঠক খানা[৮] ॥

---

১ দ্রষ্টব্য ২০৯-সংখ্যক গানের পাদটীকা ২ পাইবে ৩ শুইলে শুইব ৪ কাহারো ৫ বাঁধানো
৬ বউকে সাধি ৭ পিছনের দুয়ারে ৮ বাউলদের উল্টা সাধনার কথা বলা হইতেছে

। ২৩৬ ।

স'জ[১] পিরিত হয় না গো সই মানুষেতে।
ও মানুষ হইতে পারে অনায়াসে গো—
কেবল দেয় না দেহা স্বভাবেতে॥

আর ধর্ম কতো আছে শত কলির কালেতে।
ও কতো কামের কামাল[২] বেহাল হইয়া[৩]
গো সজনি,
মানুষ মরতে আছে[৪] শতে শতে॥

আর মনের মানুষ দাঁড়াই'[৫] আছে গো রসের কোঠাতে—
ও তার মালের কোঠায় তালা দিয়া।
গো সজনি,
ও তার ছড়ানি[৬] মুরশিদের হাতে॥

আর মনের মানুষ দাঁড়াই' আছে গো রসের কোঠাতে।
ও তার উল্টা তালা, না যায় খোলা,
গো সজনি,
ও তার ছুড়ানি শ্রীগুরুর গো হাতে॥

আর মনের মানুষ পাই না আমি তিরজগতে[৭]।
ও ফকির রহিমুদ্দীনে বলইন—
গো সজনি,
ও তার দণ্ড হইয়াছে পিরিতে॥

---

১ সহজ ২ কাজের কাজী ৩ হিমসিম খাইয়া ৪ মরিতেছে ৫ দাঁড়াইয়া ৬ ছোড়ানি, চাবি ৭ ত্রিভুবনে

। ২৩৭ ।

সজনি, পিরিত কি ধন, চিনলায়[1] না—
পাতলা স্বভাব[2] গেল না ;
রূপ দেখিয়া নয়ন পাগল, গুণের পাগল ময়না।
এগো, হৃদয়ে পিঞ্জিরার পাখী
সয়াল[3] বেড়ায় দেখ না ॥

আর পিরিতি অমূল্য ধন, যত্নশূন্য থাকে না—
এগো, কালনদীতে সাঁতার দিলে
সাধনের বল থাকে না ॥

আর একটি নদীর তিনটি নালা[4]
বাইতে আমি পাইলাম না।
এগো, সেই নদীতে ডুব দিলে
তন্ত্র-মন্ত্র লাগে না ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
সাধন-ভজন হইল না।
এগো, পড়িয়া রইলাম ঘুমের ঘোরে
গুরু কি ধন চিনলাম না ॥

। ২৩৮ ।

কোন পন্থে যাইরে মুই
নিলয়[5] না পাই,—
রে মুই কোন্ পন্থে যাই ॥

---

১ চিনিলে   ২ লঘু স্বভাব   ৩ সকল সংসার   ৪ ইড়া, পিঙ্গলা ও সুষুম্না   ৫ ঠিকানা

ডাইনে দেখি গোয়াইন নদী
বাঁউয়ে[১] দেখি জলু[২]।
উঁচা না টিকরের[৩] মাঝে
ওউ[৪] গাউ[৪] নাকি হেমু[৪] ॥

নমাজ পড়ো, রোজা রাখো,
কোরান পড়ো শুনি।
তরিক[৫] মঞ্জিল[৬] ঠিক নাই তার
খাইয়া জৈন্তার পানি ॥

কেবা আজি[৭] কেবা মুল্লা[৮]
কারে কইতাম বুরা[৯]।
সকলের একই তরিক
তহবন[১০] ছাড়া ॥

ঘাটিয়ল মাঝি শিকদার
চিনন না যায় ;—
সকলের কান্ধে এক-এক জাম্‌লি[১১]
চিনন না যায় ॥

ভালা শহর জৈন্তাপুর
ঘরে ঘরে আড়া[১২] ;—
কহে ফকির বেলা শা'য়—
জঞ্জালে দিলাম পাড়া ॥

---

১ বামে ২ জলাভূমি ৩ টিলার ৪ গ্রাম বিশেষ ৫ পথ। সুফীসাধনার অনুগত পথ ৬ গন্তব্য স্থল ৭ হাজী ৮ মোল্লা ৯ খারাপ ১০ লুঙ্গি ১১ ঝুলি ১২ বিবাদ

। ২৩৯ ।

ও তিপুর্ণিয়ার ঘাটে রে—হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ;
তিপুর্ণিয়ার ঘাটে গেলে
পাও নি ভিজাও, চাইয়ো ।
রে হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ॥

এগো, উঠিতে পিছল মাটি
আছাড় নি খাও, চাইয়ো—
রে হুঁশিয়ার হইয়া যাইয়ো ॥

আর আমা কলা আনা চাউলে
নবদি সাজাইয়ো[১] ।
মনেরি আনল[২] দিয়া
দুই বাত্তি জ্বালাইয়ো[৩] ॥

আর মন-মানুষের কথা রে ভাই
মরমে পুজিয়ো ।
নিরলে[৪] বসিয়া নাম
চুপে-চাপে লইয়ো ॥

১ বিনা কলা, বিনা চাউলে নৈবেদ্য সাজাইয়ো ২ অনল ৩ বহুগানে 'বাত্তি' এবং 'দুই বাত্তি'র উল্লেখ পাওয়া যায়। অন্যত্র পাইতেছি "দুই জন গুণারী"—সং ২১৭। কিংবা "বসিছে দ্বিতীয়ার চান্দ"—সং ৩১০। ইহা প্রকৃতি-পুরুষের দুই সত্তাব মিলিত সত্তা। 'দ্বিতীয়ার চাঁদ' অবশ্য অমাবস্যা (রজো আবির্ভাবেব কাল) প্রতিপদের পব দ্বিতীয়াকে বোঝাইতে পারে। কিংবা, অপর এক দিকে দিয়াও ইহার ব্যাখ্যা করা যায়। এইখানে 'দুই' বলিতে প্রকৃতি-পুরুষ না বুঝাইয়া আল্লা ও রসুলকেই বুঝাইতেছে, মনে হয়। একটি গানে পাইতেছি :

হকিব কাছিমের বাণী
আল্লা-রছুল এক জানি—
এক না হইলে কেমনে দুনিয়া রয়।

এক-দুইয়ে মিলন করি ভবনদী যাবে তরি'—চাইয়া দেখ—তোর এই দেহাতে বইছে দুইয়ের খেলা ॥ —সং ২০৬

৪ নিরালায়

। ২৪০ ।

কলঙ্কিনী হইমু আমি মহাজনের ঘরে—
ভরা ডুবলে সায়রে।
বার দরিয়া ছাড়িয়া নৌকা
যায় না কিনারে॥

পালে নাহি ধরে আমার, দাঁড় নাহি চলে;
ছাড়িয়া লাগামের ঘাট[১]
ঠেকছি বিকলে।
আকাশে মেঘের ঘোর, প্রাণি কাঁপে ডরে—
বিষম যমুনার ঢেউয়ে আগা-পিছা মারে॥

নাইয়া যারা—গেছে তারা, উড়াইয়া বাদাম[২];
পাইলে কিনারা
নৌকা করিব লাগাম।
মহাজনের কৃপাগুণে ডাকিয়া লইল তারে—
লেখিল বেপারী নাম খাতার ভিতরে॥

পাগল আরকুমের নায়ের মরিল যাকন[৩];
পুঞ্জিপাতা[৪] বিনাশিয়া
হইল বিড়ম্বন।
দয়া যদি করে নিজে আপে[৫] পরওয়ারে[৬] —
নবীজীর ইজ্জতে[৭] কেবল হাসরের বিচারে[৮]॥

---

১ যে ঘাটে নৌকা বাঁধা থাকে ২ পাল ৩ নৌকার পাটাতন (?) ৪ পুঁজিপাটা ৫ আপনি, নিজে ৬ পালনকর্তা, খোদা ৭ নবীজীর খাতিরে ৮ শেষ দিনের বিচারে

॥ ভাটিয়াল ॥

। ২৪১ ।

॥ মনের প্রতি ॥

মনরে, ওয়রে[১] বলওয়া গাছের ফুল,[২]
পাইলে সে রাজা অয়—
পাওয়া গণ্ডগোল।
রে বলওয়া গাছের ফুল ॥

মনরে, একপাতা একফুল
তারে কয় সব ফুল—
গাছের নামটি রদ ইয়াছিন,[৩]
ফুলের নাম রছুল[৪] ॥

মনরে, কত কত রাজা-বাদশায়
রাজপাট ছাড়িয়া—
গাছের তলে বইয়া কান্দে
ফুলের লাগিয়া ॥

---

১ ওরে ২ এক প্রকার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। এই গাছে ফুল হয় না। কিন্তু, জনসাধারণের বিশ্বাস—এই গাছে খুব সুগন্ধ ফুল হয়। গভির রাত্রিতে পরীরা আসিয়া সে ফুল লইয়া যায় বলিয়া কেহ তাহা পায় না। প্রবাদ আছে, এই ফুল কেহ পাইলে সে অশেষ ধনের অধিকারী হয় ৩ কোরানের একটি সুরা (পরিচ্ছেদ) ৪ রসুল, আল্লার প্রতিনিধি

মনরে, অধম বাউলা[১] শা'য় কয়
কান্দিয়া বেয়াকুল।
চিনিলে নি[২] ধর্‌তে পারে
ফুল সহিতে মূল ॥

। ২৪২ ।

সামাল, ও সামাল তরী ল,'[৩]
ডুবিল রে মনা[৪] ভাই ;
মহাজনের জিনিস লইয়ে,
লাভ করিতে আইলাম ভবে—
পড়িয়াছি ঠগের হাতে, বিকি-কিনি নাই

ও আমি কি ধন লইয়া যামু দেশেরে,
কি দিয়া মহাজন বুঝাই—
ও মনা ভাই ॥

সে পারেতে[৫] যাওয়া হইল,—
কুম্ভীরেতে চাইয়া রইল ;
দাঁড়ী-মাঝি সবাই গেল,
আমার উপায় নাই ॥

ও আমি চাইয়া দেখি, সব বিদেশী রে ;
ও আমার দেশের একজনও নাই—
ও মনা ভাই ॥

১ 'পাগল' অর্থে ব্যবহৃত ২ চিনিলে তো ৩ সম্বোধন পদ বিশেষ ৪ মন ৫ অপর পারে

। ২৪৩ ।

আমার সঙ্গের সঙ্গীলা[১] কেও নাই রে,
পাগল মনা, ও মনা,—
সঙ্গের সঙ্গীলা কেও নাই ॥

মন হে, তুই চোখ মুজিলে মনা,
হায়রে মনা, তুনিয়া আন্ধিরা[২] ;
ওরে, কিমতে রহিতাম[৩] আমি
কয়বরের ভিত্তরে।
আইজ আমার সঙ্গের সঙ্গীলা নাই রে ॥

মন হে, তোমার লাগিয়া আমি
মন ঝুরি আমি দিবানিশি রে ;
ওরে, কি দিয়া রইতাম হায় রে,
অহু[৪] আমার বাসরে রে ॥

মন হে, গুরুর বাজারে আইয়া মনা,
হস্তে চাও নজর করিয়া ;
ওরে, সেই হিসাব কর্‌বা[৫] আল্লায়
হাসরের ময়দান[৬] রে ॥

মনা ভাই, শীতালং ফকিরে কইন,—
হায় রে, গাছের তলে দিলাম মন রে ;
ওউ যেন না পাইলাম
আমার ছায়ব আল্লারে[৭] ॥

১ সঙ্গী ২ অন্ধকার ৩ রহিব ৪ ওযে ৫ করিবে ৬ শেষ বিচার যে ময়দানে অনুষ্ঠিত হয় ৭ প্রভু আল্লাকে

। ২৪৪ ।

মনা[১] নি[২] রে ভাই,
চউখ মেলি'[৩] দেখ রে মনা,
দুইনা তোমার যাব[৪] রে।
আরে চল্ মনা রে ॥

মনা নি রে ভাই,
দুনিয়াই কে বা দিল মনা,
আশমান-জমিন পয়দা হইল—
ও মনা, আমার কোনদিন হইব[৫] মরণ রে ॥

মনা নি রে ভাই,
অল্পকালে করছ্‌লাম[৬] পিরিত
হায় রে, সুখে সু যাইবা দিন[৭] রে—
হায় রে, নিদয়া হইলা বন্ধু, আমার কারণে রে।

মনা নি রে ভাই,
আটে[৮] যাও, বাজারে যাও—
আঞ্খির পানি ঝরে, চাও রে,
হায়রে, কান্দি' মরি তোমার লাগিয়া রে ॥

মনা নি রে ভাই,
বাপ নাই, মাও নাই, নাই সোদের ভাই[৯]।
হায় রে, কলঙ্কী রইলাম মনা,
দুনিয়ার বাজারে রে ॥

---

১ মন   ২ অব্যয় পদ। অর্থহীন   ৩ চক্ষু মেলিয়া   ৪ তোমার দুনিয়া চলিয়া যাইবে   ৫ হইবে
৬ করিয়াছিলাম   ৭ সুখেই যে দিন যাইবে   ৮ হাটে   ৯ সহোদর ভাই

মনা নি রে ভাই,
বিদেশী নাগর চাইয়া রে মনা,
মোরে দিলা বিয়া।
নতুন যৈবনের কালে রে মনা
যাইত রানু[১] ছাড়িয়া রে ॥

মনা নি রে ভাই,
গাঙ্গে আইল নয়া গোলা[২]
কইলাম তোর আগে[৩] —
বাড়ীর সঙ্গ কেও নাই মনা,
কি করি উপায় রে ॥

মনা নি রে ভাই,
শীতালং ফকিরে কইনি রে মনা
গাছের ডালে বইয়া[৪] —
দুর্লভ জনম যাইত্রা[৫] রে মনা,
আল্লার লাগিয়া রে।
চল্ মনা রে ॥

। ২৪৫ ।

চিনিয়া মনিষের[৬] সঙ্গ লইয়ো ভাই, সাধু রে,
চিনিয়া মনিষের সঙ্গ লইয়ো ॥

আঁর যদি পাও কুজন—
আর কাছে না যাইয়ো, মন রে ;
আগে তোমার দেহার মূর্তি চাইয়ো,[৭] ভাই সাধু রে।

১ যাইতেছেন যে ২ নদীতে নতুন বান আসিল ৩ সম্মুখে ৪ বসিয়া ৫ যাইতেছে
৬ মানুষের ৭ দেহের দিকে চাহিয়ো

আর বেচিয়ো, কিনিয়ো ধন,—
জা'গা কিনি' থইয়ো,[১] মন রে ;
হায়রে, রসিক পাইলে রসের কথা কইয়ো, ভাই সাধু রে ॥

আর ঠাকুর মজাইদ চান্দে কয়ে—
ঠিক রাখিয়ো মহাজনের ধন রে ;
হায়রে, লাভের সনে মূল হারাইবায়, চাইয়ো ভাই সাধু রে ॥

। ২৪৬ ।

সাধু, কি করিলাম রে ভবের বাজার[২] ;
লাভের পসার থইয়া[৩]
খালি হাতে যাইয়ার[৪] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

সাধু রে, নবীজী-র তরিকে[৫] যদি
করিতাম বেপার ;
আইজ আমি সুখী হইতাম—
কয়বরের মাঝার[৬] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

পরে আপনে ভরাদারী[৭]
ভরা কইলাম অধিক ভারী ;
হায়রে, মাঝগাঙে ডুবিব[৮] নাও—
আমি দোষ নইব কাণ্ডারীর[৯] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

---

১ জায়গা কিনিয়া রাখিয়ো ২ এ ভবে আসিয়া ৩ থুইয়া ৪ যাইতেছি ৫ সাধনার অনুগত পথে ৬ কবরের মধ্যে ৭ বাণিজ্যের ভরা বহন করা ৮ ডুবিবে ৯ কাণ্ডারীর কাছে আমি দোষী হইব

কইন[১] তো ফকির ফরমান আলী,—
বাড়ী সাহাবাদ ;
বাইরে গেলে রদির আলা[২] —
ঘরে বিষম তিরি[৩] ।
—সাধু, কি করিলাম রে ॥

। ২৪৭ ।

অসারের জীবন[৪] রে ও সাধু ভাই,
পলকে মরণ—
কেবল অকারণ জীবন রে ।
সাধু ভাই, আপনে মরিয়া যাইতরায়[৫] সাধু ভাই,
পরার লাগি[৬] কান্দ রে ॥

সাধু ভাই, ঘরখানি ভাঙ্গারুঙ্গা[৭]
দুয়ারখানি বান্ধ ।
আপনে মরিয়া যাইতরায়
পরার লাগি' কান্দ রে ॥

ও সাধু ভাই, ভাই তো আপনা জানলাম রে,
একই ঘরে বাস ।
ভইন[৮] তো আপনা জানলাম রে
পরার গৃহ বাস ॥

---

১ কহেন ২ রৌদ্রের জ্বালা ৩ স্ত্রী ৪ অসার জীবন ৫ আপনি মরিয়া যাইতেছ
৬ পরের জন্য ৭ ভাঙাচোরা ৮ বোন

ও সাধু ভাই, তিরি[১] তো আপনা জানলাম রে,
মরদের কামাই খায়।
টান করিয়া কথা কইলে[২]
রাঁড়ী অইত চায়[৩] ॥

ও সাধু ভাই, তিরি তো আপনা জানলাম রে,
একই ঘরে বাস।
ঘরতনে বারইয়া গেলে[৪]
খাওয়ায় বাটার পান[৫] ॥

সাধু ভাই, পেক্ অনে পানি ভালা[৬] রে,
কি কইমু তোরে।
এড়ী[৭] হনে[৮] রাঁড়ী ভালা
অকারণ জীবন রে ॥

সাধু ভাই, উঁচ-কপালী চিরল-দাঁতী রে,
পিঙ্গলা মাথার কেশ।
নিজর স্বামী লইয়া ফিরের[৯] দেখ,
ভর্মে নানান দেশ ॥

সাধু ভাই, কইন[১০] তো ফকির উমেদ আলী,
হায় রে, নদীয়ার কূলে বইয়া[১১]।
তিরির লাগি' পাগল অইয়া[১২]
পাই না মর্ম-কথা ॥

---

১ স্ত্রী ২ কটু কথা বলিলে ৩ হইতে চায় ৪ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলে ৫ (উপপতিকে) বাটার পান খাওয়ায় ৬ পাঁক হইতে জল ভালো ৭ যে স্ত্রীলোক স্বামীকে ছাড়িয়া বাপের বাড়ীতে অবস্থান করে ৮ হইতে ৯ ফিরে ১০ কহেন ১১ বসিয়া ১২ হইয়া

। ২৪৮ ।

॥ বৈষ্ণব প্রতিবেশে ॥

মোরে লও সঙ্কট উদ্ধারি', বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ;
চাইনা রে তোর দালান-কোঠা—
চাই না ঘর-বাড়ী।
হায় রে, প্রেমভিক্ষা দেও প্রাণ-নাথ :
আমি দুই চরণে ধরি ;
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

জল ভরি' সারি সারি গেলা সব পরী ;
আয় রে,[১] খালি কুম্ভ কান্ধে লইয়ে
আমি যমুনাতে ফিরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

আর যদি না দেও কলসী ভরি'
দেও রে হীরার ছুরি ;
আয় রে, শরম হনে[২] মরণ ভালো
আমি জলের ঘাটে মরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

অঁখির জলে পাষাণ গলে, দিবা-নিশি ঝুরি ;
পাগল আরকুম বলে, দুখ নাই[৩] দিলে যদি
কলসী ভরি' মরি।
রে বন্ধু, প্রেমিকের কাণ্ডারী ॥

১ হায় রে ২ হইতে ৩ না হয়

। ২৪৯ ।

জলধারা পড়ে দুই নয়ানে গো,
আদরের বন্ধু, আও রে[১] ॥

আর আদরের আদরিণী বন্ধু আমার,
গুণমণি রে—
আইজ আমার বন্ধু বিনে
কে ডাকব[২] আদরে গো ॥

আর বন্ধু আমার গুণধাম,
কার কুঞ্জেতে রইলায়[৩] শ্যাম রে—
ও আজি কার কুঞ্জেতে পোসাইলায়[৪] রজনী গো ॥

আর কহে হীন চন্দ্রনাথে
শুনো এগো প্রাণ-ললিতে—
ও আমার আশা বন্ধ রইল শিব-চরণে গো ॥

। ২৫০ ।

পথপানে চাইয়া রইলাম,
মনের অভিলাষ গো—
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে;
সখি গো, দিবারাত্র এই ভাবনা মন-সায়রে ভাসে
আইল না মোর প্রাণবন্ধু
রইল কার মন্দিরে গো :
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

১ এসো গো ২ ডাকিবে ৩ রহিলে ৪ পোহাইলে, কাটাইলে

সখি গো, আইত[1] যদি কালাচান্দ
বসাইতাম সামনে ;
এগো কইতাম মনের দুখ দুই
ধরিয়া চরণে গো ।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, বন্ধের[2] জ্বালায় মন উতলা
রইতে নারি ঘরে ;
এগো, লোকসমাজে যাইতে নারি
কলঙ্কেরি ডরে গো ।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, সাজাইয়া ফুলেরি শয্যা
বইসে[3] আছি পাশে ;
এগো, ধৈর্য তো না মানে চিত্তে
বিনা দরিশনে গো ।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, জ্বালাইয়া মোমেরি বাতি
পোসাইলাম[4] রজনী
এগো, আশার দ্বার বন্ধ করি'
লইয়া গেল চুড়ানি[5] গো ।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

সখি গো, শেখ আব্দুল ওয়াহিদ কইন[6]
আশা রইল মনে ;
এগো, আশা দি'[7] নিরাশা করি'
শেষে মাইল[8] প্রাণে গো ।
দেখি, বন্ধু আসে কি না আসে ॥

---

১ আসিত ২ বন্ধুর ৩ বসিয়া ৪ পোহাইলাম, কাটাইলাম ৫ চাবি ৬ কহেন ৭ দিয়া
৮ মারিল

। ২৫১ ।

নিশাকালে নিদ্রা ভঙ্গ রে বন্ধু,
ও আমি জাগিয়া না পাইলাম
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

বানাইয়া সোনার রে বাঁশী—
বাঁশী একবার বাজাও শুনি ;
এগো, আকাশে উড়াইয়া নিলায়[১] রে বন্ধু,
ও আমার শ্রীরাধিকার প্রাণি[২] ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

আর আউলাইয়া[৩] মাথারি রে কেশ
খোঁপা নাই সে বান্ধে ;
এগো, হায় কিষ্ণ, হায় কিষ্ণ বলি' রে বন্ধু,
ও আমার গোপীগণে কান্দে ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

জ্বালাইয়া মোমেরি রে বাত্তি
পোসায়[৪] সারা নিশি ;
এগো, আইছে[৫] না শ্যাম চিকনকালা রে বন্ধু,
ও আমার নিশি গেল পোসাইয়া ।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

---

১ নিলে, লইলে ২ প্রাণ ৩ আলুলায়িত করিয়া ৪ পোহায়, কাটায় ৫ আসিয়াছে

তোষের আনলে[1] রে বন্ধু,
থইয়া-থইয়া[2] জলে ;
এগো, তোমার লাগিয়া রে বন্ধু,
ও আমার চিত্ত জলে।
বা শ্যামকালিয়া—
ও তুমি একবার আস দেখি
বা শ্যামকালিয়া ॥

। ২৫২ ।

সজনী-সই গো,
আমি রইলাম কার আশায় :
চুয়া-চন্দন-ফুলের মালা—
আমি থইছি কটরায়[3]।
—সজনী-সই গো ॥

গাঁথিয়া বনফুলের মালা
আমি দিতাম কার গলায় :
একেলা মন্দিরে ঝুরি—
না আইল শ্যামরায়।
—সজনী-সই গো ॥

নিশি অলন[4] শেষকালে বন্ধু
ডাক্‌ছে কোকিলায় :
দারুণ কোকিলার সুরে—
আমার বন্ধে[5] আমায় ছাড়িয়া যায়।
—সজনী-সই গো ॥

১ তুষের অনলে ২ থাকিয়া-থাকিয়া, অনুক্ষণ ৩ কৌটায় ভরিয়া থুইয়াছি ৪ নিশি শেষ হইল (?) ৫ বন্ধু

ভাইবে[1] রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকিয়াছি প্রেমদায় :
দারুণ আখির জলে—
আমার ঝিল-মিল করিয়া যায়[2]।
—সজনী-সই গো ॥

। ২৫৩ ।

রসিক, তুমি আইলায় না[3] রে, হয় রে নাথ,
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ;
কাঙালিনীর মতো হায় বা নাথ,
বসিয়া রাজপথ—সারা নিশি গত।
রে বন্ধু, না আসিলায় নাথ—
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তুই বন্ধের পিরিতি হায় বা নাথ,
দুই প'রিয়া[4] ডাকাতি ;
হয় রে, গেলে নি আসিবায় রে বন্ধু,
শ্যাম-চিকন কালা।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তুই বন্ধের পিরিতি হায় বা নাথ,
কুমারের পইন্নি[5] ;
ওয়রে[6] বাহিরে মাটির লেপা বন্ধু,
ভিতরে আগুইন্নি[7]।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

---

১ ভাবিয়া ২ মন আকুল হইয়া যায় ৩ আসিলে না ৪ দুই পহরিয়া, দুপুরের ৫ কুমারের পুইনালা ৬ উহার ৭ আগুন

ঘোড়া জোড়া লইয়া হায় রে নাথ,
লালরফং[১] গেলায় ধাইয়া ;
হয় রে, কোন্[২] না কামিনীয়ে পাইয়া তোরে
রাখিয়াছে ভুলাইয়া ।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

তোমার দিগে চাইয়া হায় রে নাথ,
দিন তো গেল গইয়া ;
হয় রে, না পাইলাম তোমারে রে বন্ধু,
অভাগিনী হইয়া ।
ও রাধার এ দুঃখ সময়ের কালেতে ॥

*

* *

। ২৫৪ ।

প্রাণের বন্ধু[৩] আনিয়া দেখাও গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

আর প্রাণ নিলায়,[৪] প্রাণটি গো নিলায়,
আমার অঙ্গের নিলায় আধা ;
এগো, আশা দিয়া প্রাণের বন্ধে
দেখ, মাঝগাঙে ডুবাইল গো ।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জ্বলে গো ॥

---

১ কাল্পনিক জগৎ বিশেষ   ২ যেন কোন্   ৩ প্রাণের বন্ধুকে   ৪ লইলে

আর হস্ত দিয়া চাও,[১] ওগো সখি,
আমার অঙ্গ জলিয়া যায় ;
তেবু তো নিঠুর শ্যামে
দেখ, ফিরিয়া না চায় গো।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জলে গো ॥

আর প্রাণ জলে, প্রাণটি গো জলে
আমার অঙ্গের জলে আধা ;
এগো তেবু তো নিঠুর শ্যামে বলে-
শ্যাম-কলঙ্কী রাধা গো।
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জলে গো ॥

আর বাণেশ্বরে বলে, গো রাধে,
না ভাবিয়ো মনে ;
তোমার লাগি' শ্যামচান্দে
দেখ, রাইতে-দিনে[২] ঝুরে[৩] গো
প্রাণনাথ-বিচ্ছেদে আমার
প্রাণ জলে গো ॥

।২৫৫।

হায় রে বন্ধু, বন্ধু তুমি রসিয়ার নাগর—
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

১ হাত দিয়া অনুভব করিয়া দেখ ২ দিনরাত্রিতে ৩ কাঁদে

তোমার পিরিতে রে বন্ধু,
তনু হইল মোর ক্ষীণ ;
মিছা আশা দিয়ে বন্ধু
ভাঁড়[1] কতোদিন।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

শোভা নাই, ছুরত[2] নাই,
কেমনে পাইমু তোরে ;
বেনিশানের[3] নিশান আমি
পাইমু কোথা গেলে।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

বেনিশানের নিশান আমি
যেই হেনে[4] পাইমু ;
চরণের ধুলা হইয়া তাঁর
চরণে লাগিমু।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

কদমতলে বসি' বন্ধু
বাজাও মোহন বাঁশী ;
বাঁশীর সুরে চিত মোর
কইল[5] উদাসিনী।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

---

১ ছলনা কর, ভুলাইয়া রাখো   ২ রূপ   ৩ চিহ্নহীনের, অরূপ মানুষের   ৪ যেই স্থান হইতে   ৫ করিল

যমুনার ঘাটে বাঁশী
বাজে নিরবধি ;
কলসী লইয়া যাইতু[১] জলে
ননদিনী।
রে বন্ধু, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

ঘরে বৈরী ননদিনী,
পন্থে বৈরী লোভা[২]
বাদলের মতো হইল আমার
চান্দের শোভা[৩]।
রে বন্ধ, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

ফকির ওহাবে কয়,
ব্যাকুল আমার মন ;
বিনি দীরূপে[৪] চরণ উজল
হইব কেমন।
বন্ধু রে, রসিয়ার নাগর,
তোমার পিরিতে তনু মোর হইল জরজর ॥

।২৫৬।

ওরে, তোমার মনে কান্দাইবার বাসনা.
রে প্রাণনাথ—
দুখিনীরে তোমার মনে কান্দাইবার বাসনা ॥

---

১ যাইবে ২ লোভ ৩ মেঘে ঢাকা চাঁদের শোভা, হাসি-কান্নার মিশ্রিত (?) ৪ বিনা দীপে

আর প্রথম মিলনের কালে, ও বন্ধু,
গগনের চান্দ হস্তে দিলায়[১] রে।
ওরে এখন কেনে ছাড়িয়া যাও আমারে ॥

আর তুমি গেলায়[২] পরবাসে—
আমি রইলাম তোমার আশে রে।
ওরে, আমি রইলাম গোকুল নগরে ॥

আর তুমি বন্ধু সখা যার—
কিবা দুঃখ সুখ তার রে।
ওবে, কিবা আর জীবন আর মরণে ॥

আর বাজাইয়া মোহন বাঁশী
মনোপ্রাণে কইলায়[৩] উদাসী রে।
ওরে, বাঁশীর সুরে ভুলাইলায়[৪] রাধারে ॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে—
ভাটিয়ল নদীয়ে উজান ধরে রে।
ওরে, বুক ভেসে যায় দুই নয়নের জলে ॥

আর ভাইবে[৫] রাধারমণে বলে—
ঠেকিয়াছি পিরিতের জালে রে।
ওরে, দাসী বানাই'[৬] সঙ্গে নেও আমারে ॥

।২৫৭।

তোমার বাঁশীর সুরে
উদাসী বানাইলায়[৭] মোরে রে ;
এগো, বাঁশীর সুরে করিয়াছে পাগল রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

১ দিলে ২ গেলে ৩ করিলে ৪ ভুলাইলে ৫ ভাবিয়া ৬ বানাইয়া ৭ বানাইলে

আর তোমার বাঁশীর সুরে
উদাসী করিলা মোরে রে ;
এগো, বন্ধের[১] জ্বালায় আইলাম[২] পাগলিনী রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় যাইতে
বিদায় মাঙ্গইন[৩] রাইয়ার কাছে রে ;
এগো নারী অইয়া[৪] কেমনে দেই বিদায় রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে
ভাটিয়ল নদী উজান ধরে[৫] রে ;
ও আমি যৌবত নারী,[৬] কেমনে রই পাসরি' রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

আর আমি তো অভাগীর নারী,
বন্ধের জ্বালায় কলঙ্কিনী রে ;
এগো, বন্ধের জ্বালায় অইলাম অভাগিনী ও—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

কিবা[৭] মোরে সঙ্গে নেও,
কিবা মোরে বাঁশী দেও রে ;
এগো, বাঁশীর সুরে কইল[৮] যে পাগল রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

১ বন্ধুর ২ আসিলাম ৩ মাগেন ৪ হইয়া ৫ ভাটির স্রোত উজান বহে ৬ যুবতী নারী
৭ হয়, কিম্বা ৮ করিল

কিবা মোরে সঙ্গে নেও,
কিবা মোরে বাঁশী দেও রে :
ওরে, তোমার সঙ্গে বানাই' নিবায় দাসী[১] রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

অরে ভাইবে রাধারমণ বলে,
বাঁশী না অয় লইছে মনে রে ;
এগো, বাঁশীর সুর দি'[২] কত পাগল বানাও রে—
আরে ও প্রাণনাথ,
তোমার বদল দিয়া যাও বাঁশী ॥

। ২৫৮ ।

নিদারুণ পরানের বন্ধুরে, বড়ো নিদারুণ,—
হয় রে, ইদ্‌রেতে[৩] জ্বালাইয়া দিলায়[৪]
পিরিতের আগুইন[৫] রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

বাঁশীটি বাজাও বন্ধুরে, আমারে শিখাও ;
ওয়রে,[৬] আমি বাজাই মোহন বাঁশী—
বন্ধু, তুমি ভুলিলাও[৭] রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

১ তোমার সঙ্গের দাসী করিয়া লইবে ২ দিয়া ৩ হৃদয়েতে ৪ দিলে ৫ আগুন ৬ হায়রে ; অব্যয় পদ ৭ ভুলিয়া যাও

আর কদম্বেরি ডালে বসি' বন্ধু রে,
বাঁশীটি বাজাও ;
হয় রে, নাম ধরিয়া ডাকে বাঁশীয়ে
প্রাণি[১] নিতে চায়রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

আর গয়া-কাশী বিচারিলুং[২] বন্ধু,
তিরতিয়া বানারসী[৩] ;
কাল নিদ্রাতে গিয়া দেখি—
দমে ফুঁকে মোহন বাঁশী রে।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

আর শা হুছন আলমে কয়—
বন্ধুরে, আছি একাশরী[৪] ;
বন্ধুরে বিচারতে[৫] আমারে
কাল ননদী বয়রী[৬]।
ও আমার বন্ধু বড়ো নিদারুণ রে ॥

। ২৫৯ ।

চিকন গোয়ালিনি গো, রসের ময়লানি[৭]
এইরূপ যৌবন গো তোমার
জোয়ারের পানি।
গো চিকন গোয়ালিনি ॥

---

১ প্রাণ ২ ভ্রমণ করিলাম খুঁজিয়া বেড়াইলাম ৩ বেনারস। 'তিরতিয়া'র অর্থ বোঝা গেল না ৪ একেশ্বর, একাকী ৫ খুঁজিতে ৬ বৈরী ৭ পসরিণী, ময়রানী

হায় বা' গোয়াল রে,
আড়ি কোণা[1] ঘোয় করিয়া
মেঘে দিল ডাক ;
ভাঙ্গিল কাঁড়ারীর[2] বৈঠা, নৌকায় লইল পাক[3]।
ভাগিনা কানাই হইল—দুই পরিয়া[4] ডাকাইত।
ল' চিকন গোয়ালিনি ॥

হায় বা' গোয়াল রে,
দই বেচ', দুধ বেচ,'
আর যে বেচ' ননী[5] ;
দই বেচ' আনা-আনা, দুধ বেচ' পণ।
ভাগিনা কানাইরে যাচ' ওই লাখের যৌবন।
ল' চিকন গোয়ালিনি ॥

হায় বা' গোয়াল রে,
কয় তো সাধু মদন শায়
লঙ্গাইর[6] পার বইয়া :
এই লাখের যৌবন গেল—
আমি না পাইলাম খুড়িয়া[7]।
গো চিকন গোয়ালিনি ॥

। ২৬০ ।

ও ধন যাদুরে, ও ধন বাছা,—
ও তোর মায়ে তোরে ডাকে, রে ধন যাদু রে ॥

---

১ অগ্নি কোণ ২ কাণ্ডারীর ৩ নৌকা পাক খাইতে লাগিল ৪ দুই পহরিয়া, দ্বিপ্রহরেও যে ডাকাতি করে ৫ ননী ৬ শ্রীহট্ট জেলার করিমগঞ্জ মহকুমার একটি নদীর নাম ৭ খুঁজিয়া

আর ছিকা কেনে লড়ে[১] রে বাছা,
লনী খাইল কুনে[২]।
হায় রে, আমি তো না খাইছি মাও গো,
খাইছে তোর বিলাইয়ে ॥

আর এত বয়সের যাদু, রে মণি,
মিছা শিখলে কই।
হায় রে, সর-লনী খাইয়া বল—
না খাইয়াছ দই ॥

আর এক্ত-ব্যক্ত[৩] মনরে,
ত্যক্ত যাদু রইল রে বসিয়া।
হায় রে, হস্তে বাড়ি[৪] লইয়া গো
মায়ে নিল খেদাড়িয়া[৫] ॥

আর হস্তে বাড়ি লইয়া রে
মায়ে নিল খেদাইয়া।
হায় রে, লফ্‌ফি মারি'[৬] উঠে রে যাদু
কদম ডাল বাইয়া ॥

আর ফালাইলাম হস্তেরি বাড়ি
যাদব, ধীরে লাম আইয়া[৭]।
ওয়রে, চিকনি[৮] কদম্বের ডাল
পড়িবায় ভাঙ্গিয়া[৯] ॥

আর দারুণেরই দারুণ হস্ত
মুখের কাল-স্বুর।
হয় রে, এককুয়া[১০] লনীর লাগিয়া
যাদব গেল দূর ॥

---

১ শিকা কেন নড়ে ২ কে ননী খাইল ৩ তিক্ত-বিরক্ত ৪ ছড়ি ৫ তাড়াইয়া ৬ লাফ মারিয়া ৭ ধীরে নামিয়া আইস ৮ সরু ৯ ভাঙ্গিয়া পড়িবে ১০ এতটুকু

আর রাখালেরই গোরু গো রাখা
অনে আর বনে[১]।
ওয়রে, আজুকুয়ার[২] ধেনু গো মায়ি
রউকা[৩] যে বান্ধনে ॥

আর কান্ধে কলসী লইয়া গো মায়ে
যমুনাতে যায় ;—
হয় রে, সুবর্ণের কলসীয়ে
মায়ের গড়াগড়ি খায় ॥

আর কি না বুলি বুল্‌লে[৪], রে বাছা,
কি না লইল মনে।
হয় রে, আজুকুয়ার ধেনু আমার
রইতা যে বান্ধনে ॥

আর দশমাস দশ রে দিন
উদরে রাখিয়া—
হয় রে, হেন কথা কইল যাদু
কার পানে চাইয়া ॥

আর ছইফা ফকিরে বলে—
ননীর তছদ্দুক[৫]।
হয় রে, হারাইয়া চান্দমণি
বুকে রইল দুখ ॥

---

১ এখানে-সেখানে ২ আজিকার ৩ রহুক ৪ বলিলে ৫ ননী থাউক, তাহাতে দুঃখ নাই

। ২৬১ ।

॥ সূফী প্রতিবেশে ॥

তুইন[১] বড়ো দয়াল রে বন্ধু,
তুইন বড়ো দয়াল বন্ধুয়া রে—
তুইন বড়ো দয়াল বন্ধু রে ॥

আপনার নূর[২] দিয়া
মোহাম্মদ করিলায়[৩] পয়দা,—
সেই নূরে সয়াল সংসার[৪] ॥

কোরানে শুইনাছি[৫] আমি
এই দেহাতে আছ তুমি,—
তোমার নাম করিম[৬] গফ্ফার[৭] ॥

তোমার অধীন জানি'
নয়ান ফিরাও ল' ধনি রে—
তোমার নাম রহিম[৮] রহমান[৯] ॥

কইন তো সৈয়দ সৈদ আলি ছাব[১০]
ঘুমের ঘোরে শইয়া[১১] থাকি রে,—
ঘুমের ঘোরে শইয়া থাকি
সোনাপুরে নাচে বন্ধুয়া রে ॥

।২৬২ ।

আমি দেখতে চাইলে না দেখি তোমারে চ'[১২]—
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো[১৩] মোরে ॥

১ তুই ২ জ্যোতি ৩ করিলে ৪ সকল সংসার (পরিপূর্ণ) ৫ শুনিয়াছি ৬ দয়াকারী
৭ ক্ষমাকারী ৮ দয়াকারী ৯ দয়াকারী ১০ সাহেব ১১ শুইয়া ১২ হে ১৩ পর ভাবো

আল্লাহুম্মা ছল্লিআলা[১]
বলো চান্দ বদনে ;
মোহাম্মদে হবিব[২] নাম
রাখছইন[৩] নিরঞ্জনে হ'।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে

তোমার ইছিমে পয়দা
আজিজুল কোরান[৪] ;
আকাশে পাতালে তোমার
আদম[৫] আর ইনছান[৬] হ'।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে

শাহ হুছন আলীয়ে কয়
নয়ন মেলিয়া—
মরা কাষ্ঠের জীন্ন[৭] তনু
অঙ্গ পরশিয়া হ'।
কেন দয়াল, ভিন্ন বাসো মোরে।

। ২৬৩ ।

ধুঁড়িলে বন্ধুরে পাইবায়[৮] '—
আছইন[৯] বন্ধু ছিরিপুর।
আগে চিন' মোহাম্মদী নূর[১০] ॥

---

১ একটি দরুদ। "আমি মোহাম্মদকে (প্রশস্তি জানাই) প্রণতি জানাই" ২ বন্ধু (আল্লার)
৩ রাখিয়াছেন ৪ তোমার নামে শ্রেষ্ঠ কোরান রচিত ৫ প্রথম মানুষ ৬ মানুষ ৭ জীর্ণ
৮ খুঁজিলে বন্ধুকে পাইবে ৯ আছেন ১০ জ্যোতি

আর ছিরিপুর দেশের মাঝে—
লাহুতের বাজার আছে গো।
এগো, দিবানিশি সেই বাজারে —
হু-হু শব্দে উঠে সুর ॥

আর অপরূপ সে বাজারে—
সোনার মউরে[1] পেখম ধরে গো।
হস্তী-বাঘে খেলা করে—
শব্দ উড়ে আদমপুর[2] ॥

লাহুতের বাজারের মাঝে—
রূপের ঘরে ঘণ্টা বাজে গো।
এগো, ঘুর্-ঘুর্ সুরে ডম্‌কা[3] বাজে—
বাঁশী বাজে সুলতানপুর ॥

রূপের ঘরে আজবলীলা—
চান্দের মাঝে বন্ধের খেলা গো।
এগো, যে দেখিছে রাজা হইছে—
মৃত্যু নাই তার জগৎপুর ॥

লাহুতে ব্যাপারী যারা—
সই গো, চারিপুরে থাকে তারা গো।
এগো, অমূল্য রতন কিনে—
বান্ধিছে কাম-সমদুর[4] ॥

আর লাহুতের বিকিকিনি—
হীরালাল পরশমণি গো।
এগো, খরিদ করে যেই জনে—
থাকে সেই আদমপুর ॥

---

১ ময়ূরে ২ পৃথিবীতে ৩ ডঙ্কা ৪ কামসমুদ্র

শীতালং ফকিরে বলে
শাশুড়ী-ননদীর জ্বালে[১] গো—
এগো, ডুবাইত[২] চায় আমার
ভরা সাগরে কাল-সমদ্দুর ॥

। ২৬৪ ।

ও নাড়া দরবেশ,[৩] ভুইলে[৪] রইলাম রে,
দিয়্বের[৫] হুকুম হইল না ;—
যার ছায়ায় বে'স্তে যাইতায়[৬] তারে চিনলায়[৭] না।
নাড়া দরবেশ, ভুইলে রইলাম রে,
দিয়্বের হুকুম হইল না ॥

মা বাপের খেজমত[৮] কইলাম রে—
মুরশিদের খেজমত্।
দিনে-রাতে বাত্তি জ্বলের
কুপ্পরের ভিতর ॥

আল্লায় দিলা ডাইল-চাউল
মুরশিদে দিলা কড়ি।
সমদ্দুরের[৯] পারে নিয়া
বসাইলা খিঁচুড়ি ॥

সেই নাড়ায় রুচিলা[১০] গীত
জঙ্গলে বসিয়া।
আল্লায় যদি দয়া করইন
দিবা যে রাখিয়া ॥

---

১ জ্বালায় ২ ডুবাইতে ৩ পদকর্তার নাম ৪ ভুলিয়া ৫ দৈবের ৬ বেহেস্তে যাইতে
৭ চিনিলে ৮ সেবা ৯ সমুদ্রের ১০ রচিল

। ২৬৫ ।

॥ মনের মানুষ ॥

মনিয়া, তোর লাগিয়া রে
ভর্‌মি নানান দেশ ;
হায় রে, ভর্‌মিতে-ভর্‌মিতে রে—
মনিয়ার না পাইলাম উদ্দেশ।
রে মনিয়া, তোর লাগিয়া রে॥

আর ছোটমুট[১] মনিয়া পাখী
বারিকদানা[২] খায়।
হায় রে, পানির পিয়াসে মনিয়ার
কলিজ্ঞা[৩] শুকায়॥

আর সোনার পিঞ্জিরা মনিয়ার
রূপার টাঙ্গুনি[৪]।
হায়রে, কাঁসার রুমালে রে
মনিয়ার পিঞ্জিরা ঢাকুনি॥

আর অতদিন[৫] পালিছ্‌লাম[৬] রে মনিয়া,
দুধ-কলা দিয়া।
হায় রে, যাইবার কাল নিঠুর মনিয়ায়
না চাইল ফিরিয়া॥

আর সোনার খাটে রইছ[৭] রে মনিয়া,
রূপার খাটে পাও।
হায় রে, অনাথ বালকে ডাকি'
ফিরিয়া না চাও।

---

১ ছোটোখাটো ২ ক্ষুদ্রশস্যকণা ৩ কলিজা ৪ খাঁচা টানাইবার দড়ি ৫ এতদিন
৬ পালিয়াছিলাম ৭ বসিয়াছ

আর শূন্য ভরে উড়' রে মনিয়া,
গাছের বৃক্ষের ডালে।
হায় রে, এমন দইরদী[১] নাইরে আমার—
মনিয়া ধরিয়া দিতে ॥

আর কইন তো ফকির রমজান শায়ে—
আবাতির টিলায়[২] বইয়া।
হায় রে, পাইমু পাইমু করি'।
আমার দিন তো যাইত্‌রা গইয়া ॥

। ২৬৬।

পাইলাম না, পাইলাম না বন্ধুরে,
পাইলাম না তোমারে ;
হায়রে, জন্ম ভরি' রইল দুখ, বন্ধু,
না দেখিলাম তোমারে।
রে বন্ধু, আমি পাইলাম না রে ॥

আর তোমার বাড়ী সোনার মন্দির—
রে বন্ধু, আমার ভাঙ্গা ঘর।
হায়রে, কি সুখে শইয়া[৩] আছ—
না লও খবর ॥

আর তুমি তুষ্ট, আমি উদাস,
রে বন্ধু, তোমারি কারণ।
হায় রে, কান্দিয়া পোসাইলাম[৪] নিশি
রে বন্ধু, না হইল দরশন ॥

---

১ দরদী ২ একটি টিলা বিশেষ ৩ শুইয়া ৪ কাটাইলাম

আর তুমি হাস, আমি কান্দি,
রে বন্ধু, নাই তোর রে মায়া।
হায় রে, কতো মুছিবত[1] গেল
রে বন্ধু, না করিলায়[2] দয়া॥

আর রঙ্গ গেলা, রূপ গেলা,
রে বন্ধু, তোমারি কারণ।
হায় রে, জাতি-কুল-যৈবন দিয়া
রে বন্ধু, না পাইলাম তোর মন॥

আর হায় আল্লা, দীনবন্ধু রে,
দয়া নাই রে তোর।
হায় রে, কলিজা[3] জলিয়া যায়
রে বন্ধু, সারারাত্রি উজাগরি[4]॥

আর কত সইমু দুখ, রে বন্ধু,
প্রাণে নাহি সহে।
হায় রে, আর কে মোরে করিব ভালা[5]
রে বন্ধু, প্রেমের বেমার[6]॥

আর উঠিতে বসিতে না পারি
রে বন্ধু ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়ি।
হায় রে, প্রেমের দুঃখের বেমার লইয়া
যাইমু কার বাড়ী॥

আর চলিতে না চলে পাও,
রে বন্ধু, গায়ে নাইরে বল।
হায় রে, তোমার লাগি' উদাস হইয়া
রে বন্ধু, হারিলু[7] সকল॥

---

১ বিপদ ২ করিলে ৩ কলিজা ৪ জাগরণ ৫ ভালো করিবে ৬ ব্যাধি ৭ হারাইলাম

আর নাদান[১] ফরমুজে কহে—
বন্ধু রে, না দেখি উপায়।
হায় রে, প্রেমের বেমার হইয়া
রে বন্ধু, এই ভিক্ষা মাগি॥

।২৬৭।

ও আমি পাইলাম না গো
আমার জীবন থাকিতে।
হায় হায়, আমি পাইলাম না গো॥

সই গো সই,
পাইতাম যারে, পাইনা না গো তারে
সদায়[২] থাকে মনে।
হায় রে, গহীনেতে[৩] আইসে যায়—
না দেখি নয়নে॥

সই গো সই,
নগরে চলিলাম বা' মুরশিদ
তাল্লাস করিয়া।
হায় রে, দারুণ হইছে কাল ননদী—
ফিরইন[৪] সাথে সাথে॥

সই গো সই,
খালি দেখি গোয়াল পাড়া
দুয়ারেতে তালা।
হায় রে, নিশিগত হইয়া যায়—
না আসিলা কালা॥

১ বুদ্ধিহীন ২ সদাই ৩ মনের গহনে, অজ্ঞাতে ৪ ফিরেন

সই গো সই,
অধম আবজলে বলে
মন দুরাচার।
হায় রে, আর নি[১] করিতাম[২] সওদা—
ভাঙ্গিলে বাজার ॥

। ২৬৮ ।

আমি কই যাইরে, আমার দুঃখের সীমা নাই ;
যার কাছে কইতাম দুঃখ, তার দুঃখের সীমা নাই।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, সুখী জনায়[৩] নাহি জানে
দুখী জনার মন ;
অধমে অধম চিনে,—উত্তমে উত্তম।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, আড়[৪] খাইল আড়ুয়া পোকে[৫]
মাড়ইল[৬] খাইল ঘুণে :
এমন সুন্দর জিভাই চুয়ায় রাত্রদিনে[৭]।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, অনিল জঙ্গলের[৮] মাঝে
বানাইয়াছি ঘর ;
ভাই নাই, বান্ধব নাই, কে লইব[৯] খবর।
আমি কই যাই রে ॥

---

১ আর কি ২ করিবে ৩ জনে ৪ হাড় ৫ হাড়ুয়া পোকা, যে পোকা হাড় খাইয়াছে
৬ মজ্জা ৭ (?) ৮ নিবিড় জঙ্গলের ৯ লইবে

ভাই রে ভাই, অমায়া সাগরের[1] মাঝে
ভাসিয়া ফিরি কেনা ;
হায় রে, কতোদিনে দয়ার নাথে লওয়াইবা ঠিকানা।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, কাছাড় গিয়া আছাড় খাইলাম—
গেলাম লক্ষীপুর ;
কতোদিনে চৈতন বাউলে পাইব দরিয়ার মুড়[2]।
আমি কই যাই রে ॥

ভাই রে ভাই, অধীন চৈতন্যে বলে,
মিছা ভবের খেলা ;
এই গীত রচিয়া চৈতন হইয়াছে পাগেলা[3]।
আমি কই যাই রে ॥

। ২৬৯ ।

আশিকে[4] না ভুলিয়ো মাশুক,[5]
পাইবায় বন্ধের ঠিকানা।
লাইলাহা ইল্লেল্লাহু[6] জপ' না ॥

পন্থীয়ার[7] সনে পন্থ লইলে গো সই,
পন্থের মিলে ঠিকানা।
হায় রে, মুরশিদ ভজিয়া
তোমার দমের[8] সনে মিল' না

---

১ মায়াহীন সাগরের ২ নদীর মোহনার হদিশ ৩ পাগল ৪ প্রেমিককে ৫ প্রেমাস্পদা
৬ ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কোনো উপাস্য নাই। "ঈশ্বর নাই কিন্তু ঈশ্বর আছেন" ৭ পথিকের
৮ নিঃশ্বাসের

যদি চাও পিয়ারা হইতায়[১] ও সই,
এস্কের[২] শরবত পিয়ো না।
হায় রে, দড় ভাবে[৩] প্রেম কইলে[৪]
হবে বন্ধের দেওয়ানা[৫] ॥

রুশন-বদন[৬] হইলে ও সই,
দিল হয়ে যায় আয়না।
ওরে, তবে সে পাইবায় মৌলা[৭]
নয়ান খুলি' দেখ না ॥

সারা রাইত জাগিয়া রইলাম ও সই,
বন্ধু কেনে আইল না।
এগো, দেখিলে পিয়ারা মহ্‌বুব[৮]
যাইব[৯] দুখের ভাবনা ॥

বেলক্ষ্যি[১০] নূরে[১১] কহে গো সই,
দেখ বন্ধের কারখানা।
এগো, যে দেখিয়াছে, পাগল হইছে—
সদায়[১২] থাকে দেওয়ানা ॥

। ২৭০ ।

দয়া যদি থাকে রে বন্ধু,
বুইদ্ধি[১৩] দেও মোরে ;—
নিরলে[১৪] বসিয়া আমি কেম্‌নে পাই তোমারে।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

---

১ হইতে ২ প্রেমের ৩ দৃঢ়ভাবে ৪ করিলে ৫ বন্ধুর জন্তে পাগল হইবে ৬ জ্যোতিঃ মণ্ডিত মুখমণ্ডল ৭ প্রভু, ভগবান ৮ প্রেমাস্পদ ৯ যাইবে ১০ লক্ষ্য নাই যাহার ১১ পদকর্তার নাম ১২ সদাই ১৩ বুদ্ধি ১৪ নিরালায়

বন্ধু রে, তোমারি কারণে[১] ফিরি বনে বনে
এস্কেতে মন দেওয়ানা হইয়া[২] ;
শয়নে-ভুঞ্জনে[৩] নিদ্রা নাই নয়নে—
মনে লয়[৪] , মরিয়া যাইতাম[৫] গিয়া ।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

তোমার প্রেমে মজিয়া, কুলমান তেয়াগিয়া
দিনে দিনে উদাসী হইলু[৬] ;
তোমার দিগে চাইয়া, দিন তো গেল গইয়া[৭] —
তুমি কেন এত নিদারুণ ।
বে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

বন্ধু বে, তুমি আমার, আমি তোর—
একবার দয়া ধরো[৮] , নৈরাশ্য[৯] না করিয়ো মোরে ;
যদি মরি তোর লাগি', তুমি হইবায় বদের ভাগী[১০]—
কলঙ্ক রইব তিরজগতে[১১] ।
বে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

বন্ধুরে, বেদরদ বন্ধুয়া[১২] , নাই তোর মায়া-দয়া—
নাই দেখি আমার দিলের তাপ[১৩] ;
দাগা দাও কি কাবণে, কিবা ভাব তোমার মনে,—
দেখা দিয়া লইয়া যাও পবাণ ।
বে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোবে ॥

বন্ধু রে, থাকউক[১৪] তোমার সান-মান[১৫] ;—
ত্যজিমু আমারি প্রাণ, যাইমু আমি যোগুনী হইয়া[১৬] ;
তিপুর্ণিয়ার ঘাটে গিয়া, রইমু তোমার দিগে চাইয়া,—
পাইলে ধরিমু তোমার গলে ।
বে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

---

১ তোমাবি জন্যে ২ প্রেমে পাগল হইযা ৩ ভোজনে ৪ মনে হয ৫ মরিযা যাইব
৬ হইলাম ৭ চলিযা ৮ দযা কবো ৯ নিরাশ ১০ তুমি বধের ভাগী হইবে
১১ ত্রিলোকে কলঙ্ক বহিবে ১২ সমব্যথা-বিহীন বন্ধু ১৩ আমাব মনের উত্তাপ, দুঃখ
১৪ থাকুক ১৫ অভিমান ১৬ আমি যোগিনী হইয়া যাইব

শাহা ফরমুজ আলীয়ে বলে,—
রাত্রি-নিশাকালে ফুটে দারুণ বলওয়ার ফুল[১] ;
ফুলের বিছানা করি', বসিয়া রইলু[২] মুই নারী—
আইস বন্ধু, দেও দরশন।
রে বন্ধু, তুমি বুইদ্ধি দেও মোরে ॥

। ২৭১ ।

বন্ধুয়া রে,
আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

প্রেমশেল হেনে মোরে গেলে বন্ধু দেশান্তরে—
ছিরিপুরে[৩] আছ মহানন্দে ;
কটাক্ষের মারি' বাণ, হরিলে যুবতীর প্রাণ,
প্রেমানলে বিরহিণীর মনুরায়[৪] কান্দে রে।
হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

বসন্ত সময় হইল, নানা পুষ্প বিকশিল,
ফুল শইয্যা[৫] করি' অভাগিনী ;
পলক না মারি' আঁখি[৬] পন্থ নিরখিয়া থাকি—
আসার আশায় বসি' কাটাই রজনী রে।
হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

দয়ার ভাণ্ডার তুমি লোকমুখে শুনি আমি
কিঞ্চিৎ দয়া করি' বিতরণ—
অধিনীর নিকেতন কর বন্ধু পদার্পণ
দয়াভাবে দুখিনীরে দেও দরশন রে।
হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

---

১ ফুল বিশেষ ২ বসিয়া রহিলাম ১ শ্রীপুরে ২ মন ৩ ফুলশয্যা ৪ চোখের পলক না ফেলিয়া

রজনী প্রভাত হল— প্রাণ-বন্ধু না আসিল
অভাগীর ললাটে আগুন ;
আশাতে নিরাশ হনু, প্রিয়মুখ না হেরিনু,
কোকিলার রবে জ্বালা হইল দ্বিগুণ রে।
হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

শুনো ইয়াছিন-বাণী— ওগো সখি বিরহিণি,
তব বন্ধুর লীলা অগণন ;
থাকে তোর সঙ্গে সঙ্গে, বেড়াইছে কতো রঙ্গে—
মনের বন্ধে মান করিয়ে না দেয় দরশন রে
হায় রে বন্ধু, আমি তোমার দর্শন ভিখারী ॥

। ২৭২ ।

আয় রে,[১] আমি তোরে ডাকি বন্ধুরে,
আয় রে, ডাকি রইয়া রইয়া।
কি দোষ পাইয়া বন্ধু
গেলায়[২] মু[৩] ছাড়িয়া রে ;
আমি তোরে ডাকি বন্ধু রে ॥

আর আনবার কাল আন্‌ছলায়[৪] রে বন্ধু
আশা-ভরসা দিয়া।
ওরে, অখন তুমি যাইত্‌রায়[৫] ছাড়িয়া
কি দোইষ বানাইয়া[৬] রে ॥

আর মাও নাই,বাপ নাই রে,
নাইরে সোদের[৭] ভাই।
ওরে, আমি নি[৮] অভাগীর নির্লক্ষ্যীর[৯]
আর তো লক্ষ্য নাইরে ॥

---

১ ওরে, হায় রে ২ গেলে ৩ যে ৪ আনিবার কালে আনিয়াছিলে ৫ এখন তুমি যাইতেছ ৬ কি দোষ দেখিয়া ৭ সহোদর ৮ অব্যয় পদ। অর্থহীন ৯ লক্ষ্য নাই যাহার

আর অমায়া[১] সাগরে বন্ধু
গেলায় রে ছাড়িয়া।
আমি অভাগী জানি' রে বন্ধু,
গেলায় রে ছাড়িয়া।
আয় রে, আপন কর্ম-দোইষে আমার
কপাল জ্বলিলা রে॥

আর শুন শুন প্রাণের বন্ধু রে,
চাও রে ফিরিয়া।
ওরে, কানর যম আসিব[২] বন্ধু
আমার লাগিয়া রে॥

আর অতি না যৈবনের কালে
মাইয়ে[৩] বাপে মোর।
ওরে বিয়া যে দিছিলা মোরে
সুখের কারণে রে॥

আর কইয়ো কইয়ো প্রাণের বন্ধু রে,
কইয়ো ভাইগণ ওরে।
আমি অভাগীর যৈবন
কার পরার ঘরে রে॥

ওরে, শীতালং ফকিরে কইন[৪] রে
গাছের তলে বইয়া।
ওরে পারইতাম পারইতাম করি'[৫]
দিন তো যায় মোর গইয়া[৬] রে॥

---

১ মায়াহীন ২ কোথাকার যম আসিবে ৩ মায়ে ৪ কহেন ৫ পার হইব-হইব করিয়া
৬ কাটিয়া, চলিয়া

। ২৭৩ ।

তুমি রইলে কই, ওবা[১] বন্ধু,
মুই রইলাম কই ;
তোমারে পাইবার লাগি' উদাসিনী হই
ওরে বন্ধ রে ॥

আর ঠগিলায়[২] আমারে রে বন্ধু,
বাজারেতে দিয়া।
কোন্ কোঠায় সামাইলায়[৩] বন্ধু,
না পাইলাম তুকাইয়া[৪] ॥

আর কোন্ পন্থে[৫] গেলায়[৬] রে বন্ধু,
নিলয় না পাই।
গুন্‌গুনানি শব্দ শুনি—
ডাকিতে উদেশ নাই[৭] ॥

আর দিলালপুরে থাকো রে বন্ধু,
নছিরায়ে[৮] খেলা।
সোনার বরণ তুতা অইয়া[৯]
তিরপুণ্যিতে মেলা ॥

আর দমের কুঞ্জি[১০] দিয়া রে ভাঙ্গ
বন্ধের কোঠার তালা।
খুলিলে বন্ধুর পাইবায়[১১]
ফরমুজে কহিলা ॥

---

১ ওহে ২ ঠকাইলে ৩ প্রবেশ করিলে ৪ খুঁজিয়া ৫ কোন্ পথে ৬ গেলে ৭ ডাকিলে উদ্দেশ মিলে না ৮ হৃদয়ে ৯ সোনার বর্ণ তোতা হইয়া ১০ নিঃশ্বাসের চাবি ১১ পাইবে

। ২৭৪ ।

ওহে প্রাণনাথ,
আমার নিবেদন শুনরে কালিয়া,—
কি দোষে অবুলার বানে[১] রে
না চাইলায়[২] ফিরিয়া ॥

তোমার লাগিয়া আইলাম আমি রে বন্ধু,
কুলমান ত্যজিয়া ;
তুমি আমায় প্রাণে মাইলায়[৩] বন্ধু রে,
কিসের লাগিয়া রে ।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

কাহারে দেখাব আমি রে বন্ধু রে,
এ বুক চিরিয়া ;
তুমি আমায় প্রাণে মার রে বন্ধু,
কি দোষ পাইয়া রে ।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

ভাবিতে চিন্তিতে বন্ধু রে,
বন্ধু রে, দেহা[৪] গেল শুকাইয়া ;—
সোনার অঙ্গ হইল কালা, রে বন্ধু,
পিরিতের লাগিয়া রে ।
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

---

১ অবলার পানে ২ চাহিলে ৩ মারিলে ৪ দেহ

কালাচান্দে বলে, বন্ধু রে,
সবিনয় করিয়া—
"সায়রে[১] ভাসাইয়া যাইলায়, রে বন্ধু,
না চাইলায় ফিরিয়া রে।"
কি দোষে অবুলার বানে রে
না চাইলায় ফিরিয়া ॥

।২৭৫।

ও শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর বন্ধের আতে[২] তোতার ছাও[৩] —
ও আল্লা, খেওয়া ঘাটে নাই রে নাও রে ;
ও আমার খেওয়ানীরে[৪] খাইছে[৫] লঙ্কার বাঘে
বা শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর বন্ধের আতে তালের পাঙ্খা[৬] —
ও আল্লা, তাতে রাধার নামটি লেখা রে।
ও আমার কালার নামটি কে দিল লিখাইয়া।
বা শ্যাম বন্ধুয়ারে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

---

১ সাগরে ২ বন্ধুর হাতে ৩ তোতার ছানা ৪ খেওয়ার মাঝিকে ৫ খাইয়াছে ৬ পাখা

আর দুখের দুখিলা[১] যত, ও আল্লা
তারারে ফালাইলাম পঙ্ক[২] রে ;
ও আল্লা, তারা রইলা[৩] আল্লার দিগে চাইয়া।
বা শ্যাম বন্ধুয়া রে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে,
শ্যাম রে ॥

আর কইন[৪] তো ফকির বান্নু শায়—
ও আল্লা, দিনের পন্থে দিন তো যায় রে ;
ও আমি বেরথা জনম গওয়াইলাম[৫] হেথায়।
বা শ্যাম বন্ধুয়ারে,
ও বন্ধু, আমি তোমার দরশন ভিখারী রে.
শ্যাম রে ॥

। ২৭৬ ।

কালা, তোর নাম শুইনা রে
আমি হইয়াছি পাগল :
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর আছমান[৬] কালা, জমিন কালা.
কালা দুইটি আখি ;
হিদ্রের মাঝে আছইন কালা[৭]
নয়ানে না দেখি।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

---

১ দুঃখের সমব্যথী ২ তাহাদিগকে দূরে ফেলিয়া রাখিলাম ৩ রহিল ৪ কহেন ৫ বৃথা জনম কাটাইলাম ৬ আশমান ৭ হৃদয়ের মাঝে কালা আছেন

আর আকাশ কালা, পাতাল কালা
কালা নদীর জল ;
কালার নাম ভরসা করি'
আমি হইয়াছি পাগল ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর ডাইনে গঙ্গা, বামে যমুনা
মধ্যে বালুচর ;
হায়, এক চউখে[১] নি[২] কইতে পারে
আর চউখের খবর ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর বৃক্ষের তলে গেলাম বা আল্লা
ছায়া লইবার আশে ;
পত্র ফাড়ি'[৩] রইদ[৪] লাগে
আপন কর্ম-দোইষে[৫] ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর গাঙের পারে গেলাম বা আমি
গাঙ পারইবার[৬] আশে :
আমারে দেখিয়া নৌকায়
ভিন্ন ভিন্ন বাসে[৭] ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

আর জঙ্গলিয়া মস্তানে[৮] বলে—
কালা বড়ো ধন :
হভ-লোভ[৯] ছাড়িলে
পাইবায়[১০] কালার দরশন ।
রে কালা, তোর নাম শুইনা রে ॥

---

১ চোখে ২ নাকি ৩ পাতা ভেদ করিয়া ৪ রৌদ্র ৫ দোষে ৬ পার হইবার ৭ পর বলিয়া মনে করে ৮ বনের পাগল, উদাসী ৯ লোভ-লালসা ১০ পাইবে

। ২৭৭ ।

আর জ্বালা সয় না পরানে, সুন্দরি,
কদমতলায় কে বাজাইল মুররী ॥

চল সব সখীগণ, সঙ্গে মোর পাঞ্চজন,
চল যাই রাধার মন্দিরে।
কুমন্ত্রণা কেও তো দিয়ো না—
একভাবে দেখি গি'[১] বন্ধুরে ॥

যখনে[২] যমুনায় যাই, বাঁশীর রব শুনিয়ে আই[৩] ;
ডাকে বাঁশীয়ে মোরে নাম ধরি'।
হু-হু বাঁশীর সুরে, প্রাণি মোর নিল হরিয়ে—
কোন্ বন্ধে বাজায় মুররী ॥

হাতে মোহন বাঁশী বায়[৪], নেপূর বাজে সু তায়
ঝলকিয়া উঠে অঙ্গখানি।
মালকুতে হেরিয়া, চাইয়ো নিরখিয়া—
সেই কালে আইসে ননদী ॥

কলসী লইয়া, জলেতে লামিয়া[৫]
গা'খানি ধইতে লাগে[৬] বালা ;
সেই না কলসীর জল, করে অতি টলমল—
উদয় হইলা চিকন কালা ॥

ননদী আসিয়া, কুমন্ত্রণা দিয়া
যুগ্তি[৭] করিল মনাইয়ের[৮] সঙ্গে।
যুগতি করিল, নিদ্রা ভুলান দিল[৯] —
জাগিয়া না পাইলাম কালা রে ॥

---

১ দেখি গিয়া ২ যখনই ৩ শুনিয়া আসি ৪ বাজে ৫ নামিয়া ৬ গা'টি ধুইতে লাগে
৭ যুক্তি ৮ মনের ৯ ভুলিয়া গেল

ফকির আচনে কয়, যেই জন রসিয়া অয়[১] —
তাল্লাস করিলে পন্থ মিলে।
দমের সনে তিন মিলাইয়া,
উলটকলে পেঁচ লাগাইয়া,—
কালাচান্দের খোঁজ কিবার মিলে[২] ॥

। ২৭৮ ।

ছাড়িয়া না যাও মোরে—
প্রেমানল দিয়া রে।
বন্ধু শ্যাম-কালিয়া,
আইস প্রভু, জগত-বন্ধু রে ॥

নিষ্ঠুর জানিয়া মোরে
না যাইয়ো ছাড়িয়া।
প্রাণরক্ষা কর মোরে,—দরশন দিয়া রে ॥

প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে—
সহিতে না পারি।
শ্রবণেতে শুনি—বাজে মুকুন্দ-মুররী[৩] রে ॥

প্রেমসুরে বাইয়ো[৪] বাঁশী
রসিক বন্ধুয়া—
অবুলার প্রাণি[৫] নেও সুরেতে টানিয়া রে ॥

পবনেতে বাইয়ো বাঁশী—
ডাকি' নাম ধরি'।
যৌবতী[৬] সবের তুমি প্রাণি নেও হরি' রে ॥

---

১ যেইজন রসিক হয় ২ হয়তো বা কালাচাঁদের খোঁজ মিলে ৩ মুরলী ৪ বাজাইয়ো
৫ অবলার প্রাণ ৬ যুবতী

মুররী বাজাইয়ো সাধু
কোকিলার স্বরে—
প্রাণি হরি' নেও মোর,—দগধে অন্তর রে ॥

মথুরায় বাইয়ো বাঁশী—
কদম্ব হেলিয়া।
সোনাপুরে জপে নাম সুন্দর তুতিয়া[1] রে ॥

সোনাপুরে আছে সাধু—
রূপের ভাণ্ডারী।
রূপেতে হরিয়া সাধু তুতিয়া পসারি রে ॥

সোনাপুরে যাইয়ো সাধু
করিয়া ঘোষণ—
মিলিবা তুতিয়া সাধু চান্দের বরণ রে ॥

আনন্দে প্রবেশ হইয়া
শ্রীকুলার হাটে—
দেখিতে রসিক বন্ধু, ত্রিপুণ্যির ঘাটে রে ॥

শীতালং ফকিরে কহে—
না ভজিলাম প্রিয়া ;
মোরে নাহি চায় বন্ধু কলঙ্কী জানিয়া রে ॥

। ২৭৯ ।

ও মোরে ঠগিলায়,[2] ঠগিলায় রে, বন্ধরে,
বন্ধুরে, ঠগিলায় আমারে ;
লাড়িয়া পিতল[3] দিয়া রে বন্ধু,
অবুলা[4] ভাড়িলায়[5] রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

---

১ তোতাপাখী ২ ঠকাইলে ৩ মূল্যহীন, তুচ্ছ পিতল ৪ অবলাকে ৫ ভাঁড়াইলে

আর ঠগের আশা, ঠগের বাসা,
ঠগের গৃহবাস ;
ঠগ দি' বানাইছইন আল্লায়
সয়াল সংসার[১] রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

আর চান্দে যে করইনি রে গৈরব[২]
উঠইন[৩] তেরা লইয়া ;
রাধিকায় করইন গৈরব :
আমার কানুর গলার মালা রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর আলিমে[৪] করইনি রে গৈরব
কোরান-কিতাব লইয়া ;
মুই অধমে করি গৈরব :
আমার পীর-মুরশিদের বচন লইয়া রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর আম ধরে ঝোপা রে ঝোপা[৫]
তেঁতই ধরে বেঁকা[৬]—
দেশের বন্ধু বিদেশ যাইতে[৭]
আর না হইব[৮] দেখা রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধরে ॥

আর, আমের পাতা চিরল-চিরল,[৯]
তেঁতইর পাতা রেকী[১০] ;
এমত চাইয়া[১১] করিয়ো পিরিতি
মইলে[১২] যারে দেখি রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

---

১ ছলনা দিয়া আল্লা সকল সংসার বানাইয়াছেন ২ যে গৌরব করিয়া থাকেন ৩ উঠেন
৪ বিদ্বান ব্যক্তি ৫ থোকায় থোকায় ৬ তেঁতুল ধরে বাঁকা ৭ বিদেশ গেলে ৮ না হইবে
৯ লম্বালম্বা ১০ ছোটো চিকন ১১ এমন ভাবে ১২ মরিলে

আর কইন তো ফকির জবান আলীয়ে
নদীয়ার কূলে বইয়া[১]—
পারইমু-পারইমু করি'[২]
আমার দিন তো যাইত্রা[৩] গইয়া রে।
ও মোরে ঠগিলায়, ঠগিলায় রে, বন্ধ রে ॥

। ২৮০ ।

তোরে লইয়া নিগুড় বনে[৪]
ললিত স্বরে গান করি :
দেশে আইল[৫] নবীন কিশোরী ॥

তোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে
ও বন্ধু, রইদে করে ধাক্‌ধাকি[৬] ;
এগো, তুমি আমার প্রাণের বন্ধু,
তুমি আমার দয়ার বন্ধু,
ছিরের[৭] উপর ধর ছাত্তি।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী

মোর বাড়ী যাইতে বন্ধু রে,
ও বন্ধু, খালায়-নালায় আইল পানি[৮] ;
আয় রে, এওতের[৯] দিমু লিলুয়া ঘোড়া[১০]
বরিষার দিমু নাওখিনি[৮]।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

---

১ বসিয়া ২ পার হইব-হইব করিয়া ৩ যাইতেছে ৪ নিগূঢ় বনে, মনের গহনে, গোপন ভাবে ৫ আসিল ৬ প্রচণ্ড রৌদ্র ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলে ৭ শিরের ৮ খালে নালায় জল আসিল ৯ হেমন্তকালের (?) ১০ রঙীন ঘোড়া ৮ নাওখানি

মথুরারি হাটে গিয়া ও বন্ধু,
কিনিয়া আনলাম লাকুড়ি[১] ;
এগো, শুকনার কাঠে নাও বান্ধাইয়া[২]
জলে ভাসায় সুন্দরী।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

শীতালং ফকির কইনি ও সই,
এখন আমি কি করি ;
এগো, এ বঙ্গ-সংসারের মাঝে
হকির নামে বাস করি।
—দেশে আইল নবীন কিশোরী ॥

। ২৮১ ।

॥ দেহতত্ত্ব ॥

কোন্ কলে বানাইলা ঘর রে
নিলয়[৩] না জানি রে।
ও আল্লা, কোন্ কলে বানাইলা ঘর রে ॥

আর চাইর খুঁটির বানায়া[৪] ঘর রে
ষোল্ল খুঁটির খাড়া[৫] ;
এগো, পবনে উড়াইত পারে
ছুট্ব[৬] ঘরের তালা রে।
কোন্ মিস্ত্রী বানায় ঘর নিলয় না জানি রে

---

১ কাঠ ২ নৌকা প্রস্তুত করিয়া ৩ উদ্দেশ, রীতি, হদিশ ৪ বানাইয়া ৫ আব, আতস, খাক ও বাদ—চারি খুঁটি। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় ও ছয়টি রিপু মিলিয়া ষোল খুঁটি ৬ ছুটিবে, ভাঙিবে

আর আড়ের[১] বানায়া ঘর রে
চামেড়ার ছানি[২] ;
ফটিকের দুই গো থুনি[৩]
চুইয়া পড়ের পানি রে ॥

আর কার বানায়া ঘর রে
কেবা ঘরের গিরি[৪] ;
কোন্ কলে বানাইলা ঘর
নিলয় না জানি রে ॥

আর ঘরে যদি থাকত ভাই রে
চৈতন্য আমার ;
তেকেনে[৫] দুর্দশা ঘটাইত[৬] আমার রে ॥

আর আছগর আলী পীরের নাতি
ওয়াইদ আলীর বেটা ;
এই গীত বানাইয়া দিলা
খুর্শিদ বাউলা রে ॥

। ২৮২ ।

শ্যাম-বন্ধু হ[১] ', কালা রে রতন,—
দরশন বিনে আমার
অসারের জীবন[২] ।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

---

১ হাড়ের ২ চামড়ার ছাউনি ৩ খুঁটি ৪ গৃহী ৫ তাহা হইলে কি ৬ ঘটিত
১ শ্যাম-বন্ধু গো ২ এ জীবন অসার

শ্যাম-বন্ধু হ',
আব-আতস-খাক-বাদে[১]
বানাইয়াছ ঘর ;
তার মাঝে আছইন[২] বন্ধু
বিনন্দ[৩] নাগর।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
একই ঘরে থাকি বন্ধু,
না পাইলাম ধুড়িয়া[৪] ;
তোমার দরশনের লাগি'
আমি হইয়াছি পাগল।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
সর্ব অঙ্গ খাওদ কাগা[৫]
না রাখিয়ো বাকী ;
কৃষ্ণ দরশনের লাগি'
রাখো দুইটি আখি।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

শ্যাম-বন্ধু হ',
কইন তো ফকির ওহাব আলী
নদীয়ার কূলে বইয়া ;
পাইমু-পাইমু করি'
আমার দিন তো যাইত্‌রা গইয়া[৬]।
—শ্যাম-বন্ধু হ' ॥

---

১ জল, আগুন, মাটি ও বায়ু ২ আছেন ৩ বিনোদ ৪ খুঁজিয়া ৫ (?) ৬ বহিয়া যাইতেছে।

। ২৮৩ ।

নিবেদন বলি তোর হুজুরে রে,
ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে, হিদ্‌রে[১] আছে ছয়জন,
জোগাইতে না পারি মন,
হামেশা বিবাদ মোর সনে ;
আমি তাদের সঙ্গ ছাড়ি—
আমারে না দেয় ছুড়ি'[২] ,
না জানি কিবা তাদের মনে।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে প্রেমরোগী যেই হয়—
সে কি সুখে ঘরে রয়,
সর্বাঙ্গ শোষিয়া[৩] পড়ের[৪] ঘাম ;
হিদ্‌রে প্রেমের পীড়া যার—
ফরামুসি[৫] নাই তার,
জোগায় মনে সদায়[৬] জপের নাম।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে, জালের[৭] জঞ্জাল যতো
তাহা বা কইমু কতো—
ছাড়াইলে না ছাড়ের কুসুমতে[৮] ;
কুব্জা রাণীর কুমন্ত্রণায়
দেশে র'না[৯] হইল দায়
আমি নারী না পারি আর বঞ্চিতে[১০]।
রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

---

১ হৃদয়ে ২ ছাড়িয়া ৩ বহিয়া ৪ পড়ে ৫ বিস্মরণ ৬ সদাই ৭ প্রেমিকের (?)
৮ কোনো মতে ছাড়ে না ৯ রহা ১০ দিন কাটাইতে

বন্ধু রে, ননদীর বিষম জ্বালা,
  সদায় রাখে মুখ কালা—
    হামেশা গুঞ্জরে শ্বশুরানী[১] ;
শ্বশুর বসিয়া থাকে—
  ভাশুর অতি ক্রুদ্ধ রাখে[২] ,
    দেওরায় লইয়া করে টানাটানি।
      রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু; নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

বন্ধু রে, ফকির আচনে কয়,
  হেন মোর মনে লয়[৩] —
    চল্লিশা নি ছয়-ষাট্টিয়ে মিলায়[৪] ;
স্বরের সঙ্গে যুক্তি করি'[৫]
  তিপুর্ণ্যিতে দিশা ধরি'[৬]
    কাল ভুজুঙ্গী ডরে ভাগি' যায়[৭] ।
      রে বন্ধুয়া, ও বন্ধু, নিবেদন বলি তোর হুজুরে ॥

।২৮৪।

ও মন, যাইতায়[৮] কার বাড়ী রে ;—
  সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন[৯] বিনে ॥

আর চিনলায়[১০]না রে অবোধ মন
  অন্তের দিকে চাইয়া ;
    এগো পাছের দিকে চাইয়া দেখ—
      তোর ঘাটে নাও বান্ধা রে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

---

১ শাশুড়ী সর্বদাই গঞ্জনা দেয় ২ ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে ৩ এই আমার মনে হয় ৪ (১) ৫ স্বরবর্ণের সহিত ব্যঞ্জন বর্ণের, প্রকৃতির সহিত পুরুষ মিলিত করিয়া, আল্লার সহিত রসুলকে মিলাইয়া ৬ ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্নার মিলিত স্থান ত্রিবেণীকে ভিত্তি করিয়া ৭ মনের কু-প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায় (?) ৮ যাইবে ৯ রসুলধন, আল্লার প্রতিমূর্তি ১০ চিনিলে

আর আষ্ট আঙ্গুলা কোদালখিনি[1]
যোল্ল আঙ্গুইলা ডাঁটি ;
সেই কোদালে কাটিয়া তুল্ত
মনার আপন ঘরের মাটি রে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

কহে ফকির বাউল, মনে ভাবি' দেখ্
মনা তুই চাইয়ে ;
এই চক্ষু মুজিলে মনার
তুনিয়া আন্ধারা[2] বে।
—সে দেশে দরদী নাই রে, রছুল-ধন বিনে ॥

। ২৮৫ ।

সুতা না কাটিলায়[3] রে মুরশিদ,
কিমইলর[4] দিয়া—
জঙ্গারিয়া লোহার হুলায়[5]
নাল যায় ছিঁড়িয়া।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

আর চরখা দিলাম, চরখী দিলাম—
আর বা' দিলাম মাল,
ভাই রে, আর বা দিলাম মাল,
হায় রে, কাটিবার লাকুড়ি[6] দিলাম
রসে বইয়া টান।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

---

১ কোদালখান। অষ্টম ইন্দু (মুখ ১, স্তন ২, হস্ত ২, বক্ষ ১, নাভি ১, উপস্থ ১), অষ্টদল পদ্ম, অষ্টসিদ্ধি, অষ্টপাশ ইত্যাদির কোনোটির সহিত এই আটকে সম্পর্কান্বিত করা যায় না। তবে, প্রকৃতি ও পুরুষের (বা আল্লা ও রসুলের) চারিটি করিয়া আটটি উপাদান হয় ২ অন্ধকার ৩ কাটিলে ৪ (?) ৫ জং ধরা লোহার শলাকা দিয়া ৬ লাকড়ি, কাঠ

আর চাইর খুঁটি দিয়া চরখা
করিয়াছে খাড়া
তাতে ষোল্ল বাঁকী জোড়া ;
হায়রে, হিলাইতে দুলাইতে নাল
ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া গেলা।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

আর আকাঠা মান্দারের[১] চরখা
চামেড়ার ছানি ;
হায়রে, কোন্ রঙ্গিলায় বানায় চরখা
নিলয় না জানি।
সুতা না কাটিলায় রে ॥

। ২৮৬ ।

গউর[২] রে, তুমি ভাসাইলায়[৩] সাগরে—
মিছা দোষী কলঙ্কিনী বানাইছ আমারে।
—দয়াল গউর রে ॥

গউর রে, হাটে যাও, বাজারে যাও
কিনিয়া আনবায়[৪] কি ;
আমার লাগি' কিনিয়া আনিয়ো
রউয়ের মুড়ি[৫]।
—দয়াল গউর রে ॥

---

১ আকাঠ মাদারের। ২ গৌর ৩ ভাসাইলে ৪ আনিবে ৫ রুইমাছের মুড়ো

মাও মইলা[১], বাপ মইলা,
মইলা সোদর ভাই ;
একাকিনী রইলাম আল্লা
না দেখি' উপায়।
—দয়াল গউর রে ॥

আট আঙ্গুলা কোদালখানি—
ষোল্ল আঙ্গুলা ডাঁটি ;
এরে দিয়া খুঁড়ইন[২] বন্দায়
নিজ ঘরের মাটি।
—দয়াল গউর রে ॥

ফকির আবজলে বলে,
শুনো রে কালিয়া :
নিভি'[৩] ছিল মনেরই আগুইন-
কে দিল জ্বালাইয়া।
—দয়াল গউর রে ॥

। ২৮৭ ।

সুন্দর কালিয়া রে,
আমি তোমার না পাইলাম
রঙ কি রূপ।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

---

১ মরিল ২ ইহা দ্বারা খুঁড়েন বান্দা ৩ নিভিয়া

সুন্দর কালিয়া রে,
আওরের[১] মাঝারে রে
কদম্বেরি গাছ রে—
তার উপর তিনটি ডাল আছে ;
তার যে উপরে রে
মনিরার[২] বাসা রে :
প্রেমের ফান্দ পাতিয়া থইছে[৩] তারে।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
আধারের[৪] লাগিয়া রে
জমিনে লামিল[৫] রে—
হায়রে, প্রেমের ফাঁদ লাগল রাধার গলে।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
চাইরি[৬] পাতা কালা-ধলা—
বারো ডাল তার দেখতে ভালা :
পাতার আওড়ে[৭] ফুটিয়া রইছে ফুল ;
সেই ফুল ঝরিয়া যায়—
কোন্ সুজনে তারে পায়
হায়রে, নয়নে না দেখি চান্দ মুখ।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

---

১ হাওরের, সাগরের ২ মনপাখীর ৩ থুইয়াছে, রাখিয়াছে ৪ আহারের ৫ নামিল
৬ চার। সাদা, কালো, লাল, হলুদ ৭ আড়ালে

সুন্দর কালিয়া রে,
চামিড়ের[১] দড়ি দিয়া
হস্ত-পদ বন্ধ্ করিয়া—
আলিপেতে[২] ধিয়ান করি' চাইয়ো ;
উলট-কলট করি'[৩] , উলট মনে টান করিয়া
হায়রে, বসিয়া থাক
নয়নের উপর ।
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
চামিড়ের দড়ি দিয়া
দুই নয়ান বন্ধ করিয়া—
হায়রে, বসিয়া থাক অন্ধলার[৪] মতো
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

সুন্দর কালিয়া রে,
কইন[৫] তো ফকির জমাদ আলী
কলসী রহিল খালি—
ভরিতে না পাইলাম গঙ্গার জল ;
মুরশিদ যদি সদয় অয়[৬]
জল ভরিবার মনে লয়—
ও মুরশিদ, দয়া রাখিয়ো[৭] বালক জানিয়া
—সুন্দর কালিয়া রে ॥

১ চামড়ার ২ আলেফ, আরবী বর্ণ-মালার প্রথম বর্ণ, ঈশ্বরের পরিবর্তে ব্যবহৃত ৩ উল্টা সাধন করিয়া ৪ অন্ধের ৫ কহেন ৬ হয় ৭ দয়া করিয়ো

। ২৮৮ ।

লাহুল[১] দরিয়ার মাঝে রে ভাই,
ও সাগরের মাঝে রে ভাই,
আমার মন মজিয়াছে :
চল, একবার দেশে যাই ॥

ভাই রে ভাই, উত্তর আল[২] দক্ষিণ আল,
বাও[৩] উল্টা, বইঠা ভাঙা নাও—
ঝলকে ঝলকে উঠে পানি ;
কইয়ো গি'[৪] মুরশিদের ঠাঁই—
এই নায়ের ভরসা নাই,
কোন্ ঘড়ি[৫] কোন্ জলে ডুবিয়া মরি।
চল, একবার দেশে যাই ॥

ইঙ্গুলা-পিঙ্গুলা ঘর,[৬] ঘুণে খাইয়া জর-জর,
মাড়ইল খাইয়া করিবা ছোচা[৭] ;
দিনে-দিনে খসিব রে[৮] মাড়ইল কাষ্ঠের জোড়া রে,
হায়রে, বাজার লুটিয়া নিব[৯] চোরে রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

ভাইরে ভাই, আওরেরই[১০] মাঝে রে
একগাছ কদম রে :
তার শতেক ডাল,—
তার মাঝে বগুয়ার[১১] বাসা ;

---

১ আরবী 'লা'-র অর্থ 'না' বা 'নাই' ; 'হু'-র অর্থ 'সে' বা 'আল্লাহ্' ; 'আল'-র অর্থ 'টি' বা 'সেই'। আল্লার যেমন অবয়ব নাই, 'লাহুল' শব্দটির অর্থও তেমনি 'সীমাহীন' ২ দিক-অর্থে ৩ বাতাস ৪ কহিয়ো গিয়া ৫ কোন্ মুহূর্তে ৬ ইড়া-পিঙ্গলা নামক নাড়ী-দ্বয় ৭ (?) ৮ খসিয়া পড়িবে রে ৯ লইবে ১০ জলময় ভূ-ভাগ, সাগরেরই ১১ বকের, মন-পাখীর

আধারের[১] লাগিয়া রে
জমিনে লামিব[২] রে—
হায় রে, তাতে ঘিরিব মায়ার জালে রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

মিলন শা' ফকিরে কয়,
আমার মনে এই লয়—
দূর-ই থাকি'[৩] মায়ের কান্দন শুনি ;
দুই চউখ মুজিলে রে
ঘরের বাইর করিবা রে—
হায় রে, থইয়া আইবা একাশর ঘরে[৪] রে।
চল, একবার দেশে যাই ॥

। ২৮৯ ।

মনের কবট[৫] খুল, মানী[৬] সই,
দিলের কবট খুল রে—
—সায়বানী[৭] সই, মনের কবট খুল ॥

আর ধানের ভিতরে ধুয়ারা[৮] ভাই রে,
সইরষের[৯] মাঝে তেল ;
এগুার ভিতরে বাইচ্চা মইল[১০]
প্রাণি[১১] কেম্‌নে গেল রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

১ আহারের ২ নামিবে ৩ দূরে থাকিয়া ৪ ঘরে একাকী রাখিয়া আসিবে ৫ কপাট
৬ মানিনী ৭ সাহেবানী ৮ তুষ ৯ সরিষার ১০ ডিমের ভিতরে বাচ্চা মরিল ১১ প্রাণ

আর ধানের ভিতরে ধুয়ারা ভাই রে,
সইরষের মাঝে তেল ;
নারিকেলের ভিতরে পানি
কোন্ সন্ধানে গেল রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

আশমান কালা, জমিন কালা,
কালা দরিয়ার পানি ;
পানির মাঝে থইছে[১] আল্লায়
কুদ্‌রতের[২] নিশানি[৩] রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

আর পইচমে তনে আইল ফকির[৪]
সোনার খড়ম পায়—
"লাইলাহা ইল্লেল্লা" দাগ্
তহিদ[৫] কোথায় পায় রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

আসগর আলী পীরের নাতি,
ওয়াইদ আলী যার বেটা ;
এই গীত রুচিয়া[৬] দিলা
খুশিদ বাউলা[৭] রে।
—সায়বানী সই, মনের কবট খুল ॥

---

১ থুইয়াছে, রাখিয়াছে ২ মহিমার ৩ চিহ্ন ৪ পশ্চিম দিক হইতে ফকির আসিল
৫ ভগবানের 'একত্ব' ৬ রচনা করিয়া ৭ বাউল

। ২৯০ ।

॥ পীর-মুরশিদা ও গুরুতত্ত্ব ॥

আমার মনেরি আনল[1]
ওরে, অন্তরে আগুনির জ্বালা রে—
বালা, কে জানে বেদন ॥

আর বনের হরিণী হইতাম যদি রে
খাইতাম রে ভরমিয়া।
ভবের তাড়নায় মরি
মনুষ্যি জনম লইয়া রে ॥

আর ডালের পঙ্খী হইতাম যদি রে
যাইতাম রে উড়িয়া।
শীতল নদীর জলে অঙ্গ জুড়াইয়া রে ॥

আর তনু ঝুরে, মন রে ঝুরে,
আল্লা, ঝুরে দুইটি আঁখি।
পিঞ্জিরায় বন্দী ঝুরে
আমার জঙ্গলার পঙ্খী রে ॥

আর তনু হইল লড়খড়[2] রে,
যৌবনে দিলা ভাটি।
চালাইতে[3] না চলে তন[4]
আমার নছিবের[5] লয়লাটি[6] রে ॥

আর অধম আফজলে বলে রে,
নদীয়ার কূলে বইয়া।
সকল যাইন[7] মুরশিদের বাড়ী—
আমি রইলাম চাইয়া রে ॥

---

১ অনল ২ জর্জরিত, জীর্ণ ৩ চালাইলে ৪ তনু ৫ নসিবের ৬ ললাটলিপি ৭ সকলে যাইতেছেন

। ২৯১ ।

আজব লীলা, রঙ্গের খেলা,
মিছা ভবের কারখানা :—
মন রে, ও তুমি রঙ্গে মজিয়ো না ॥

রঙপুর বন্ধুয়ার বাড়ী—
দিলালপুর তার কারখানা ।
গেল দিন তো লওরে পন্থ
করো কি আর ভাবনা ॥

মন রে, রসে-রঙ্গে তোদের সঙ্গে
রিপু ছয় জনা ।
ভবের কূলে মায়াজালে
জঞ্জালে আর ঠেকিয়ো না ॥

মনরে, অধম হাছনে বলইন[1] —
মুরশিদ-পন্থের পাইনা ঠিকানা ।
আনো ছুরী, কপাল চিরি,
বিধাতায় কি লেখিলা ॥

। ২৯২ ।

আরে হায়রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে[2] আইলাম ভাই রে—
পয়ার পাসুয়া নাও লইয়া[3]

১ বলেন ২ বাণিজ্যে ৩ পয়ের ছিদ্রবিশিষ্ট নৌকা লইয়া

সুজন নাইয়ার ধন হিসাব করিব[১] ;
তিলে-পলে হিসাব দিতে পরমাদ ঠেকিব[২] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

কি বণিজে আইলাম ভাই রে, লইয়া পরার ধন :
চিনিয়া করিয়ো খরিদ—অমূল্য রতন ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

আকাঠা কাঠের নাও[৩] , লাগিয়াছে কতেক গুড়া[৪] ;
সুজন কাণ্ডারীর নায়ে শূন্যে করে উড়া[৫] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

এ নায়ের ভরসা নাই, পলকে ডুবি' যাইব[৬] ;
সুজন কাণ্ডারী নায়ে উড়াল বইঠা বাইব[৭] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

উড়াল বইঠা বাও—নায়ের পীরমুরশিদ ছওয়ারী[৮] ;
অবশ্যি দীনের নাথে লইবা উদ্ধারি' ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

---

১ হিসাব করিবে ২ প্রমাদ হইবে, ঘটিবে ৩ পলকা কাঠের নৌকা ৪ (?) ৫ শূন্যে উড়িতেছে
৬ ডুবিয়া যাইবে ৭ এমন দ্রুত বইঠা বাহিবে যে নৌকা যেন উড়িয়া চলিবে ৮ সওয়ারী

ভাঙ্গা নায়ের ভাঙ্গা বইঠা, তরাসে ঢালো পানি ;
দমের উপর ভর করি' নায়ে দেও গাহনি[১] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

যে ধন বণিজে আনলাম,—সব নিল চোরে ;
কয় ফকির ভেলা শা-য়, পরানি কাম্পে ডরে[২] ।
রে সুজন নাইয়া,
আমি কি বণিজে আইলাম ভাই রে—
পরার পাহুয়া নাও লইয়া ॥

। ২৯৩ ।

বন্ধু আমার, রাইত[৩] হইল রে—
ও পরানের বন্ধু, বেলা দেখি অল্প ;
শেষ, ওরে বন্ধু আমার, রাইত হইল রে ॥

আর আকাষ্ঠা মান্দারের নাও[৪] —
নাওয়ের নাই রে খুল[৫] ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই রে খুল ।
লক্ষি-হাজার[৬] গুণ তার—
একইটা[৭] মাস্তুল ॥

আর আকাষ্ঠা মান্দারের নাও—
নাওয়ের নাই সে জলই[৮] ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই সে জলই ।
ওরে, মক্কায় তার দাঁড়ের কোড়া—
মদিনায় গলই ॥

---

১ নৌকা ভাসাও, বাণিজ্য করিবার জন্য   ২ ডরে পরান কাঁপে   ৩ রাত্রি   ৪ আকাঠ মাদারের নৌকা   ৫ খোল, নৌকার তলদেশ   ৬ লক্ষহাজার   ৭ একটিই   ৮ (?)

আর আকাঠা মান্দারের নাও—
নাওয়ের নাই সে গুড়া ;
বা' মুরশিদ, নাওয়ের নাই সে গুড়া
ওরে, পীর-মুরশিদ ছওয়ারী[১] —
নাও শূন্যে করে উড়া ॥

আর আন্ধারিয়া ঘরের মাঝে—
চউখে নাই সে দেখি ;
বা' মুরশিদ, চউখে নাই সে দেখি।
ওরে, উড়িবার পন্থ নাই—
চাইর দিকে চৌকি ॥

আর আলিফের[২] মাঝে ইলিম[৩] ভাই রে-
সইরের মাঝে[৪] তেল ;
ভাই রে, সইরের মাঝে তেল।
ওরে, আণ্ডার ভিতরে বাইচ্চা মইল[৫] —
প্রাণি[৬] কেম্‌নে গেল ॥

আর কইন তো ফকির কানু শা'য়—
সন্দের পারে বইয়া ;
বা' মুরশিদ, সন্দের পারে বইয়া।
ওরে, পারইমু পারইমু করি'—
আমার দিন তো যাইত্‌রা গইয়া ॥

। ২৯৪ ।

আমি ডাকি কূলে বইয়া[৭] রে,—
পার কর দীনের নাথ মোরে ॥

---

১ সওয়ারী ২ আরবী বর্ণমালার প্রথম বর্ণ ৩ বিদ্যা ৪ সরিষার মধ্যে ৫ বাচ্চা মরিল ৬ প্রাণ ৭ বসিয়া

আর আল্লায় দিলা ডাইল-চাউল,
মুরশিদে দিলা হাঁড়ী।
ওরে, রসাই করি[২] খাইয়া যাইতাম—
আমার মুরশিদ চান্দের বাড়ী রে ॥

আর মুরশিদ যাইনি[৩] নায়ে নায়ে
বালক যাইনি রড়ে[৪]।
তোমার-আমার হইব দেখা—
মুরশিদ, রোজ কিয়ামতে[৫] রে ॥

আর নদীর কূলে গেলাম বা' মুরশিদ,
পার হইবার আশে।
ওরে, নাও আছে, খেওয়ানী নাই—
আপন করম দোইষে রে ॥

আর মুরশিদের বাড়ী ফুলবাগিচা
বালকের বাড়ী খালি।
আপন কথা কও বা' মুরশিদ,
আমি ছাড়ি ঘর-বাড়ী রে ॥

আর কইন তো মুরশিদ চান্দ আলী শা'য়
বড়ো বন্দে[৬] বইয়া।
পার করো চাই[৭] দয়ার মুরশিদ,
আমার বালক সকল[৮] লইয়া রে ॥

---
২ রান্না করিয়া ৩ যান ৪ হাঁটিয়া ৫ শেষ বিচারের দিনে ৬ পদকর্তার বাসস্থান
৭ পার করো তো ৮ শিষ্য সকল

। ২৯৫ ।

সোনা বন্ধু, আও আও রে,
মুই অভাগী জানিয়া ;—
আরে বাড়াইয়া প্রেমের পিরিত
ও তুমি না যাইয়ো ছাড়িয়া।
রে সোনা বন্ধু, আও আও রে ॥

আর না জানি পিরিতের ভাও[1]
না জানি তার কল।
হায় রে, কেবলমাত্র মুরশিদের দোওয়া[2] —
মুই বেয়াকল[3] ॥

আর পিরিতি করিলাম আমি
হইয়া ছাবাল[4]।
ওরে, অল্প বয়সের পিরিতখানি—
ও তুমি রাখিয়ো বহাল[5] ॥

আর জানিবা[6] গোকুলের লোকে
পিরিতে আছি আমি।
ওরে, লোকেতে জানিলে দেখা—
নাহি দেও তুমি ॥

আর গোপনের পিরিতখানি
হইলে প্রচার—
ওরে লোকের মাঝে কলঙ্কিনী
হইব নাম আমার ॥

---

১ মূল্য, স্বরূপ ২ আশীর্বাদ ৩ ব্যাকুল, জ্ঞানহীন ৪ বালক ৫ বিদ্যমান ৬ জানিবে

আর শশুড়ী-ননদী বয়রী[1]
ঘরেতে আমার—
ওরে, সময়ে না পাইলাম আমি
হইতে ঘরের বার ॥

আর যাইমু যাইমু কবি'
জীবন গেলা গইয়া।
ওরে, কতকাল রাখিমু যৌবন আমি
লোকের বয়রী হইয়া ॥

আর মনে লয়, যুগুনী[2] হইতাম
তুইন বন্ধের কারণ ;—
ওরে, কোথায় যাইমু, কোথায় পাইমু,
সদায় হুতাশন[3] ॥

আর অধম ফরমুজে বলে
মুরশিদের পদে ধরি'—
ওরে, মুই অধম বালকে ডাকি
হইয়া ভিখারী ॥

। ২৯৬ ।

গুরু, আমি কই আইলাম রে আল্লা,
নিলয়[4] না পাই ;
হায় রে, যারে ভজতে আইলাম ভবে—
তাহান[5] উদেশ[6] নাই।
ওবা'[7] গুরু, আমি কই আইলাম রে ॥

---

১ বৈরী ২ যোগিনী ৩ সদাই হুতাশা ৪ উদ্দেশ ৫ তাঁহার ৬ উদ্দেশ ৭ ও হে

আর সত্যি করি' আইলাম বা' গুরু,
ভজিতাম তোমারে—
বা' আল্লা, ভজিতাম তোমারে।
হায় রে, বেরথা ভাবে দিন গাওয়াইলাম[১],
না ভজিলাম তোমারে॥

আর আমার নায়ের ছয়জন মাঝি,
ষোল্লজন কাণ্ডারী—
বা' আল্লা, ষোল্লজন কাণ্ডারী।
হায়রে, কোন্ নায়ের[২] চড়নদার আমি,
চিনিতে না পারি॥

আর অধম রইছে বলইন[৩]—
জীতে[৪] আমি মরা—
বা' আল্লা, জীতে আমি মরা।
হায় রে, আনিয়া দিলে খাইবার আছইন[৫],
সঙ্গে যারা[৬] নাই॥

১ বৃথা ভাবে দিন কাটাইলাম ২ কোন্ নৌকার, কেমন নৌকার ৩ বলেন ৪ জীবিত অবস্থাতে ৫ আছেন ৬ যাত্রী, যাইবার

। ২৯৭ ।

॥ লৌকিক ॥

দরশন দেও বন্ধুরে, দয়া ভাবি' মনে[১] —
যুবতী-বিচ্ছেদ-জ্বালা সহিব কেমনে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর শিশুকালে কইলে[২] রে বন্ধু,
আমারে পিয়ার[৩] ;
হায়রে, যুবাকালে ভিন্ন বাসো[৪]
কি দোষ আমায় রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর যৌবনের জ্বালা রে বন্ধু,
না পারি সহিতে ;
হায় রে, দয়ার আকার[৫] বুঝি
নাই তোমার মনেতে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর প্রেমের জ্বালায় রে বন্ধু,
চউখে নিন্দ নাই[৬] ;
হায় রে, দিবার নিশি[৭] প্রেমানলে
কান্দিয়া পোসাই[৮] রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

---

১ মনে দয়া করিয়া ২ করিলে, কহিলে ৩ আমাকে প্রেমের বাণী শোনাইলে, আমার সহিত প্রেমাবদ্ধ হইলে ৪ ভিন্ন মনে করো ৫ দয়ার স্পর্শ, দয়ার রূপ ৬ চোখে ঘুম নাই ৭ দিবানিশি ৮ কাটাই, পোহাই

আর বসন্ত সময় রে বন্ধু,
মৌমাছিগণে—
হায় রে, ফুলরেণু আনন্দেতে
তুলিছে বাগানে রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর বসন্ত ঋতু রে বন্ধু,
ডাকিছে কোকিলা ;
হায় রে, যুবতী সহিব কত
যৌবনের জ্বালা রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর ভমর বিরাজে রে বন্ধু,
আনন্দে কমলে ;
হায় রে, দেখিয়া সহিব কতো
যৌবনের জ্বালা রে।
—দরশন দেও বন্ধুরে ॥

আর চাতকিনীর মতো রে বন্ধু,
জল পিপাসায়—
হায় রে, দর্শনের বারি লাগি'
ডাকিছি[1] তোমায় রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

আর ইয়াছিন বলে রে বন্ধু,
পরানের পতি ;
হায় রে, তার প্রেমে মজে যেই[2]
ধন্য সেই যুবতী রে।
—দরশন দেও বন্ধু রে ॥

---

১ ডাকিতেছি ২ যে

। ২৯৮ ।

আইলায় না[১], আইলায় না বন্ধু রে,
নিন্দ[২] হইল বৈরী ;—
এগো, একেলা মন্দিরে[৩] ঝুরি আমি নারী অভাগিনী রে।
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর এক প'র[৪] রাত্রি যাইতে বন্ধু রে,
আইলাম তোর বাসরে[৫] ;
এগো, স্বস্বামী ভাড়িয়া[৬] আইলাম
বালক দিয়া কোলে রে।
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর দুই প'র রাত্রি যায় বন্ধু রে,
ফুটে চাম্পা-নাগেশ্বর ;
এগো, কেওয়া না কেতকী ফুলে
সাজাইলাম বাসর রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর তৃতীয়া প'র নিশি যাইতে বন্ধু রে,
কোকিলায় কাড়ে রাও[৭] ;
এগো, উঠ-উঠ প্রাণের বন্ধু,
কত নিদ্রা যাও রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

---

১ আসিলে না ২ নিদ্রা ৩ ঘরে ৪ প্রহর ৫ গৃহে, ঘরে ৬ ছলনা করিয়া ৭ কোকিল ডাকে

আর রাত্রি না পোসাইয়া[1] যাইতে বন্ধু রে,
পূবে উদয় ধলা[2] ;
এগো, রাধিকার অঞ্চল[3] ছাড়ি'
কানু জলে করে খেলা রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর রাত্রি না পোসাইয়া যাইতে বন্ধু রে,
পূবে উদয় ভানু ;
এগো, রাধিকার অঞ্চল ধরি'
বিদায় মাঙ্গইন[4] কানু রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

আর অধম কাজিলে কহে বন্ধু রে,
নদীয়ার কূলে বইয়া[5] ;
এগো, পারইমু-পারইমু করি'[6]
আমার দিন তো যায় গইয়া[7] রে—
আইলায় না, আইলায় না বন্ধু রে ॥

। ২৯৯ ।

নিশি হইল অবসান, ল'[8] পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

রাত্রি পোসাইয়া[9] যায়,
কোকিলায় পঞ্চমে গায়,
নিদ্রাতে কি বড়ো পাইছ সুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

---

১ পোহাইয়া ২ সূর্য অর্থে ৩ আঁচল ৪ বিদায় মাগেন ৫ নদীর কূলে বসিয়া ৬ পার হইব-হইব করিয়া ৭ কাটিয়া, চলিয়া ৮ ওলো ৯ পোহাইয়া

অভাগিনী বসিয়া রে
  নিশি পোসাইলু রে,
    উঠ অবে,[১] দেখি চান্দ মুখ—
  ল' পরানের বন্ধ,
      নিশি হইল অবসান ॥

আমার মাথা খাও
  উঠ অবে, ঘরে যাও,
    কাকুতি করিয়া বলি তোরে—
  ল' পরানের বন্ধ,
      নিশি হইল অবসান ॥

রাত্রি ফরসা হইলে
  লোকে দেখিব[২] তোরে
    কলঙ্কিনী করিবে মোরে—
  ল' পরানের বন্ধ,
      নিশি হইল অবসান ॥

কলঙ্ক রাখিতে মোর
  ভালা না পড়িব তোর,[৩]
    মোরে করবে জনমের খুটা[৪] —
  ল' পরানের বন্ধ,
      নিশি হইল অবসান ॥

তুমি হেন বন্ধু যার
  কিবা দুখ-সুখ তার
    দুখ তার হইয়া যাইব[৫] সুখ—
  ল' পরানের বন্ধ,
      নিশি হইল অবসান ॥

---

১ এবে, এখন ২ দেখিবে ৩ তোর ভালো হইবে না ৪ আমাকে জন্ম ভরিয়া খোঁটা দিবে
৫ যাইবে

ফকির ওহাবে কয়,
প্রাণি দিবার মনে লয়[১]
তিলেক না দেখি' চান্দ মুখ—
ল' পরানের বন্ধ,
নিশি হইল অবসান ॥

। ৩০০ ।

বিধবার মনেরি দুঃখ বুঝলায় না[২] গো ধর্মে,[৩]
বুঝলায় না গো ধর্মে, বুঝলায় না গো ধর্মে

আর ছয় না বচ্ছরের কালে
বাপে দানে দিল বিয়া ;
এগো,[৪] বারো না বচ্ছরের কালে
স্বামী গেল মারা ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

আর হিন্দুকুলে লইলাম জন্ম
না জানি কোন্ পাপে ;
এগো, মরিয়া যাউক পণ্ডিতের বংশ
বিধবারি শাপে ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

আর কহে কন্যা চন্দ্রমালা
মনেতে ভাবিয়া ;
এগো বিধবারি হৃদয়ের আগুইন[৫]
কে দিব[৬] নিবাইয়া ।
গো দুঃখ বুঝলায় না গো ধর্মে ॥

---

১ মনে হয়, প্রাণ দিই   ২ বুঝিলে না, বুঝিতে পারিলে না   ৩ সম্বোধন, ধর্ম   ৪ ওগো
৫ আগুন   ৬ কে দিবে

॥ রাগ ॥

। ৩০১ ।

আমার দিন তো যায় গইয়া[১]
শ্যাম-নাগরের লাগিয়া।
ভাবিতে-ভাবিতে আমার—
দিন তো যায় গইয়া ॥

সোনা না হয়, রূপা গো রাই,
পিরিতি গলার মালা।
তোমরা সখি জলে যাইতে—
কি ধন মাঙ্গিলা[২] শ্যামকালা ॥

যমুনার জলে যাইতে
পন্থ বহুত দূর।
হাঁটিতে না পারে রাধা—
চরণে নেপূর ॥

যমুনার জলে যাইতে
পন্থে চিকন মাটি।
আছাড় খাইয়া রাধিকায়—
ভাঙিলা কলসী ॥

---

১ চলিয়া ২ চাহিল

কহেন বৈষ্টব দাসে—
রাই গো, শুনো সখি তোরা :
কালিয়ার সনে পিরতি করি'
জী'তে[১] আমি মরা ॥

। ৩০২ ।

আলো[২] রাই, কি হইল মোরে দিয়া[৩]।
মনে লয়—হইতাম ঘরের বা'র—
পিরিতের লাগিয়া ॥

বন্ধের সনে করিতে পিরিতি
না দেয় ননদিনী।
রহিতে না পারি ঘরে রে—
শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি ॥

ঘরে বইরী ননদিনী
কি হইল প্রমাদ।
কতো বা সইব দুখ রাই—
কানু-পরবাদ ॥

মুই তো অভাগীর রে নারী
কুল বিনাশিলু।
কদমতলে বন্ধের খেলা রাই—
বিচারি'[৪] না পাইলু ॥

---

১ জীবিত অবস্থায় ২ ওলো ৩ আমায় কি হইল ৪ খুঁজিয়া

বন্ধের লাগি' জলি' তনু
হইয়া গেল কালা।
এমন নিঠুর বন্ধু—
তেব[১] দেয় জ্বালা ॥

কহে ফকির ভেলা রে শাহে
বাঁশীর নিলয়[২] না পাই।
কোন্ নাম জপে বাঁশীয়ে—
উদেশ কয়ো চাই ॥

। ৩০৩ ।

চিত-চোরা বাঁশীর সানে[৩] —
যুবতী মজিবা রঙ্গে বা' কানাই,
কানাই রে, ও তোর ভালা না পড়িব[৪] ॥

কি করিমু, কোথায় যাইমু
এই সে ভাবনা—
বুঝি আমা লাগি' রাখিয়াছ
সংসারের বাসনা ॥

এ জাতি-যৌবন রে
দিয়া না পাইলাম তোরে।
হইলাম ঘরের বা'র—
কি করিতায় মোরে ॥

---

১ তবু ২ হদিশ ৩ টানে, সুরে ৪ ভালো হইবে না

মুই গেলু যমুনার জলে
ভরিতে কলসী।
তাতে বুলে[1] বন্ধুয়ার সনে—
কইলাম হাসি-রসি[2] ॥

হাসি না হয়, রসি না হয়
বিজুলিয়ার ছাটা।
ফিরিয়া চাইতে ভাঙিল কলসী—
আমি খাইলাম উষ্টা[3] ॥
শাশুড়ী, ননদী, বা' কানাই
আর নিজ পতি—
আখিয়ে আখিয়ে ঠারি'
থাকে ভাঙিতে পিরিতি ॥

বিধির বিড়ম্বনায় বন্ধু রে
ভাসিলাম সাগরে—
বসতি ছাড়াইতে চাহে
নন্দের কুওরে[4] ॥

কুলের ঝিয়ারী হইয়া
ফিরিয়া আইলাম ঘরে।
পুরাইতাম মনের সাধ—
ননদী যদি মরে ॥

ধইনি-ধইনি[5] রাধা-কানু—
ধইনি বিন্দাবন।
ধইনি-ধইনি গোকুলের সখী
ধইনি গোপীগণ ॥

---

১ বুঝি, বলে ২ হাসি-রসিকতা ৩ হোঁচট ৪ কুমারে, পুত্র ৫ ধন্যধন্য

মনে লয়—পরানের বন্ধু রে
গলায় গাঁথি' রাখি।
নিরবধি চাইয়া থাকি—
লিয়া[1] দুইটি আখি॥

যমুনারি[2] তীরে-নীরে
খেলা করে কানাই।
তুমি কানাই বিনে—
রাধার সঙ্গী কেও নাই॥

। ৩০৪ ।

কি সোনার বন্ধু রে, কি বলিমু তোরে—
প্রেম বাড়াইয়া আজি কেনে ছাড়ো মোরে
—কি সোনার বন্ধু রে।

সহজে অভাগিনী হইলাম কলঙ্কিনী—
আপনার সর্ব হেন ছাড়িলা আপনি।
কি সোনার বন্ধুরে॥

প্রেমভাব বাড়াইয়া ভাবি রাত্রি-দিন—
জাতিকুল দিয়া মুই না পাইলু আপন।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

কুলধর্ম এই কাজে পরিহরি লাজে—
পরানের বন্ধু পাইমু মুই যমুনার মাঝে।
—কি সোনার বন্ধু রে॥

---

১ লইয়া ২ যমুনারি

না দেখিলে প্রাণি[1] মোর দহে কলেবর—
আসিতে যাইতে যেন কাটে নিরন্তর।
—কি সোনার বন্ধুরে ॥

মোর হেন হিয়া জ্বলে, ভিন্ বাসো কেনে[2] —
পুরুষ ভ্রমরা জাতি, না জানো আপনে।
—কি সোনার বন্ধু রে ॥

অন্তরে ধরিতে গেলু, ভাবে মোরে চিত[3]—
দীন ভবানন্দে বলে—না হয় উচিত।
—কি সোনার বন্ধু রে ॥

।৩০৫।

হায় রে, পিরিতি বাড়াইয়া বা শ্যাম যায় রে ;
হিয়ার মাঝে আছে পিয়া,
আসন করি' বসিয়া—
রাজপন্থে করে নানান খেলা।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

মুই যদি জানিতু পিয়া,
এমন সময় যায়[4] ছাড়িয়া—
নিশি পোসাইতাম উরে[5] লইয়া।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

যদি বন্ধু আপন হইত,
দুখ-সুখ সব জানিত—
পরান বন্ধে না চায় ফিরিয়া।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

---

১ প্রাণ ২ অন্যরূপ ভাবো কেন ৩ আমাকে বিপরীত ভাবে ৪ কাটাইতাম ৫ বুকে, কোলে

যদি কাষ্ঠ আনল হইত,
অলি' পুড়িয়া রইত—
দারুণ প্রেমের আনল আমার নিভে না রে।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

দীন ভবানন্দে কয়—
এই ছেল[১] খসিবার নয় :
এই ছেল খসিব রাধা মইলে।
—বা' শ্যাম যায় রে ॥

।৩০৬।

ও তুই কার ঘরের বউয়ারী[২] গো রাধে—
রাধে গো, তুই কার ঘরের বউয়ারী ॥

দারুণ বিধাতায় মোরে
সৃজিল গোয়ালের ঘরে—
কানাইয়ে মোরে কইল কলঙ্কিনী ॥

কাখেতে কলসী করি'
বাইর[৩] হইলা সুন্দরী—
বাতাসে হালিয়া-ঢালিয়া পড়ে ॥

কেমন নাগরে
বিয়া যে করিয়াছে তোরে—
একেলা পাঠাইল গঙ্গার জলে ॥

১ শেল ২ বউ ৩ বাহির

অনুচল[১] -পিনুচল[২] ঘাট,
নামিতে[৩] সঙ্কট তাত—
ধীরে নামে এ চন্দ্রবদনী ॥

একবার ফিরিয়া চাও,
জুড়াউক শ্যামের গাও—
কলসী ভরিয়া দিমু আমি ॥

সকল সখীর সঙ্গে
যমুনাতে গেলু রঙ্গে—
দেখি আইলু বিজুলিয়ার ছাটা ॥

ভরিতে গঙ্গার জল
কলসী না হয় তল—
দারুণ জোয়ারে দিল ভাটা ॥

পন্থ মোর ছুড়ো[৪] রে,
ও নিলজ্জবর[৫] কালা রে—
গাগুরী[৬] লাগিব তোর গায় ॥

দুনু হস্ত[৭] জোড় করি'
রাধিকা সুন্দরী—
মিন্নতি করিলা বন্ধের পায় ॥

বলে দীন ভবানন্দে :
শুনো গো সুন্দরী রাধে—
কেনে আইলে হিঙ্গল মন্দির[৮] ঘরে ॥

---

১ অর্থহীন ২ পিছল ৩ নামিতে ৪ ছাড়ো ৫ নিলর্জ্জ ৬ গাগরী ৭ দুই হাতে ৮ কাল্পনিক স্থান বিশেষ

নন্দের ঘরের চিকনকালা,
হিদ্‌রে[1] মোর দিল জ্বালা—
বাঁশী বাজায় কদম্বেরি তলে ॥

। ৩০৭ ।

হায় রে বন্ধু, হরি দয়াময়,
তোমারে দেখিবার মনে লয়[2] ।
তোমারে দেখি' গো—
রাধার জীবন শান্ত হয় ॥

নিশাকালে আইস রে বন্ধু,
করিয়া আরতি ।
তোমার বাঁশীর সুরে—
লইয়াছে খিয়াতি[3] ॥

একে রাধা অল্পতরু[4]
আর তো অবুলা ।
কতো দুখ সহিব[5] প্রাণে—
বিরহের জ্বালা ॥

বাঁশীটি বাজাও রে বন্ধু,
বাঁশীর জানো কল ।
কোন্ কলে বাজাও বাঁশী—
মন করিয়াছে পাগল ॥

---

১ হৃদয়ে ২ মনে হয় ৩ খ্যাতি ৪ অল্পবয়স্ক ৫ সহিবে

বাঁশীটি বাজাইয়া রে বন্ধু,
না যাইয়ো নিন্দে।
আগ দুয়ারে ননদিনী—
তিলে-পলে জাগে॥

বাঁশীটি বাজাইয়া রে বন্ধু,
থইলা কদম্বতলে।
লিলুয়া বাতাসে[১] বাঁশী—
'রাধা রাধা' বলে॥

কদম্বডালে থাকো রে বন্ধু,
কদম্বের তুড়ো ফুল।
মুখেতে মধুর দিয়া—
লইলায়[২] জাতি-কুল॥

কদম্বডালে থাকো রে বন্ধু,
কদম্বেরি ভাঙো আগা।
আবাল-কালে[৩] কইলায় পিরিতি—
যুবত-কালে দাগা॥

মোর নিবেদন কিছু
শুনো রে অবুলা।
কে বা বাড়াইল পিরিতি—
কার ভয় মন আলা॥

কেও কালা, কেও গোরা,
একই ঘরে থাকি।
কেওয়াড়[৪] খুলিয়া দেও—
চান্দমুখ দেখি॥

১ মৃদু মন্দ বাতাসে ২ লইলে ৩ শিশুকালে ৪ কপাট

দীন ভবানন্দে কহে :
শুনো প্রাণের ধন।
কানাই বিহনে রাধিকার—
না রহে জীবন॥

।৩০৮।

নিন্দ হইল পরানের বয়রী[১]।
রে নাইওর বন্ধ,[২]
ও আমার নিন্দ হইল পরানের বয়রী॥

নাইওর রে, এ দমের[৩] ভরসা নাই—
নাম জপ' সাধু ভাই,
পলকে হইব[৪] ঘর চুরি॥

নাইওর রে, নিমের গাছে নিমের জড়[৫]
অঙ্গানি[৬] নিরন্তর,
ধুঁয়া তার লাগিছে আকাশে রে।
সেই ধুঁয়ার পরকাশে
ঘর অন্ধকার রে—
দুইটি আঙ্খি লাগি' যাইব মেলা[৭]॥

নাইওর রে, দুখের মন্দিরে—
সুখে নিদ্রা না যাইয়ো রে ;
সুখ ছাড়ি' হইবা রে বনবাসী রে।
সুখের বন্ধুয়া রে,
নয়ানে না দেখি রে—
জাগিয়া হইলাম উদাসিনী॥

---

১ শত্রু ২ প্রিয়বন্ধু ৩ নিশ্বাসের ৪ হইবে ৫ শিকড় ৬ (?) ৭ তখন (?)

শুনো রে মুমিন[১] ভাই,
কেওরের[২] সঙ্গী কেও নাই—
দণ্ডে-পলে ঘর হইব[৩] চুরি ॥

নাইওর রে, ঘরের মাঝে
মনুরায়ে বিরাজে—
ওরে, সদায় তাতে বাঘে করিছে শয়ন রে।

ভেলা শা' ফকিরে কয়—
রাজ পন্থে মিলন হয়,
এই ছিল নছিবের বাঁটা[৪] ॥

। ৩০৯ ।

তোর পিরিতে সকল হারিলাম—
রে পরানের বন্ধু,
তোর পিরিতে সকল হারিলু[৫] ॥

মাও ছাড়লাম, বাপ ছাড়লাম,
ছাড়লাম সোদের[৬] ভাই।
অনাথের নাথ তুমি—
আর লক্ষ্য নাই ॥

আগ ডালে বইস রে বন্ধু,
কদম্ব হেলিয়া।
মুই অনাথ বালকে ডাকি রে বন্ধু,
জঙ্গলবাসী হইয়া ॥

১ বিশ্বাসী ধার্মিক ২ কাহারও ৩ হইবে ৪ ভাগ্যের লিখন ৫ হারাইলাম ৬ সহোদর

যে বেলা করিয়াছিলায় পিরিত
শান-বান্ধিল[1] ঘাটে—
ছাড়বায়না-ছাড়বায়না করি'
হস্ত দিলাম মাথে ॥

জঙ্গালে[2] সে রইস, রে বন্ধু,
জঙ্গালে সে যাইয়ো।
মুই অনাথ বালকে ডাকি—
ফিরিয়া চাইয়ো ॥

দীন ভবানন্দে কয় :
বন্ধু, শুনো রে কালিয়া—
নিভি' ছিল মনের আনল,
কে দিল জ্বালিয়া ॥

। ৩১০ ।

রাধারে ধরিমু চোর
পাইয়া ফুলের রেণু।
ও সই, যাইবায় নি[3] রাধার বাড়ী—
যথা গিয়াছে কানু ॥

ষোলশ[4] গোপিনী লইয়া
যখন করিয়াছিলাম খেলা :
কদম্বতলে না পাইয়া—
রাধার বাড়ী গেলা ॥

---

১ শান-বাঁধানোঘাটে ২ জঙ্গলে ৩ যাইবে কি ৪ ষোড়শ

এক সখীয়ে উঠিয়া বলে
আর সখীর আইয়ো[১] :
ধীরে ধীরে পা পালাইয়ো[২] —
তারা শুনব[৩] —চাইয়ো ॥

এক সখীয়ে উঠিয়া বলে
ঘরে নাই কানু :
মিছা-মিছা কথা কহিয়া—
জ্বালাও রাধার তনু ॥

রাধার মন্দিরের মাঝে
উদয় হইলা ভানু :
বেড়[৪] রে গোকুলের লোক—
এই ঘরে কানু ॥

বলইন[৫] বৈষ্ণব দাসে :
দুয়ার না ঘুচাও লাজে ;
বসিছে দ্বিতীয়ার চান্দ—
আন্ধইর[৬] কোঠা-মাঝে ॥

। ৩১১ ।

কি হইল পাগেলার মনা[৭] রে,
মনা না লয় ঘর-বাড়ী।
শিশুকালে সুস্বামীর ঘরে রে—
যৈবতকালে রাঁড়ী[৮] ॥

১ ঠাই, নিকটে ২ ফেলিয়ো ৩ শুনিবে ৪ বেষ্টন করো ৫ বলেন ৬ অন্ধকার ৭ মন
৮ বিধবা

অভাগিনী হইলু রাঁড়ী রে
না গেল মনের হিছ[1]।
প্রভাতে পরদেশীর ঘরে রে—
না পূরিল মনের তিষ[2] ॥

না কইলু সুস্বামীর সেবা রে
না লইলু ছায়া।
ঘরখিনি[3] রঙ্গিলা দেখি রে—
ভাঙিয়া পড়ে চালা ॥

করমহীন দেখিয়া লোকে রে
আমারে তো দোষে।
না কইলু সুস্বামীর সেবা রে—
দংশিল কাল-সাপে ॥

পাও নাই চলে সর্পের রে
দাঁত-নাই কাটে।
ঝাড়িতে না লামে[4] বিষ রে—
দুঃখে প্রাণি ফাটে ॥

কতো বা সহিমু দুঃখ রে
বিষের তাড়না।
অভাগীর মনের দুঃখ রে—
তোমরা কি জানো ॥

কহে ফকির ভেলা শাহে রে
হইয়া বড়ো দুঃখী।
খাকের তনু[5] খাকে যাইবা রে—
লাগিব[6] দুইটি আখি ॥

---

১ আকাঙ্ক্ষা ২ পিপাসা ৩ ঘরখানি ৪ নামে ৫ মাটির দেহ ৬ লাগিবে

। ৩১২ ।

বেলা হইল এক প'র,[১]
কানাই রে, সিনানে নাই তোর মন ;
আমি তো অভাগিনী নারী
চড়াইলু রান্ধন—
সুন্দর কানাই রে ॥

বেলা হইল দুই প'র,
কানাই রে উদরে লাগিল ভুখ[২] ;
দুইটি আঁখি ঢিলি-মিলি[৩]
শুকাইল চান্দ মুখ—
সুন্দর কানাই রে ॥

কদম ডালে থাকো কানাই
কদম্বের তুড় আগা ;
শিশুকালে কইলায় পিরিত
যুবত কালে দাগা—
সুন্দর কানাই রে ॥

বেলা হইল তিন প'র,
কানাই রে, রাখালে ছাড়ে গোরু ;
আবাল কালে[৪] কইলায় পিরিত
চাইয়া অল্পতরু[৫] —
সুন্দর কানাই রে ॥

সাঞ্জা[৬] গেল, রাত্রি হইল,
কানাইরে, গিরস্তে[৭] জ্বালে বাতি ;
তোমায়-আমার নাই সে দেখা
কিসের পিরিতি—
সুন্দর কানাই রে ॥

---

১ প্রহর ২ ক্ষুধা ৩ ঢুলু-ঢুলু ৪ শিশুকালে ৫ অল্পবয়স দেখিয়া ৬ সন্ধ্যা ৭ গৃহস্থ

দীন ভবানন্দে কয় :
কানাই রে, বাঁশীর নাম মুররী[১] :
ছাড়িয়া যাইবা নিঠুর কালা
ত্যজিয়া পিরিতি—
সুন্দর কানাই রে ॥

। ৩১৩ ।

আর নি আসিবা[২] কিষ্ণ—
কলঙ্কী রাধা মইলে গো।
ওগো দূতী,
কইয়ো পরান-বন্ধের লাগ পাইলে[৩] ॥

কইয়ো কইয়ো ওগো দূতী,
শ্রীরাধার করুণা।
দুই নয়নে বহে গো ধারা—
গঙ্গা আর যমুনা গো ॥

রাধা মইলে না পুড়িয়ো—
না ভাসাইয়ো জলে।
রাধারে বান্ধিয়া থইয়ো
তমাল বিরৃকের[৪] ডালে গো ॥

পুষ্করিণীর চারিপাশে
চাম্পা-নাগেশ্বর।
ডাল ভাঙিয়া ফুল তুড়ে—
বিদেশী নাগর গো ॥

---

১ মুরলী ২ আর কি আসিবেন ৩ সাক্ষাৎ হইলে ৪ বৃক্ষের

যে বেলায় করিয়াছিলায় পিরিত
তুমি আর আমি—
অখন কেনে সেই সব কথা
লোকের মুখে শুনি গো ॥

যখনে পিরিতি কইলায়[১]
চালের কোণায় ধরি'—
দরদ-জ্বালা, মাথার বিষ
কলিজা দরদে মরি গো ॥

দীন ভবানন্দে কয় :
রাধা ভাগ্যবতী।
তোমরা নি রাখিতায় পারো—
সুজনের পিরিতি গো ॥

। ৩১৪ ।

বিকটী[২] কদম্বের ডালে পত্র সারি-সারি ;
দেখিলে জীবন ধরে,
না দেখিলে মরি গো—
বিনা দরশনে ॥

বিকটী কদম্বের ডালে ফুটে নানান ফুল ;
কাহুর গলায় মালা দেখি,
আমার বন্ধ বেয়াকুল গো—
বিনা দরশনে ॥

---
১ করিলে ২ বিটপী

গাঁথিয়া বনফুলের মালা কতো উঠে মনে ;
প্রাণের পতি নাই ঘরে,
মালা দিমু কুনে[১] গো—
বিনা দরশনে ॥

দংশিল কালিয়া নাগে, বিষে কইল কারি[২] ;
ঝাড়িতে না লামে বিষ,
আমি যাই কার বাড়ী গো—
বিনা দরশনে ॥

এক উঝায়[৩] নাড়ে-চাড়ে, আর উঝায় ঝাড়ে ;
ঝাড়িতে না লামে বিষ,
আমার ফিরিয়া উজান ধরে গো—
বিনা দরশনে ॥

ঘরখিনি[৪] বানাইয়া চান্দে বাইরে কইলা বাসা ;
জনম ভরি' রইল দুখ,
আমার না পূরিল আশা গো—
বিনা দরশনে ॥

যাইতে যমুনার জলে হস্তে লইয়া ঝারি ;
এই লাখের যৌবন লইয়া আমি
যাইতাম কার বাড়ী গো—
বিনা দরশনে ॥

দীন ভবানন্দে কইন[৫] জাতে ছিলাম হীন ;
যদি বন্ধে করে দয়া
কিয়ামতের দিন[৬] গো—
বিনা দরশনে ॥

---

১ কাহাকে ২ কল ৩ ওঝায় ৪ ঘরখানি ৫ কহেন ৬ শেষ বিচারের দিন

॥ ধামাইল ॥

। ৩১৫ ।

অজ্ঞান মন, গুরু কি ধন চিনলায়[১] না—
পাতল[২] স্বভাব গেল না ॥

আর রূপ দেখিয়া হইয়াছে পাগল
গুণের পাগল হইলায়[৩] না ।
ওয়রে, কূল পাথারে সাঁতার দিয়া
সাধন সিদ্ধি কইলায় না ॥

আর একটি নদীর দুইটি ধারা[৪]
বাইতে পাইলায় না ।
ওয়রে, হৃদয়-পিঞ্জিরার পাখী
ঘুরিয়া-ঘুরিয়া আইল না ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
না হইলে প্রাণ বাঁচের[৫] না—
ওয়রে, কাজের কাজী না হইলে
তন্তর-মন্তর ধরের না ॥

---

১ চিনিলে ২ চপলতা ৩ হইলে ৪ 'একটি নদী' অর্থে সুষুম্না; 'দুইটিধারা' হইলে ইড়া ও পিঙ্গলা ৫ বাঁচে

। ৩১৬ ।

আরে ও পাগেলার মন রে,
আইজ[১] আনন্দে হরির গুণ গাও ॥

আয় উর্ধ্ববাহু, হেট মাথে[২] ,
যখন ছিলায় মাতৃ-গর্ভে—
এখন ভূমিতে পড়িয়া মাটি খাও ॥

আর নয়ন দুইটি রত্ন-ভরা,
তোমার চরণ দুইটি রথের ঘোড়া ;—
তোমার হস্ত দুইটি গুরুর সেবা দাও ॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনরে, তুই রইলে ভুইলে[৩] :
একবার 'হরি' বইলে ব্রজে চাইলে[৪] যাও

। ৩১৭ ।

মনের মানুষ না পাইলে
মনের কথা কইয়ো না—
প্রাণ-সজনি, না না না ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ ছাড়ো,
হায়রে, সদায় গুরুর সঙ্গ ধরো গো
ওরে, রঙ্গের গুটি চালান কইরে[৫]
বন্ধ কইরো না ॥

১ আজি ২ হেঁট মাথায় ৩ ভুলিয়া ৪ চলিয়া ৫ করিয়া

যদি তোমার ভাগ্যে থাকে—
হায়রে, মনের মানুষ পাইবে বসে গো।
ওরে, অসময়ে চলতে গেলে
কেও[1] তো চল্‌বে না॥

ভাইবে রাধারমণ বলে,
হায়রে, মনের মানুষ ধরতে গেলে গো—
ওরে, মনের মানুষ ধরতে গেলে
ধরা দিব[2] না॥

। ৩১৮ ।

চলো যাই সেখানে গো—
মনের মানুষ যেখানে॥

আটিয়া[3] যাইতে কাম-নদীতে
পাড়ি দিল ওই বিপিনে।
কতো ধনীর ভরা খাইছে মারা[4]
পড়িয়া নদীর ঘোর তুফানে॥

সাধু যারা পারয়[5] তারা
তারা নদীর দার[6] চিনে।
কতো উল্টা নদী বাইছে যারা
তারা সেরূপ সাধন জানে॥

শতদল কমলের মাঝে
রসের একটি পউদ্দ[7] আছে।
ফুলের ভমর বিনে
ফুলের মধু অন্য কে আর জানে॥

---

১ কেউ ২ দিবে ৩ হাঁটিয়া ৪ ভরা ডুবি হইয়াছে ৫ পার হয় ৬ ধার ৭ পদ্ম

। ৩১৯ ।

সখি, চল্ গো মোরে লইয়া—
মথুরাতে প্রাণ-বন্ধুয়ার চরণ দেখি গিয়া ॥

আর সেপারে বন্ধুয়ার বাড়ী
মধ্যেতে নদীয়া[১] ।
ওরে, কে হইব[২] পারের মাঝি—
কে যাইব বাইয়া[৩] ॥

আর গোকুলের যতোই নারী
মন্ত্রণা করিয়া—
এগো, রাধার সনে ফুল আনিতে
রহে দাঁড়াইয়া ॥

আর যে জন রসিক হও রে
পসার পাতিয়ো ।
এগো, পর মারিয়া[৪] সোনাপুরে
গেলে স্থু[৫] চলিয়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে
রদির[৬] বিষম জ্বালা ।
এগো, কান্দিয়া বলে বিনোদিনী রাই—
আবে[৭] ধরে ছায়া ॥

আর রাধিকাও জলে যাইতে
মেঘের আন্ধারিয়া ।
ওরে, চিতরঞ্জিনী দাসী—
বারইল[৮] মোমের বাত্তি লইয়া ॥

---

১ নদী ২ হইবে ৩ বাহিয়া যাইবে ৪ উড়িয়া ৫ যে ৬ রৌদ্রের ৭ মেঘে ৮ বাহির হইল

আর আষর আলী বলছে,
ধনি, কার বায়[১] রইলায় চাইয়া—
ওরে, আইত্‌রা-আইত্‌রা[২] শ্যাম-কালাচান্দ
মুররী[৩] বাজাইয়া ॥

। ৩২০ ।

নিদয়া, আমায় গেলায়[৪] ছাড়িয়া—
ওয়রে, নিষ্ঠুর কালিয়া ॥

আর নিদয়া-নিষ্ঠুর রে বন্ধু,
বাসর দিলাম সাজাইয়া ।
এগো, আইল না শ্যাম-চিকন-কালা—
নিশি গেল পোসাইয়া ॥

আর সার-সুয়ায়[৫] গান করে—
তমাইল বিরূকে বইয়া[৬] ।
এগো, সার্থক জীবন তার
বনের পাখী ধরিয়া ॥

আর জ্বালাইয়া মোমেরি গো বাতি
নিশি গেল পোসাইয়া—
এগো, আইল না শ্যাম-চিকন-কালা
কে রাখিল ধরিয়া ॥

আর তোষের আনল[৭] রে বন্ধু,
জলে ঘইয়া-ঘইয়া[৮] :
এগো, মনে লয়—জীবন দিতাম[৯]
বুকে ছুরি মারিয়া ॥

---

১ কাহার দিকে ২ আসিতেছেন ৩ মুরারী, মুরলী ৪ গেলে ৫ শুকসারী, পরমতত্ত্ব
৬ তমাল বৃক্ষে বসিয়া ৭ তুষের অনল ৮ থাকিয়া থাকিয়া ৯ দিই

। ৩২১ ।

আমার মন-মাতঙ্গ সাথে
ডুব দিয়ো না কাম-নদীতে ॥

নদীর উইঠব[1] ঢেউ, ছুইটব[2] নালা
সর্বস্বধন নিব সোতে[3] ।
ডুব দিয়ো না কাম-নদীতে ॥

মাইয়া ভজন, মাইয়া সাধন—
মাইয়ার প্রেমে যে জন মজে :
মাইয়া ভজলে ছয়গুণ[4], নইলে নয়গুণ[5],
আটচাল্লিশ গুণ[6] মাইয়ার কাছে ॥

নিতাই চান্দে উজন[7] করে—
বস্তায় বান্দি' নিত্যই রাখে ।
এগো, দুলভ চরণ সুয়াগ দাসে
পাইল না তার স্বভাব দোষে ॥

---

১ উঠিবে ২ ছুটিবে ৩ স্রোতে লইবে ৪ 'ছয়'কে যখন 'গুণ' বলা হইতেছে তখন ইহা নিশ্চয়ই 'ছয়রিপু' নহে। মনে হয় 'ষটচক্র', বা স্বাধিষ্ঠান চক্রের 'ষড়দলপদ্ম', কিংবা কটু-তিক্ত-কষায়-লবণ-অম্ল-মধুর এই 'ষড়রস'-কে বুঝাইয়া থাকিবে ৫ দেহের 'নয়' দরজার কথা সম্পর্কে ২০৪-সংখ্যক গানের পাদটীকা দ্রষ্টব্য। কিন্তু, এখানে 'নয়' দরজার সংখ্যা নহে। কিংবা ইহা 'নবগ্রহ'-ও নহে। তবে, শৃঙ্গার হাস্য করুণ অদ্ভুত রৌদ্র বীর ভয়ানক-বীভৎস শান্ত—এই 'নবরস' হইতে পারে ৬ আটচল্লিশের তাৎপর্যও বোঝা যাইতেছে না। ৩৫৪ সংখ্যক গানে পাই "আটচল্লিশ জোড়া," দেহের মধ্যে আটচল্লিশটি সন্ধিস্থল রহিয়াছে ৭ ওজন

। ৩২২ ।

রসের দয়রদী[1] শ্যামরায়,
আমি কাঙালিনী তোমার পানে চাই ॥

আর রূপ দেখি ঝলমলি
প্রাণি আমার নিলায় হরি’।
ওরে, চাতকিনী হইয়ে আমি
সে রূপ ধরিতে চাই ॥

আর দূরে থাকি’ দেখা ভালো
নিকণ্টে[2] মিশিয়া রইয়ো।
ওয়রে, ভিন্ বাসিয়ো না[3] অবুলারে
চরণতলে দিয়ো ঠাই[4] ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
প্রেম করি’ কালিয়ার সনে :
ওয়রে, গোপীর মতন উদাসিনী
আমারে বানাইত[5] চায় ॥

। ৩২৩ ।

তোরা বল গো সখি সকলে—
গৌরচান্দ পাইমু গো কই গেলে[6] ॥

এগো, কই গেলে রে ও গৌরচান্দ,
ও তুমি অঙ্গ শীতল পুরাইলে[7]।
—কই গেলে ॥

---

১ দরদী ২ নিকটে ৩ পর মনে করিয়ো না ৪ ঠাঁই ৫ বানাইতে ৬ কোথায় গেলে
৭ আমার অঙ্গ শীতল করিবার বাসনা পূরণ করিলে

এগো, কই গেলে রে ও গৌরচান্দ,
ও তুমি দেখা দিয়া লুকাইলে।
—কই গেলে॥

এগো, বিজুলি চটকের[১] মতন গৌরচান্দ,
দেখা দিয়া লুকাইলে।
—কই গেলে॥

এগো, তাপিত অঙ্গ শীতল অয় না[২] গৌরচান্দ,
তোমারে না দেখিলে।
—কই গেলে॥

। ৩২৪ ।

আমার মন হইয়াছে লাচাড়ি[৩]।
পড়িয়াছি ঘোর বিপদে—
তরাও গৌর-হরি॥

আর একা একা বনেতে বেড়াই ;
কতো সিংহ-ব্যাঘ্র দেখিয়া গৌর
মনেতে ডরাই।
ওরে, কি করিমু, কোথায় যাইমু—
তাইতে মনে মন ভাবি॥

আর শুনছি[৪] কতো সাধুর মুখে
তোমার নামটি যে লয় গৌর
সে থাকে সুখে।
ওয়রে, আমার কেনে এ দুর্দশা—
বেহুশে[৫] কান্দিয়া মরি॥

১ ছটায় ২ হয় না ৩ অসহায় ৪ শুনিয়াছি ৫ বেহুঁশে

আর আমায় কইন তো তারে ক্ষেতি[1] নাই ;
তোমার নামটি হৃদয় মাঝে—
ওই ভিক্ষা চাই।
রাধারমণ বলে,—মৃত্যুকালে
দিয়ো চরণ-তরী ॥

। ৩২৫ ।

সখি গো, কি হেরিলাম জলে।
বিজুলি চটকের রূপ গগন মণ্ডলে গো
নবীন কালিয়ার রূপ ॥

কেও বলে মেঘ-মেঘ, কেও বলে কালা।
তোমরা কি দেখিয়াছ সই—
মেঘের গলায় মালা গো ॥

মেঘ যদি অইত সই গো যাইত রে ছাড়িয়া।
তে কেনে রইত মেঘ—
কদম্ব হেলিয়া[2] গো ॥

আতে[3] ধড়া, মাথে চূড়া, গলে ফুলের মালা।
যার পানে চায় তারে মারে—
প্রাণে করে সারা গো ॥

১ তাহাতে ক্ষতি নাই   ২ কদম্বগাছে হেলিয়া   ৩ হাতে

। ৩২৬ ।

কি অপরূপ দেইখে আইলাম
জলের ঘাটে গিয়া।
কালায় রঙ্গে-রঙ্গে বাজায় বাঁশী—
কদম-তলে বইয়া॥

কালা না কালিন্দ্রীর[১] জল
চলো দেখি গিয়া।
এগো, কালায় নিল জাতি-কুল—
প্রাণটি না যায় রাখা॥

চন্দ্রাবলী চুচ্চারণী,[২]
জানে বড় টুনা[৩]।
এগো, টুনা করি' রাইখ্‌ছে আমার
বন্ধু কালিয়া-সোনা॥

ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো সজনি :
বন্ধে শঠের মতো কয় গো কথা
জনমের লাগিয়া॥

। ৩২৭ ।

ও রূপ দেইখে আইলাম সখি গো,
জল আনিতে জারণবীর[৪] ঘাটে।
এগো কাঞ্চাসোনা ঝিলমিল্‌-ঝিলমিল্‌—
ও সই, চান্দ বটে কি মানুষ বটে॥

---

১ কালিন্দীর ২ দুশ্চারিণী ৩ যাদু ৪ জাহ্নবীর

আর যার লাগি[১] মন চাতুরী খেইলে
তার কথা উঠলে মনে ধাকাধাকি[১] করে
এগো, নিমুল্যি[২] করাতের ধারে—
আইতে-যাইতে সমান কাটে ॥

আর যখন কালায় নয়ন-বান ছাড়ে—
কতো রমণীর মন আপনি গো ভুলে ।
এগো, রমণীর মন ভুলাইবারে—
বসিয়াছে যমুনার তটে ॥

আর সোনার চান্দ বাউলে বলে—
ও রূপ না দেখলে প্রাণ রয় কেমনে :
এগো, দেখছি যখন, ঠেকছি তখন—
গিরে[৩] রইতে না লয় মনে ॥

। ৩২৮ ।

ললিতে, জলে গিয়াছিলাম একেলা—
ডাকছে নাগর শ্যাম-কালা ॥

আর পদের উপর পদ থইয়া
বাজায় কদম-তলা ।
ওয়রে, দেখছি অনে[৪] লইছে মনে—
মন হইয়াছে চঞ্চলা ॥

১ ধুকধুক ২ অমূল্য, এখানে অসাধারণ ৩ গৃহে ৪ হনে, হইতে, অবধি

আর কি মহিমা জানে সই গো—
নন্দের চিকন-কালা।
আখির ঠারে শ্যাম-নাগরে
দিত[১] চায় ফুলের মালা॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
কি হইল যন্ত্রণা :
বৈকণ্ঠ বলে, জলের ঘাটে
আর যাইয়ো না একেলা॥

। ৩২৯ ।

শুইনে ধ্বনি নিলায়[২] প্রাণি—
বাঁচি না গো এখানে।
চিত্ত-চোরায় বাজায় বাঁশী কোন্ বনে ?

যখন বন্ধে বাজায় গো বাঁশী—
তখন আমি রান্ধতে বসি,
উপায় কি করি॥

যখন বন্ধে বাঁশীয়ে দিল টান—
বাঁশীয়ে নিল কুলমান,
বন্ধুয়ায় নিল জান॥

এগো, কাঞ্চা লাকড়ি[৩] চুলায় দিয়া—
ধুমার ছইলে[৪] কান্দি গো আমি।
চিত্ত-চোরায় বাজায় বাঁশী কোন্ বনে ?

---

১ দিতে ২ লইলে ৩ কাঁচা কাঠ ৪ ছলে

। ৩৩০ ।

আর শুন শুন, শুন মন দিয়া—
কালায় প্রাণ নিল মুররী[১] বাজাইয়া।
গিরে[২] রইতে নারি বাঁশীর রব শুনিয়া ॥

আর কদম্বেরি তলে বসি'—
কালায় নাম ধরিয়া বাজায় বাঁশী।
গিরে[২] রইতে নারি বাঁশীর রব শুনিয়া ॥

আর ঘরে গুরুজন বয়রী[৩] —
আমি ফুকারিয়া না কান্দতে পারি।
আমি কতোই রইমু[৪] পরার অধীন হইয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
মনে মনে ভাবো কেনে :
ওরে, আসব[৫] তোমার প্রাণ-বন্ধু
নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

। ৩৩১ ।

বাঁশি, বিনয় করি তোরে—
নাম ধরিয়া ডাকিয়ো না অবুলা রাধারে ॥

বাঁশি রে, আমিও অবুলা নারী
দুঃখ পাই অন্তরে।
তবু কেনে নিষ্ঠুর বাঁশি—
বাঁশি, যন্ত্রণা দেও মোরে ॥

---

১ মুরারী, মুরলী ২ গৃহে ৩ বৈরী ৪ রহিব ৫ আসিবে

বাঁশি রে, শইলে স্বপন দেখি
বন্ধু লইছি[১] কোলে।
জাগিয়া না পাইলাম তারে—
কাল নিদ্রা গেল ছুটে ॥

বাঁশিরে, চুয়া-চন্দন, ফুলের মালা,
গাঁথিয়া যতনে—
প্রাণ-বন্ধু আসিবে বলি'
ও সে না আসিল কুঞ্জে ॥

বাঁশি রে, ভাইবে রাধারমণ বলে,
মিন্‌নতি চরণে :
জী'তে[২] না পূরিল আশা—
মইলে[৩] যেন পূরে ॥

। ৩৩২ ।

আয় বা'[৪] নিলাজ কালা' রে,—
কালা, কোন্ ঘাটে ভরিতাম গঙ্গার জল।

আর যেই ঘাটে ভরিতাম জল
সেই ঘাটে ইংরাজের কল রে—
ওয়রে, কল চাপিয়া দেও গঙ্গার জল ॥

আর তোমার বাঁশীর সুরে
ভাটিয়ল নদী উজান ধরে।
ওয়রে, ঘৃত-ননী না লয় আমার মন ॥

১ লইয়াছি ২ জীবিত কালে ৩ মরিলে ৪ হায় রে,

আর ভাইবে রাধারমণ বলে
আছইন[১] কালা কদমতলে :
ওয়রে, কুলমান লজ্জা-ডরে
থাকো নিলাজ কালারে

। ৩৩৩ ।

ওরে সজনি, আমি আগে তো না জানি গো
কালার প্রেম-বিচ্ছেদের আগুইনি ।
ওরে, যে সুখে রাইখছ[২] রে প্রাণ—
জল ছাড়া হই চাতকিনী ॥

শ্যাম-পিরিতের এ দুখ ছিল ;
একুল গেল, সে কুল গেল,
দুইকুল গেল ।
শ্যাম না পাইলাম, কূল হারাইলাম—
নাম রইল সই কলঙ্কিনী ॥

কালার প্রেমের সুরত ভালো নয় ;
সূর্যমঙ্গল বেসাতে উদিত হয়[৩] ।
ও দীন সোয়াগে বলে—
ডুবিয়া মইলা[৪] চণ্ডীদাস আর রজকিনী ॥

। ৩৩৪ ।

সজনি, আমি পাই না ধৈর্য ধরিতে—
শ্যাম-পিরিতে করিয়াছে উদাসিনী ।
হয়রে, বন-পোড়া হরিণীর মতন
জ্বালায়ে জ্বলিয়া মরি ॥

১ আছেন ২ রাখিয়াছ ৩ (?) ৪ মরিলেন

সখি, তোরা কইরে গো মন্ত্রণা
শ্যাম-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না, সহে না।
সাধ কইরে মন-প্রাণ সঁপিলাম—
হইয়াছিলাম কলঙ্কিনী ॥

ভাইবে রাধারমণ গো বলে,
প্রেম কথাটি রইল গোপনে জগতে।
ওয়রে, মরণ-জীওন[১] সমান—
কৃষ্ণ প্রেমের কাঙালিনী ॥

।৩৩৫।

অপরূপ জ্বলছে আনল[২] —
নিভাই বলো কোন্ কলে।
সই গো, আরে জীবন আমার যায় জ্বইলে[৩] ॥

শুকনা কাঠে জ্বলিয়াছে আনল ;
দ্বিগুণ হইয়া উঠে সই গো,
তাত[৪] না দিলাম জল।
কেও যদি দইরদী[৫] থাকো—
সন্ধান বাতাই'[৬] দেও বইলে[৭] ॥

গোপনেতে পিরিতি করা
আয়ু থাকতে প্রাণে সই গো,
ওই প্রেমে মরা।
এমন পিরিত করতাম না সই—
আগে আমি জানিলে ॥

১ জীবন-মরণ ২ অনল ৩ জ্বলিয়া ৪ তাহাতে ৫ দরদী ৬ বাতাইয়া ৭ বলিয়া

জয়ীন্দ্র কয় এতেক বাণী—
তোমরা সব আছো সই গো,
প্রেম সন্ন্যাসিনী[১]।
আপনা ধনকে যত্ন করি'
হাতে লও সোনা বইলে ॥

। ৩৩৬ ।

অবুলা[২] জানিয়া রে—
শ্যাম-চান্দের মনে দয়া নাই।
আমি ডুবি সুখের সায়র হ'[৩],
আমি কুল-কিনারা নাই পাই ॥

আর মুখেতে মধুর দিয়া, কামশর হস্তে লিয়া[৪]
মাইলায় রে খেঁচিয়া[৫]।
ওরে, মারিয়াছে খেদঙ্গ-তীর[৬] হ,'
আমি প্রাণে আর বাঁচিমু নাই ॥

আর অধীন ওয়াতিরে বলে,
ডুব' হে যমুনার[৭] জলে।
'শ্যাম-চান্দ' বইলে[৮] নিরলে বসিয়া হ',
আমি শ্যাম-চান্দ বইলে ডাকতে চাই ॥

। ৩৩৭ ।

নিদয়া-নিষ্ঠুর রে বন্ধু, নাই সে দয়া তোর রে—
শ্যাম, প্রেম-জ্বালা কেনে দাও বারে বার।
ওরে, ধৈর্যধরা নাই মানে অন্তরে আমার রে।

১ সন্ন্যাসিনী ২ অবলা ৩ সায়রে হে ৪ নিয়া ৫ সবেগে মারিলে ৬ প্রাণঘাতী তীর
৭ যমুনার ৮ বলিয়া

আর পূর্বে আইসবে[১] বলেছিলে,
এখন কার ভাবে তোর মন মজাইলে।
ওয়রে, তোমারি কারণে অন্তর
জলিয়া ছার-খার রে॥

আর আগে বন্ধে আশা দিয়া
কতো রঙ-ঢঙে তার মন মজাইয়া
ও তোর রঙ-যৈবন আর কতোই দিন
করিবায় বেহার[২] রে॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
মনের মানুষ পাই না এ সংসারে।
ওয়রে, মনের মতন রসিক পাইলে
হইতাম সঙ্গী তার রে॥

। ৩৩৮ ।

নিদয়া হবে বলে আগে তো না জানি—
বন্ধু, শ্যাম-গুণমণি॥

আর আমি তোমার, তুমি আমার,
ভিন্ন নাই সে জানি।
আমায় থইয়া চন্দ্রার কুঞ্জে
পোসাইলায়[৩] রজনী॥

আর তুমি হও কল্পতরু,—
আমি হই লতা।
ওয়রে, দুই চরণে বান্ধিয়া রাখমু—
ছাড়িয়া যাইবায়[৪] কোথা॥

১ আসিবে ২ বিহার করিবে ৩ কাটাইলে ৪ যাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো গো প্রেয়সী :
এখন তোমার মনের খেদ
পূরাব আপনি ॥

। ৩৩৯ ।

বন্ধু, রমণীর মন চোর—
থাক্ থাক্ প্রাণ, দেখমু ভালো,
থাকলে ব্রেজপুর[1] ॥

আর কি বুকেরে প্রাণ-বন্ধু—
হায় রে, প্রাণ সঁপিলায় মোরে।
ওয়রে, ধর্মাধর্মি কওরে বন্ধু,
আছে নি[2] তোর মনে ॥

আর যেইবালা[3] পিরিতি কইলাম, রে বন্ধু,
তুমি আর আমি—
ওয়রে, আমার ছিল চান্দের দশা,
তোমার রাশি শনি ॥

আর সুরেশ বলে, কিশোরী গো,
ও তোর পদের বালাই মোরে।
ওরে, কিঞ্চকে দেখিয়া রাধার
মন হইল ভারী ॥

১ যদি ব্রজপুরে থাকি, তাহা হইলে তোমাকে দেখিব ২ কি ৩ যেই বেলা, যে সময়ে

। ৩৪০ ।

ও বিশখা[১] সই গো,
কই[২] গো আমার মন-মোহিন কালিয়া।
ও আমায় শান্ত করো—
প্রাণনাথ আনিয়া ॥

আর বাসর-শয্যা ত্যজ্য করি'
আমরা বসিয়াছিলাম সব নারী।
আমায় শান্ত করো জলধারা দিয়া ॥

আর চুয়া-চন্দন, ফুলের মালা,
রাখিয়াছিলাম যত্ন কইরা[৩]।
ওয়রে, নতুন যৈবন দিতাম—
আমার সুস্বামী ডাকিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
আমি ঠেকছি রে কালিয়ার প্রেমে :
আমায় গেল অন্‌নাথ[৪] করিয়া ॥

। ৩৪১ ।

সোনা-বন্ধু কালিয়া,
আইল না শ্যাম কি দোইষ জানিয়া[৫]।
বড়ো লইজ্জা[৬] পাইলাম—নিকুঞ্জে আসিয়া ॥

আর মনে বড়ো আশা করি—
আইল না শ্যাম—বংশীধারী।
কতো চুয়া-চন্দন কটরায়[৭] ভরিয়া ॥

---

১ বিশাখা ২ কোথায় ৩ করিয়া ৪ অনাথ ৫ দোষ দেখিয়া ৬ লজ্জা ৭ কৌটায়, বাটিতে

আর গাঁথিয়া বন-ফুলের মালা—
মালা হইল দ্বিগুণ জ্বালা।
ও মালা নেও, নেও,
দেও মালা জলেতে ভাসাইয়া॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে ঃ
ও তার নয়নজলে
বক্ষ যায় ভাসিয়া॥

। ৩৪২ ।

আয়রে[১] বন্ধু, রজনী আর নাই।
চান্দমুখের নিশানি[২] লইয়া
ফিরিয়া ঘরে যাই॥

আর আমারে নি তোমার মনে, রে বন্ধু,
আছে কিবার নাই[৩]।
ওয়রে, দাসী বলি' রাইখ মনে—
এই ভিক্ষাটি চাই।

আর মনের দুঃখ রইল মনে, রে বন্ধু,
শুনো বা' কানাই।
কতো আমোদ-আহ্লাদ রইল বাকী—
নিশি যায় পোসাই'[৪]॥

---

১ হায় রে ২ চিহ্ন ৩ আছে কি নাই ৪ পোহাইয়া

আর দুর্গাচরণ দাসে বলে, রে বন্ধু,
শুনো রে কানাই :
ওরে, রসে-রঙ্গে বন্ধের সঙ্গে
আর নি লাগাল পাই ॥

। ৩৪৩ ।

প্রেম কইরে প্রাণ কান্দাইলায়[১] আমার গো—
ওয় গো বিনোদিনী ॥

আর একা ঘরে শইয়ে[২] থাকি,
ও আমি শইলে স্বপন দেখি গো ।
ওয়রে, শইলে স্বপন দেখি
তোমার চান্দ মুখ গো ॥

আর তোমার কথা মনে হইলে
আমার বুক ভাসিয়া যায় নয়নজলে গো ।
ওয়রে, বুক ভাসিয়া যায় নয়নজলে—
করি কি উপায় গো ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
ভাবিয়ো না রাই মনে :
ওরে, আইসৃব[৩] তোমার প্রাণ-বন্ধুয়া—
ভাবছ কি আর মনে গো ।

১ কাঁদাইলে ২ শুইয়া ৩ আসিবে

। ৬৪৪ ।

॥ লৌকিক ॥

বাঁশী কে বাজাইয়া যায়—
এমন সুখের বাঁশীয়ে রাধারে জাগায় ॥

আর রাস্তায় চলিয়ে কিষ্ণে
বাঁশীয়ে[১] দিলা টান।
ওয়রে, ঘরে থাকি' শ্রীরাধিকার
উড়াইলা পরান ॥

আর মন্দিরে সামাইয়া কিষ্ণে
চারি পানে চায় :
ওয়রে, হাতের বাঁশী ভূমিত থইয়া
রাধারে জাগায় ॥

আর ঘুম-ঘুম করিয়া কিষ্ণে
মুখে দিলা পান।
ও রাধারমণ বলে,
শ্রীরাধিকায় যৈবন কইলা[২] দান ॥

। ৬৪৫ ।

ঘরে আইস্‌ল[৩] মনোচোর—
মনে রইল খেদ গো,
যামিনী হইল ভোর।
হায়রে, কালিয়া-পিরিতে আমার
গেল জাতি-কুল ॥

১ বাঁশীতে ২ করিলেন ৩ আসিল

আর আগে যদি জানতাম বন্ধু হ'—
যাইবায় এতো দূর।
ওয়রে, দুই চরণ বান্ধিয়া রাখতাম
দিয়া প্রেম-ডোর॥

আর কোকিলে পঞ্চমে গায় হ' বন্ধু—
নিশি হইল ভোর।
ওরে, 'রাই-রাই' বলিয়া আমি
হই গো বেভুল॥

আর দুর্গাচরণ দাসে বলে, হ' বন্ধু—
মন হইল বাউল।
ওয়রে, পুরুষ কঠিন জাতি
নিদয়া-নিষ্ঠুর॥

। ৩৪৬ ।

রাই, কিসের তোমার অভিমান গো—
শ্যাম আইল[1] না কুঞ্জবনে॥

আর আইস বন্ধু, বইস কাছে—
খাও রে বাটার পান।
ওরে, হাসি-মুখে কও রে কথা
জুড়াউক পরান গো॥

আর নতুন ফুলের মালা—
নতুন গাঁথুনি।
সেই মালা পইরাইত[2]
আমার রাধা-বিনোদিনী গো॥

১ আসিল ২ পরাইত, পরাইবে

আর ভাইবে রাধারমণ বলে—
শুনো রে কালিয়া :
ওরে, তুলসী-মালা পইরাই' দেও[১]
বন্ধের গলে নিয়া গো ॥

। ৩৪৭ ।

আমি জানলাম রে নিঠুর কালা
তোর পিরিতি ॥

আর প্রথম পিরিতি করি'
আইলায় নিতি-নিতি ।
ওয়রে, অখন[২] বুঝি করিয়া যারায়[৩]
আচম্বিত[৪] ডাকাতি ॥

আর কেওরের[৫] পিরিত আইসা-যাওয়া,
কেওরের পিরিত নিতি ।
ওয়রে, কেওরের পিরিত সোনা-রূপা,
কেও কিনিয়া দেয় ধুতি ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো গো যৈবতী :
ওয়রে, ব্রজপুরের মাঝে তোমরা
কয়জন আছো সতী ॥

১ পরাইয়া দাও ২ এখন ৩ যাইতেছেন ৪ অকস্মাৎ ৫ কাহারও

। ৩৪৮ ।

বন্ধু, তুইন[১] বড়ো কঠিন।
অন্তরে জাইনাছি[২] বন্ধু—আমায় বাসো ভিন্॥

হারে পত্র ছাড়া তমাল-বৃক্ষ রে---
জল ছাড়া তার মীন।
ওয়রে, কিষ্ণ ছাড়া শ্রীরাধিকা
বাঁচব[৩] কতেক দিন॥

আর মধুছাড়া কমলপুষ্প, রে বন্ধু,
ভমরায় বাসে ভিন্।
ওয়রে, ছাড়াইলে ছাড়াইতায় পারো—
তোমার অধীন॥

আর তোর পিরিতের জ্বালা, রে বন্ধু,
সইমু কতেক দিন।
ওয়রে, তোমার পিরিতের জ্বালায়—
বন-পোড়া হরিণ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে, রে বন্ধু,
কলঙ্কে যায় মোর দিন।
ওয়রে, কি দোইষের কারণে[৪] বন্ধে—
আমায় বাসইন[৫] ভিন্॥

১ ই ২ জানিয়াছি ৩ বাঁচিবে ৪ দোষের জন্যে ৫ বাসেন

। ৩৪৯ ।

আর বন্ধু নি[১] আমার—
রে নিদয়া-পাষাণ বন্ধু রে ॥

তুমি যদি হও রে আমার,
সত্য কথা কও সারাসার।
ওয়রে, তোমার লাগি' কতই কইলাম—
আর রে ॥

বন্ধু, যদি যাও রে ছাড়ি'—
গলে দিমু কাটালি[২] -ছুরি।
ওয়রে, তোমার লাগি'—
ত্যজিতাম[৩] পরান রে ॥

আর চুয়া-চন্দন থইছি আমি
কটরায়-কটরায়[৪] ভরি'।
ওরে, দেখলে চন্দন উঠে কান্দন—
কার অঙ্গে ছিটাই রে ॥

আর কেওয়া পুষ্প, ফুল মালতী—
আমি বিনা-সুতায় মালা গাঁথি।
ওয়রে, দেখলে মালা উঠে জ্বালা
কার গলে পরাই রে ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে.
প্রেমানলে অঙ্গ জ্বলে :
ও তার নয়ন-জলে বক্ষ বায়—
ভাসিয়া রে ॥

---

১ কি ২ কাটারি ৩ ত্যজিব ৪ কৌটায়, বাটিতে

। ৩৫০ ।

দুখ কইয়ো গো,
চান্দ-মণিরে নিরলে[1] নিয়া ॥

আর তাপিনী ল',
তাপে-তাপে জনম গেল গইয়া ।
ওরে, পাইলে কইয়ো—
চিরদিন মরিমু ঝুরিয়া ॥

আর লঙ-এলাচি-জায়ফল-জত্রী
বাটায় ভরিয়া—
ওয়রে, বন্ধু আইলে দিয়ো পান
আদর করিয়া ॥

আর চাতক রইলা মেঘের আশে
চরণ-পানে চাইয়া—
গো চান্দ-মণিরে নিরলে নিয়া ॥

আর ভাইবে রাধারমণ বলে,
শুনো রে কালিয়া :
পরা নি আপন হইব[2] —
পিরিতের লাগিয়া ॥

। ৩৫১ ।

সুখ চিন্তামণি,
চিন্তিয়া না পাই তোমারে—
কি অপরাধ—কও না শুনি ॥

---

১ নিরালায় ২ পর কি আপন হইবে

আর যদি কোনো অপরাধ বন্ধ রে,
আমি তো না জানি।
ওয়রে, ক্ষেমা করো অপরাধ—
অবুলা[১] রমণী ॥

আর এইরূপে যৈবন তোমার, রে বন্ধু,
পিরিতের নিশানি।
ওয়রে, দিনান্তে আমারে তোমার
মনে পড়ের নি[২] ॥

আর আন্ধিয়ারা ঘরের মাঝে, রে বন্ধু,
থাকি একাকিনী।
ওয়রে, আটকখানার ফাটক কেমন
রসের কামিনী ॥

আর প্রেম করিয়া দুখ দিতে, রে বন্ধু,
প্রাণেতে সহের নি[৩]।
ও দীন প্রেমদাস কয়—
প্রেম-লালসে বাঁচের না[৪] পরানি

। ৩৫২ ।

রসের ভমরা, বন্ধু, নয়নের কাজল—
এগো, কপালপোড়া মতিনাশায়[৫]
মন কইল[৬] পাগল গো ॥

---

১ অবলা ২ পড়ে কি ৩ সহে কি ৪ বাঁচে না ৫ ভ্রষ্টমতি ৬ করিল

আর আমার বাড়ী যাও রে বন্ধু
আউঠা বেড়া[1] দিয়া—
এগো, হাত বাড়াইয়া গুয়া দিতে
দেখল কপালপোড়া গো ॥

আর আমার বাড়ী যাও রে বন্ধু
খালা-নালায় পানি।
এগো, গাঞ্ছা[2] ভিজাইয়া যাইয়ো—
তছর[3] দিমু আমি গো ॥

আর উঁচ্চা করি' বান্ধছ খোঁপা
মাঝে দিয়া ফুল।
এগো, ঝিলমিল-ঝিলমিল কবচছড়া[4]
তিথিবলা চুল[5] গো ॥

---

১ বাড়ীর চারিদিকের ছেঁচা বাঁশের তৈরী বেড়া ২ গামছা ৩ তসর (?) ৪ কবচের তৈরী হার ৫ ত্রিগুচ্ছের দ্বারা দড়ির মতো পাকাইয়া বাঁধা চুল

॥ সারি ॥

। ৩৫৩ ।

রঙ্গিলা[1] বাড়াইয়ে দিছে
পাইক[2] তুলি' নায়।
সখি গো, পবন ভরিয়া নাও
বাইছালি খেলায়[3] ॥

আগা-পিছা নয় দরজা
চাইর চৌকিদার।
আগিল গলইয়ে[4] নৌকার
ধরিয়াছে কাণ্ডার ॥

গঙ্গা আর যমুনা নদী
রাতা-দিন চলে।
বিনা দাঁড়ে, বিনা বৈঠায়
না জানি কোন্ কলে ॥

চাইর তক্ত দিয়া নাও
করিয়াছে খাড়া।
পীর-মুরশিদ ছওয়ারী
নাও শূন্যে করে উড়া ॥

---

১ রঙীন ২ যাহারা বাইচের নৌকা বায় ৩ বাইচ খেলে ৪ নৌকার সম্মুখ গলুইয়ে

চাইর কুতুব,[১] যোল্ল পরী
দিয়া নৌকার সাজ।
দিবা-নিশি খেলে তারা
করিয়া বিরাজ॥

বিচখানে[২] বানাইল কোঠা
কলা তার নাম।
সেইখানে কারিগরের
কদমী মোকাম॥

বিন পেরাগে, বিন পাতাসে[৩]
খালি বেতের বান।
বালানে পাইলে নৌকা
করিব খান-খান॥

পাগল আরকুমে কয়—
খাকের তনু[৪] ভাই॥
আসিব আজরাইল[৫] বালান
আর বাকী নাই॥

। ৩৫৪ ।

আরে আষাঢ় মাসের গোলা[৬]
ভাটা দিয়া যায়।
সখি গো, পাইকগণ সাজন করি[৭]
তুলো খেলুয়ায়[৮]॥

---

১ আব, আতস, খাক, বাদ দিয়া প্রস্তুত দেহ ২ মাঝখানে ৩ নৌকার তক্তা জুড়িবার লোহা ৪ মাটির দেহ ৫ যম ৬ নদীর জল ৭ সাজাইয়া ৮ যে নৌকা বাইচ খেলে

এই নৌকা বানাইল যেই কারিগরে-
তার তুল্য মিস্তরী নাই
এই ভব-সংসারে ॥

জ্বালাইয়াছে দুই বাত্তি
গলইয়ে নৌকার।
বিছকানে[১] বসিয়া মাঝিয়ে
ধরিয়াছে কাণ্ডার ॥

আট বাঁক, বারো বুরুজ
আটচাল্লিশ জোড়া।
চৌদ্দ গুছা[২] দিয়া নৌকা
করিয়াছে খাড়া ॥

পাহাড় জঙ্গল কিবা
দেহাত ময়দান।
কখনো চালায় নৌকা
কখনো লাগান ॥

পাঁচজনা পাইক যদি
হইত আমার নাও—
সকলের আগে আমি
জিতিয়া যাইতাম দাও[৩] ॥

হে[৪] হজ,[৫] জে[৬] জকাত[৭]
মু নমাজ আর ;
কাফ কলিমা,[৮] রে রোজা
নাহিক আচার ॥

---

১ মাঝখানে ২ নৌকার পাশের তক্তা ৩ বাজী, প্রতিযোগিতা ৪ আরবী বর্ণ
৫ তীর্থযাত্রী ৬ আরবী বর্ণ ৭ বৎসরে আয়ের পরিমাণ অনুসারে মুসলমান শাস্ত্রে দান করিবার কথা উল্লিখিত আছে। ইহাকেই বলে 'জকাত'। ইহা শতকরা আড়াই ভাগ
৮ মুসলমান ধর্মের ইষ্টমন্ত্র : 'লা ইলাহা ইল্লেলাহ'

পাগল আরকুমে কয়—
মুরশিদের ঠাঁই :
খালি নৌকা লইয়া আমি
দেশে কিলা থাই ॥

। ৩৫৫ ।

পাগেলা ফকিরের সনে
দিদার-মাদার[১] নাই।
সখি গো, মন-পবন কাঠের নাও
কাণ্ডারী কানাই ॥

নদী তো তরঙ্গ নদী
সোত[২] চলে ধারে।
অপুরা বিরিন্দাবন[৩]
নদীয়ার কিনারে ॥

আব[৪] হইতে চলে নৌকা
বাদ[৫] অইলে বন্ধ।
নায়ের মাঝে চৌদ্দ গুহা[৬]
শুনতে লাগে ধন্ধ ॥

বারো ডাল বিশ মাথা
নাওয়ের মাঝে আছে।
বত্তিশ কাঙুরা[৭] নাও
গলইয়ে চেরাগ জলে ॥

---

১ দেখাশোনা ২ স্রোত ৩ অপূর্ব বৃন্দাবন ৪ মেঘ, জল ৫ বায়ু ৬ নৌকার পাশের তক্তা
৭ (?)

শুনিয়া চমকিত হইলা
রাধিকা সুন্দরী।
গহীন বনে আজু[১] মোর ॥
কে বাজায় মুররী[২] ॥

মন-পবন কাষ্ঠের নাও
সারি-সারি গুড়া।
পীর-মুরশিদ ছওয়ারী
নাও শূন্যে করে উড়া ॥

সৈয়দ শা' নূরে কয়
আল্লাকে ভাবিয়া :
মিছা গৌরব করো রে মন
খাকের[৩] তনু লইয়া ॥

। ৩৫৬ ।

দূতী গো, চলো বিন্দাবন—
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ;
মাথায় টিকা[৪] পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ॥

নাকের বেশর পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন ॥

১ আজি ২ মুরলী ৩ মাটির ৪ টিকলি

কানের দুল পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

গলার হার পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

কোমরের ঘুঙুর পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

পায়ের মল পাইবা গো দূতী—
চলো বিন্দাবন।
দূতী গো, চলো বিন্দাবন॥

। ৩৫৭ ।

পিরিতে চাইলায় না[১] আমায়;
চাইলায় না আমায় রে বন্ধু,
চাইলায় না আমায়—
পিরিতে চাইলায় না আমায়

যেইবালা[২] পিরিতি রে কইলাম—
তুমি আর আমি:
পিরিতে চাইলায় না আমায়।
ওরে, এখন কেনে সেই সব কথা
লোকের মুখে শুনি:
পিরিতে চাইলায় না আমায়॥

১ চাহিলে না ২ যেই সময়ে

ওরে যেইবালা কইলাম, রে পিরিত—
শানের বান্ধিল ঘাটে[১] :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
গোকুল ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

গোকুল ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
কেওয়া ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

কেওয়া ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
চাম্পা ফুলের তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

চাম্পা ফুলের হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ।
যেইবালা পিরিতি রে কইলাম
বউল ফুলের[২] তলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

বউল ফুলে হার গাঁথিয়া—
পরাই বন্ধের গলে :
পিরিতে চাইলায় না আমায় ॥

---

১ শান-বাঁধানো ঘাটে ২ বকুল ফুলের

। ৩৫৮ ।

॥ লৌকিক ॥

বালীর[১] যৈবনের ভরে—
আধা বয়েস কাটায় বালী মাই-বাপের ঘরে ॥

চরণের নেপুর কইনায়
অঙ্গেতে লাগায়।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
অঙ্গে যে লাগাইয়া কইনায় আয়নার দিকে চায় ॥

মাও-বাপ অইছইন[২] কানা
আমার অখনে[৩]।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
অল্প বয়সে বিয়া নাহি দিলা ও যে মোরে ॥

আতের কাঙ্কণ পইরাই[৪] কইনায়
অঙ্গের হু মাঝে।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
আতের কাঙ্কণ পইরাই কইনায় আয়না দিয়া চায় ॥

এই না সময়ের কালে
করি কি উপায়।
(কি রে হয় হয় হইয়া)
নাই যেন আমার পুরুষ এই ত্বনিয়ায় ॥

১ বালিকার ২ হইয়াছেন ৩ এখন ৪ হাতের কাঁকন পরে

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করিল—
(কিরে হয় হয় হইয়া)
আতে যে কাঙ্কণ লইয়া নগরে গেল ॥

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করে—
কি রে হয় হয় হইয়া)
সাড়ী যে পইরাইয়া কইনায় আয়না দিয়া চায়

ও বিয়াই, শুনিয়া লও রে,
লিলুয়া বাতাসের দুখ কইয়া যাইরে ॥

এই না সময়ের কালে
কি না কাম করে—
(কি রে হয় হয় হইয়া)
হাওয়ায় উড়াইয়া মোরে নিব যে উপরে ॥

আতের কাঙ্কণ আতে লইয়া
এমন সময়ের কালে—
(কিরে ছয় হয় হইয়া)
আতের কাঙ্কণ আতে লইয়া বসিল অখনে ॥

। ৩৫৯ ।

"সাঞ্জাবালা[১] ফুল পাইলায়[২] কই।
ছাবাল-পুতের বউ,[৩]
সাঞ্জাবালা ফুল পাইলায় কই ॥"

১ সন্ধ্যাবেলা ২ পাইলে ৩ ওগো অল্পবয়সী পুত্রবধূ

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কিরে হয় হয় হইয়া) ।
ভাসিয়া আইল চাম্পা ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া) ।
ভাসিয়া আইল নাগেশ্বর ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া) ।
ভাসিয়া আইল বউল ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া) ।
ভাসিয়া আইল গোকুল ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥

"ছাবাল-পুতের বউ,···

"বাড়ীর পিছে সরুয়া নদী—
জল ভরিতে গেলু :
(কি রে হয় হয় হইয়া) ।
ভাসিয়া আইল কেওয়া ফুল—
খোঁপায় তুলিয়া দিলু ॥"

। ৩৬০ ।

অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী[১] —
বাবণ[২] লাগিল করে[৩] রে ।
"আরে, সিঁথেরি সিন্দুর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে ।
"আরে, মাথারি টিকা[৪] দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে ।
"আরে, নাকেরি বেশর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে ।
"আরে কানেরই দোল[৫] দিমুরে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে ॥"

১ বালবিধবা ২ ব্রাহ্মণ ৩ পিছনে ৪ টিকলি, গহনা বিশেষ ৫ দুল

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, গলারি হার দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, কোমরেরি ঘুঙ্গুর দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

এ···অল্প না বয়সে ছাবাল রাঁড়ী—
বাবণ লাগিল করে রে।
"আরে, পায়েরি মল যে দিমু রে"—
"বাবণ, ছাড়ো আমার মায়া রে॥"

। ৩৬১ ।

ভাগিনা নি যাইতায়[১] রে
ওই লঙ্কার বণিজ্জে[২] রে—
মামীর লাগি' আনিবায়[৩] কি :
(কি রে হয় হয় হইয়া)।
"মামীর লাগি' আনমু[৪] গো
নাকের বেশর গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আনমু গো
পিন্দনের সাড়ী গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি॥"

---

১ যাইবে ২ বাণিজ্যে ৩ আনিবে ৪ আনিব

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
হাতেরি খাড়ু গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
পায়েরি বেকী[১] গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

ভাগিনা নি যাইতায় রে···
"মামীর লাগি' আন্‌মু গো
গলারি আছলি[২] গো—
মামীজীয়ে দরিশন করিবায় নি ॥"

১ পদাভরণ বিশেষ ২ হাঁসুলি

॥ বিবাহ-গীতি ॥

। ৬৬২ ।

বলি বলি বলি দাই গো,
মুই বলি তোমারে :
"বাবাজীর বাঙ্গেলায়[1] দাই[2] গো,
কিসের উকিল আইছে[3] ।"
"আইছে দামান্দের[4] উকিল—
কইনা জুড়িবারে[5] ॥"

আনো চাই বাবাজীর কিতাব—
পড়িয়া দেখি আমি।
আনো চাই চাচাজীর কিতাব—
পড়িয়া দেখি আমি ॥

কিতাব পড়িয়া কইনায়
কান্দইন জারেজারে[6] ।
নছিবের লেখা দাই গো,
কে খণ্ডাইতে পারে ॥

---

১ বাড়ীতে ২ দাসী ৩ আসিয়াছে ৪ বরের ৫ পাত্রী ঠিক করিতে ৬ থাকিয়া-থাকিয়া, ঝর-ঝর ধারায়

। ৩৬৩ ।

সাজো গো, এগো ধনি,
শ্যাম মনো মন-মোহিনী,
কৃষ্ণ-প্রেম-আহ্লাদিনী ॥

মাথায়ে তো তৈল্ল পইরে[১] —
কাঙ্কাইয়ে[২] তো শোভা করে।
সাজো গো,··· ॥

সিঁথে তো সিন্দুর পইরে—
কাজলে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

কর্ণে তো কুণ্ডল পইরে—
শিষ[৩] ফুলে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

নাকসিকায়[৪] বেশর পইরে—
পাতায়ে তো শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

গলায়ে তো দানা পইরে—
দুই লরীয়ে[৫] শোভা ধরে।
সাজো গো,··· ॥

হস্তেতে দুই শঙ্খ পইরে—
চাইর গেছিয়ে[৬] শোভা কইরে
সাজো গো··· ॥

১ তেল পরিয়া, মাখিয়া ২ কাকইতে, চিরুণীতে ৩ শিরীষ ৪ নাসিকায় ৫ দুই লহরীতে
৬ চার গাছি শাঁখায়

মাজায়ে তো সাড়ী পইরে—
  শেমিজে কি শোভা কইরে।
    সাজো গো,… ॥

পদে তো খাড়ুয়া পইরে—
  ঘুঘুরেতে[১] শোভা করে।
    সাজো গো,… ॥

। ৩৬৪ ।

পরী চলিলা রথে, দেবগণ লইয়া সাথে—
  যাইতা[২] পরী শানের বান্ধিল[৩] ঘাটে না[৪] রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ঘরতন বারইতে[৫] পরী—
  আবে[৬] ছায়া ধরে না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ঘরতন বারইতে পরী—
  মউরে পেখম ধরে না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

আগে-করে দশজন দাই[৭] —
  মাঝে পরী-কইনা না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

শানের বান্ধিল ঘাটে
  পরীয়ে মছরি টাঙ্গাইলা[৮] না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ ঘুঙুরেতে ২ যাইবেন ৩ শান বাঁধানো ৪ 'না' অর্থহীন অব্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে
৫ ঘর হইতে বাহির হইতে ৬ মেঘে ৭ আগে-পিছে চলে দশজন দাসী ৮ মশারি টানাইলেন

পাতা-পানিত লামিয়া[১] পরীয়ে
পাতা মাঞ্জন[২] কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

আটু-পানিত[৩] লামিয়া পরীয়ে—
আটু মাঞ্জন কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

নলা-পানিত[৪] লামিয়া পরীয়ে—
নলা মাঞ্জন কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

কোমর-পানিত লামিয়া পরীয়ে—
কোমর মাঞ্জন কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

ছাত্তি-পানিত[৫] লামিয়া পরীয়ে—
ছাত্তি মাঞ্জন কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

দশ বুড়[৬] দিয়া পরীয়ে—
শুকনায় উঠিলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

শুকনায় উঠিয়া পরীয়ে—
সাড়ী বদল কইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ নামিয়া ২ মাজন ৩ হাঁটু-ডোবা জলে ৪ জঙ্ঘা-ডোবা জলে ৫ বুক-ডোবা জলে ৬ ডুব

মন না লাগিল—
  সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা[১] না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
  নামে বাঙ্গইন-বিচি না রে সই,
    ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

সাড়ী যে পিন্দিয়া কইনায়—
  সাড়ীর বানে[২] চাইলা না রে ;
    মন না লাগিল—
      সাড়ী খসাইয়া ফালাইলা না রে সই,
        ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
  নামে আঙ্গনি পাটে না রে ;
    মন না লাগিল··· ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
  নামে উটখুট না রে সই ;
    সাড়ী যে পিন্দিয়া··· ॥

তার শেষে পিন্দিলা সাড়ী—
  নামে গঙ্গার জল না রে ;
    মন যে লাগিয়াছে—
      সাড়ী পিন্দিয়া বেড়াইলা না রে সই,
        ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

১ ফেলিলেন ২ পানে, দিকে

সাড়ী যে পিন্দিয়া কইনায়—
মাথা বেশ করিলা না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

আবেরি কাঙ্কইতে[১] পরীয়ে—
মাথা বেশ করিলা না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

মাথা বেশ করিয়া পরীয়ে—
খোঁপা বান্ধইন[২] না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

প্রথমকু[৩] বান্ধিলা খোঁপা—
নামে কাইজুরা না রে ;
খোঁপা যে বান্ধিয়া পরীয়ে
খোঁপার পানে চাইলা না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

মনে না লাগিল খোঁপা—
ফালাইলা খসাইয়া না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে মইজুরা না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

মন না লাগিল—
খোঁপা খসাইয়া ফালাইলা না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে এড়ুজুড়া না রে সই,
ধন্থি ধন্থি পরীর বিয়া ॥

১ কাঁকইতে ২ বাঁধেন ৩ প্রথমতঃ

মন না লাগিল—
খোঁপা খসাইয়া ফালাইলা না রে ;
তার শেষে বান্ধিলা খোঁপা
নামে মনোহরা না রে সই,
মন যে লাগিয়াছে খোঁপা—
আটিয়া[১] বেড়াইলা না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

উত্তরে দক্ষিণে ঘর—
মাঝে পরীর শইয্যা-ঘর[২] ;
দখিনাল[৩] দরজায় পরীয়ে
লাগাইছে কেওড়[৪] না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

বেওনা ফুলের বেকী জোড়[৫] ,
তার উপর সোনার জোড়,
তার উপর লাগাইছে—
সোনার ঘুঙ্গুর না রে সই,
ধন্যি ধন্যি পরীর বিয়া ॥

। ৩৬৫ ।

ভরনা দুই প'রি বালা[৬] —
বেলওয়ায়[৭] খেইড়ে দিলা মন[৮] ।
আরাইয়া-তুকাইয়া কান্দইন[৯]
সোনার বাজুবন্দ—
বেলওয়া রূপার কাঙ্কণ ॥

১ হাঁটিয়া ২ শয়নকক্ষ ৩ দক্ষিণ দিকস্থ ৪ কপাট ৫ পদাভরণ বিশেষ ৬ ভরা দুই প্রহর বেলায় ৭ বালিকা, মারিকা, কন্যা ৮ খেলায় মন দিল ৯ হারাইয়া খুঁজিতে-খুঁজিতে কাঁদেন

ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা[১] ,
আও ওই চাম্পার তল[২] —
বেলওয়া চাইয়া চাম্পার তল।
"আমি দিমু মাথার টিকা[৩]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা…
"আমি দিমু নাকের বেশর
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা…
"আমি দিমু কানের জরিনা[৪]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা…
"আমি দিমু আতের তারবাউ[৫]
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা…
"আমি দিমু কোমরের সাড়ী
আও ওই চাম্পার তল ॥"

ভরনা দুই প'রি বালা…
"আমি দিমু পাওয়ের খাড়ুয়া
আও ওই চাম্পার তল ॥"

---

১ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন হে রাজা ২ আইস ওই চাঁপা গাছের তলে ৩ টিকলি, গহনা বিশেষ ৪ কর্ণাভরণ বিশেষ ৫ হাতের তার-বাজু

। ৩৬৬ ।

বা'র বাড়ী[১] মাফা থইয়া[২]
সামাইলা[৩] বৈরাতী[৪] ।
তুমি ধরো ডালে ল' বালি,[৫]
আমি কুসুম তুড়ি ॥

আমার দেশ নাই দ'[৬] রাজা
কুসুম চোরাচুরি ।
আমার বাবাজী আছইন[৭]
কইলকাত্তার[৮] বেপারী ।
উকুমে[৯] আনাইয়া দিবা
ফুলের বাইশা-কুড়ি[১০] ॥

। ৩৬৭ ।

উড় ফুল[১১] মালন্তী ফুল[১২], ফুটে নানান ডালে—
সোনার কুটা[১৩] আতে[১৪] বা' দামান্দ,[১৫]
যাইনি ফুলের তলে ॥

কতো রেণু তুড়ো[১৬] বা' দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া[১৭] ।
পটকা[১৮] ভরিল রেণু বা' দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া ॥

চাম্পা ফুল, মালন্তী ফুল, ফুটে নানান ডালে—
সোনার কুটা আতে বা' দামান্দ,
যাইনি ফুলের তলে ॥

---

১ বাহির বাড়ীতে ২ পাল্কি রাখিয়া ৩ প্রবেশ করিলেন ৪ বরযাত্রিগণ ৫ ওগো বালিকা ৬ নাই গো ৭ আছেন, হন ৮ কলিকাতার ৯ হুকুমে ১০ কোনো কোনো জায়গায় কোনো কোনো জিনিসের কুড়ি-বাইশটা করিয়া গণনা করা হয় ১১ ওড় ফুল ১২ মালতী ফুল ১৩ আঁকশি ১৪ হাতে ১৫ ওগো বর ১৬ কতো ফুল ছেঁড়ো, তোলো ১৭ এখন নামিয়া আইস ১৮ গামছ

কতো রেণু তুড়ো বা দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া।
রুমাল ভরিল রেণু বা' দামান্দ,
এব্‌লা লামো আইয়া॥

। ৩৬৮ ।

আইজ তোমারে কে সাজাইল, নদীয়ার চান্দ!
ও তোমার চূড়া দেইখতে[1] চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে কে সাজাইল, নদীয়ার চান্দ॥

এগো, তোমার চন্দন দেইখ্‌তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

ও তোমার মায়ের পুরউক[2] মনের সাধ, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার দানা দেইখ্‌তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

ও তোমার জুড়া[3] দেইখ্‌তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার কোঁচা দেইখ্‌তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

তোমার মোজা দেইখ্‌তে চমৎকার, বাবুলাল—
আইজ তোমারে…॥

১ দেখিতে ২ পুরিত হউক ৩ জোড়া, জুটি

। ৩৬৯ ।

ঢাকা তনে[১] আইলা রে[২] , ওয়রে[৩] ভাই নাইয়া রে,
কোন্ কোন্ ঘোড়াইয়ায়[৪]
কোন্ মিঞা ছওয়ার[৫] —
কি হয় রে নাইয়া ।

ফানুস লাগাও নদীর কূল
কি হয় রে নাইয়া ;
পটকা[৬] লাগাও নদীর কূল
কি হয় রে নাইয়া ॥

যেই মিঞার গায়ে রে
সোনালী আছগন[৭] রে—
সেই মিঞা খশুরাল ছওয়ার
কি হয় রে নাইয়া ॥

যেই মিঞার পায়ে রে
সোনালী জুতা রে—
সেই মিঞা খশুরাল ছওয়ার
কি হয় রে নাইয়া ॥

। ৩৭০ ।

ছিলটিয়া[৮] ছিপাইয়া[৯] দুলা[১০] রে,
আতে মুতির চাবক[১১] রে,
ঘোড়িয়া মারিয়া[১২] যাইননি মোর ছিপাই দুলা—
বল-পিরিতের[১৩] তলে রে ।
ঘোড়িয়া বান্ধইন[১৪] আরে মোর ছিপাই দুলায়
বল-পিরিতের ডালে রে ॥

---

১ ঢাকা শহর হইতে ২ আসিলেন রে ৩ ওরে ৪ ঘোড়ায় ৫ সওয়ার ৬ গামছা ৭ লম্বা মালা বিশেষ ৮ সিলটিয়া, শ্রীহট্টজাত ৯ সিপাই ১০ বর ১১ হাতে মোতির চাবুক ১২ ঘোড়ায় চড়িয়া ১৩ বৃক্ষ বিশেষের ১৪ বাঁধেন

খবর-উলিয়ায়[1] খবর দিল রে—
অবুঝ বেলওয়ার[2] আগে[3] রে :
"তোমার সু বাবাজীর বাঙ্গেলায়[4]
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অন্তীয়ে লুটন করে[5] রে ॥"

কান্দি' কান্দি' যাইননি মোর অবুঝ বেলওয়া—
তান[6] মাইজীর আগে রে :
"শুনিয়াছ নি আরে মোর মাইজী,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার সু বাবাজীর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অন্তীয়ে লুটন করে রে।"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির[7] ঝিয়াই,
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

কান্দি' কান্দি' যাইন নি মোর অবোধ বেলওয়া—
তান চাচীর আগে রে :
"শুনিয়াছ নি আরে মোর চাচীজী,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার সু চাচাজীর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে,
অন্তীয়ে লুটন করে রে।"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির ঝিয়াই,
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

---

১ খবর ওয়ালায়, সংবাদদাতা ২ অবুঝ বালিকায় ৩ কাছে, সম্মুখে ৪ গৃহে ৫ ঘোড়া ও হাতী লুণ্ঠন করে ৬ তাঁহার ৭ খেলায়, এখানে অনাদরে

কান্দি' কান্দি' যাইননি মোর অবোধ বেলওয়া—
তান ভনির[১] আগে রে :
"শুনিয়াছ নি আরে মোর ভইনি[২] ,
শুনিয়াছ নি খবর রে,—
আমার মু বড়ো ভাইর বাঙ্গেলায়
ঘোড়িয়ায় লুটন করে রে
অস্তীয়ে লুটন করে রে ॥"
"যাও যাও, আরে মোর খেড়ির ভইনাই
যাও জামাইর ঘরে রে ॥"

আগে-করে দশজনা দাই[৩] ,
আর মাঝে বেলওয়া কইনা রে—
ধীরে-ভরে[৪] যাইননি মোর অবোধ বেলওয়ার আগে রে ॥

শইজ্যা করি' পড়ইন[৫] মু মোর অবোধ বেলওয়া
ছিপাই তুলার পায়ে রে :
"তুলো তুলো, আরে মোর মালীয়া[৬] ভাই,
রঙীন মাওয়ার ভিত্তর[৭] রে—
যেই বিবির লাগি' পেরেশান[৮] ছিলাম রে ॥"

। ৩৭১ ।

দীকি দিলাম সাত-পাঁচা[৯] —
রুইয়া আইলাম[১০] ফুল-বাগিচা।
যাইন[১১] মমুওর[১২] অরিণী[১৩] শিকারে,
যাইন মমুওর মৃগ শিকারে ॥

---

১ বোনের ২ বোন ৩ দাসী ৪ ধীরে ধীরে ৫ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া ৬ মালী ভাই, পাল্কি বেহারা ৭ পাল্কির ভিতরে ৮ আকুল ৯ সাত ফুট দৈর্ঘ্যে ও পাঁচ ফুট প্রস্থে দীঘি কাটিলাম ১০ রোপণ করিয়া আসিলাম ১১ যাইতেছেন ১২ আদরার্থে ছেলেকে সম্বোধন ১৩ হরিণী

পন্থে পাইলা সুন্দরীর পাড়া[১] ,
অস্তী-ঘোড়া কইলা খাড়া—
যাইন মনুওর··· ॥

ডালাইন গাছ এলাইন দিয়া[২] ,
সুন্দরী বইছইন[৩] জোড় আত করিয়া—
বত্তিশ ডালে[৪] শুকাইন[৫] মাথার কেশ ॥

এমন সুন্দরী কইনা
যুদি রাজায় না দেইন[৬] বিয়া—
ছাড়িয়া যাইমু বাবাজীর নগর ॥

তালুক-মিরাশ[৭] বেচিয়া রে মনুওর
দিমু বিয়া রে ।
না যাও মনুওর দূর দেশান্তর—
না যাও মনুওর পর দেশান্তর ॥

। ৩৭২ ।

ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা[৮]
রছুলগঞ্জ বাজারে রে ;—
আরে রছুলগঞ্জের মউলা-রাণীরে
ধরিল পটকা[৯] রে ।
"আরে, ছুড় ছুড়[১০] দ' রাণি,
পটকার ঝাঝইর[১১] রে ॥"

---

১ পদছাপ ২ ডালিম গাছে হেলান দিয়া ৩ বসিয়াছেন ৪ (?) ৫ শুকান ৬ দেন
৭ ভূসম্পত্তি ৮ ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছেন হে রাজা ৯ গামছা ১০ ছাড়ো ছাড়ো ১১ চুপড়ি

"আরে, দোহাই তোমার আল্লার—
দিয়ার[১] দোহাই তোমার রছুল রে।
আরে, এক প'র রাত্রি রইয়া যাইবায়[২]
আমার বাসরে রে ॥"

"আরে, ঘরেতে থইয়া আইছি[৩]
চধরী বাবাইর[৪] কন্যা রে।
আরে, তাইন[৫] সে শুনিলে বালী
ত্যজিবা[৬] পরান রে ॥"

আরে, এক প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
রান্ধনে-বাড়নে রে।
আরে, দুই প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
পন্থা-মাছ সাজাইতে[৭] রে ॥

আরে, তিন প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
খানা-পানি খাইতে রে।
আরে, চাইর প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
শাশুড়ীর খেজমতে[৮] রে ॥

আরে, পাঁচ প'র রাত্রি যাইন দ' বালীর
চউপর পাশ্‌শা খেইড়ে[৯] রে।
আরে, এরুমাঝে চাইয়া দেখইন[১০]
চৌদিগ হইল পসর[১১] রে ॥

আরে, ঘোড়া মারিয়া যাইন দ' রাজা
আপনার বাসরে রে।
আরে, চউখে করে ঢিলি-মিলি[১২]
মুখে পানের লাল্লি[১৩] রে ॥

---

১ দিতেছি ২ রহিয়া যাইবে ৩ রাখিয়া আসিয়াছি ৪ চৌধুরী বাবার ৫ তিনি ৬ ত্যাগ করিবেন ৭ পান্তাভাত ও মাছ সাজাইতে ৮ সেবায় ৯ সমস্ত রাত্রি পাশা খেলিয়া ১০ ইহার মধ্যে চাহিয়া দেখেন ১১ ফরসা ১২ চোখ ঢুলুঢুলু করিতেছে ১৩ পানের রস

"আরে কার বাসরে তুমি
গওয়াইলায় রজনী[১] রে ॥"

"আরে, তোমার বাবাজীর বাড়ী
ঘাটুয়া[২] নাচাইলা রে।
আরে, তোমার বাবাজীর বাড়ী
নাটুয়া[২] নাচাইলা রে।
আরে, এরু তামেশায়[৩] বালি
গওয়াইলাম রজনী রে ॥"

"আরে, আউকা-আউকা[৪] দয়ার বাবাজী
কান্দিয়া আরজ করমু[৫] রে।
আরে আউকা-আউকা দয়ার চাচাজী
কান্দিয়া আরজ করমু রে।
আরে, এমন তামেশার কাল
না নেওয়াইলা মোরে রে ॥"

'আরে, দোহাই তোমার আল্লার,
দিয়ার দোহাই তোমার রছুল রে।
আরে আমার বাসরে বালি
ঘাটুয়া নাচাইমু রে।
আরে, আমার বাসরে বালি
নাটুয়া নাচাইমু রে ॥"

---

১ রজনী কাটাইলে ২ ঘাটুয়া নাচ ও নাটুয়া নাচ পূর্ব বঙ্গের এক বিশেষত্ব
৩ এইরূপ তামাশায় ৪ আস্তে আস্তে ৫ আরজি করিব

। ৩৭৩ ।

বড়ো পা'ড় তনে[1] চাম ক্লখ[2] আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা বানাইলা ।
লোধপুর তনে দুধ-পাত্তি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা ছাওয়াইলা ॥

লালপুর তনে লালমাটি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলা লেপাইলা ।
সিলট তনে[3] দৌত্তির চকি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলায় থওয়াইলা ॥

রঙপুর তনে রঙীন পাটি আনাইয়া
সাত ভাইয়ে বাঙ্গেলায় বিছাইলা ।
ভাটি তনে ভনি-জামই[4] আনাইয়া
সাত ভাইয়ে ভনিরে[৫] সঁপিলা ॥

। ৩৭৪ ।

একমিলে[7] এক আসনে, সই,
এক আসনে দুইজনে—
স্নান করাবো রাধা-কানাই এক সনে ॥

উত্তম কুরুসি-চকি,[8] বিচিত্র মণ্ডল আঁকি'—
এগো, তার উপর বসাও নিয়া
রাধা-কানাই একমিলে ॥

---

১ বড়ো পাহাড় হইতে ২ চাম কাঠ ৩ শ্রীহট্ট হইতে ৪ ভগ্নিপতি ৬ ভগ্নীকে ৭ এক সঙ্গে ৮ জলচৌকি বিশেষ

আর সোনার বাটায় ধান্য-দূর্বা,
ইরার[১] বাটায় লইয়া যে—দুইজনে।
এগো, আরগণ আর গীতা আইলা[২]
এগো, পঞ্চ আয়[৩] লইয়া যে—দুইজনে॥

কালা না কালিন্দীর জল—
আনিলা ভরিয়া যে—দুইজনে।
এগো, থইলা[৪] নিয়া সব সখী
রাধা-কানাইর সাইক্ষেতে[৫] —দুইজনে॥

লক্ষ্মীয়ে আসিয়া আরগণ করইন
সরাইয়ে মঙ্গল[৬] —দুইজনে।
এগো, সার আসিয়া গাও মাঞ্জইন[৭]
গঙ্গার ঢালইন জল যে—দুইজনে॥

ঢাল-ঢাল করিয়া জল ঢালইন—
শিরের উপরে—দুইজনে।
এগো, ঢালিলা গঙ্গার জল
জুড়াইল জীবন যে—দুইজনে॥

তিতা বস্ত্র[৮] তেয়াগিয়া
শুক্লবস্ত্র পইরাছে[৯] —দুইজনে।
এগো, কোলে তুলিয়া নেও গিয়া রাম-সীতা—
সাজন-মন্দির ঘরেতে—একাসনে॥

---

১ হীরার ২ আর যাহারা গীত গাহিতে আসিয়াছেন ৩ পাঁচজন এয়ো ৪ রাখিলেন
৫ সাক্ষাতে ৬ (?) ৭ গা মাজেন ৮ ভেজা কাপড় ৯ শুকনা কাপড় পরিয়াছে

। ৩৭৫ ।

রাইয়ায় কোন্ ঠমকে আটে[১]
শ্যাম-চান্দের করে-করে[২] —
—মউরে পেখম ধরে ॥

উত্তম শালির গুঁড়িয়ে[৩] মণ্ডলি আঁকিলা ;
ও চারিগুলি[৪] বাঁশের চিক[৫]
চারিস্থানে থইয়া[৬] ॥

চারিগুলি মঙ্গল ঘট চারি স্থানে থইয়া—
চারিগুলি অম্র-পত্র
ঘটের মুখে দিলা ॥

দুধে কুলপইত[৭] -কলায় একত্র করিয়া—
বাক্যি-মন্ত্র কইয়া পুরইতে[৮]
সূর্য অর্ঘ্য দিলা ॥

এক পাক, দুইয়ো পাক, তিনো পাক দিয়া-
চারি পাকের কালে পুরইতে
ঝারির জল উড়াইলা ॥

এক-এক করিয়া দেখ—সাত পাক দিলা
চারিগুলি বাঁশের ছিকল
উড়াইয়া ফালাইলা[৯] ॥

---

১ হাঁটে ২ সঙ্গে সঙ্গে, পিছনে-পিছনে ৩ শালি ধান্তজাত চাউলের গুঁড়া দিয়া ৪ চারিটি
৫ বাঁশের কাঠি ৬ থুইয়া ৭ (?) ৮ পুরোহিতে ৯ ফেলিলেন

। ৩৭৬ ।

'লীলমণি,[১] লীলমণি' ডাকইন[২] নন্দরাণী রে
—লীলমণি ॥

তলে পাড়ইন[৩] চিকন পাটি—
উপরে চান্দিয়া রে।
—লীলমণি ॥

সোনার বাটায় ধান্য-দূর্বা
ইয়ার[৪] বাটায় লইয়া রে—
—লীলমণি ॥

আরগণ আর গীতা আইলা
দেবে রায় রাণী রে[৫]।
—লীলমণি ॥

আরগণ আর গিয়া রাণী
কি বর দিলায় তানে[৬] গো
—লীলমণি ॥

লক্ষীয়ায়[৭] না ছাড়উক বাছায়
বিনন্দ-বাসরে।
—লীলমণি ॥

বাঁচিয়া থাকো রে বাছা
পরমাই অউক বিস্তর[৮] রে।
—লীলমণি ॥

---

১ নীলমণি ২ ডাকেন ৩ পাতেন ৪ হীরায় ৫ (?) ৬ তাঁহাকে ৭ লক্ষীতে ৮ বিস্তর পরমায়ু হউক

। ৩৭৭ ।

পাশা খেইলব[১] বংশিধারী ;
আইজ তোমারে পরাজয় দিব[২]
রাই কিশোরী ॥

পাশা যে খালাইতায়[৩] শ্যাম রে,
আগে থও দাও[৪] :
আরিলে আরণ দিবায়[৫]
গলার মণিহার ॥

পাশা যে খালাইতায় রাই গো,
আগে থও পণ :
এগো, হারিলে আরণ দিবায়
এই নব যৌবন ॥

দশ-দশ করিয়া পাশা
ঢালইন[৬] শ্যাম-রায়।
বিশ-বিশ করিয়া পাশা
দেখ, তুলইন[৭] রাধিকায় ॥

আর জিতিল সে রাধিকা
আরইন শ্যাম-রায়।
সখিগণে মিলিয়া তারা
মঙ্গল জোগার[৮] গায় ॥

---

১ খেলিবে ২ পরাজিত করিবে ৩ খেলিবে ৪ বাজী রাখো ৫ হারিলে 'হারণ' দিবে
৬ চালেন ৭ তুলেন ৮ জয়কার, উলুধ্বনি

। ৩৭৮ ।

রুইলু,[১] রুইলু রে পান,
পা'ড়ে[২] আর পর্বতে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

পাড়ো, পাড়ো রে পান,
সোনার কুটায়ে[৩] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

থুবাও[৪] , থুবাও রে পান,
সোনার খারায়ে[৫] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

ধলাও[৬] , ধলাও রে পান,
সোনার খারায়ে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

চিরো, চিরো রে পান,
হীরার কাটাইলে[৭] পান—
সেই না পানে না লয় সমান ॥

সাঞ্জাও,[৮] সাঞ্জাও পান,
সোনার বাটায়ে পান—
সেই না পানে না লয় সমান ।

১ রোপণ করিলাম ২ পাহাড়ে ৩ আঁকশিতে ৪ কুড়াও ৫ বাঁশের তৈয়ারী পাত্র বিশেষ ৬ ধোও ৭ হীরার কাটারী দিয়া সেই পান কাটো ৮ সাজাও.

খিলাও,[১] খিলাও রে পান,
পীর-মুরশিদের আগে পান—
সেই না পানে না লয় সমান

। ৩৭৯ ।

সাজাও গো বাসর-শয্যা
যাথী ফুলেতে—
নগর বিচারি'[২] পুষ্প আনো ত্বরিতে ॥

আর যাথী-যুথী, লংমালতী,
পারিজাতেতে—
বিনা সুতে গাঁইথ্ছে[৩] মালা রঙন গোকুলে ॥

আর পারিজাত, গন্ধরাজ,
গোকুল ফুলেতে—
রঙ্গ দিদি, আয় গো ত্বরা মালা গাঁথিতে ॥

আর অশোক ফুল দিয়া রাধে
কুঞ্জ সাজাইছে—
রাসবিহারী কুঞ্জ সাজায় মন সাধেতে ॥

---

১ খাওয়াও ২ খুঁজিয়া ৩ গাঁথিয়াছে

। ৩৮০

মছরির ভিত্তরে[১] উন্নুর-ঝুন্নুর বাজে ;
রব-রঙ্গিলা দামান্দে অতো ঠমকা[২] জানে ;
বালীর টিকা[৩] ছাপাইয়া
কান্দাই'-আসাই'[৪] মারে ॥

বালীর কান্দনে বাবাজীর কটোয়াল জাগে ;
না কান্দিয়ো উমরা-জাদী[৫] গো—
না বান্ধিয়ো গলা।
এক টিকার বদলে গো
আরে পাঞ্চটিকা দিমু ॥

---

১ মশারির ভিতরে ২ ভেকি, খুনসুটি করিতে ৩ টিকলি, অলঙ্কার বিশেষ ৪ কাঁদাইয়া-হাসাইয়া ৫ বড়োলোকের মেয়ে

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট—ক : অতিরিক্ত গান

॥ ইরফান আলীর অতিরিক্ত গান ॥

। ১ ।

। বাউল ।

ভবের পেরমে কলঙ্কিনী সার
যে পড়ে পিরিতের ফান্দে
আশা নাই তার বাঁচিবার। ধুয়া।

আগে আগে সোয়াগে-সোয়াগে
গলায় দিনু পিরিতের হার
তোরা দেখ আসি' লাগছে ফাঁসি
শক্তি নাই মোর ছাড়িবার ॥

ইমান আমান যায়
জাতিকুলে যৌবন যায় আর
যার লাগি' কলঙ্কী হইলু
সে বুঝি নয় আমার ॥

কুসঙ্গীয়ার সঙ্গ লইয়া
ভবের হাট মোর গেল গইয়া গো
কারে দোষ দিমু
আমার মনা হইলা দুরাচার ॥

অধীন ইরফানে বুলে
ভবের জালে হইছি গিরিফতার
আখেরে ভরসা রাখি
নবীজীর চরণ-ধূলার ॥

। ২ ।

। রাগ ।

রে সোনার ময়না,
তোমার পিঞ্জিরা ছাড়িয়া কোথায় যাও
ছাড়িলে ঘরের মায়া
তুমি ফিরিয়া না চাও। ধুয়া ॥

আসিব পেয়াদা
তোরে নিব রে বান্ধিয়া
তিরি-পুত্র-ভাই-বন্ধু তোমার
উঠিবা কান্দিয়া ॥

পলকের মাঝে সব হইয়া যাবে ধন্দ
বিবি তোমার বেওয়া[১] হইবা
এতিম[২] ফরজন্দ[৩] ॥

রাখিতে পারিব কোনে
ছান্দিয়া-বান্ধিয়া
ছাড়িবায় ভবের মায়া তুমি
কান্দিয়া-কান্দিয়া ॥

তুমি জান্ আমি তন্
ছাড়িয়া কেনে যাও
ফিরাও তোমার চান্দ-মুখ
একবার নয়ন খুলি' চাও ॥

মানুষের জীবন যেমন
পৌষ মাসের খুয়া[৪]
পড়িয়া রইবা খাকের তনু
উড়িয়া যাইবা সুয়া ॥

---

১ বিধবা ২ পিতৃহীন অনাথ ৩ সন্তান ৪ কুয়াসা

কান্দিলু জনম ভরি'
পরের কান্দন
আপনার কান্দন না কান্দিলু
থাকিতে জীবন ॥

নাকিছ[১] ইরফানে বুলে
দিন যায় মোর গইয়া
গয়াইলু দুর্লভ জনম
চোরের ছলা বইয়া ॥

। ৩ ।

। রাগ ।

সময় চিন' না,
লাখের ভরা যাইব গো মারা
গেলে জীবন আর পাবে না। ধুয়া ॥

লাখের দোকানো গো
তোমার পরদীপ দিলায় না
আন্ধার[২] হাতে মাণিক দিলে
যতন করে না ॥

জানিলে বাজারের রীতি
ব্যাপার হয় দুনা
না জানিলে তামা বলি'
বিকি' দেয় সোনা ॥

কাক কালা, ময়না গো কালা
আমি মূল জানি না
বন্দী কইলু কাকের বাচ্চা
আমি ছাড়ি' দিলু ময়না ॥

১ অধম ২ অন্ধের

পিঞ্জিরাতে থাকিতে গো পঙ্খী
পোষ মানাইলাম না।
ছুটিব সুন্দর পঙ্খী
ধরা দিব না ॥

সঙ্গিগণে যায় চড়িয়া
দেখিয়া দেখ না
তোমার চোখ থাকিতে কি সন্ধানে
হইলায় কানা ॥

অধীন ইরফানে কহে
না কইলাম ভজনা
আমার নবীজীর শফাতে
আল্লায় পূরাও বাসনা ॥*

॥ ভবানন্দের অতিরিক্ত গান ॥

।১।

ও পরান কালার ভাবে
সদায় আকুল রাধার হিয়া। ধুয়া ॥

এ নব যৌবন দিয়া বন্ধুরে সম্মুখে থইয়া,
দেখি রূপ নয়ান ভরিয়া ;
হেন সাধ করে মনে প্রাণ-বন্ধুর চরণে
ভজি গিয়া জাতি-কুল দিয়া ॥

যে বলউক, বলউক লোকে যার মনে যেই দেখে
ননদিনী বলউক অসতী ;
গুরু গরবিত জনে বলউক যে দেখে শুনে
ছাড়ে ছাড়উক নিজ পতি ॥

---

* ইরফান আলীর এই তিনটি গান শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৪৩, পৃ ১২৮-১৩১) হইতে উদ্ধৃত। মুহাম্মদ আব্দুল বারী-কর্তৃক সংগৃহীত। স্তবক ও বানান আমাদের।

শ্রবণে কুণ্ডল দিয়া যুগুনীর ভেশ লইয়া
যথা-তথা যাইমু মনোদুঃখে ;
কানুর বিরহে মোর তনু হইল ঝর-ঝর
কি বলিব গোকুলের লোকে ?
মুই যদি ঐ মত জানু যমুনা-পুলিনে কানু
তবে কেনে আনতে যাইতু জল ;
বিহানে শুনিয়া বাধা গেলু কলঙ্কিনী রাধা
পাইলু তার প্রতিফল ॥

শুন হেরি প্রাণ-সই তোমাতে মরম কই,
মোর রূপ কালার অধীন ;
অবিরত মনে ভাবি রাতুল চরণ সেবি'
রচিলেক ভবানন্দ দীন ॥

। ২ ।

দীনের নাথ আর সহে না পরানে
দিবা-নিশি দারুণ দেহা
বা' নাথ কাটে বজ্রঘুণে । ধুয়া ॥

যে বেলা করিলায় পিরিত
তুমি আর আমি
অখন কেনে সেই কথা নাথ
লোকের মুখে শুনি ॥

তোমার পিরিতি হায় রে নাথ
শুদা মিছা মায়া
অখনে জানিলাম নাথ
কিঞ্চিৎ নাই তোর দয়া ॥

তোমার পিরিতি নাথ
কুমারের পুইনী
হৃদয়ে লাগাইয়া গেলায়
জলন্ত অগুনি ॥

মুই যদি জানিতাম হায় রে
যাইবায় রে ছাড়িয়া
নিশি পোসাইতাম হায় রে
উদরে লইয়া ॥

আশা-ভরসা করি' নাথ
সঙ্গে আইলাম তোর
কৃপায় বানাইয়া দিলায়
বিনন্দ বাসর ॥

দীন ভবানন্দে বলে
নাথ শুন রে কালিয়া
পর কি আপনা হয়
পিরিতের লাগিয়া ॥

। ৩ ।

গৌর তোরে ঘরের বাইর কে কইল রে
আমার মনের বাঞ্ছা না পূরিল রে। ধুয়া ॥

আর উঁচ্চা না দালানে বসি' কি কর ভাই পরবাসী রে,
আমার পরবাসীর অসার জীবন রে।
উজান মুখে ছাড়ি' নাও ভাটিয়াল পানি বাইয়া যাও রে,
ও আমার আল্লার নামে জানাইয়ো ছালাম রে ॥

ছিরিপুর দিশা করি'　　নৌকাখানি দিলাম ছাড়ি' রে,
আমার নৌকা যাইত শ্রীপুরের ঘাটে রে।
যমুনার তরঙ্গ বড়　　পাতালখানি রাখিয়ো দৃঢ় রে,
নৌকা অকুল দরিয়ায় লইবা পার করি'।
দীন ভবানন্দে কয়　　আমার নৌকার খোঁজ কেবা লয় রে,
আমার নৌকার খোঁজ লইবা নিরঞ্জনে রে ॥*

। রাগ—রঙীন ।

("রাগ হরিবংশ" হইতে)

আমি যারে চাই রে নাথ
সে এতো নিষ্ঠুর। ধুয়া ॥

ধরিতে না পাই রে বন্ধু
তোমার দিদার
দেখা দিয়া পরানি রাখো
দুঃখিনী রাধার ॥

নব রঙ জল তনে করে ঝলমল
না দেখি পরানে মরি
হইয়াছি পাগল ॥

ধিয়ানে না পাই রে বন্ধু
তোমার দিদার
যুগুনীর মতো আমি
হইমু ঘরের বার ॥

* ভবানন্দের এই তিনটি গান শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃ ২৪-২৬) হইতে উদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদের।

ডাকিতে না শুন বন্ধু
না দেও উত্তর
তোমারে দেখিবার শোকে
তনু ঝরঝর ॥

[ছাড়িয়া দেও রে কানু
খাও মোর মাথা
নিশাকালে যাইয়ো তুমি
পূরাইমু সরবতা ॥] (অতিরিক্ত পদ)

আজি হনে তুমি পরানের বন্ধু
না ভাসিয়ো ভিন্
রাধার সংবাদ কহে
ভবানন্দ দীন ॥*

॥ রাধারমণের অতিরিক্ত গান ॥

শ্যামের বাঁশী রে,
ঘরের বাহির করলে আমারে।
যে যন্ত্রণা বনে যাওয়া,
গৃহে থাকা না লয় মনে ॥

যথায়-তথায় যাও রে বাঁশী
সঙ্গে নিয়ে আমারে ;—
পায়ে ধরি' বিনয় করি
লাঞ্ছনা দিয়ো না মোরে ॥

* 'রাগ হরিবংশে'র ১০-সংখ্যক গান। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা-কর্তৃক শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (কার্তিক, ১৩৪৪, পৃ ৯৪-৯৫) পুনরুদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদের।

ভেবে রাধারমণ বলে, শুন' গো ললিতে—
পাইতাম যদি শ্যামের বাঁশী
ভাসাইতাম যমুনার জলে ॥

যে দুঃখ দিয়াছ বাঁশী আমার অন্তরে—
এমন বান্ধব নাই যে গো
দেখাব কারে ;
মনে রইল দেখাব মইলে ॥*

॥ সৈয়দ শাহ নূরের অতিরিক্ত গান ॥

। ১ ।

('নূর নছিয়ত' হইতে)

। রাগ—ভাটিয়াল ।

বন্ধু প্রেমের পিয়াসী রে—ধুয়া ॥

বন্ধু তোর সনে পিরিত করি'
ঘরে না মুই রইতে পারি ॥

বন্ধু রে দিবানিশি ঝুরিয়া মরি
তুই বন্ধুর লাগিয়া
রাইতে-দিনে চাইয়া থাকি
পন্থ নিরখিয়া ॥

বন্ধু রে সহিতে না পারি দুখ
সদায় জলে হিয়া
স্বপনে দেখিনু বন্ধু
না পাইনু জাগিয়া ॥

* শ্রীসারদা চরণ রায়-সঙ্কলিত। প্রবাসী পত্রিকা (ফাল্গুন, ১৩৩৫, পৃ ৬৫৪) হইতে উদ্ধৃত। স্তবক ও বানান আমাদের।

বন্ধু রে সৈয়দ শাহানূরে কয়
উদাসিনী হইয়া
কি দোষে পরানের বন্ধু
না চাও ফিরিয়া ॥

। ২ ।

। রাগ—বিরহিণী ।

প্রাণনাথ কেবলি আশকি[১]
করিছে রোদন
কোথা গেলায় পরানের হরি
উদয় গগন ॥

আমা ছাড়া প্রাণের নাথ
রহিয়াছ কোথায়
জ্বলন্ত আগুনি আমি
অভাগিনীর গায় ॥

যে বলে বন্ধুর কথা
তার দিকে ধাই
মস্তকেতে হস্ত মরি
ভুমিতে লুটাই ॥

কলিজা দগধে আমার
সহন না যায়
নিশি-দিশি ঝুরিয়া মরি
কি হইব উপায় ॥

১ প্রেমিক

অনলেতে ঝম্প দিলে
যদি প্রাণ যায়
বন্ধের শোকে পরানি দিমু
যে করে খোদায় ॥

যার ঘরে গিয়াছে
বাঙ্গা খলপতি
সৈয়দ শাহানূরে কয়
সে করে পিরিতি ॥

। ৩ ।

। রাগ—ভাটিয়ল ।

সুবোলী বোল চাই শুনি রে সুজন পঙ্খী
সুবোলী শুন চাই শুনি। ধুয়া ॥

আর সুবোলী বোল রে. পঙ্খী
কাজল-বরণ আঙ্খি
কোথায় থাকি' বোল পঙ্খী
নয়ানে না দেখি ॥

আম গাছে থাকে রে পঙ্খী
কদম ডালে বাসা
পঙ্খীরে দেখিতাম বলি'
মনে রাখি আশা ॥

দেখিমু দেখিমু করি
কপালে নাই লেখা
মিনতি করি রে পঙ্খী
একবার দেও দেখা ॥

দেখিতাম দেখিতাম বলি
দিবানিশি ঝুরি
সাথে থাকি না দেও দেখা
আমি উদাসী ভিখারী ॥

সৈয়দ শাহানূরে কয়
পক্ষী দেখা দেও আমারে
তোর লাগি' উদাসী হইয়া
ফিরে ঘরে ঘরে ॥

। ৪ ।

। রাগ—এশ্‌কি ।

হায় রে রঙ্গিলা নায়ের মাঝি
কোন দিন খুলিবায় নাও
অভাগীয়ে না জানি। ধুয়া ॥

মাঝি রে, উজানে থাকে রে কন্যা
আউলাইয়া মাথার কেশ
পানি চাইতে না দেয় কন্যায় রে
ও মাঝি এ কোন্ পামর দেশ ॥

ও মাঝি বাড়ীর পিছে পুষ্করণী
শানের বান্ধিল ঘাটখানি
হাতীয়ে-ঘোড়ায় না খায় জল
কলসী না হয় তল
সেই পুষ্করণীর জল খাইলে
নাগর হয় পাগল ॥

। ৫ ।

। রাগ—মইউর (ময়ূর) ।

চল রে চল রে নিলজ্জার কালা
কলসী রহিল কাঁখে
তুমার আমার পরিহাস
ননদীয়ে দেখে। ধুয়া ॥

বিহানে উঠিতে মোর পড়িছিল বাধা।
তেকেনে জলেরে আইনু
কলঙ্কিনী রাধা ॥

কেবা না আইসে ঘাটে
ভরিয়া নিতে জল
একাকী পাইয়া মোরে
তুমি কর বল ॥

শাশুড়ী-ননদী
একে বলে পরিবাদ
বিন্দাবন ছাড়িয়া যাইমু
রহিতে নাহি সাদ ॥

মায়ে-বাপে বলে মোরে
রাধা-কলঙ্কিনী
যুগুনী হইয়া যাইমু
মনের ওগুনি ॥

শশুড়ী-ননদী-জাল
—দেওরা হইলা বৈরী
দেখা না পাই রে বন্ধু
নিরবধি ঝুরি ॥

ছৈয়দ শাহানূরে কইন
একি পরমাদ
শশুড়ী-ননদী-জালে
কই সম্বাদ ॥*

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৪৪, পৃ ১২৩-১৩৬) হইতে উদ্ধৃত। আব্দুল জব্বার-কর্তৃক সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের।

পরিশিষ্ট—খ : শ্রীহট্টের অন্যান্য লোক-সঙ্গীত

॥ শ্রীহট্টের মাঘব্রত ॥

"মাঘব্রত কুমারীদের পালনীয় একটি ব্রতরূপে শ্রীহট্ট সমাজে প্রচলিত আছে। ···মাঘমাসে এই ব্রতের কার্য করা হয় বলিয়া ইহা মাঘব্রত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। পৌষের সংক্রান্তি (উত্তরায়ণ সংক্রান্তি) হইতে আরম্ভ করিয়া মাঘের শেষ সংক্রান্তি পর্যন্ত ইহার কার্য করিতে হয়। কুমারীগণ অতি প্রত্যুষে স্নান (সাধারণতঃ পুকুরের ঠাণ্ডা জলে) করিয়া আসিয়া এই ব্রতের কার্য করিয়া থাকে। ইহা কোন শাস্ত্র-বিহিত নহে। ইহাতে কোনও ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। ইহার পুরোহিতের কার্য করিয়া থাকেন ঘরের সর্বাপেক্ষা বয়স্কা গৃহিণী। অনেক স্থলেই কুমারী কন্যার মাতা স্বয়ং। ইহার মন্ত্র হিন্দু সমাজে পূজা-পার্বণে প্রচলিত সংস্কৃত মন্ত্র নহে। ইহা বাঙলা এবং তাহাও পূর্ব হইতে প্রচলিত একপ্রকার স্থানীয় বাঙলা। ইহার মন্ত্র হইতে দেখা যায় ইহা মূলতঃ শুধু নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া উৎকৃষ্ট আহারে উদর পূর্তি করতঃ জীবন অতিবাহিত করার একটি কামনাত্মক কার্য। পুকুরের মত একটি ক্ষুদ্রাকৃতি গর্ত করিয়া তাহার পূর্বপারে এক ছোট বেদীর উপর ক্ষুদ্রাকারের দুইটি মৃত্তিকা গোলক বা মৃৎপিণ্ড (মাটির বলের ন্যায় তৈয়ারী গোলাকার ডিম্ব) রাখা হয়; ইহাদিগকে দেউল বলা হয়।

"অনেকগুলি দূর্বাঘাসের দ্বারা প্রস্তুত একটি গুচ্ছদ্বারা ঐ পুকুরে দেওয়া জল একটি মন্ত্রপাঠ পূর্বক আলোড়ন করিয়া ঐ দূর্বাগুচ্ছ পূর্বোক্ত মৃত্তিকা গোলকদ্বয়ের উপরে রক্ষিত হয়। তারপর ফুলদ্বারা অন্যান্য প্রস্তুত মণ্ডলের (এক-একটি ফুল এক-একটি মণ্ডলের উপর মন্ত্রপাঠপূর্বক এক-একটি কথা বলিয়া দিয়া) পূজা করিয়া সর্বশেষে মণ্ডলের শেষ সীমায় অঙ্কিত প্রবেশ-দ্বারে বা প্রবেশ-পথে স্বর্গদ্বার পূজা হইল বলিয়া অবশিষ্ট ফুল দিয়া পূজা করিয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করতঃ ব্রতের কার্য শেষ করা হয়।···

"মণ্ডলের মোটামুটি বিবরণ এই :—ব্রত পূর্বমুখী হইয়া করিতে হয়। পূর্বোক্ত পুকুরের পশ্চিমদিকে চাউলের ও অন্যান্য বস্তুর যথা ইট ও তুষ (ধানের

খোসা পোড়ান) ইত্যাদির গুঁড়িদ্বারা বসিবার জন্য মাটিতে একটি আসনের মত চিত্র অঙ্কিত করা হয়। ইহাতে বসিয়া ব্রতের কার্য করিতে হয়। পুকুরের পূর্বপারে পূর্বোক্ত বেদীর পূর্বদিকে (অনেক স্থলে রেখাঙ্কিত ক্ষেত্র মধ্যেই) চন্দ্র, সূর্য, একখানা থালা ও একটি ভৃঙ্গার বিভিন্ন রঙের গুঁড়ি দ্বারা অঙ্কিত করা হয়।

"ব্রতকারিণীর ও পুকুরের দক্ষিণপার্শ্বে চতুর্দিকে অঙ্কিত রেখার মধ্যে ত্রিকোণাকার পৃথিবী, চারিটি মনুষ্যমূর্তি ও সর্বনিম্নে নিম্নরেখার মধ্যস্থলে যেখানে অঙ্কিত আয়ত ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশদ্বার দেওয়া হয় তাহার উভয় দিকে দুইটি মনুষ্যমূর্তি গুঁড়িদ্বারা অঙ্কিত করা হয়। উক্ত অঙ্কিত ক্ষেত্রের ভিতরে বিভিন্ন অলঙ্কার, সাড়ী ইত্যাদি গুঁড়িদ্বারা অঙ্কিত করা হইয়া থাকে।

"এই সমস্ত পূজার মন্ত্র নিম্নলিখিত রূপ।

১। "পির্থিম্ গেলা ভাসিয়া মুই বর্ত করু (করো?) সিঙ্গাসনে বস্‌ইয়া।" এই বলিয়া বসিবার অঙ্কিত আসনে ফুল একটি দিতে হয়।

২। অঙ্কিত চন্দ্র, সূর্য, থালা ও ভৃঙ্গারে এইরূপ ফুল দিতে হয়, নিম্নলিখিত কথা বলিয়া—"চান্দ পূজু (পূজো?) চান্দনে, সূর্য পূজু বন্ধনে, থাল, ভাত, ভিঙ্গার, পানি জন্মে জন্মে আয় (আয়ো, এয়ো) রাণী।"

৩। তারপর ত্রিকোণাকার ক্ষেত্রে ফুল দিয়া বলিতে হয়—"পির্থিম্ পূজি তিন কোণ, রাজ্য পূজি সম্‌কোণ, এরে পূজইতে পাইনু বর বিষ্ণুপুরী মোর ঘর।"

৪। তারপর চতুর্দিকে রেখাঙ্কিত স্থানের মধ্যবর্তী মনুষ্য (পুরুষ) মূর্তিগুলিকে এক-একটি ফুল দিয়া বলিতে হয়, "মায় মণ্ডল, সোনার কণ্ডল, বাপ রাজা, ভাই পর্জা।" তারপর কতকটা বেগুন গাছ ও বেগুনের মত গুঁড়িদ্বারা প্রস্তুত মণ্ডলে ফুল দিয়া বলিতে হয় "আইঙ্গন বাইঙ্গন গুড়িত্ কাটা, জন্মে জন্মে ভাইব বাটা।" তারপর একটি আয়ত ক্ষেত্রের ভিতরে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র বর্গ বা আয়ত ক্ষেত্রের মত দীর্ঘ ও প্রস্থ লম্ব রেখাসমূহদ্বারা অঙ্কিত একটি মণ্ডলে ফুল দিয়া বলিতে হয়, 'আটপূজি আটেশ্বর, স্বামী রাজা পাটেশ্বর।' তারপর একত্রীকৃত তিনটি কুণ্ডলীতে পূজা করিতে হয় এই বলিয়া—'তিন কুণ্ডলী পূজু

মুই, তিন রাজ পূজু মুই। আগে পূজু বাপের রাজ দুধে-ভাতে খাইয়া, তারপর স্বামীর রাজ মইচ্ছে-মাংসে খাইয়া, তারপর পুত্রের রাজ ঘিয়ে্তে-ভাতে খাইয়া।" তারপর বিভিন্ন অলঙ্কার ও সাড়ী পূজা করিতে হয়। মন্ত্র এইরূপ, "মুই দিলু গুঁড়ির সাড়ী, মোর লাগি' থাউক পাটের সাড়ী" ইত্যাদি। তারপর রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রের নিম্নস্থ মনুষ্যমূর্তির মধ্যবর্তী স্থলে সমস্ত ফুল দিয়া "দেউ দুয়ার, দেউ দুয়ার, পূজি' উঠি স্বর্গ-দুয়ার"—বলিয়া পূজা করিয়া প্রণাম করিতে হয়।

"...দূর্বাদ্বারা পূর্বোক্ত জল আলোড়নের মন্ত্র বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তাহা এই :—

আভাঙ্গিলা[১] পানি ফুটি[২] ভাজু[৩] রে,
মাই-বাপুর[৪] রাজকিনি[৫] পূজু[৬] রে।
মাই-বাপে দিয়া পাঠাইলা চাম্পা ফুলের ডালি,
তারে দিয়া দিয়া মুখকিনি পাখালি[৭]।
ছলে না ছলে লক্ষীর জলে[৮]
লল[৯] সুরুযাই লল পানি[১০]।
লেখিয়া-জুখিয়া[১১] (সাতকুরা[১২] পানি)
সাতকুরা পানি মোর সাত ঢালে[১৩] যায়
এককুরা[১৪] পানি মোর বাইছালি খালায়[১৫]।
বাইছালি খালাইতে রে ফুটি আইলু কাঁটা[১৬]
ঘাইটুখিলা কররে সুরুযাই বেটা [১৭]।
একহাত ঘাইটখিলা আর হাত তৈল,[১৮]
(হেনকালে সুরুযাই নাইবারে গেল)

---

১ অনালোড়িত ২ জলটুকু ৩ আলোড়ন করি ৪ মা-বাপের ৫ রাজ্যটি ৬ পূজা করি ৭ তাহাদ্বারা মুখ প্রক্ষালন করি ৮ কোনও ছল বা কৌশল করিয়া লক্ষ্মীরূপ জলে চল যাই ৯ লও। নিশ্চয়ার্থে বা জোর দিবার জন্ত দ্বিত্ব ১০ হে সূর্য, জল লও ১১ ঠিক পরিমাণ করিয়া। কমি-বেশী না হয় ১২ একটি পরিমাণ মাত্র ১৩ দিকে ১৪ সামান্তার্থে ব্যবহৃত—কতটুকু ১৫ ছুঁইচালি খেলায় অর্থাৎ আন্দোলিত হয়। কতটুকু জল আন্দোলিত হইতেছে ১৬ আন্দোলিত জলের মধ্যে জল আন্দোলন করিয়া খেলা করিবার সময় কাঁটা ফুটিয়া, কাঁটা বিদ্ধ হইয়া আসিয়াছি ১৭ হে সূর্য নামক লোক, তুমি গ্রন্থিস্থিত খিলা দ্বারা ঘর্ষণ করিয়া কণ্টকাবিদ্ধ স্থান সুস্থ বা স্বাভাবিক কর ১৮ একহাতে গাঁইট বা গ্রন্থিস্থিত খিলা ও অন্ত হাতে তৈল নিয়া 'গিয়াছিল' উহ্য আছে। খিলাকে বিশেষ মূল্যবান মনে করিয়াই সম্ভবতঃ বস্ত্রখণ্ডে গ্রন্থি দিয়া রাখা হইত

নাইয়া-ছুইয়া রৌদ্দ দিলা পিঠ,[১]
তাত্ত পড়িয়া গেলা বরমার দিরিষ[২] ।
বর্মা সাত ভাই পানি রে যাইতে[৩] ,
কুরুয়ার[৪] ডাক শুনি কুর[৫] উঠি আইতে ।
থাক্ থাক্ কুরুয়া ভাঙ্গড়িমু তোর বাসা,[৬]
কাইল[৭] কেনে আইলে না সপ্তমীর দশা[৮] ।
সপ্তমী-অষ্টমী নাম্লে পড়ে খুয়া,[৯]
(মাঘাইর বর্তী[১০]ভইন পাঞ্জরর সুয়া[১১]) ।
মাঘমাস ধরিয়া মাঘাইর[১২] সেবা[১৩] ।
দেউল[১৪] পূজি দেউলেশ্বর, মোর বাপ-ভাই লক্ষেশ্বর[১৫] ।

"পূজার শেষ অংশে "দেউত্নয়ার-দেউত্নয়ার পূজি উঠি স্বর্গ-ত্নয়ার" বলিয়া সব ফুল দিয়া যে প্রণাম করা হয় তাহাতে স্বর্গ বাসের কামনা করা হয় বলিয়া মনে হয়। দেউ ত্নয়ার—দেবতার দ্বার ; স্বর্গত্নয়ার—স্বর্গদ্বার। দেবতা স্বর্গে থাকেন বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকেন। সুতরাং দেবতার স্বর্গে যাইবার যে

---

১ স্নান করিয়া ও ধৌত করিয়া পিঠ রৌদ্রে দেওয়া হইল। সম্ভবতঃ শীতানুভব জন্ত ২ তাহাতে ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়িয়া গেল ৩ ব্রহ্মার সাত ভাই-ই যখন জলে যাইতেছিলেন ৪ পক্ষী বিশেষ। মৎস্যখাদক বলিয়া খ্যাত ৫ কূলে। কুরুয়ার ডাক শুনিয়া ভয়ে ভীত হইয়া কূলে উঠিয়া যখন আসিতেছিলেন (তখন) ব্রহ্মার দৃষ্টি পড়িয়াছিল ৬ যেহেতু কুরুয়ার ডাক শুনিয়া ব্রহ্মার সাত ভাই জলে যাওয়ার সময় ভীত হইয়াছিলেন সেজন্তে কুরুয়াকে ধমক দিয়া শাসনের ভাবে বলা হইতেছে, রে কুরুয়া তুই অপেক্ষা কর, তোর বাসা আমি ভাঙ্গিয়া দিব ৭ গতকল্য ৮ আজ সপ্তমীর দশা অর্থাৎ সপ্তমীর তিথি উপস্থিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাঘ সপ্তমীর কথা বলা হইতেছে ৯ সপ্তমী-অষ্টমী প্রভৃতি দিনে বরাবর সমস্ত দিন ব্যাপী শিশির (কুয়াসা) পাত হইয়া থাকে। সুতরাং কাল না আসিয়া আজ (সপ্তমীর দিনে) তোমার আসা ঠিক হয় নাই। কাহাকে উদ্দেশ করিয়া বলা হইতেছে তাহা উহ্য আছে। অথবা, কোনো-কোনো স্থানে পঠিত "মাঘাইর বর্তী ভইন পাঞ্জরর সুয়া"-কে লক্ষ্য করিয়াও বলা হইতে পারে ১০ ব্রতী ১১ অতিস্নেহের বা ভালোবাসার পাত্রী ১২ সম্ভবতঃ মাঘ-মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ১৩ সমস্ত মাঘ মাস (ধরিয়া) ব্যাপিয়া মাঘ মাসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার সেবা-পূজা হইতেছে, তুমি কাল অর্থাৎ পূর্বে কেন আস নাই। আজ সপ্তমীতে কেন আসিয়াছ। এখন সপ্তমী-অষ্টমী হইতে সর্বদা আকাশ কুয়াসাতে আচ্ছন্ন হইয়া আসিবে, দিন ভালো থাকিবে না, কাজেই হইাতে আনন্দোৎসবে ব্যাঘাত ঘটিবে ১৪ এখানে মৃৎ পিণ্ডকে বা মৃৎ পিণ্ডদ্বয়কে 'দেউল' বলা হইতেছে ১৫ হে দেউলেশ্বর, তোমাকে পূজা করিতেছি, আমার পিতা ও ভ্রাতাগণ লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষপতি অর্থাৎ খুব ধনী হন

দ্বার তাহাই স্বর্গে যাইবার দ্বার। তাহাকে আমি পূজা করি অর্থাৎ ওই পথে যেন আমি যাইতে পারি।…

"দেউল নামধেয় গোলাকার মৃৎপিণ্ডগুলি ও দূর্বাগুচ্ছ প্রতিদিন যত্নে রক্ষিত হইয়া থাকে। এবং সাতদিনের দেউল ও দূর্বাগুচ্ছ একত্রিত হইয়া (কোনও সময়ে কারণবশতঃ সাত দিনের পরেও হয়) পাড়া-প্রতিবেশিনী মহিলাগণের সম্মিলনে আনন্দধ্বনি জ্ঞাপক গীতিকা সহযোগে পুকুরের জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহা "দেউল ভাসান" নামে উক্ত হইয়া থাকে। ওই দিন অঙ্কিত মণ্ডলোপরি উপবিষ্ট সম্পন্ন গৃহস্বামিগণের কুমারীগণ কর্তৃক দেশীয় প্রস্তুত বাঁশ-বেতের ছাতা ঘূর্ণিত হইয়া থাকে। ছাতার উপর গৃহে প্রস্তুত নাড়ু, বাতাসা ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং তাহা ছাতার ঘূর্ণনের সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিকে পতিত হয় ও বালক-বালিকারা তাহা মহানন্দে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাকে দেশীয় কথায় "ছাতি ফিরান" বলা হয়।

"ছাতি ফিরানের দিন অপরাহ্নে এক রেখাঙ্কিত ক্ষেত্রের মধ্যে একটি বিস্তৃত মণ্ডল অঙ্কিত হয়। প্রতিদিন পূজিত প্রত্যেক মনুষ্যমূর্তি, সাড়ী ও অলঙ্কারাদির সাত-সাতটি করিয়া ইহার মধ্যে অঙ্কিত হইয়া পূজিত হইয়া থাকে। এই অঙ্কিত মণ্ডল সমষ্টিগতভাবে "উদ" (অকারান্ত উচ্চারণ) নামে অভিহিত হয়। উদ্ শব্দের অর্থ প্রকাশ। দেশীয় উচ্চারণে অকারান্ত উচ্চারণ হইয়া "উদ" হইয়াছে। প্রতিদিন যে সমস্ত মণ্ডল দেওয়া হয় তাহার একত্রে সমাবেশ বা প্রকাশ এই অর্থে 'উদ' শব্দ হইয়া থাকিতে পারে। অথবা 'উদ' শব্দে জল। জলে যেমন প্রতিবিম্ব প্রকাশিত হয়, সেইরূপ এখানে প্রতিদিন পূজিত মণ্ডলের প্রতিবিম্ব বা ছবি দেওয়া হয় বলিয়া "উদ" নামাকরণ হইয়া থাকিতে পারে। উদ পূজার মন্ত্রাত্মক বাক্যগুলি নিম্নলিখিতরূপ :-

গাইয়ে গুবরি উঠানে মণ্ডলী,[১]
উঠ উঠ ললিতা[২] সুয়াগ চলিতা[৩]।

---

১ গাইয়ের গোবরদ্বারা উঠানে মণ্ডল দিতে হইবে ২ ললিতা নামক কোনও স্ত্রীলোককে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে, হে ললিতা, (ভোর হইয়াছে) উঠ উঠ। নিদ্রা হইতে গাত্রোত্থান কর ৩ সোহাগ নামক কোনও একটি স্ত্রীলোকের কথা বলা হইতেছে, যে সোহাগ চলিতা—সোহাগ চলিবে অর্থাৎ সোহাগ এখনই ঘুম হইতে উঠিয়া কাজে বৃত হইবে, বৃত হইতেছে।…উক্ত দুই পঙক্তির পর যাহা বলা হইতেছে তাহা উহার সঙ্গে সম্মিলিত অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই

সুয়াগ চলন্তি[১] উদ পূজন্তি[২]।
উদ পূজিতে অস্ত না যায়,[৩]
শিয়ালে ডাকতে ভাত না খায়[৪]
কাকে ডাকতে ঘুম না যায়[৫]।*

॥ নিমাইর বারমাসী ॥

"নিমাই সন্ন্যাসী বাঙ্গালীর আদরের ধন, শ্রীহট্ট বাসীর হৃদয় রতন।···

"শ্রীহট্টের গ্রাম্য কবি এই অমৃত ধারা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতে পারেন না। তাই তিনি গ্রাম্য ভাষায়, গ্রাম্য ভাবে নিমাই সন্ন্যাসের করুণ গাথা পুত্রশোকাতুরা জননীর হৃদয়-বেদনার উৎসরূপে তাঁহার দেশবাসীকে দিয়া গিয়াছেন—

অরে ও নিমাইচান্দ মণি!
নিমাইচান্দরে না দেখিলে বিদরে পরানি ॥

"মাঘ মাসে কেশব ভারতী কি জানি কি মন্ত্র দিয়া "গৌর কৈলা[৬] উদাসী" আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে ঘরে ফেলিয়া নিমাই সাজিলেন সন্ন্যাসী।

হায়রে পুত্র নিমাইচান্দরে মায়ের গৌরহরি।
অভাগিনী তোমার শোকে ত্যজিব পরানি ॥

"···ফাল্গুনমাসে নিমাই কাঞ্চন নগরে গেলেন "সোনার বসন ঘরে থৈয়া[৭]" ডোর-কৌপীন পরিলেন, "মস্তক মুণ্ডাইয়া" দণ্ড হাতে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিলেন।

---

১ সোহাগ নামক স্ত্রীলোকটি চলিতেছে অর্থাৎ কাজ করিতেছে ২ সে উদ পূজা করিতেছে ৩ সূর্য অস্তের পূর্বেই উদ পূজা সমাধা করিতে হইবে ৪ শিয়ালে ডাকিবার পূর্বে অর্থাৎ সন্ধ্যার পূর্বে ভাত খাওয়া শেষ করিতে হইবে। ইহার বিশেষ কোনও অর্থ বা উদ্দেশ্য বুঝা যাইতেছে না ৫ অতিপ্রত্যূষে ঘুম হইতে উঠিতে হইবে ৬ করিলেন ৭ রাখিয়া, ফেলিয়া

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃঃ ৪৫-৬৯) হইতে উদ্ধৃত। শ্রী কৃষ্ণবিহারী রায়চৌধুরী-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

"দুঃখিনী জননীর চিন্তা—

চৈত্রিক মাসেতে নিমাই রৌদ্রের বিষম জ্বালা।
দারুণ রৌদ্রের তাপে শরীর কৈল কালা ॥
দারুণ রৌদ্রের তাপে শরীর উনায়[১]।
রাত্রি যে দুঃখিনী বাছার কেমনে পোষায়[২] ॥

"মায়ের আশা ছিল বাছা এসব যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া হয়তো বৈশাখ মাসে ফিরিয়া আসিবে; কিন্তু বৈশাখ মাস চলিয়া গেল, জ্যৈষ্ঠ আসিয়া পড়িল।...আষাঢ় মাসে "ঘন বরিষণ"—

কার বাড়ীতে গিয়া বাছা খুঁজিবায় আসন।
পরার মায়ে পরার বইনে[৩] তুলিয়া দিব গালি।
নিমাইর বেদন কে জানিব পরার জননী ॥

"...বরঞ্চ একটু কষ্টই হউক, তথাপি অন্যের বাড়ীতে গিয়া আশ্রয় ভিক্ষা করা উচিত নয়—

নিমের তলে থাকিয়ো বাছা নিমের গোটা[৪] খাইয়ো

"যাহা হউক, শ্রাবণ মাসে এতো গরম থাকিবে না, বাছার—ততো কষ্ট হইবে না,—কিন্তু মার প্রাণ—

জি'তে থাইকতে[৫] না ছাড়িব নিমাই চান্দের মায়া

"ভাদ্রমাস—"বরিষার শেষ" কিন্তু নিমাইচাঁদ কোথায়—

কোন্ দেশে গেলায় নিমাই উদ্দেশ না জানি।
ঘরে বসি' ঝুরি' মরি মা অভাগিনী ॥

"আশ্বিন মাসও গেল, নিমাইর কোনও খবর নাই, কার্তিক মাসে "নিওরি[৬] পড়ে ধারে," দুঃখিনী মায়ের প্রাণে—"নিমাই চান্দের কতকথা উঠে জ্বলিয়া-জ্বলিয়া।"

"অগ্রহায়ণ মাসে দুঃখের কাহিনী অফুরন্ত। এই অগ্রহায়ণ মাসেই নিমাই

---

১ গলিয়া যায়, রৌদ্রতাপে ঘর্মাক্ত হয়, নত্র হয়, ক্লিষ্ট হয় ২ পোহায় ৩ ভইন, ভগ্নী ৪ ফল ৫ জীবিত থাকিতে ৬ কুয়াসা

বাল্যকালে নদীয়ার বালকদের সঙ্গে কত খেলা করিতেন,—মায়ের মনে এই সব কথা উদিত হইতেছে—

হস্তে লাল বাঁশী রে নিমাই গলে বনমালা।
নদীয়ার বালক সঙ্গে কে করিব খেলা ॥

"পৌষ মাস আসিয়া পড়িল—

পৌষ মাসেতে নিমাই দেখিলাম স্বপন।
স্বপন দেখিয়া বাছা না কৈলাম ভোজন ॥

"—এমনই ভাবে মাসের পর মাস গিয়া বৎসর ফিরিয়া আসে—দুঃখিনী মাতার চক্ষের জলের বিরাম নাই—

গলে বনমালা নিমাই হস্তে লাল বাঁশী।
এমনি মত গাই আমরা নিমাইর বারমাসী ॥"*

॥ শান্তির বারমাসী ॥

"শ্রীহট্টের কথ্য ভাষায় যে সকল গীতিকাব্য গ্রামে-গ্রামে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বারমাসী এক অমূল্য সম্পদ। গ্রাম্য কবি আড়ম্বরহীন ভাষায় গ্রাম্য নায়ক-নায়িকার প্রেম কাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া নানারূপ ধর্ম্মমূলক শিক্ষাপ্রদ কাহিনীগুলি বারমাসীর আকারে গীতরূপে রচনা করিয়াছিলেন। এই গীতিকাগুলি মেয়ে মহলেই বিশেষ আদর পাইয়াছে,—যুবক মহলেও তাহাদের স্থান কম নয়। শারদীয় ৺দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নবমীর রাত্রে ও দশমীর দিনে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় নৌকা টানার যে স্ত্রী-আচার প্রচলিত আছে, তাহাতে ধামালি নৃত্য সহকারে এই বারমাসীগুলি এখনও গীত হয়। তা ছাড়া কোনও উৎসব উপলক্ষ্যে বারমাসীর যথেষ্ট আদর আছে।...

"প্রোষিতভর্ত্তৃকা সতীনারী পরমা সুন্দরী শান্তি স্বামীর বিরহে কাতরা;

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৫, পৃঃ ২০-২২) হইতে উদ্ধৃত।
শ্রী রাজমোহন নাথ, বি. ই-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

কিন্তু অন্য এক বিদেশী বণিক যুবক তাহার রূপমুগ্ধ, নানাভাবে তাহার মন আকৃষ্ট করিতে ব্যস্ত।—

আরে ও শান্তিকন্যা[1] রূপের মনোহর।
তোর রূপে পাগল কৈল সাউদ-সদাগর॥

"বুদ্ধিমতী চতুরা নারী কিছুতেই আত্মবিসর্জন করিবে না—প্রেমান্ধ যুবকও কিছুতেই আশাত্যাগ করিবে না। মাসের পর মাস যায়—প্রত্যেক মাসেই প্রেমিক নূতন ছন্দে নূতন আবেদন উপস্থিত করে, নূতনভাবে মন ভুলাইবার ফন্দি করে, আর বুদ্ধিমতী সতী প্রতি মাসেই নূতন উপায়ে সেই সমস্ত জাল এড়াইয়া চলে;—নিরাশও করে না—ধরাও দেয় না। এইভাবে বারমাস প্রেমের খেলা চলে আর গ্রাম্য কবি নীরবে বসিয়া সেই কাহিনীর বিবরণ গান করে।

"হেমন্তের আগমনে প্রকৃতি রম্যমূর্তি ধারণ করিতেছে, গ্রামের ক্ষেতে ধানের শীষগুলি পুষ্ট হইতেছে।...গ্রাম্য কবির নিকট প্রেম স্ফুরণের এই উপযুক্ত সময়।

কার্তিক মাসেতে শান্তি ধানে বান্ধে খির।
তোর রূপ-যৌবন দেখি' প্রাণি না লয় স্থির॥

"শান্তি সান্ত্বনা দিল...আগামী কল্য যমুনার ঘাটে দেখা হইবে।—যুবক উৎসাহিত হইল। সময় মত "শান্তি এক হস্তে চোয়া-চন্দন আর এক হস্তে তেল" লইয়া যমুনার ঘাটে স্নানে গেল—সাউদের কুমারও সেখানে উপস্থিত। আনন্দের আতিশয্যে প্রেমিক একটু রসিকতা করিয়া বলিল—

জল ভর' শান্তিকন্যা, স্নান কর' তুমি।
যে ঘাটে ভরিবায় জল, চৌকিদার আমি॥

"শান্তি স্বপ্ন ভাঙিয়া দিল—

রাজায় দিছইন সাগর দীঘি, শানের[2] বান্ধিল ঘাট।
শান্তিকন্যা জল ভরিতে কিসের চৌকিদার॥

---

১ অসমীয়া ভাষায় 'শান্তি' শব্দের অর্থ 'সতী'।...রজস্বলা কুমারীকেও শান্তি বলা হয়; প্রথম রজোদর্শনকে 'শান্তি হওয়া' বলে। আলোচ্য গীতে সর্বত্র 'শান্তিকন্যা' বলিয়া উল্লেখ আছে, এখানে শান্তি অর্থে সতীও হইতে পারে—নামও হইতে পারে ২ প্রস্তরের

"প্রেমিক নিরাশ হইল···কিন্তু আশা ছাড়িল না—

এই মাস ভাঁড়িলায় শান্তি, না পুরিল আশ
তোর রূপ-যৌবন দেখি সামনে আগণ মাস[১] ॥

"এবার প্রেমিক ভাবিল, শুধু কথায় মন ভিজিবে না। প্রেমিকাকে কিছু উপহার দেওয়া চাই।—তাই অগ্রহায়ণ মাসে যখন গ্রামের ক্ষেতে "কিষাণে কাটে ধান" তখন নবীন প্রেমিক অতি যত্নসহকারে "তোমা লাগি' আইনৃছি শান্তি আবের কাঁকইখান।"

"শান্তি উত্তর দিল, সাধু যেন নিজের বোনকে ঐ চিরুণীখানা দিয়া দেয়। ব্যথিত হৃদয়ে প্রেমিক পৌষ মাসে বঁধুর জন্য কিছু আহার্য-সামগ্রী উপঢৌকন আনিতে মনস্থ করিল।···তাই পৌষ মাসেতে যখন "বন্দে[২] পড়ে খুয়া[৩]" তখন অতি যত্ন-সহকারে চুপে চুপে "তোমার লাগি' আইনৃছি শান্তি সোনার বাটায় গুয়া"—যুবক এবার বাস্তব কাজে হাত দিয়াছে···শান্তি তাই একটু কঠোর উত্তর দিল—

আনছ, আনছ ওরে সাধু, খাইতু নারে ছুঁইতু।
তোর মা-বৈন কাছে পাইলে ডাকিয়া বিলাইতু ॥

"···এ যেন অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং হইয়া পড়িল। যুবকও একটু কড়া কথা শুনাইয়া দিল।—

লঘুজাতি শান্তিকন্যা লঘু বুলি বোল।
তোমার আমার পন্থের পরিচয় মা-বৈন কেনে তোল ॥

"—শান্তি নিরুত্তর;—সাউদের কুমারও ক্ষুব্ধ।···

এও মাস ভাঁড়িলায় শান্তি না পুরাইলায় আশ।
তোর রূপ-যৌবন দেখি সামনে মাঘ মাস ॥

"মাঘ-মাসে দারুণ শীত,—প্রোষিতভর্তৃকা "হিঙ্গুল মন্দির ঘরে"—"জোড়-পালঙ্ক সাজাইয়া" স্বামীর কথা ভাবিতে-ভাবিতে "জুড়িল ক্রন্দন"। প্রেমিক বলিল—শান্তি! আমি "লঙ্কার হনুমান" হইয়া তোমার "হিঙ্গুল মন্দির ঘরে" প্রবেশ করিব। শান্তি উত্তর করিল—

১ অগ্রহায়ণ মাস ২ মাঠে, ক্ষেতে ৩ কুয়াসা

ঘরেতে জ্বালাইয়া আমি রাখমু মোমের বাতি।
দুয়ারে বান্ধিয়া থইমু নাগমস্ত[1] হাতী ॥

"...প্রেমিকের কি শক্তি নাই?—

থাবড়াইয়া[2] নিবাইমু তোর ঘরের মোমের বাতি।
আছাড়ি' মারিমু তোর নাগমস্ত হাতী ॥

"শান্তি টলিল না—প্রেমিকও আশা ছাড়িল না। নৈরাশ্যের মধ্যে আশার প্রদীপ জ্বালিয়া ফাল্গুন মাসের দিকে চাহিয়া থাকিল, এবং ফাল্গুনেও বিফল মনোরথ হইয়া—

চৈত্র মাসেতে শান্তি বসন্তে কাড়ে রাও[3]।
অঙ্গের বসন খুল' শান্তি জুড়াউক সর্ব গাও[4] ॥

"বলিয়া আবার প্রেম নিবেদন কবিল। শান্তি এবার খুব সবল উত্তর দিল—গায়ে যদি জ্বালা উপস্থিত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহা স্নিগ্ধ করিবার যথেষ্ট উপায়ও ত' রহিয়াছে—"ছাত্তিপানি[5] নাম' সাধু জুড়াউক সর্ব গাও।" সদাগর ব্যথিত হইল—এরূপ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। বৈশাখ মাসের বান-তুফানে কলাবন ভাঙিয়া গেল—কিন্তু শান্তির হৃদয় গলিল না।—ক্রমশঃ অসহ্য হইয়া পড়িল—জ্যৈষ্ঠ মাসে সাহসে বুক বাঁধিয়া সদাগর বলিয়া ফেলিল—

জ্যৈষ্ঠ মাসেতে শান্তি গাছে পাকে আম।
তোমার অঙ্গে মারমু শান্তি কামের পঞ্চ বাণ ॥

"সতী নারীর ভয়ের কি কারণ আছে?—সগর্বে শান্তি উত্তর করিল—

'মার-মার' আরে সাধু ভাসাইয়া দেও জলে।
ভাসিয়া-ভাসিয়া যাইমু আমি স্বামীর তল্লাসে ॥

"...তথাপি প্রেমিক শান্তিকে আষাঢ়ের "গাঙ্গে নয়া পানি"-তে তাহার নৌকায় "উজান-ভাটি খেলাইতে" আহ্বান করিল।...কিন্তু শান্তি উত্তর করিল—তাহারও নৌকা আছে এবং ঐ নৌকাতে যখন তাহার স্বামী কাণ্ডারী হইবেন তখনই সে নৌকা ভ্রমণে বাহির হইবে।

১ বোধহয় মদমত্ত ২ থাবা দিয়া ৩ কোকিলে কুহুধ্বনি করে ৪ সর্বশরীর ৫ বুকজলে

"শ্রাবণ মাসে প্রেমিক ভয় দেখাইল—

শ্রাবণ মাসেতে শান্তি গাঙ্গে দিলাম ভাটি।
তোমার স্বামীর কাটা খাইছইন কাঞ্চনপুরের মাটি ॥

"সতী নারী উত্তর করিল—যদি বাস্তবিকই তাহার স্বামী নিহত হইতেন, তাহা হইলে সে পূর্বেই বুঝিতে পারিত ;—তাহার হাতের "রাম-লক্ষ্মণ দুই-মুট শঙ্খ" ভাঙিয়া চূর্ণ হইয়া যাইত, আর "দিনে দিনে হইত মলিন সিঁথের সিন্দুর" ; এইসব লক্ষণ যখন দেখা যায় নাই—তখন সে কি করিয়া তাহার স্বামীর মৃত্যু-সংবাদে আস্থা স্থাপন করিবে ?

"ভাদ্রমাসে বিরহবিধুরার প্রাণের ধন ঘাটে আসিয়া উপস্থিত—এক বৎসর পরে আবার স্বামী-স্ত্রীর মধুর মিলন হইল।

"ব্যর্থমনোরথ প্রেমিক সদাগর—আশ্বিনে শান্তির নিকট বিদায় নিতে আসিল—"বিদায় দেও শান্তিকন্যা, যাই আপন দেশে।"—নির্বিকার ভাবে শান্তি উত্তর করিল—

তুমিত' পুরুষজাতি, আমি জাতে নারী।
আমারওকি শক্তি আছে বিদায় দিতে পারি ॥

"—তোমার সঙ্গে কোন সম্বন্ধই নাই—আবার বিদায়ের কথা কি ? সুচতুরা শান্তি শেষ পর্যন্ত কোনও ত্রুটির মধ্যে পড়িল না।

"কাহিনী এই পর্যন্ত। গীতের শেষে রচয়িতার ভণিতা আছে, কিন্তু তাহা হইতে তাঁহার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না।

বার মাসে তের পদ লহ রে গনিয়া।
এ গীত রচিল কোন শ্রীধর বানিয়া ॥
শ্রীধর বানিয়া না হয়, ধরম তার বাপ।
যেবা গায়, যেবা শুনে, খণ্ডে মহাপাপ ॥
ঢোল বাজে, ঘণ্টা বাজে, আর বাজে কাঁসী।
লোকে জিজ্ঞাসিলে কইয়ো শান্তির বারমাসী ॥*

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (শ্রাবণ, ১৩৪৪, পৃ ৩৯-৪৪) হইতে উদ্ধৃত। শ্রী রাজমোহন নাথ, বি. ই-সঙ্কলিত। স্তবক ও বানান আমাদের

॥ ভট্টকবি ॥

"ভট্টকবিগণের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। আমাদের গ্রামে ইঁহারা বনিয়াদী অধিবাসী ; একটা প্রবাদ আছে "ভাট বামুন বানিয়া আর যত হুমা-নিয়া" (হুমানিয়া নবাগতদের খোঁটা)। কেশব মিশ্রের সঙ্গেই না কি ইঁহারা আসেন।

"...কবিতার ভণিতায় ইঁহারা অনেকেই "দ্বিজ" এই বিশেষণ-সমন্বিত।...

"ঢাকা অঞ্চলে ইঁহাদিগকে "ভাট-বামুন" বলে এবং কোনও ব্রাহ্মণকে আমি ভট্টের পদধূলি গ্রহণ করিতেও দেখিয়াছি।...তবে এখন দেখিতেছি যে ভট্টগণ আর ভট্ট উপাধি লেখেন না—"রায়" "রায় বর্মন্" এইরূপ ক্ষত্রিয়ো-চিত উপাধিই লেখেন এবং একপ্রকার সর্বসম্মতিক্রমেই "ক্ষত্রিয়" বলিয়া খ্যাপন করিয়া থাকেন।...

"শব্দকল্পক্রমে" ভট্ট সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে : ভট্টঃ (পুং) জাতিবিশেষঃ। ভাট ইতি ভাষা। তস্যোৎপত্তির্যথা—বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্যেন পুমানেকো বভুব হ। স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্বেষাং স্তুতিপাঠকঃ ইতি ব্রহ্ম বৈবর্তে ব্রহ্মখণ্ডে ১০ম অধ্যায়ঃ ॥ অপিচ ক্ষত্রিয়াদ্বিপ্রকন্যায়াং ভট্টোজাতোহনু-বাচকঃ। ইতি যুধিষ্টির পরশুরাম সংবাদে জাতিসঙ্করলক্ষণম ॥

"খৃষ্টীয় ১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস আমরা অনেকটা কবিকঙ্কণের চণ্ডীগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি। তাহাতে কালকেতুর গুজরাট রাজ্যে নানা জাতীয় লোকের উপনিবেশের কথায় ভট্টজাতিকে ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণনা করা হইয়াছে। রাজপুতদের বর্ণনার পরেই আছে—

আসি পুর গুজরাট, নিবাস করয়ে ভাট,
অবিরত পঢ়য়ে পিঙ্গল।
বীরদের খাসা জোড়া, চড়িতে উত্তম ঘোড়া,
নিত্য চিন্তে বীরের মঙ্গল ॥ ...

"অপিতু কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে "ইতরজাতির আগমন" বর্ণনায় বাগদি-পাটুনি চণ্ডাল ইত্যাদির মধ্যে—

আসি পুর গুজরাটে, বৈসে যতেক ভাটে,
ভিক্ষা মাগি বুলে ঘরে ঘরে ॥

"ইহারা ব্রহ্মবৈবর্তোক্ত "বৈশ্যায়াং শূদ্রবীর্যেন" জাত ভট্ট হইতেও বা পারে। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও ভট্টের উল্লেখ আছে। 'সুন্দর' 'বিদ্যার' ঘরে ধরা পড়িলে দণ্ড প্রদানার্থ বীর সিংহের সভায় আনীত হইলে পরিচয় জিজ্ঞাসায় কোনও সদুত্তর দেন নাই—পরন্তু মালিনীর মুখে কাঞ্চীপুরের গুণসিন্ধু রাজার পুত্র ইনি, এই পরিচয় পাইয়া কাঞ্চীপুরে যে ভট্ট গিয়াছিলেন সেই গঙ্গাভট্টকে ডাকাইলেন। ভাটের সঙ্গে রাজার কথোপকথন হিন্দী ভাষায় হইল—বোঝা গেল ভট্টরা বাঙ্গালায় ঘরবাড়ী বাঁধিয়া উপনিবিষ্ট হইলেও মূলতঃ হিন্দী ভাষাভাষী বিহার বা তদ্বহিঃস্থ প্রদেশ নিবাসী।...

"বানিয়াচঙ্গ ভট্টগণের প্রধান বসতিস্থান হইলেও অন্যত্র তাঁহাদের বসতি আছে—তরপ, চৌয়ালিশ, আগনা, ছলালী, বামৈ এই সব পরগণায় অনেক ভট্ট আছেন।...

"ভট্ট কবিদের দ্বারা নানা প্রকারে লোকশিক্ষার প্রচার হয়। তাঁহাদের কবিতা দ্বারা রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণাদির কাহিনী সাধারণ্যে সুপ্রচারিত হয়, যেমন পাঠক-কথকদের দ্বারা হইয়া থাকে। ইঁহাদের কবিতার বিষয় কেবল প্রাচীন উপাখ্যানেই নিবদ্ধ নহে। কোনওরূপ অভিনব ঘটনায় সমাজে আন্দোলন-আলোচনার তরঙ্গ উঠিলে তাহাও ভট্ট কবিতায় প্রকাশ পাইয়াছে,—যথা মোহন্ত মাধবগিরির কাহিনী 'নবীন এলোকেশী' বিষয়ক কবিতায় বর্ণিত হইয়াছিল। দৈব উৎপাতে স্থান বিশেষ বিধ্বস্ত হইলে ভট্ট কবিতায় সেই কাহিনীও স্থান লাভ করিয়াছে, যথা 'রাজনগরের কবিতায়' কীর্তিনাশা নদীদ্বারা ওই স্থানের ধ্বংসের বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কোনও দানশীল ধর্মপরায়ণ ভূস্বামী কোনও ধর্মানুষ্ঠান করিলে ভট্টগণ তাঁহার যশোগীতি প্রস্তুত করিয়া সমাজের সর্বত্র সদনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। ইহাতে অপর ধনীরাও সৎকার্যে প্ররোচিত হইতেন। দেশে যখন খবরের কাগজ ছিল না, ভট্টগণ ওইরূপে নানা ঘটনার সাধারণ্যে প্রচারের কাজ করিয়াছেন।

"এ ছাড়া নানারূপ রস-রচনায়ও তাঁহারা সমাজে কাব্যানন্দ বিতরণ করিয়াছেন।...

"কবিকঙ্কণ বা ভারতচন্দ্রের কাব্যে উল্লিখিত ভট্টগণ সংস্কৃত কাব্যাদি

পাঠ করিতেন। কিন্তু আধুনাতন ভট্টগণ সামান্য বাঙ্গালা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—যাহাতে মাত্র রামায়ণ-মহাভারতাদি পড়া যায়।…

"বানিয়াচঙ্গ ভট্ট কবিগণের প্রধান স্থান। তন্মধ্যে মকরন্দ রায় সর্বোৎকৃষ্ট কবি ছিলেন।…

"জানিতে পারিয়াছি যে বানিয়াচঙ্গের ভট্টগণ কবিতা ছাপাইত না এই নিমিত্ত, যে ছাপান কবিতা পড়িলে কেহ আর ভট্টদের মুখে আবৃত্তি শুনিতে চাহিবে না—তাই তাঁহাদের একটা আয়ের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে।…" *

॥ ভট্টকাব্যে সিলেটের মুসলমান ॥

"আমাদের সিলেট জেলার বিভিন্ন স্থানে ভট্ট উপাধিধারী এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই একপ্রকার শ্রুতিমধুর ও সুরযুক্ত কবিতা রচনা করিতে পারেন। এই শ্রেণীর কবিতাকে ভাটের কবিতা বলে, যেহেতু ভট্ট কবিরা (ভাটগণ) সাধারণ্যে ভাট ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ভাটগণকে গড়ুয়া ব্রাহ্মণও বলা হয়। এতদ্দেশের গ্রাম্য ভাষা ও ভাবে গড়ুয়া বলিতে—এক শ্রেণীর অধৈর্য ভিক্ষুক বুঝাইয়া থাকে। …শুনা গিয়াছে যে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময়ে অনাদৃত ভাবে দুর্ভিক্ষ পীড়িত হইয়া পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু সংখ্যক ভিখারী ব্রাহ্মণ এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন। খুব সম্ভব ভাট বা গড়ুয়ারা তাঁহাদেরই বংশধর।

"ভট্ট কবিতা রচনায় ভাট কবিগণ এতই অভ্যস্ত যে, তাঁহারা যে কোন স্থানে বসিয়া—যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া সহসা কবিতা রচনা করিতে পারেন। ভাটের কবিতা একই নির্দিষ্ট সুরে গীত হইয়া থাকে। ইহা অতি শ্রুতি-মধুর। সাধারণ সমাজে এই শ্রেণীর কবিতাকে শুধু 'কবি' বলা হয়। ভাটেরা গ্রামে-গ্রামে বেড়াইয়া এই শ্রেণীর কবিতা গাহিয়া অর্থোপার্জন করিয়া থাকেন।

"শ্রীহট্টের মুসলমানদের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই ভাট কবিতা রচনায় কৃতিত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানেও এই শ্রেণীর অনেক কবি পল্লিগ্রামগুলিতে রহিয়াছেন!"**

* শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৪, পৃঃ ১৪-২০) হইতে উদ্ধৃত। শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্মা-কর্তৃক সঙ্কলিত। বানান আমাদের

** শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (কার্ত্তিক, ১৩৪৬, পৃঃ ১০০-১০১) হইতে উদ্ধৃত। মোহাম্মদ আশরাফ্ হোসেন-সঙ্কলিত। বানান আমাদের

। ভট্ট কবিতার দুইটি নিদর্শন ।

॥ রাজনগর ধ্বংসের কবিতা ॥

নমো লক্ষ্মী নারায়ণ চক্র[১] সুদর্শন শ্রীপতি শ্রীজনার্দন ।
গোলোক বিহারী গোলোকেশ্বর হরি বৈকুণ্ঠে যে নারায়ণ ॥
ভক্তাধীন হরি ভক্তবাঞ্ছাকারী ভক্তে করেন উদ্ধার ।
অসংখ্য মহিমা বেদে নাহি সীমা জীবে বুঝা সাধ্যভার ॥
ভবে বাসতরে এক স্থানোপরে সৃজন করিলা হরি ।
সোনার রাজনগর সৃজিলা শ্রীধর সুখ বাঞ্ছা মনে করি ॥
বিপ্র বৈদ্য কায়স্থ বিষয়ী সমস্ত বাস্তু আছে বহুতর ।
(যেমনি) যমুনা মধ্যেতে ব্রজেতে (তেমনি) খাল-বিল-নদী নগর ॥
যেমনি ধ্রুবলোক করিয়া কৌতুক সৃজেছিলা ভগবান ।
তেমনি রম্যধাম রাজনগর গ্রাম দ্বিতীয় করিলা নির্মাণ ॥
যে স্থলে ভূপতি নাহি যদুপতি দেখে চিন্তাযুক্ত মন ।
(বুঝি) এই মনে করে সমুদ্রের পারে দ্রুত করিলা গমন ॥
ঘোর যুদ্ধ করি আপনি শ্রীহরি জরাসন্ধ করি বধ ।
(বুঝি) পুনঃ জন্ম তারে দিলা রাজনগরে দিয়ে তার রাজত্বপদ[২] ॥
মজুমদার কৃষ্ণ জীবন বিশিষ্ট সুতপস্যা ভবার্ণব ।
তস্য ঘরে জাত হইলেন সুবিখ্যাত মহারাজ রাজবল্লভ ॥
হইলেন মহারাজ রাজনগর মাঝ বৈদ্যবংশে অবতার ।
রাঢ় গৌড় কলিঙ্গ তৈলঙ্গ অঙ্গ বঙ্গ চমৎকার কীর্তি যার ॥
জন্মে ভূমণ্ডলে নিজ বাহুবলে কীর্তি কৈল বহুতর ।
(বিল) দাহনিয়া[৩] ভরি অট্টালিকা পুরী নির্মাইলা নরেশ্বর ॥
সব দালান পাকা চকমিলান বাঁকা তুল্য অমরানগর ।
শত রত্নাবধি[৪] পঞ্চরত্ন আদি একুশ রত্ন মনোহর ॥

১ 'লক্ষ্মীনারায়ণ চক্র' মহারাজ রাজবল্লভের পিতা কৃষ্ণজীবন মজুমদারকে জনৈক সন্ন্যাসী দিয়া যান—তিনি 'রাজা লক্ষ্মীনারায়ণ' আখ্যাত হইয়া রাজনগরের উপান্ত দেবদেবী মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে পূজিত হইতেন ২ কথিত আছে, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র হস্তচালনা বিদ্যা প্রয়োগে জানিয়াছিলেন—"পূর্বে রাজা জরাসন্ধ ইদানীং রাজবল্লভ।" ৩ রাজনগরের পূর্ব নাম। রাজবল্লভের সময় হইতেই রাজনগর নাম প্রসিদ্ধ হয় ৪ 'সতর' রত্নকেই লোকে ভুল করিয়া 'শতরত্ন' বলিত। ফলতঃ ইহা সপ্তদশ চূড়াবিশিষ্ট মন্দির ছিল

দোল মঞ্চ শোভা আহা মরি কিবা সুমেরুর চূড়া প্রায়।
দীঘি-সরোবর শোভিত সুন্দর স্থানে স্থানে দেখা যায়॥
কত স্থানে স্থান দেবালয় নির্মাণ শিবালয়ে স্থাপিত শিব।
কোটি শিব কুড়াশী[১] তুল্য প্রায় কাশী দৃষ্টি কর কলির জীব॥
রাজা[২] লক্ষ্মীনারায়ণ দেবাদি ব্রাহ্মণ সেবা করে নিরন্তর।
যাহার কৃপাবলে রাজত্বপদ পাইলে এসে ধরণী উপর॥
সিংহ দরজায় নকসা চমৎকার দেখিলে হয় যে শঙ্কা।
(যেমনি) সমুদ্র মাঝারে রাজা লঙ্কেশ্বরে সৃজিল কনক লঙ্কা॥
যেমনি রামায়ণে শুনেছি শ্রবণে প্রত্যক্ষ তায় দেখাইলে।
তেমনি মত সব রাজা রাজবল্লভ বিল দাহনিয়া দীপ্তি কৈলে।
রাবণ ঢশায় রাবণ ঠশায়[৩] রাবণ প্রতাপ সব।
রাবণ জিনিয়ে দিগ্বিজয়ী হইয়ে মহারাজা রাজবল্লভ॥
সুবে বাঙ্গালায়, সুবে উড়িষ্যায়, সুবে বর্ধমান বিহার।
নেপাল মথুরা কর্ণাট ত্রিপুরা এমনি কীর্তি নাহি আর॥
জানি কোন শাপে জরাসন্ধ ভূপে জন্মে রাজনগর মাঝ।
যাহার কৃপাতে বাঙলা মুলুকেতে প্রকাশ পাইল ইংরাজ॥
নবাবী আমল কৈরে বেদখল ইংরাজে রাজত্ব দিলে।
ধন্য মহারাজ ডঙ্কা ভর মাঝ রেইখে পরলোক হৈলে॥
হইলা নির্জীব কীর্তি তাঁর সজীব বর্তমান ভূমণ্ডলে।
সে কীর্তির বাদী কীর্তিনাশা নদী অকস্মাৎ তরঙ্গ হইলে॥
শুনি পঁচিশসালে ভাঙ্গিল দুই কূলে কীর্তিনাশা হয়ে খল[৪]।
আড়া-ফুলবেড়িয়া[৫] গোকুলগঞ্জ ভাঙ্গিয়া মুলকতগঞ্জ কৈল তল॥

---

১ কুড়াশী গ্রামে কোটি শিব লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ২ লক্ষ্মী নারায়ণের বিশেষণ। (সর্বপ্রথম পাদটীকা দ্রষ্টব্য) ৩ 'ঢশা-ঠশা'—'চালচলন' 'ধরণ-ধারণ' অর্থে দেশজ শব্দ-যুগ্ম ৪ এই পঙ্‌ক্তিটি 'রাজবল্লভ চরিত' গ্রন্থে মুদ্রিত কবিতা হইতে সংগৃহীত হইয়াছে ৫ আড়া, ফুলবেড়িয়া ইত্যাদি গ্রামের নাম। এইগুলি বিশেষতঃ চাঁদ কেদারের কীর্তি ১২২৫ সালে ভাঙ্গিয়া নদী 'কীর্তিনাশা' নাম ধারণ করিয়াছিল—৫১ বৎসর পরে রাজনগর ভাঙ্গিয়া নামটি সার্থক করিয়াছে

(চান্দ) কেদার রায়ের কীর্তি চমৎকার ভেঙ্গে নিল কোটিশ্বর।
গোবিন্দ মঙ্গল (সোনার) সোনার দেউল খাকুটিয়াদি বহুতর ॥
পূর্বে এইমত ভেঙ্গে নিয়ে কত স্থির ছিল কিয়ৎকাল।
পুনঃ ছিয়াত্তর সালে ভাঙনি আরম্ভিলে হয়ে তরঙ্গ উত্তাল ॥

আর ছন্দ[১]

(দেখ) দেখ ভাইরে রাজনগরের হৈল কি দুর্দশা।
কর্‌লে মহারাজার কীর্তি নিবৃত্তি কীর্তিনাশা ॥
(যেমনি) নল রাজা মহাতেজা পাপাশ্রিত হৈল।
(দুষ্ট) কলি যাইয়ে প্রবেশিয়ে রাজ্যভ্রষ্ট কৈল ॥
হইল তদাকার ধরা পর কলুষ প্রবল।
(নইলে) নগরে সাগর করে কি নদী হইয়ে খল ॥
(যাকে) ভবার্ণবে এমনি ভাবে বিধি হয়রে বাম।
(তাকে) এরূপে কি দেখ দেখি করয়ে নির্ণাম ॥
যেমন চন্দ্রধর প্রতিপর মনসা বিবাদী।
(আনিয়ে) কালীদহে দেখ তাহে উনশত নদী ॥
(কৈরে) মহার্ণব ডিঙ্গা সব ডুবাইলেন মনসা।
(তেমনি) মহারাজার কীর্তিবাদী হৈল কীর্তিনাশা ॥
(হায়রে) দারুণ বিধি বুঝি নদীরূপে কাল হইয়া।
(কৈল) অসময় কি খণ্ড প্রলয় রাজনগর ভাঙ্গিয়া ॥
নাহি ভারতবর্ষে বাঙলাদেশে এমনি কীর্তি আর।
(সেই) সোনার নগর কীর্তিসাগর কৈল কি ছারখার ॥
ইহা দেইখে, লোকে মনের দুঃখে বলে হায়রে হায়।
নদীর কি তরঙ্গে রাজ্যে ভেঙ্গে কীর্তি লইয়ে যায়[২] ॥
অমনি কলরব অসম্ভব হইল নগরে।
(কেহ) কোলের ছেলে বিত্ত ফেইলে সরিয়া যাইতে নারে ॥
(ক্ষুদ্র) তালুকদাররা বিত্তহারা হইয়া হত জ্ঞান।

১ যেখানে ভট্টকবি রাগিণী বা ছন্দের পরিবর্তন করিয়াছেন সেই স্থানেই 'আর' (=অপর) ছন্দ লেখা হইয়াছে ২ মুদ্রিত কবিতার এই পঙ্‌ক্তিটির অন্তরূপ দেখা যায়—"কল্লে'র কিঙ্কত অর্জিত বিত্ত নদী লইয়া যায়"

(বলে) জীবনের আর সাধ কি ভবে কিসে রবে মান ॥
(কেহ) বলে ভাইরে কি হ'লরে এই ছিল কি লেখা।
(বুঝি) এ রাজ্যে আর আর কারো সনে কার না হইবে দেখা ॥
(নদীর) বেগ অতি রাজ্য প্রতি কি হইল আক্রোশ।
যাচ্ছে মহারঙ্গ রাজ্য ভেঙ্গে মধ্য দিয়ে ঢোষ ॥
(লোকে) কি করিবে কোথায় যাবে হইল আশঙ্কিত।
(হায়রে) কিবা দশা কীর্তিনাশা কৈল আচম্বিত।
(এমনি) চমৎকার কীর্তি আর হবে না ভুবনে।
(এমন) সোনার নগর কীর্তিসাগর পাব গিয়া কোন স্থানে ॥
(দেইখে) দেশ-বিদেশী লোকে আসি বলে হায় হায়।
(বলে) কি তরঙ্গে রাজ্য ভেঙ্গে কীর্তি লয়ে যায় ॥
(কত) দালান পাকা অলেখা[১] ভাঙ্গিল তরুবর।
(প্রথম) কুন্তের বাড়ী ধরিলেক সুখ সাগর ॥
(নিলে) সুখের সাগর সুখসাগরে মহাসাগর ধরে।
(নদীর) কি প্রতাপ অসম্ভব প্রাণটি কাঁপে ডরে ॥
সাধের মতি সাগর মুহূর্তেক পর ভাঙ্গিলরে ভাই।
কোথায় গেল রাউত পাড়া আকশার[২] চিহ্ন নাই ॥
(নিল) রাণী সাগর কৃষ্ণ সাগর গুরুধাম আর।
(হায়রে) খালে-বিলে এক সমান যে কৈল জলাকার ॥
হায়রে পুরান দীঘি কাল বৈশাখী[৩] হৈত যার পার।
নিল সেই মেলা জুয়া খেলা লাল বাজারের বাহার ॥
যাচ্ছে ক্রমাগত ভেঙে যত রাজবংশের কীর্তি।
রায় মৃত্যুঞ্জয়ের[৪] কীর্তি, পরে করিল নিবৃত্তি ॥

১ মুদ্রিত কবিতায় 'অলেখা' স্থানে আছে "চকমিলান বাকা" ২ মুদ্রিত কবিতায় এই দুইটি পাড়ার নাম আছে। (আমাদের সংগৃহীত কবিতায় এই স্থলটি অস্পষ্ট লিখিত ছিল) ৩ পুরাতন দীঘির পশ্চিম পারে চৈত্র সংক্রান্তি হইতে দুই মাস ব্যাপী মেলা হইত—ইহার নাম "কাল বৈশাখী" ছিল। মেলাটি ঢাকার বিখ্যাত "কার্তিক বারুণী"র ন্যায় ছিল; খরিদ-বিক্রী, আমোদ-প্রমোদ ইত্যাদি ইহাতে খুবই হইত ৪ রায় মৃত্যুঞ্জয় মহারাজ রাজবল্লভের ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন—তিনিও উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কীর্তিমান হইয়াছিলেন

হায়রে শত রতন হইল পতন চমৎকার নগরে।
হৈল কাশীতে যে ভূমিকম্প পঞ্চ ক্রোশী পরে॥
ভট্ট জয়চন্দ্রে পদ বন্দে করিয়া বর্ণন।
পরে পুরান হাউলির কথা বলি শুনেন সর্বজন॥

আর ছন্দ

(হায়রে) কীর্তিনাশায় কীর্তি সব নিল;
(বুঝি) এতদিনে মহারাজের নামটি লোপ হইল।
(সোনার) রাজনগর কি জলাকার কৈল॥
(ভেইঙ্গে) রায় মৃত্যুঞ্জয়ের হাউলি, বাউলি দিয়ে অকস্মাৎ;
(হায়রে) পুরান হাউলি, যাইয়ে ধরল একি বজ্রাঘাত।
(হায়রে) বাবু সবকে করিয়া অনাথ॥
(সাধের) নব রতন পড়ল যখন নদীর মাঝারে;
(যেমন) নিরাকারে বট পত্র প্রায় ভাসে নীরে[১]।
(এরূপ) দেখি নাই আর জগৎ সংসারে॥
(বলেন) বাবু সবে বিষাদভাবে বিধির হইল কোপ;
একি কালে মহারাজার নামটি কৈল লোপ।
(হায়রে) কীর্তিনাশা হৈয়ে কাল স্বরূপ॥
(অমনি) সোনার মঞ্চ দোল মঞ্চ হইল পতন;
(রাজ) লক্ষ্মী নারায়ণ থাকতে হৈল এ লঘু লাঞ্ছন।
(বুঝি) দেব ধর্ম নাই কলিতে এখন॥
(যদি) থাকত সত্য মাহাত্ম্য ব্রাহ্মণ দেবতার;
তবে কি আর ছিন্ন ভিন্ন হয় গো এ সংসার।
(জানলেম) কলিতে হবে সব একাকার॥
(হায়রে) কীর্তিনাশা কি নৈরাশা কৈল একেবারে;
একটি চিহ্ন না রাখিলে নাম লইতে আর।
হায়রে জহ্নুমুনি নাইরে এ সংসারে[২]॥

---

১ নবরত্নের গঠন এরূপ সুদৃঢ় ছিল যে সমস্ত রাজনগর নদী প্রবাহে বিলুপ্ত হইলেও ইহা নদীগর্ভে বহুদিন দণ্ডায়মান অবস্থায় দৃষ্ট হইয়াছিল ২ জহ্নুমুনি গঙ্গা পান করিয়াছেন, তিনি থাকিলে হয়ত কীর্তিনাশার বারিরাশি পান করিয়া রাজনগর রক্ষা করিতেন

(দেইখে) স্থলে কান্দে স্থলচর জলে কান্দে মীন ;
আকাশেতে চন্দ্র-সূর্য হইল মলিন।
হায়রে একুশ রত্ন পড়িল যে দিন ॥
যত পাখী সব উড়িয়ে দেখি ঘুরিয়ে বেড়ায় ;
(তাদের) আশার বাসা কীর্তিনাশা ভেঙ্গে নিয়ে যায়
(ওরা) বসিবার স্থান নাহি পায় ॥
লোক কেহ যায় রে হাসারকান্দি কেহ যায় খিলগায় ;
কেহ কেহ পাতনা দিয়ে[১] বইসে দিন কাটায়।
বলে নদী নি[২] রে একবার ফিরে চায় ॥
(ভট্ট) জয়চন্দ্রের এই নিবেদন শুনেন সমুদয় ;
কাছাড় জেলায় ভূমিকম্পে এইরূপ ঘটায়।
তাহাতে হইয়াছে এক আশ্চর্য প্রলয়[৩] ॥
জানবেন বিধিকৃত কর্ম যত খণ্ডন না যায় ;
যা হবার তা হয়ে গেল আমার কি উপায়।
(এরূপ) মান্য আমি আর পাব কোথায় ॥*

॥ নিরানব্বই সনের[৪] গিরাইর[৫] কবিতা ॥

আল্লা বল ভাই যত মছলমান।
লইবায় আল্লার নাম দেখিয়া কোরান ॥
তারপরে নবির বাত রাখিবায় আমল।
মউতের[৬] বাদে ভাই তরিবায় সকল ॥

---

১ নদীর ভাঙনির সন্নিকটে ঝোপরী বানাইয়া ২ নাকি ৩ এই প্রলয়ঙ্কর ভূকম্পন ১৮৬৯ ইং সনে শীত ঋতুতে ঘটে

* শ্রীযুক্ত রসিকলাল গুপ্ত (ভোলা রাধানাথ) লিখিত মহারাজ রাজবল্লভের জীবনচরিত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত (দ্বিসং ১৩১৯, পৃঃ ১৯)। এই কবিতায় যে প্রলয়-চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে তাহা শ্রীহট্ট নিবাসী জয়চন্দ্র ভট্ট-কর্তৃক। ইনি তখন রাজকবিরূপে রাজনগরে ছিলেন। "তিনি স্বচক্ষে সেই দৃশ্য অবলোকন করিয়া আবেগপূর্ণ হৃদয়ে যে বিষাদ-সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি পূর্ববঙ্গের ভট্টকবিগণ স্বর-সংযোগে আবৃত্তি করিয়া থাকেন।" শ্রীহট্ট সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা (বৈশাখ, ১৩৪৫, পৃঃ ১-৮) হইতে উদ্ধৃত

৪ বঙ্গালা ১২৯৯ সাল ৫ ঘূর্ণ্যোর ৬ মৃত্যুর

দেখ ভাই মুসলমান করিয়া খিয়াল।
আখেরি জবানায়[১] বড় ঘটিল জঞ্জাল॥
কতদিন হইল আজি জান সবলোকে।
বার সেরি নিদান ভাই হইয়াছিল মুলুকে॥
দিলের[২] দৈশতে[৩] লোক হইয়াছিল আকুল।
দানা বিনে কত লোকের গেছে জাতি-কুল॥
তারপরে খোদা-তায়লার হুকুম হইল।
আট পারি ধান টাকায় বিকিতে লাগিল॥
আট পারি, সাত পারি, ছয় পারি বিকে।
পাঁচ পারি বিকি এবে চারি পারি লাগে॥
ফরামিশ[৪] করিয়া দেখ দিলের ভিতর।
এই যে জবানার হালে দিলে লাগে ডর॥
এমন গিরাই দিন ভাই টাকায় চাউলের পারি।
চাষা লোকে আশা করে আর পাইতে পারি॥
চারি আনা গুড়ের সের সাত আনা সুপারি।
আট আনা খরচের সের দশ পয়সা খাসারি॥
কেমনে বাঁচিব লোকে উপায় নাই পায়।
সোনা, রূপা, জা'গা, জমিন বেচিয়া লোকে খায়॥
সোনা, রূপা, জা'গা, জমিন শতেক টাকার হইলে
বন্ধক দিয়া কোনরূপে পঁচিশ টাকা মিলে॥
আর যারা যারা পয়সা-আলা পূর্ব ছিলেটের মাঝে।
টাকায় লয় চারি পয়সা সুদ গরীব কেমনে বাঁচে॥
শ্রীহট্ট আর পগ্গার পারি ধান কাটিবার আশে।
প'রে-প'রে হইছিল নৌকা ভাটি রাজ্যের মাঝে॥
আগে বরু ধানেরে করৃতা অপমান।
এই বারের বরু ধানে রাখল লোকের জান॥

১ ভবিষ্যৎকালে ২ মনের ৩ ভয়ে ৪ পরামর্শ

কিছু-কিছু পয়সা-কড়ি ছিল যারার হাতে।
আর কিছু মুনাফা কইলা ধানের বেপারেতে[১] ॥
যার হাতে পয়সা আছে দিলে তার ভর।
সিঁদ দিয়া চুরাইয়া[২] লইয়া যায় ঘর ॥
গুর[৩] -গাট্টা আছে যার টাকার নাই কমি।
জোরে ছিনাইয়া নেইন গরীবের জমি ॥
মিছা সাক্ষী দেইন আর কাছারীতে গিয়া।
গুয়া চুরি, কলা চুরি, রাত হানা দিয়া ॥
কেহ কার কর্জ নিলে দিত নাহি কয়।
হাতের পয়সা দিয়া দেখ মাইর[৪] করা হয় ॥
এ ছাই আওয়াল[৫] ভাই হৈয়াছে দেশেতে।
দিলেতে দৈশত লাগে বাঁচিমু কিমতে ॥
এই সব বাতে জান ইমামি হয় খলল[৬]।
নির্বল হইয়া গেল নেকির আমল ॥
বদির আমলে লোক ফিরে হামেহাল।
কিছমত[৭] কমিয়া গেল জীব যত কাল ॥
খোদারে না দিয়ো দোষ, না দিল খোদায়।
আপনার আকলে[৮] আপনে হারিলায় ॥
মিছা সাক্ষী, জুট বাত, ছাড় এই সব।
জোয়াব না পারিবায় দিতে পড়িলে তলব।
দুরুদ পড়িয়া ভেজ নবির উপরে।
তাঁহার ইজ্জতে খোদায় উদ্ধারে সবারে ॥
কি আর বলিমু ভাই দুছরা কালাম।
ছোট-বড় সবার আগে অধমের ছালাম ॥
৯৯ সালে ভাই এই সব হাল।
সাক্ষাতে কি আছে আর ভাবি সে খিয়াল ॥

---

১ ব্যবসাতে ২ চুরি করিয়া ৩ দল ৪ মারামারি ৫ বিবরণ ৬ দুর্বল ৭ ভাগ্য
৮ বুদ্ধিতে

নালায়েক[১] সায়েরি[২] আমি জুনাবে সবার
অধমের খাতা চাহি মাফ করিবার ॥
ধরাধরপুর ঘর আমার খিত্তা পরগণায়।
বাপের নাম মাং আছিম সবে জানিবায় ॥
আরকুম উল্লা নাম আমার সবারে জানাই।
ছোট-বড় সবার কাছে দোয়া কিছু চাই ॥
অধিক লেখিলে ভাই নাহি হয় খুবি[৩]।
তামাম হইয়া গেল নিদানের কবি ॥ *

॥ লাছাড়ী গান ॥

"শ্রীহট্ট কাছাড়ে একপ্রকার গান "লাছাড়ী" নামে অভিহিত হয়। লাছাড়ী গান আপাতদৃষ্টিতে উপাখ্যান বলিয়া বোধ হইলেও সাধারণভাবে উহা ভিত্তিহীন উপাখ্যান মাত্রই নহে,—অনেকগুলিই সত্যঘটনামূলক। যেমন, "কটুমিয়ার গান"। উহার বিষয়বস্তু খুব বেশী দিনের পুরাতন নহে। কটুমিয়া শ্রীহট্ট জেলার মৌলভীবাজার মহকুমার অন্তর্গত ইটার অভিজাত বংশের ছেলে। তিনি লংলা পরগণায় বিবাহ করিয়াছিলেন।

"ইটায় থাকইন কটুমিয়া লংলায় কইলা বিয়া,
বড় সাধ আছিল মিয়ার লংলা দেখ্‌তা গিয়া।"

"এই যে তিনি লংলা দেখিতে অর্থাৎ শ্বশুর বাড়ীতে গেলেন, আর জীবন্ত ফিরিলেন না। দুশ্চরিত্রা নববিবাহিতা স্ত্রীর হাতে তাঁহার অপমৃত্যু ঘটে। এই করুণ কাহিনী অবলম্বনে এক সুদীর্ঘ গান এতদঞ্চলে সুপ্রচলিত আছে।

"পুলক কৈবর্তের ছেলে। খালে, বিলে, নদীতে নিত্যই 'জাল' দিয়া মাছ ধরিতে যায়। কুলীন ব্রাহ্মণের মেয়ে লীলাই (লীলা—লীলাবতী) ঘটনাচক্রে পুলকের প্রেমে পড়িয়া গেল।

"লীলা—আর দিন জাল বাও জালুয়ারে খালে আর বিলে,
আজি কেনে বাও জাল শানের বান্ধিল ঘাটে।

১ অযোগ্য ২ রচক ৩ সুন্দর

* আরকুম উল্লা-রচিত। শ্রীহট্ট সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা (মাঘ, ১৩৪৬, পৃ ১৩৬-১৩৯) হইতে উদ্ধৃত। মোহাম্মদ আশরাফ হোসেন-কর্তৃক সঙ্কলিত। ধামাল আমাদের

"ধনীকন্যা লীলা বাঁধান ঘাটে স্নান করিতে গিয়াছিল :

"লীলা—ধন্যি তোর মাও বাপ ধন্যি তোর হিয়া,
এত বড় অইছ জালুয়া না করিছ বিয়া।
"পুলক—ধন্যি না হয় মাও বাপ ধন্যি না হয় হিয়া,
তোমার মতন কন্যা পাইলে করিতাম বিয়া।

"প্রথমে অবশ্য ব্যাপারটা হাসি-তামাশার ভিতর দিয়াই আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু পরিশেষে গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। ভ্রাতৃজায়ারা এই নিয়া লীলাকে শ্লেষ-বিদ্রূপ করিয়া উত্যক্ত করিয়া তুলিল। অবশেষে লীলা কতকটা জেদের বশবর্তিনী হইয়াই 'জালুয়া'র সন্ধানে গৃহত্যাগ করিল। "পুলক জালুয়ার গান" যে সত্য ঘটনামূলক তাহাতে সন্দেহ নাই।

'বিনন্দ রাজার গান'ও সত্য ঘটনা মূলক। 'কুঁড়া' (জলচর পক্ষী বিশেষ) শিকারে বিনন্দ রাজার খুব শখ ছিল। একদিন রাত্রে মা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ছেলেকে শিকারে যাইতে নিষেধ করিলেন। কিন্তু বিনন্দ মা-র নিষেধ শুনিলেন না। শিকারী কুঁড়া নিয়া চুপি চুপি বাহির হইয়া গেলেন। মা-র স্বপ্নই সত্যে পরিণত হইল—বিনন্দ বিষধর সর্পের দংশনে প্রাণ হারাইলেন। কথিত আছে—করিমগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মুড়িয়া হাওরে এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল এবং অনুমিত হয় মুড়িয়া হাওরেরই অদূরবর্তী কোন স্থানে বিনন্দ রাজার বাড়ী ছিল।

"রাজা নূতন দীঘি কাটাইবেন, লোকজন সব প্রস্তুত। সতীনের ষড়যন্ত্রে খনকদের সর্দার কমলারাণীর নামেই "প্রথম কোপ" বসাইল। দীঘি সমাপ্ত হইল ; কিন্তু জল ত' আর উঠে না। স্বপ্নে রাজা দেখিলেন, কমলারাণীকে উৎসর্গ না করিলে জল উঠিবে না। রাজা ত' স্তম্ভিত ! তিনি দীঘি বুঁজাইয়া ফেলিতে প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু কমলারাণী কিছুতেই তাহা হইতে দিলেন না। তিনি আত্মবিসর্জনে প্রস্তুত হইলেন। ছয়মাসের ছেলেকে কোলে নিয়া কমলারাণী পুকুরে নামিতে লাগিলেন। যেই নামা অমনি হু-হু করিয়া জল উঠিতে আরম্ভ করিল। রাণী যতই নামেন জল তত বাড়ে। পা, হাঁটু, কোমর—ক্রমে বুক পর্যন্ত জল আসিল। ছেলেকে শেষবারের মতন স্তন্য পান করাইয়া ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়া আরও নামিলেন—এবার গলা পর্যন্ত ডুবিয়া

গিয়াছে। আর ত' রাখা যায় না, বুকজোড়া ধনকে শেষ চুম্বন দিয়া স্বামীর হাতে তুলিয়া দিলেন। তারপরেই সব শেষ! প্রসিদ্ধ বানিয়াচোঙ্গ গ্রামে সেই সাগর-দীঘি এখনো বর্তমান আছে। এবং বর্তমান আছে "কমলরাণীর গান"।

"এইরূপ সত্য ঘটনামূলক গান আরও আছে। "আদম খাঁর গীতে" দেখা যায়, আদম খাঁর মা বলিতেছেন—

"তোর পিতা মছলন্দ আলী, ভাওয়ালে বান্ধিছিল বাড়ী,
লুঠিয়া আনছিল ওলির নিয়ামত কন্যা রে—

"কাজেই দেওয়ান আদম খাঁর পিতা প্রসিদ্ধ ভাওয়ালের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা মছলন্দ আলী "ভাটি শ্রীপুর" হইতে "ওলির নিয়ামত" কন্যাকে (আদম খাঁর মা) ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন। আদম খাঁও পিতার যোগ্য পুত্র। তিনি পিতৃ-পন্থা অনুসরণপূর্বক খেদাব রাজার কন্যাকে অর্থাৎ মামাতো বোনকে ধরিয়া আনিয়া বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইলেন। গানে এই অভিযান কাহিনীই বর্ণিত হইয়াছে।

"হীরাচান্দ সওদাগরের গানে আছে—হীরাচান্দ 'ভেল্‌ওয়া' কন্যাকে বিবাহ করিয়াই মাতৃ আদেশে বাণিজ্যযাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। ভেল্‌ওয়া প্রথমেই শাশুড়ী-ননদীর বিষ-নজরে পড়িয়াছিল। হীরাচান্দকে বাণিজ্যে পাঠাইয়া মা ও মেয়ে ভেল্‌ওয়াকে নির্যাতন আরম্ভ করিল।

"এদিকে হীরাচান্দ 'বাণেশ্বর মুলুকে' গিয়া তথাকার অধিকারিণী বাণেশ্বরী কন্যাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিয়া বিবাহ করেন। বাণেশ্বরী কন্যার পণ ছিল, যে তাঁহাকে দ্যূতক্রীড়ায় পরাস্ত করিতে পারিবে সেই তাঁহাকে বিবাহ করিবে এবং হারিলে কয়েদখানায় আবদ্ধ থাকিতে হইবে। বিবাহের পর এরূপ বহু কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তিপ্রাপ্ত একজন কয়েদী—ইনিও একজন সওদাগর—ডিঙ্গা ভাটি দিয়া বাড়ী ফিরিতেছেন। একদিন নদীর ঘাটে অপরূপ রূপ-লাবণ্যবতী একটি মেয়েকে স্নান করিতে দেখিয়া সেই সওদাগর—নাম "মথুরা রাজা"—মাঝি-মাল্লার নিষেধ সত্ত্বেও তাহাকে চুরি করিয়া ডিঙ্গায় তুলিয়া লইয়া যায়। এই মেয়ে আর কেহ নহে, হীরাচান্দের আদরের স্ত্রী ভেল্‌ওয়া—শাশুড়ীর যন্ত্রণায় নদী হইতে জল নিতে আসিয়াছিল।

যথা সময়ে হীরাচান্দ বাণেশ্বরীসহ ফিরিয়া শুনিলেন, ভেল্‌ওয়া আর বাঁচিয়া নাই। কিন্তু তাহার বিশ্বাস হইল না। অবশেষে সবই শুনিলেন। তারপর আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে ভেল্‌ওয়ার অন্বেষণে বাহির হইলেন।

"গরু রাখ রাখাল ভাইরে হাতে লাল ছড়ি।
কোন্ পন্থে যাইতাম আমি মঘুয়া রাজার বাড়ী॥"

"তারপর—

"হাতে লইলা লাউয়া[1] লাঠি
কান্ধে ফাড়া[2] ছাতি,
ধীরে ধীরে যাইন ফকির মঘুয়া রাজার বাড়ী।"

"অবশেষে সন্ন্যাসী মঘুয়া রাজার বাড়ী পৌঁছিলেন। পশ্চাতে লোক-লশকর সব বন্দোবস্ত ছিল।

"এদিকে মঘুয়া রাজা সব আয়োজন শেষ করিয়া বিবাহের জন্য প্রস্তুত। এমন সময় হরিষে বিষাদ ঘটিল। হীরাচান্দের লোক "মাউগ-চোরা মঘুয়া রাজা"-কে লাঞ্ছনার একশেষ করিয়া ভেলওয়াকে উদ্ধার করে।

"গানের বিষয়বস্তু হইতে বুঝা যায়, হীরাচান্দ পূর্ববঙ্গের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবাসী ছিলেন। বাণেশ্বর মুলুক আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার কোনও স্থান ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়। মঘুয়া রাজার বাড়ী চট্টগ্রাম অঞ্চলে ছিল বলিয়া কথিত হয়।

"'মনাই হাড়িয়া,' 'আমীর আজফর' প্রভৃতি গানও সত্যঘটনা-মূলক বলিয়া যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। মনাই হাড়িয়া মালী। সুন্দর বাঁশী বাজাইতে পারে। দ্বাপর যুগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটিল। প্রভুকন্যা বাঁশীর সুরে মজিল,—মনাই হাড়িয়ার সঙ্গে গৃহত্যাগ করিল। মনাই তাহাকে লইয়া হরিচিকরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিল। উভয় পক্ষে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। মনাইর বংশধরগণ এখনো বর্তমান আছেন।

"'ধনাই সাধু', 'নরসিং রাজা', 'দুলভী কন্যা,' 'হিমালিয়া রাণী,' 'মাছিম খাঁ দেওয়ান,' 'ধুন্দিয়া পালোয়ান' প্রভৃতি গান সত্য ঘটনামূলক বলিয়া অনু-

---

১ বাদ্যযন্ত্র বিশেষ ২ ছেঁড়া

মিত হয়। কিন্তু 'কাঞ্চনমালা,' 'মধুমালা' প্রভৃতি গান নিছক উপাখ্যান মাত্র। শেষোক্ত গানগুলি আদ্যোপান্ত সুর সংযোগে গীত হয় না। গল্পের মধ্যে বিশেষ বিশেষ স্থলে—নায়ক-নায়িকার কথোপকথন, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি—সুর করিয়া গীত হয়। ইহাতে উপাখ্যানটি শ্রোতৃবর্গের নিকট অধিকতর সরস ও হৃদয়গ্রাহী হয়।

"লাছাড়ী গান আরম্ভের পূর্বে বন্দনার রীতি সুপ্রচলিত। সকল গানের বন্দনাই প্রায় এক প্রকার। নিম্নে বন্দনাটুকু উদ্ধৃত হইল—

"পূবেতে বন্দনা কইলাম পূবে উদয় ভানু,
যেই দিকে উদয় ভানু সয়াল[১] হয় ফশর[২]।
উত্তরে বন্দনা কইলাম উত্তম সিংহাসন,
ঊনকোটি দেবগণে পাতিয়াছইন আসন।
পশ্চিমে বন্দনা কইলাম মক্কা আর মদিনা,
হিন্দু ছাড়া মুছলমানে যে বায়[৩] দেইন ছজিদা;
দক্ষিণে বন্দনা কইলাম কালিধর সাগর,
পদ্মার বিবাদে চান্দের চৌদ্দ ডিঙ্গা তল।

"লাছাড়ী গানের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের এক অদ্ভুত খিঁচুড়ীরূপ দেখা যায়। হীরাচান্দ ফকিরের (সন্ন্যাসীর নয়) বেশে হাতে সারঙ্গী লইয়া লইয়া স্ত্রীর অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন। গায়ক নির্বিকারে গাহিয়া চলিয়াছে—

"আল্লা আল্লা বলিয়া সারিন্দায়[৪] মাইল টান,
পরথমে সারিন্দায় বলে আল্লাজীর নাম।" ইত্যাদি

"হীরাচান্দ নিশ্চয়ই হিন্দু। তিনি কৃষ্ণ-বিষ্ণু না বলিয়া আল্লা-আল্লা বলিতে গেলেন, এ সম্বন্ধে কোনই প্রশ্ন উঠে না। তবে হীরাচান্দ নাম যদি মুসলমানের হইয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্য কথা নাই। খাঁটি হিন্দু গান—যেমন "বিনন্দ রাজা" প্রভৃতিতেও এরকম পাঁচমেশালি দেখা যায়। মোটকথা, এই সমস্ত গানের রচয়িতা মুসলমান, গায়কগণও পুরুষানুক্রমে মুসলমান। তাই যে সকল গানের নায়ক-নায়িকা হিন্দু তাহাদেরও মুসলমানী চেহারা দাঁড়াইয়া গিয়াছে। আবার দীর্ঘদিন হিন্দু প্রতিবেশীদের সহিত মেলামেশার

১ সমস্ত সংসার ২ ফরসা ৩ যে দিকে ৪ সারেঙ্গীতে

ফলে স্বাভাবিক ভাবেই হিন্দু ভাবধারাও গানের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

"লাছাড়ী গান হইতে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারি যে, এককালে এ দেশের লোক বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইত। দুঃখ-দৈন্যে আজকালকার মত এত প্রপীড়িত ছিল না। সওদাগরেরা লোক-লশকর লইয়া ডিঙ্গা সাজাইয়া দূরদেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। শৌর্যে-বীর্যে বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ ছিল না।

"লাছাড়ী গায়কের সংখ্যা এমনিই মুষ্টিমেয়। ইঁহাদের সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। আশঙ্কা হয়, অদূর ভবিষ্যতে এই শ্রেণীর গান পল্লীগ্রাম হইতে লোপ পাইবে। কারণ, এই সকল সুদীর্ঘ গান শিক্ষা করিবার মত ধৈর্য, সময় ও মনোবৃত্তি যেন পল্লীবাসীদের আর নাই। পূর্বের মত আসরও আর তত বসে না।...কোন কোন গান এত দীর্ঘ যে সারারাত ব্যাপিয়া গান চলিত।...ইদানীং সে রকম দেখা যায় না। পল্লীবাসীদের আনন্দ করিবার শক্তি কমিয়া গিয়াছে—আর সে মনও তাহাদের নাই।"*

* মাসিক মোহাম্মদী (অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭, পৃ ১৩৪-১৩৫) হইতে উদ্ধৃত। মুহম্মদ আব্দল বারী কর্তৃক সঙ্কলিত। বানান আমাদের

	নাম :		ঠিকানা :
১	আছমত উল্লা	...	বাউসী, শ্রীহট্ট সদর
২	আছির আলী	...	রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ
৩	আজিজুর রহমান	...	মাতারগাঁও, সুনামগঞ্জ
৪	আবরজান বিবি	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৫	আব্দাল শা'	...	আতানগর, করিমগঞ্জ
৬	আব্দুর রইছ	...	রাতাবাড়ী, করিমগঞ্জ
৭	আব্দুর রইছ চৌধুরী	...	বাগরসাঙ্গন, করিমগঞ্জ
৮	আব্দুল বারি	...	করিমগঞ্জ
৯	আব্দুল মহব্বির চৌধুরী	...	বাগরসাঙ্গন, করিমগঞ্জ
১০	ইদ্রিজ আলী	...	কেশরকাপন, করিমগঞ্জ
১১	ওয়াছির শেখ	...	বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ
১২	কালা শেখ	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৩	কুটি মিঞা	...	জল্লারপার, শ্রীহট্ট সদর
১৪	কুতুবউদ্দিন আহমদছিদ্দেকী	...	আব্দুল্লাপুর, করিমগঞ্জ
১৫	গুণবালা মালাকর	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৬	ছিদ্দেক আলী	...	তুরুকখলা, শ্রীহট্টসদর
১৭	জাহির আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৮	তই শেখ	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
১৯	দশরথ নমঃশূদ্র	...	বিপক, করিমগঞ্জ
২০	ফুল শা'	...	লোহারমল, করিমগঞ্জ
২১	মতছিম আলী চৌধুরী	...	হিজিম, করিমগঞ্জ
২২	মতাহির আলী ছিদ্দেকী	...	আব্দুল্লাপুর, করিমগঞ্জ
২৩	মেচু মিঞা	...	বারহাল, করিমগঞ্জ
২৪	রওয়াইদ আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
২৫	লেচইবিবি	...	বাহাদুরপুর, করিমগঞ্জ

২৬	শেখ নজই	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
২৭	শেখ নেনা	...	রণকেলী, শ্রীহট্ট সদর
২৮	শেখ মসই	...	কার্দিমল্লিক, করিমগঞ্জ
২৯	শেখ মুন্সী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩০	শেখ রষিদ (শ্যাম মামু)	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩১	শেখ সরই	...	গাঙ্গপার, করিমগঞ্জ
৩২	সইদ আলী	...	নন্দীরফল, করিমগঞ্জ
৩৩	সরাফত উল্লা	...	মমরুজপুর, মৌলবীবাজার
৩৪	সুরেন্দ্র নমঃশূদ্র	...	বিপক, করিমগঞ্জ

ইঁহাদের নিকট হইতে আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে সঙ্কলিত গানগুলি সংগ্রহ করিয়াছি। সকৃতজ্ঞ চিত্তে ইঁহাদের প্রতি আমরা ঋণ স্বীকার করিতেছি।

পরিশিষ্ট—ঘ ঃ শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর-বিচার

॥ শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস-কর্তৃক লিখিত ॥

॥ এক ॥

"শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কি? বাঙলা দেশের অন্যান্য স্থানের লোক-সঙ্গীতের সঙ্গে এর কোনো সুরগত পার্থক্য আছে কি না,—সে সম্পর্কে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনা করুন"—প্রশ্নটি এই পুস্তক প্রণেতা অধ্যাপক ডাঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয়ের। শ্রীহট্টবাসী না হয়েও শ্রীহট্টের ইতিহাস ও লৌকিক ঐতিহ্যের গবেষণায় যে নিষ্ঠা ও অনুরাগ তিনি দেখিয়েছেন, তা সত্যি প্রশংসনীয়। শ্রীহট্টের গীত রচনার ধারার বিশদ আলোচনা তিনি করেছেন। আমার ওপর ভার পড়েছে—তার সাঙ্গীতিকী নিয়ে আলোচনা করবার; যদিও জানি, ভাবকে বাদ দিয়ে ভঙ্গীর আলোচনায় একপেশে হবার ভয় থাকে।

শ্রীহট্টের সুর ব'লে কি কোনো সুর আছে? বাঙলাদেশকে যদি তিনটি অঞ্চলে ভাগ করি সুরের দিক থেকে,—তাহলে বলতে পারি, পূর্ববঙ্গ ভাটিয়ালী-প্রধান, উত্তরবঙ্গ ভাওয়াইয়া-প্রধান এবং মধ্য ও পশ্চিমবঙ্গ বাউল-প্রধান। কিন্তু ভাটিয়ালী-প্রধান পূর্ববঙ্গকে আবার সূক্ষ্ম সুর-বিচারে মোটা-মুটি জেলাগত অনু-বিভাগে ভাগ করতে পারি। আমরা যারা পূর্ববঙ্গের সুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে পরিচিত, সেই অঞ্চলের গান শুনলেই অমুকটা ময়মনসিংহের, অমুকটা ত্রিপুরার, অমুকটা শ্রীহট্টের—ইত্যাদি বলতে অভ্যস্ত। কী পদ্ধতিতে এই ভাগটা ক'রে থাকি? কোনো বৈজ্ঞানিক রাগবিশ্লেষণে মোটেই নয়,—কেবলমাত্র "তৈরী কান" দিয়ে। কোনো বিশেষ ঢঙ, বিশেষ ছন্দ ও বিশেষ গায়কীতে এমনি একটা আঞ্চলিকতা মিশে থাকে এবং তা শুনতে-শুনতে এমনি অভ্যস্ত হয়ে যাই যে, এই সুর-বিচারে কোনো দিন বুদ্ধিগত বিশ্লেষণের চেষ্টা করি নি। কাজেই, এই স্বভাব-স্বীকৃতিগুলোকে ব্যাকরণ-সম্মত আলোচনায় দাঁড় করানো সত্যি অতি দুরূহ ব্যাপার। তা ছাড়া, গান গেয়ে দেখানো যেমন সহজ, লিখে—এমন কি,

স্বরলিপি ক'রেও তা প্রমাণ করা তেমন সহজ নয়। স্বরলিপিতে পল্লিসঙ্গীতের ঢঙ্ ও শ্রুতির মাধুর্য কোনোদিনই ধরা পড়ে না।

সকলেই জানেন, সাতটি পূর্ণস্বর এবং পাঁচটি অর্ধস্বরের যোগ-বিয়োগের টানা-পোড়েনে সমগ্র বিশ্বসঙ্গীতের ধ্বনিতরঙ্গের চিত্র-বিচিত্র নক্সা ধরা পড়েছে। মানব-সভ্যতার বহু শতাব্দীর বিবর্তনের পর মানুষের কণ্ঠ এই বারোটি স্বরকে আয়ত্তে আনতে পেরেছে। আজো অধিকাংশ লোকসঙ্গীত ঔড়ব-জাতীয়,—অর্থাৎ পঞ্চস্বরী, পঞ্চস্বরিক। বাঙলার লোকসঙ্গীতের বৈচিত্র্য ও ঐশ্বর্যের একটি বড়ো কারণ এই যে, কড়ি-মধ্যম ছাড়া সমস্ত স্বরেরই প্রয়োগ এতে পাওয়া যায়। ভাটিয়ালী ঠাটেও কড়ি-মধ্যম ছাড়া সব ক'টি শুদ্ধ ও কোমল স্বরের ব্যবহার আমরা পাই। ভাটিয়ালীর সার্বজনীন রূপটি হ'ল,

সা রা মা মা -া পা পা ধা ণধা -পা
আ মি ব ন্ধু র্ প্রে মা গু নে ০
ণধা পমা পা মা -গা -রা সা -ণ্‌া -ধ্‌া
পো ড়া স ই ০ ০ গো ০ ০
ধা সা সা -া রা গা রা -া গা রা সা
আ মি ম র্ লে পো ড়া স্ নি তো রা

ভাটিয়ালীর অবরোহণে পা মা গা রা সা ণ্‌া ধ্‌া। মুদারার পঞ্চম থেকে উদারার কোমল নিখাদে নেমে ধৈবতে যে বিরাম,—ভাটিয়ালীর 'পকড়' বা প্রাণ সেখানেই। সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রাণ-ভোমরার এটাই হ'ল ফটিক মীনার। এই ভাটিয়ালীরই deflectional changes আরোহণ-অবরোহণের বহু রকম ফেরেরই এক একটি বিশেষ ভঙ্গী আঞ্চলিকতার সৃষ্টি করেছে। তার ওপর, গায়কীর আঞ্চলিকতা তো আছেই,—যদিও জেলায়-জেলায় ভৌগোলিক সীমান্তের মতো সুরের ধারার সীমান্ত-রেখা টেনে দেওয়া সম্ভব নয়। ভাষার উচ্চারণে এবং intonation-এ আঞ্চলিকতা তো আছেই। যেমন, ওপরের গানটি গাইবার সময় শ্রীহট্টের গ্রাম্য গায়ক গাইবেন,

আমি বন্দের প্রেমাগুনে পুরা,—
সইগ,' আমি মইলে পুরাস নি তরা ॥

শ্রীহট্টের ভাটিয়ালীর একটি সাঙ্গীতিক বিশেষত্ব আছে। ভাটিয়ালীতে

রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-প্রসঙ্গ এসেছে অনেক পরে। তার আদিম রূপটি ছিল—বাস্তবজীবনের কথা ও ব্যথা, নদী ও নৌকা। প্রকৃতি ও প্রেম। পরে এলো দার্শনিকতা : নদী হ'ল জীবন-নদী, নৌকা হ'ল দেহ-তরী। তেমনি সুরের ক্ষেত্রেও ক্রমবিবর্তন আছে। শ্রীহট্টের একটি অতি-প্রচলিত ভাটিয়ালী গান,

কালো মেঘে সাজ কইর‍্যাছে,
পরান তো মানে না ;
সাবধানে চালাইও তরী—
নাও যেন ডুবে না।
বা' নাইয়া, নদীর কূল পাইলাম না ॥

সা	সা	রা	জ্ঞা	-মা	-জ্ঞা	-রা	-সা |
কা	লো	মে	ঘে	০	০	০	০ |

সা	-রা	গা	-মা	গা	রা	-সা	-া |
সা	জ্	ক	ই	রা	ছে	০	০ |

সা	গা	-া	গা	মা	পা	মা	-গা |
প	রা	ন্	তো	মা	নে	না	০ |

গা	মা	ধা	ণা	-র্সা	-ণা	-ধা	-পা |
সাব্	ধা	নে	চা	০	০	০	০ |

পা	-ণা	ধা	ণা	-ধা	-পা	গা	মা	ধা	-পা
লাই	ও	ত	রী	০	০	নাও	যে	ন	০

পা	মা	গা	সা	সা	-া	-গা |
ডু	বে	না	বা	না	ই	য়া |

পা	মা	-া	মা	-গা	গা	-রা	সা	-া
ন	দী	র্	কূ	ল্	পা	ই	লা	ম্

গা	-রা	-সা |
না	০	০ |

এখানে মেঘ-এর 'ঘ'-এর ওপর আন্দোলায়িত কোমল গান্ধার এবং চালাইও-র 'চা'-তে দীর্ঘায়িত কোমল নিষাদের আবেশে এমনি এক উদার

মাধুর্য সৃষ্টি করে—যা একেবারে শ্রীহট্টের নিজস্ব ব'লে দাবী করতে পারি। ভাটিয়ালীর মুক্তগতি তাল সহ্য করতে পারে না ; এ গানটিও তালহীন। সে দিক থেকেও এখানে ভাটিয়ালীর পরিপূর্ণ রূপটি ধরা পড়েছে।

তালে ফেলে গাইলেও রাধারমণের—

রাই-বিচ্ছেদে প্রাণ বাঁচে না,—
মইলো, গো রাই কাঁচা সোনা···

এখানে 'মইলো' শব্দটি

ধা -পা -মা -গা -পা ধা -পা -মা -গা রা সা -ন্‌া
ম ০ ০ ০ ই লো ০ ০ ০ গো রা ই

ন্‌া স্‌া সা গা -সা -রা -সা
কাঁ চা সো না ০ ০ ০

ধৈবত থেকে নেমে আবার ধৈবতে উঠে, ঝটকা মেরে নীচে নেমে আসার ঢঙটি শ্রীহট্টের একটি বৈশিষ্ট্য।

শ্রীহট্টের হবিগঞ্জ মহকুমায় এবং ত্রিপুরার সীমান্ত অঞ্চলে ভাটিয়ালীর সুরের একটি বিশেষ ঢঙ পাওয়া যায়,—যাতে আছে উত্তরাঙ্গে টপ্পার কম্পনে এক অদ্ভুত প্রাণবন্ত প্রকাশ-ভঙ্গী। যেমন,

বড়ো দুঃখের দুঃখী আমি ও গুরু,
ভবে কেউ নাই আপনার—
শ্রীচরণে এই নালিশ আমার ॥

পা পা পা পা ধা -র্সা -র্জ্ঞা -র্রা -র্সা -া
আ মি ব ড়ো দুঃ খে ০ ০ ০ ০

-পা -া -ধা -া -পা -া পা পা ধা ণা
০ ০ ০ ০ ০ র্ দুঃ খী আ মি

ণা -ধা -পা -মা -ধা -পা -মা পা ধা -া
ও ০ ০ ০ ০ ০ ০ গু রু ০

পা পা -মা মা -ধা পা -মা মা মা
ভ বে ০ কে উ না ই আ প

মা -প্‌া -ধ্‌া।
না ০ র্

॥ দুই ॥

শ্রীহট্টের লৌকিক ঐতিহ্যে ধর্মের দিক থেকে দু'টি প্রধান ভাবধারা প্রবহমান। একটি বৈষ্ণব, অপরটি স্বফী। অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। স্বরের ছন্দ ও ভঙ্গীতে বৈষ্ণব ধারাটি হ'ল মূলতঃ বিলম্বিত মীড়-আশ্রয়ী এবং তা লীলায়িত; অনুগামী বাদ্যযন্ত্র—একতারযুক্ত 'লাউয়া' বা 'লাউ'। স্বফী ধারাটির স্বর প্রধানতঃ গতি প্রধান, কাটা-কাটা ঝটকা দেওয়া, ত্রিমাত্রিক ছন্দ; অনুগামী যন্ত্র—দোতারা ও খমক। বৈষ্ণব-ধারার লীলায়িত চলনের মধ্যে স্বফী-ধারাটি নিয়ে এল এক গতির আবেগ। এই দু'টি ধারাকে অনেকে হিন্দু-ধারা ও মুসলমান-ধারা ব'লে আখ্যা দেন। কিন্তু, আমার মনে হয় তা ভুল। কারণ, এই দু'টি ধারারই প্রগতিশীল সামাজিক মুখ্য ভূমিকা ছিল—হিন্দু-মুসলমানের এক মিলিত ভাব-ধারা, এক মিলিত সংস্কৃতি গ'ড়ে তোলার। হিন্দুর গুরু, মুসলমানের মুরশিদ; হিন্দুর রাধাকৃষ্ণ, মুসলমানের আশিক-মাশুক মিশে গেছে।

ভাবাদর্শে যেমন, ঠিক তেমনি স্বরের ক্ষেত্রে হিন্দু স্বর ও মুসলমান স্বর ব'লে ভাগ করাটা হবে অনৈতিহাসিক ও অবৈজ্ঞানিক। পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের স্বফীগানের খুব মিল। বাউলগান নৃত্য-সম্বলিত; বাদ্যযন্ত্র—ডুগি ও খমক। কাজেই, বাউলের গানেও আছে কাটা-কাটা ত্রিমাত্রিক ছন্দ। সে বাউল গান শ্রীহট্টে কিংবা ত্রিপুরা-ময়মনসিংহে যখন ভাটিয়ালী স্বরের প্রভাবে দেহতত্ত্ব-'বাউলা' গানে রূপান্তরিত হ'ল, তখন দেখি—ভাব এক হয়েও ভাটিয়ালীর ঢিমে টানা-টানা লয়ে তার প্রকাশ-ভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে। ঢাকার বিখ্যাত নরসিন্দী বাউলেরা ব্যবহার করেন 'সারিন্দা'। এই ছড়-টানা তারের যন্ত্রের টানে-টানে পশ্চিমবঙ্গের বাউল-সম্প্রদায়ের নাচের ছন্দ একেবারেই হারিয়ে গেল।

শ্রীহট্টের স্বফীদের 'মারিফতী' গানে প্রায় পশ্চিমবঙ্গের বাউলের ছন্দ। শ্রীহট্ট মারিফতীদের পীঠস্থান। শ্রীহট্ট শ্রীগৌরাঙ্গের দেশ। কিন্তু, শ্রীহট্টের বিশেষত্বকে বোঝাতে গিয়ে আমরা প্রায়ই বলি 'শাহজালালের মাটি'। 'তিন শো' ষাট আউলিয়ার দেশ' ব'লে শ্রীহট্টের খ্যাতি। শ্রীহট্ট জেলায় বৈষ্ণবের আখড়ার চেয়ে পীরের 'মোকাম' বা 'দরগা' অনেক বেশী। পূর্ববঙ্গে বহু ফকির-কবির জন্ম হয়েছে। তাঁদের ওপর শাহজালালের প্রভাব অসামান্য।

আজো শাহ্‌জালালের জন্ম-বার্ষিকীতে—'উরসে শাহ্‌জালাল' দিবসে পূর্ব-বঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রীহট্টের শাহ্‌জালালের দরগায় অসংখ্য পীর-আউলিয়ার সমাগম হয়ে থাকে,—পশ্চিমবঙ্গে ঠিক যেমন জয়দেবের জন্মস্থান কেন্দুলীতে প্রতিবৎসর বাউল-সম্প্রদায়ের সমাবেশ হয়। পীর শাহ্‌জালালের ঐতিহ্য বহন ক'রে এযুগে শ্রীহট্টে আকবর আলী, আরকুম শাহ্, ইরপান, উম্মর পাগল, মজাইদ চান্দ, শেখ বানু (ভানু), হাছন রজা প্রভৃতি শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতে এক অবিস্মরণীয় ঐশ্বর্যশালী গীতি-ধারার সৃষ্টি করেছেন। শেখ বানু (ভানু)-র "নিশীথে যাইয়ো ফুলবনে রে ভমরা" কথান্তরিত হয়ে অন্য নামে রেকর্ড করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ যখন শ্রীহট্টে গিয়েছিলেন, তখন মরমী কবি হাছন রজার রচনায় মুগ্ধ হয়ে "হাছন উদাস"-এর পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ক'রে অতি যত্নে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন। তিনি তাঁর হিবার্ট বক্তৃতায় (Religion of Man) পূর্ববঙ্গের কোনো গ্রাম্য কবির দার্শনিকতার দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে হাছন রজার "আমার আঁখি হৈতে পয়দা হৈল আশমান-জমিন্" : এই গানটির উল্লেখ করেন।

আমরা এই গানগুলোকে এক কথায় 'মুরশিদী' এবং কোনো-কোনো সময় 'মারিফতী' গান ব'লে থাকি। পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে শ্রীহট্টের এই 'মুরশিদী' গানের সুরের একটি বিশেষ ঢঙ আছে। উত্তরবঙ্গের 'চটকার'-র সঙ্গে সুর ও ছন্দে এর খুব সাদৃশ্য রয়েছে। হাছন রজার একটি বিখ্যাত গানকে নমুনা হিসেবে নেওয়া যাক: "লোকে বলে, বলে রে, ঘর-বাড়ী ভালা না আমার,"—

(দ্রুতলয়ে গেয়)

		|	+		
।	সা	ন্‌া	সা	রা	-া
০	লো	কে	ব	লে	০
		|	+		
-া	-া	-া	পা	পা	-া
০	০	০	ব	লে	০
		|	+		
মা	-গা	-া	রা	-া	রা
রে	০	০	ঘ	র্‌	বা

		|	+		
মা	মা	-পা	রা	-পা	-া
ভী	ভা	০	লা	০	০
		|	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
মা	আ	০	মা	০	র্

এই সঙ্গে 'চটকা'-র একটি উদাহরণ নেওয়া যাক: "ওকি মাই গে মাই, মোর মতন আর সতী নারী নাই,"—

		|	+		
া	পা	পা	মা	-পা	-া
০	ও	কি	মা	ই	০
		|	+		
মা	-জ্ঞা	-া	রা	-া	-া
গে	০	০	মা	ই	০
		|	+		
-া	-া	-া	মা	-া	মা
০	০	০	মো	র্	ম
		|	+		
মা	মা	-গা	রা	গা	-া
তন্	আ	র্	স	তী	০
		|	+		
রা	সা	-া	সা	-া	-া
না	রী	০	না	ই	।

মুরশিদী গনের সমে-সমে ঝঁুকি দিয়ে গাইবার ঢঙটি ঠিক চটকা'র ঢঙের সঙ্গে মিলে যায়। আর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। সেটি হ'ল, একই স্বরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে দ্রুতগতিতে গানের প্রথম সারির কিছু কথা এমনিভাবে

ব'লে যাওয়া,—যা হঠাৎ গানের তাল ও সুরের বাইরে সংলাপের মত মনে হয়। যেমন,

চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই'
মোরে কইলায় বন্ধ ;
বন্ধু, নির্ধনীয়ার ধন,
কেমনে পাইমু রে কালা,
তোর দরিশন ॥

আরকুম শাহের এই বিখ্যাত গানটি গাইবার সময় "চাইর চীজে পিঞ্জিরা বানাই"—এই কথাগুলো একই সঙ্গে একস্বরে আবৃত্তি ক'রে 'মোরে'-র ওপর ঝুঁকি দিয়ে গান আরম্ভ করতে হয়।

লৌকিক ঐতিহ্যের সমষ্টি-রচনা থেকে যখন ব্যষ্টি-রচনার যুগ এল, তখন ব্যক্তি-বিশেষকে অবলম্বন ক'রে অনেক সময় গায়কীর ষ্টাইলও প্রচলিত হতে লাগল। যেমন, এ যুগে ময়মনসিংহে জালালুদ্দীন ও দীন শরতের একটি বিশেষ ষ্টাইল চালু আছে ; তেমনি, শ্রীহট্টেও রাধারমণ, হাছন রজা প্রভৃতির নামে বিশেষ গায়কী আখ্যা পেয়ে আসছে।

॥ তিন ॥

শ্রীহট্টের লোক-সংস্কৃতিতে মেয়েরা এক গৌরবময় অধ্যায় রচনা করেছেন। ভারতের প্রতি প্রদেশের প্রতিটি জাতির লোক-নৃত্য ও সঙ্গীতে একান্তভাবে মেয়েদের একটি বিশেষ অবদান লক্ষণীয়। পাঞ্জাবের গিদ্দা, গুজরাটের গর্বা থেকে সুরু ক'রে আসামের আইনাম, বিয়ানাম প্রভৃতি মেয়েলী ব্রত, বিবাহগীতি, ঘুম পাড়ানিয়া গান ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে ও প্রয়োজনে ভারতীয় লৌকিক ঐতিহ্যে মেয়েরা যে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন, তার সঠিক মূল্যায়ন আজো হয় নি। মেয়েলীগান বা মেয়েলী আচার ব'লে তাকে সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে আবদ্ধ রেখে এর যে বিরাট সামাজিক মূল্য—তার যথার্থ স্বীকৃতি আমরা দিই নি। আমাদের দেশের মেয়েরা তাঁদের আচার-বিচার, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির মধ্যে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যকে যেমন ধ'রে রেখেছেন, তেমনি লোকসঙ্গীতেও দেখি—আমাদের মেয়েরা প্রাচীন ঐতিহ্য বহন ক'রে চলেছেন। গোষ্ঠি-রচনায় স্বতঃস্ফূর্ততা, সহজ কথা ও

সুরের আবেদন, ঐহিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ ও সমাজমুখিনতার যে বৈশিষ্ট্যে মেয়েলী ধারাটি উজ্জ্বল,—লোকসঙ্গীতের অন্যান্য ধারায় তা বিরল।

বাঙলার প্রতি জেলায় মেয়েরা সেখানকার আঞ্চলিক ছড়া, ব্রত ইত্যাদিতে একটি জেলাগত স্বকীয়তার সৃষ্টি করেছেন। এ বিষয়ে শ্রীহট্টের স্থান বিশেষ উল্লেখ্য। লৌকিক নৃত্যে বাঙলাদেশ অত্যন্ত দীন। যাও বা ছিল, তাও লুপ্তপ্রায় বা বিকৃত। কিন্তু শ্রীহট্টের মেয়েরা এক প্রাণবন্ত নৃত্য-ধারাকে প্রবাহিত রেখেছেন তাঁদের 'ধামাইল' নৃত্যে।

সেই ধামাইল নৃত্যের সঙ্গে ওতঃপ্রোতরূপে জড়িত আছে ধামাইল গান। শ্রীহট্ট জেলার এ একান্তই নিজস্ব জিনিস। বাঙলার লোকসঙ্গীতে বৈরাগ্য ও বিচ্ছেদের অন্তর্লীন ভাবটি প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু, ধামাইল গান ভাবের দিক থেকে মূলতঃ রাধা-কৃষ্ণ প্রেমকে অবলম্বন ক'রে রচিত হলেও, সুরে ও ছন্দে তা বিরহ-বিচ্ছেদ বা বৈরাগ্যকে অতিক্রম ক'রে পার্থিব উল্লাসে ভর-পূর। জন্ম, বিবাহ বা কোনো উৎসব প্রভৃতির আনন্দলগ্নে ধামাইল নাচ ও গানে গ্রামের মেয়েরা সমবেত হন। নাচের সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের সমবেত করতালি গভীর রাত্রির নীরবতাকে ছন্দিত ক'রে তোলে বিভিন্ন লয়ে। আর একটি বড়োজিনিস—সমকালীন ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, স্বদেশী আন্দোলন ইত্যাদি অবলম্বন ক'রেও মেয়েরা impromptu গান মুখে-মুখে রচনা ক'রে ফেলেন।

ধামাইল গান নৃত্যাবলম্বী। কাজেই, গানের Scansion বা ছন্দ-বিভাগে স্বরাগ্রে ঝোঁক-প্রাধান্যই তার বৈশিষ্ট্য। যেমন,

(আমি) কী হেরিলাম | জলের ঘাটে | গিয়া না | সরী গো |

হেরি মুখ | চান্দে | পড়িয়াছি | ফান্দে |

প্রাণপাখী | কান্দে রইয়া | রইয়া না | সরী গো |…

ধামাইলের বহু রূপ আছে। কিন্তু, সুরের দিক থেকে তা মূলতঃ ভাটিয়ালীর ঠাটের ভেতরেই। তবে, ভাটিয়ালীর টান বা মীড়ের আন্দোলন না থাকাতে প্রকাশভঙ্গী গেছে সম্পূর্ণ পালটে।

শ্রীহট্টের মেয়েদের আর একটি উল্লেখযোগ্য দান হল—বিয়ের গান। বাঙলার প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই বিবাহ উপলক্ষে গান আছে। কিন্তু,

শ্রীহট্টে কন্যা-দেখা, মঙ্গলাচরণ, পানখিলি, জলভরা; অধিবাস, সোহাগমাগা, দধিমঙ্গল, বিবাহ, কন্যাযাত্রা—প্রত্যেক পর্বে-পর্বে এমন গানের লহরী বাঙলাদেশের অন্য কোথাও আছে ব'লে জানি না।

পার্শ্ববর্তী প্রদেশ আসামের 'বিয়ানাম'-এ শুধু এমনিতরো ঐশ্বর্যশালী বৈচিত্র্যের সন্ধান পাই। শ্রীহট্ট জেলায় বিয়েতে ধামাইল অপরিহার্য হলেও শুধু বিবাহ-অনুষ্ঠান অনুসারে যে বিশেষ গানের ধারা তাতে সুরের দিক থেকে কোনো-কোনো গানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধারার সন্ধান পাওয়া যায়: সেটি হল, অসমীয়া 'বিয়ানাম'-এর সুস্পষ্ট ছাপ।

ঐতিহাসিক বিচারে শ্রীহট্টের তদানীন্তন (লাউড়, গৌড় ও জয়ন্তীয়া রাজ্যের) একটি বড়ো অংশ আসামের প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের কোচরাজাদের অধীনে ছিল। তা ছাড়া, আধুনিক যুগেও বৃটিশ শাসনাধীনে থাকা কালে শ্রীহট্ট ভাষা ও সংস্কৃতিতে বাঙালী হয়েও চিরদিন আসামের ভৌগোলিক অংশ হয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই আক্ষেপ,

মমতা বিহীন কালস্রোতে
বাঙলার রাষ্ট্রসীমা হ'তে
নির্বাসিতা তুমি
সুন্দরী শ্রীভূমি ॥

শ্রীহট্টের কথ্য ভাষা এবং গানের সুরেও তাই অসমীয়া প্রভাবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কিন্তু, লক্ষণীয় যে, শ্রীহট্টের মেয়েলী গানেই শুধু এই অসমীয়া প্রভাব পরিস্ফুট। একটি 'কন্যা-বিদায়'-এর গানকে দৃষ্টান্ত হিসেবে নেওয়া যাক,

আম-ঘট সারি-সারি,
শুভ-যাত্রা করইন গৌরী;
যাইবাইন গৌরী কৈলাসে—
মা. দেশে যাইতে ॥

সা জ্ঞা -রা -সা সা -রা সা -ণ্‌া সা গা -মা -পা
আ ম ০ ০ ঘ ০ ট ০ সা রি ০ ০
মা গা -া গা মা -পা দা -া পা -মা
সা রি ০ শু ভ ০ যা ০ ত্রা ০

মা পা -া মা গা গা মা পা
ক র ইন্ গৌ রী যাই বা ইন্
দা পা মা জ্ঞা -া রা -া সা -ন্া
গৌ রী কৈ লা ০ সে ০ মা ০
সা গা -মা পা -মা গা
দে শে ০ যা ই তে

এবার একটি অসমীয়া বিয়ের গান নেওয়া যাক,

অরণ্যর মাজতে কি পছ কান্দিলে—
কি চরাই জুড়িলে রাও হে ॥

পা পা মা জ্ঞা জ্ঞা -মা পা মা
অ র ণ্য র মা ০ জ তে
মা মা -গা মা মা -জ্ঞা সা সা
কি প ০ হু কা ন্ দি লে
পা পা দা পা পা মা জ্ঞা -মা -পা মা
কি চ রাই জু ড়ি লে রা ০ ও হে

দুটি গানই কন্যা-বিদায়ের। দুটি সুরেই এক সেন্টিমেণ্ট এবং সুরের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ও লয়ের বেদনাময় গতি। এই ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতের সুর-বিচারে এক নতুন দিগ্‌বলয়ের সন্ধান দেয়।

॥ চার ॥

শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব আর একটি আলোচ্য বিষয়। "লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব"—এ কথাটিকে ঘুরিয়ে "রাগ-সঙ্গীতে লোক-সঙ্গীতের প্রভাব" বললেই ঠিক হয়। সঙ্গীত যেদিন একটি আদিম মানব-গোষ্ঠীকে আশ্রয় ক'রে প্রথম বিকশিত হয়েছিল—সেদিন সঙ্গীতের ছিল একটি সামগ্রিক গোষ্ঠীগত রূপ। তাকে "লোক-সঙ্গীত" বা "রাগ-সঙ্গীত" প্রভৃতি নামে ভাগ করার প্রশ্নই উঠত না। একটি সুর একটি গোষ্ঠীর বা উপজাতির সুর হিসেবেই পরিচিত ছিল। গোষ্ঠি-সমাজ থেকে আজকের Nation-hood-এর যে বিবর্তন,—লোক-সঙ্গীত ও রাগ-সঙ্গীতের বিবর্তনের ইতিহাসও তার সঙ্গে জড়িত। গোষ্ঠী, খণ্ড-জাতি, উপজাতির রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয়

প্রতিষ্ঠানে যেমন জাতীয় রাষ্ট্র গ'ড়ে উঠেছে,—রাগ-সঙ্গীতেও তেমনি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সুরকে অবলম্বন ক'রে একটা সর্ব-ভারতীয় আকার ধারণ করেছে। আজো বহু ভারতীয় রাগ-রাগিণীর নামকরণে এর সাক্ষ্য মেলে। 'আভীরী', 'সাবেরী', 'মালবী', 'কানাড়ী', 'পাহাড়ী', 'মাঢ়' প্রভৃতি জাতির নামের সঙ্গে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর নামকরণ এই সত্যকেই পরিস্ফুট করে। আমাদের দেশের বিভিন্ন সঙ্গীত প্রবক্তারাও এ কথা স্বীকার করেছেন।

অন্যদিকে লোক-সঙ্গীতের ধারাটিও সমান্তরাল ভাবে প্রবহমান,—যদিও সে ধারাটি নিজ-নিজ আঞ্চলিক ও ভৌগোলিক সীমারেখায় প্রবাহিত। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে—একটি কেন্দ্রানুগ, আর অন্যটি কেন্দ্রাতিগ। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে দুটিই পরস্পরের পরিপূরক। রাগ-সঙ্গীত যেমন কেন্দ্রমুখী, লোক-সঙ্গীত তেমনি বিকেন্দ্রিক স্বকীয়তায় ও আঞ্চলিকতায় উজ্জ্বল হয়ে থাকলেই বেঁচে থাকবে। এর মধ্যে যাঁরা বিরোধিতা দেখেন, তাঁরা আধুনিকতার নামে জাতি-বিকাশের বৈজ্ঞানিক ধারাটিকেই অস্বীকার করেন। পূর্বেই ব'লেছি, এই দু'টি ধারাকে আপাত বিরোধী ব'লে মনে হলেও পরস্পরের পরিপূরক। তার মানে অবশ্য এ নয় যে, লোক-সঙ্গীতের ধারাটি একটি নিছক One Way Road। রাগ-সঙ্গীত যেমন বিভিন্ন আঞ্চলিক সুরকে অবলম্বন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে, ঠিক তেমনি আবার রাগ-সঙ্গীতও লৌকিক ধারাটির ওপর তার প্রভাব বিস্তার ক'রে চলেছে। এই আদান-প্রদানের মধ্যে বাধার কোনো কঠিন প্রাচীর নেই। কাজেই, আমরা যখন কোনো-কোনো লোক-সঙ্গীতে রাগের প্রভাব পাই, তখন বলা মুস্কিল—সেটা সেই অঞ্চল থেকেই উদ্ভূত, অথবা ওপর থেকে আসা রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব। বাঙলার কোনো-কোনো লোক-সঙ্গীতে রাগ-সঙ্গীতের প্রভাব সুস্পষ্ট। ঝিঁঝিট, দেশ, ভৈরবী, ভীমপলশ্রী, ভূপালী, বিভাস প্রভৃতি রাগের স্পর্শ বাঙলার লোক-সঙ্গীতকে মাধুর্য-মণ্ডিত ক'রেছে।

অবশ্য, গ্রাম্য-জীবনে বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী একটি ধারা এবং লৌকিক ধারা পাশাপাশি অবস্থান ক'রে চ'লেছে। যাত্রাগানের বিবেকের সুর যেমন বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী, তেমনি পূর্ববঙ্গে বিজয়দাস, মনমোহন-প্রভৃতি লোক-কবির গান-গুলোও বিশুদ্ধ রাগাশ্রয়ী। এগুলো গ্রাম্য-সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হলেও লোক-

সঙ্গীতের পর্যায়ে পড়ে না। লোক-সঙ্গীতে যেখানে রাগের ছাপ পড়েছে, সেখানে রাগের স্পর্শ থাকা সত্ত্বেও লোক-সঙ্গীতের মৌলিক চরিত্রটি বদলায় নি। এই সীমা রেখাটি অতি সাবধানে টেনে সুরের মূল্যায়নে আমাদের এগুতে হবে।

শ্রীহট্টের লোক-সঙ্গীতেও দেশ, ভূপালী প্রভৃতি রাগের ছায়া বহু গানে পাওয়া যায়। কোনো-কোনো গানে তা খুবই স্পষ্ট; আবার কোনো গানে তা শুধু ছায়া ফেলে মৌলিক ভাটিয়ালীর স্রোতে বিলীন হয়ে যায়। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার সুযোগ থাকলেও আমি মাত্র দু'একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে এ নিবন্ধ শেষ করব।

শ্রীহট্টে, বিশেষতঃ হবিগঞ্জ মহকুমায় একটি সুর প্রচলিত আছে,—যাতে মধ্যম ও নিখাদ বর্জিত ভূপালীর সুস্পষ্ট ছাপ পাওয়া যায়,

দেহ-তরী ছাইড়া দিলাম
ও গুরু, তোমার নামে—॥

সা	সা	সা	রা	গা	পা	ধা	র্সা	র্সা	-া
দে	হ	ত	রী	ছাই	ড়া	দি	লাম্	ও	০

-র্রা	-র্সা	-ধা	-পা	-ধা	-পা	-গা	-রা
০	০	০	০	০	০	০	০

গা	মা	-গা	-রা	-সা	ধ্া	সা	রা	গা
গু	রু	০	০	০	তো	মা	রো	না

গা	-রা	-সা
মে	০	০

আর একটি গানের প্রথম কলিতে শুদ্ধ 'দেশ' রাগের সব ক'টি পর্দারই ব্যবহার পাই,

আছে শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া গো,
শ্যাম-অঙ্গে রাই-অঙ্গ হেলাইয়া॥

সা সা রা -া মা মা মা -পা ধা র্সা
আ ছে শ্যা ম্ অং গে রা ই অং গ

ণা ধা -পা ধা পা -মা -গা -রা
হে লা ই য়া গো ০ ০ ০

রা -া রা মা মা -গা রা গা -া
শ্যা ম্ অং গে রা ই অং গ ০

রা সা সা -া
হে লা ই য়া

শ্রীহট্টের "হোরীগান" ব'লে প্রচলিত বসন্ত-উৎসবের উল্লসিত লোক-সঙ্গীতের সুরের মধ্যে অবরোহণে 'ললিত'-এর রেশ এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য এনে দিয়েছে,

আজ হোরী খেলব
রে শ্যাম, তোমার সনে ;
একেলা পাইয়াছি—
হেথা নিধুবনে ॥

I সা -া সা । সা -া । সা -া I সা জ্ঞা -রা । সা -রা । সা -ন্‌া I
আ ০ জ হো ০ রী ০ খেল্ ব ০ রে ০ শ্যা ম্

I সা -া -া । গা গা । গা -মা I পা -া -া । -া -দা । -পা -মা I
তো ০ ০ মা র স ০ নে ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা -া । পা -া । দা -পা I মা জ্ঞা -া । রা -া । সা -া I
এ কে ০ লা ০ পা ই য়া ছি ০ হে ০ থা ০

I ন্‌া -া -া । সা -া । রা -সা I ন্‌া -া -দ্‌া । প্‌া -া । -া -া I
নি ০ ০ ধু ০ ০ ০ ব ০ ০ নে ০ ০ ০

গান সুরু হয়—বিলম্বিত তেওরায় ; ক্রমশঃ লয় বাড়তে-বাড়তে দাদরা ও কাহারবা তাল-ফেরে—দ্রুত কাহারবায় সমাপ্তি টানা হয়। একদিকে সুরের ধ্রুপদী বিন্যাসে এবং লয়ের তাল-ফেরের চলনে,—আবার অন্যদিকে সাধারণ লোকের সমবেত কণ্ঠের সহজ অভিব্যক্তিতে এই গানগুলো এমন এক সামগ্রিক লৌকিক রূপ ধারণ করেছে যে,—লোক-সঙ্গীতে রাগের সাবলীল মিশ্রণের এ রকম দৃষ্টান্ত অতি বিরল। কয়েক বৎসর আগে, কলকাতার শ্রোতৃমণ্ডলীর সামনে আমরা যখন এ গানটি উপস্থিত করি, অনেকে —এমন কি, কিছু সমজদার সঙ্গীতজ্ঞও এটিকে লোক-সঙ্গীত ব'লে মেনে নিতে চান নি।

আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদের পল্লি-সংস্কৃতিতে একটি অনাবিল রাগ-সঙ্গীতের ধারাও বিদ্যমান ; কিন্তু, এই হোরীগানের ধারাটি তার সব কাছা-কাছি থাকলেও এই ধারাটী ওপর থেকে নয়,—জন-সাধারণের ভেতর থেকে উৎসারিত।

এ বিষয়ে সবচেয়ে নির্ভুল নিশানা হল গায়কী। কয়েকবৎসর পূর্বে পূজ্যপাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেবের সঙ্গে ঘরোয়া আলাপের সুযোগ পেয়েছিলাম। পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরাজেলার মাটির সুরের কোলে জন্ম নিয়ে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মীনারচূড়ায় যিনি আরোহণ করেছেন, এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য সেদিন আমার কাছে লোকসঙ্গীতের একটি নতুন দিক খুলে দিল। কথাচ্ছলে তিনি বলছিলেন তাঁরই ছোটবেলাকার মাঠে-ময়দানে গাওয়া একটি গানের কথা—যে গানটি ছোটবেলায় আমরাও গেয়েছি : "বিরলে কইয়ো গিয়া বন্ধুয়ার লাগ পাইলে।"

এই গানটি একই সুরে দুই গায়কীতে গেয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সহজ অভিব্যক্তিতে বললেন, "এক গায়কীতে এটি লোকসঙ্গীত, আবার অন্য গায়কীতে একেই উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের শ্রেণীতে ফেলা যায়।"

॥ পাঁচ ॥

এই ছোট্ট নিবন্ধটি শেষ করার আগে দুটি কথা বলতে চাই। লোক-সঙ্গীত নিয়ে আলোচনার পরিধি যদিও তুলনামূলকভাবে অনেক বেড়েছে, তবুও সামাজিক, ঐতিহাসিক, কাব্যিক দিক নিয়ে আলোচনার মধ্যেই

তা সীমাবদ্ধ। লোকসঙ্গীতের সাঙ্গীতিকী নিয়ে কোনো আলোচনা প্রায় চোখেই পড়ে না। যাঁরা ভারতীয় রাগ-রাগিণী নিয়ে সার্থক গবেষণা করেছেন,—তাঁদের দরদী দৃষ্টি থেকে লোকসঙ্গীত প্রায় বঞ্চিত। অবশ্য জনজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় না থাকলে এবং একই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের বিচিত্র বিন্যাস সম্বন্ধে গভীর অভিজ্ঞতা না থাকলে, দূরে ব'সে কয়েকটি সংগৃহীত সুরের বিশ্লেষণে তাঁদের আলোচনা একপেশে হবার ভয় থাকে। যাঁরা রাগসঙ্গীত ও লোকসঙ্গীতের দুটি ধারার সঙ্গে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ সেরকম গুণী ডুবুরীর সম্মুখে আমাদের লোকসঙ্গীতের বিরাট সমুদ্র আজ অবারিত ও অনাবিষ্কৃত। ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে আমি এই আলোচনার উপযুক্ত মনে করি না। তাছাড়া বিশেষ একটি জেলাতে সীমাবদ্ধ থাকায় আমার কাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে। তবু এই ক্ষুদ্র আলোচনা যদি উপযুক্ততরদের উৎসাহিত করে, তবে তা সার্থক।

দ্বিতীয়তঃ এই আলোচনায় সাহস পেতাম না যদি না অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক মহাশয় আমার ফেলে আসা জেলার সংস্কৃতি সম্পর্কে আমার চেয়েও উৎসাহী হয়ে না উঠতেন। তাঁর এই অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস পরলোকগত গুরুসদয় দত্তের সংগৃহীত গানগুলি। বৃটিশ সিভিল সার্ভিসের লোক হওয়া সত্ত্বেও তিনি গ্রাম্য মানুষের সঙ্গে মিশে যেতে পেরেছিলেন। তাঁর সংগৃহীত লোকশিল্পের নিদর্শনগুলো ঘরোয়া মিউজিয়ামের ঐশ্বর্য আহরণের সৌখীন আর্ট-সাধনা ছিল না। সাধারণ অবজ্ঞাত মানুষের সুপ্ত প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়ে গ্রাম বাঙলার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জাগানো ছিল তাঁর কর্মসাধনা। বাঙলাদেশে সঙ্গীত বা হস্তশিল্প জীবিত থাকলেও নৃত্য প্রায় অবলুপ্ত হতে বসেছিল। দত্ত মহাশয় ছিলেন বাঙলার লোকনৃত্যের পুনরুদ্ধারে পথিকৃৎ। সিভিলিয়ান হিসেবে তাঁর এই কার্যে গূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আরোপ ক'রে সেই সময়ের উগ্র জাতীয়তাবাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসাপ্রচার করেছিলেন। কিন্তু, কালের বিচারে গুরুসদয় দত্তের পক্ষে রায় মিলেছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই গ্রন্থখানা তারই একটি প্রধান সাক্ষ্য।

উ

এ

ও

ক

ঘ

চ

ছ

জ

ড

ত

দ

ন

প

ব

ভ

ম

শ

স

হ

[শব্দ ও শব্দ-সমষ্টির পার্শ্বস্থিত সংখ্যাগুলি সংশ্লিষ্ট গানগুলিকে বুঝাইবে]

ই, ঈ

উ, ঊ

ত

ধ

ন

প

ভ

ম

য

র

হ